বাংলাদেশের সংসদীয় কমিটির কার্যক্রম (১৯৯৬-২০০৯) : একটি বিশ্লেষণ।

পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ

শাহ্নাজ পারভীন
রেজি নং- ৭১/২০১০-২০১১
পিএইচ.ডি গবেষক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা।

জুলাই, ২০১৫

বাংলাদেশের সংসদীয় কমিটির কার্যক্রম (১৯৯৬-২০০৯) : একটি বিশ্লেষণ।

গবেষক

শাহ্‌নাজ পারভীন

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফেসর ড. দিল রওশন জিন্নাত আরা নাজনীন
সুপারভাইজার
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা।

প্রফেসর ড. এম নজরুল ইসলাম
কো-সুপারভাইজার
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা।

জুলাই, ২০১৫

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের সংসদীয় কমিটির কার্যক্রম (১৯৯৬-২০০৯) : একটি বিশ্লেষণ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি ডিগ্রীর জন্য
উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ।

শাহ্‌নাজ পারভীন
রেজি নং- ৭১/২০১০-২০১১
পিএইচ.ডি গবেষক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা, বাংলাদেশ।

জুলাই, ২০১৫

Dhaka University Institutional Repository

উৎসর্গ

বিশ্বের মানুষের কাছে জাতির মুখ উজ্জ্বল করতে

সুন্দর ভবিষ্যত রচনায় দৃঢ় পায়ে এগিয়ে যাবে

এই আশায় আমার সন্তান সৌরভ ও পরশ'কে

উৎসর্গ করলাম।

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা

আমি ঘোষণা করছি যে, "বাংলাদেশের সংসদীয় কমিটির কার্যক্রম (১৯৯৬-২০০৯): একটি বিশ্লেষণ" শীর্ষক পিএইচ.ডি ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভটি তত্ত্বাবধায়কদ্বয়ের নির্দেশে পরিচালিত আমার নিরলস বস্তুনিষ্ঠ গবেষণার ফসল। এই শিরোনামে কোন অভিসন্দর্ভ এবং এর অংশ বিশেষ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে বা প্রতিষ্ঠানে কোন ডিগ্রী বা প্রকাশনার উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করিনি বা জমা দেইনি।

(শাহ্‌নাজ পারভীন)
গবেষক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

আমরা নিম্ন স্বাক্ষরকারীদ্বয় প্রত্যয়ন করছি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের গবেষক শাহ্নাজ পারভীন কর্তৃক উপস্থাপিত "বাংলাদেশের সংসদীয় কমিটির কার্যক্রম (১৯৯৬-২০০৯): একটি বিশ্লেষণ" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমাদের যৌথ তত্ত্বাবধানে রচিত হয়েছে। মৌলিক উপকরণের বিচার বিশ্লেষণের ভিত্তিতে রচিত এ অভিসন্দর্ভটি তার একক গবেষণার ফল।

আমরা অভিসন্দর্ভটির প্রাথমিক ও চূড়ান্ত পাণ্ডুলিপি আদ্যপান্ত পাঠ করেছি এবং এটি পিএইচ.ডি ডিগ্রীর জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপন করার সুপারিশ করছি।

প্রফেসর ড. দিল রওশন জিন্নাত আরা নাজনীন
সুপারভাইজার
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা।

প্রফেসর ড. এম নজরুল ইসলাম
সুপারভাইজার
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষকের কথা (Acknowledgement)

সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় প্রাণ হচ্ছে কমিটি ব্যবস্থা। ক্ষুদে আইনসভা হিসেবে পরিচিত কমিটি ব্যবস্থার কার্যকারিতার উপর সংসদীয় গণতন্ত্রের ভিত রচিত। সংসদীয় গণতন্ত্রের সাফল্য কমিটি ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল। একটি চলমান আলোচনা, পর্যালোচনা এবং গবেষণার বিষয়বস্তু হিসেবে স্বীকৃত কমিটি ব্যবস্থার গুরুত্ব দিন দিন বেড়েই চলছে। “বাংলাদেশের সংসদীয় কমিটির কার্যক্রম (১৯৯৬-২০০৯) : একটি বিশ্লেষণ” গবেষণা কর্মটি সংসদীয় গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে এখন একটি সময়ের দাবী মাত্র।

সংসদীয় গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে এই সময়ের দাবী সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে আমার এই দীর্ঘ মেয়াদী গবেষণা প্রক্রিয়ার সমাপ্তিতে কিছু কথা তুলে ধরছি। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, গষেণাকর্মটির পরিসমাপ্তিতে এক প্রশান্তিময় অনুভূতি আমার মনের মনিকোঠায় শিহরণ জাগিয়েছে। এই গবেষণা করতে গিয়ে আমি অনেকের কাছেই ঋণী হয়েছি এবং অনেকের কাছে হয়েছি কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ। সর্ব প্রথম আমি কৃতজ্ঞতা জানাই পরম করুনাময় আল্লাহ তা’আলার নিকট যিনি আমাকে শারীরিক ও মানসিকভাবে শক্তি যোগিয়েছেন গবেষণাকর্মটি সম্পাদন করতে। পিএইচ,ডি গবেষণা ও ফলাফলের ভিত্তিতে সম্পন্ন “বাংলাদেশের সংসদীয় কমিটির কার্যক্রম (১৯৯৬-২০০৯) : একটি বিশ্লেষণ” অভিসন্দর্ভটি রচনায় আমি যাদের কাছে ঋণী তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক এবং আমার অভিসন্দর্ভটির সুপারভাইজার প্রফেসর ড. দিল রওশন জিন্নাত আরা নাজনীন এবং কো-সুপারভাইজার প্রফেসর ড. এম নজরুল ইসলাম। আমার শ্রদ্ধেয় তত্ত্বাবধায়কদ্বয় এই থিসিস রচনায় পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেন। শত ব্যস্ততা সত্ত্বেও আমাকে অকৃপণভাবে সময় দিয়েছেন এবং গবেষণাকর্মটি পরিচালনায় সার্বিক দিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন। আমাকে সচেতন করেছেন করণীয় সম্পর্কে।

Dhaka University Institutional Repository

এই মহান তত্ত্বাবধায়কদ্বয়ের পাশাপাশি আমার বিভাগীয় শিক্ষকবৃন্দ সবসময় আমার খোঁজখবর নিয়েছেন এবং গবেষণা বিষয়ে উৎসাহ দিয়েছেন তাদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আজ আমার জান্নাতবাসিনী বাবা-মায়ের কথা বার বার মনে পড়ছে, যাদের অনুপ্রেরণায় আমি পিএইচ,ডি গবেষণায় মনোনিবেশ করি। আমার স্বামী, যিনি শত ব্যস্ততা সত্ত্বেও আমাকে গবেষণা কার্যে সব সময় অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন এবং লক্ষ্যে পৌঁছতে সাহায্য করেছেন তার প্রতি জানাই পরম শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। আজ আরো মনে পড়ে নজরুল ইসলাম স্যারের স্ত্রী ফিরোজা ইসলাম ম্যাডামের কথা, যিনি সব সময় গবেষণাটির সাফল্য নিয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করতেন। গবেষণাকর্ম পরিচালনা, তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করতে গিয়ে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরী এবং জাতীয় সংসদের লাইব্রেরী ব্যবহার করেছি। এই সব লাইব্রেরীর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই জাতীয় সংসদের কমিটি-কনসালটেন্ট জনাব নিজাম আহমেদকে। আরও ধন্যবাদ জানাই আইন বিভাগের সিনিয়র সহকারী সচিব মোঃ নাজমুল হক, সহকারী সচিব মিসেস তাহেরা বেগম, প্রশাসনিক কর্মকর্তা গোলাম মোর্শেদ-কে যারা আমাকে বিভিন্ন তথ্য ও উপাত্ত দিয়ে সাহায্য করেছেন। ধন্যবাদ জানাই জাতীয় সংসদের সহকারী গবেষণা ও শিক্ষা অফিসার আলী আকবরকে। আমার ভাই-বোন যাদের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা আমাকে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছে তাদের প্রতি পরম শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। আমার দুই ছেলে সৌরভ ও পরশ থিসিস রচনায় সবচেয়ে বেশী অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। তাদের ত্যাগই আমার গবেষণার সবচেয়ে বড় সহায়ক।

জুলাই, ২০১৫

শাহ্‌নাজ পারভীন
গবেষক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

সারসংক্ষেপ (Abstract)

গণতান্ত্রিক বিশ্বে সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থা হচ্ছে সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রাণ। আইনসভার কাজের চাপ বেশী হওয়ায় আইনসভা তার নিজ কার্য সম্পাদন করে থাকে কমিটির মাধ্যমে। "বাংলাদেশের সংসদীয় কমিটির কার্যক্রম (১৯৯৬-২০০৯) : একটি বিশ্লেষণ" অভিসন্দর্ভটির শিরোনাম হওয়ায় কমিটি ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনার পাশাপাশি বৃটিশ শাসনামলে শুরু হওয়া সংসদীয় গণতান্ত্রিক ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত আলোচনা এতে স্থান পেয়েছে। পরাধীনতার নাগপাশ হতে মুক্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার তাগিদে ভারত উপমহাদেশের মানুষের পরিচয় ঘটে সংসদীয় গণতন্ত্রের সাথে। পরবর্তী পর্যায়ে নিজেদের প্রতিনিধিত্বের জয়-ধ্বজা ঊর্ধ্বগগণে উত্তোলনের প্রয়াসে তারা এক দুর্নিবার আকর্ষণ অনুভব করে সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতি। ভারত উপমহাদেশ ১৯৪৭ সালে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে দ্বিধা বিভক্ত হয়ে ভারত ও পাকিস্তানের জন্ম হলেও অব্যাহত থাকে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ধারা। বর্তমান বাংলাদেশ সাবেক পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৫৮ সালে আইয়ুব সরকারের শাসনকালীন সময়ে প্রবর্তিত সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে সংসদীয় গণতন্ত্রের বিকাশ ও তার সঠিক প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের লক্ষ্যে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলা হয়। পূর্ব পাকিস্তানের তৎকালীন শাসক গোষ্ঠীর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ক্ষমতা-বিস্তার নীতি, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শোষণ, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে দমন এবং সামাজিক ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টিতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে পশ্চিমা শাসক গোষ্ঠীর প্রতি আস্থার সংকট তৈরী হয় এবং পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ পাকিস্তান হতে মানসিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় ভেঙ্গে যায় পাকিস্তানের স্বপ্ন, গড়ে উঠে সবুজ ঘাসের বুকে লাল উদীয়মান সূর্যের একটি সুন্দর দেশ, বাংলাদেশ। যে স্বপ্নিল দেশের নাম এদেশের মানুষের হৃদয়ে এতদিন লালিত হয়ে আসছিল। বাংলাদেশে অস্থায়ী সাংবিধানিক আদেশ জারীর মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশে প্রথম সংসদীয় গণতন্ত্র প্রচলিত হয় ১৯৭২ সালের ১১ই জানুয়ারী। পরবর্তী পর্যায়ে গণপরিষদ কর্তৃক রচিত সংবিধান কার্যকর হয় ১৯৭২ সালের ১৬ই ডিসেম্বর। এই

Dhaka University Institutional Repository

সংবিধানের ভিত্তিমূলে গ্রথিত হয় সংসদীয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতি। জনগণের মৌলিক অধিকারের শ্রেষ্ঠত্ব থাকায় সংসদীয় গণতন্ত্রের ধারা অব্যাহত থাকে।

শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকালের মাঝামাঝি সময়ে দেশে অরাজক পরিস্থিতি বিরাজ করে। এমনি পরিস্থিতিতে জাতীয় সংসদ কর্তৃক সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী গৃহীত হলে দেশে সরকার ব্যবস্থায় পরিবর্তন আসে, সংসদীয় সরকারের পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা চালু হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট সপরিবারে হত্যার মধ্য দিয়ে সামরিক সরকার ক্ষমতা দখল করে, সংসদ বাতিল করে এবং সামরিক সরকার দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকে। এক ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে এরশাদ সরকারের পতন ঘটে ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর। তৎকালীন বিরোধী রাজনৈতিক দলের তিন জোট (যথা- ৮ দল, ৭ দল ও ৫ দল) একটি নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রতিষ্ঠায় একমত হন। সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তনের লক্ষ্যে সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী বিল জাতীয় সংসদে সর্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত হয় ১৯৯১ সালের ৬ আগস্ট। জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান ও পরিচালনার জন্য নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান গৃহীত হয় ১৯৯৬ সালের ২৬শে মার্চ সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে। সপ্তম ও অষ্টম ও নবম জাতীয় সংসদের নির্বাচন ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত হয় যথাক্রমে ১২ জুন, ১৯৯৬ সালে , ১ অক্টোবর, ২০০১ সালে এবং ২৯ শে ডিসেম্বর ২০০৮ সালে।

সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থা সংসদীয় গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি। জাতীয় সংসদের নির্বাচনে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের নিয়ে গড়ে ওঠে বিভিন্ন কমিটি। এই কমিটিসমূহের মাধ্যমে সংসদ তার কার্যসমূহ সম্পাদন করে থাকে। বাংলাদেশ সৃষ্টির পর থেকে অষ্টম পার্লামেন্ট পর্যন্ত গঠিত আটটি জাতীয় সংসদের মধ্যে প্রথম সংসদে ১৪টি কমিটি গঠিত হয়। তৃতীয় সংসদে মাত্র তিনটি কমিটি এবং ষষ্ঠ জাতীয় সংসদে মাত্র একটি কমিটি গঠিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

একদিকে সংসদে উল্লেখযোগ্য কমিটি ব্যবস্থা গড়ে না উঠায় এবং জাতীয় সংসদে শক্তিশালী বিরোধী দল গড়ে না উঠায় কমিটি ব্যবস্থা কার্যকর ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়। বাংলাদেশের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রবর্তিত এবং পুনঃপ্রবর্তিত হলেও শক্তিশালী, গঠনমূলক ও দায়িত্বশীল বিরোদী দল গড়ে না ওঠায় সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থা কার্যকারিতার কাঙ্খিত মান অর্জনে ব্যর্থ হয়। যথা সময়ে কমিটি গঠিত না হওয়াও কমিটি ব্যবস্থা কার্যকর না হওয়ার একটি অন্যতম কারণ।

সপ্তম ও অষ্টম জাতীয় সংসদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন এবং এর কমিটি ব্যবস্থা কতটুকু কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পেরেছে তা দেখাই ছিল গবেষণার মূল উদ্দেশ্যে। সপ্তম ও অষ্টম জাতীয় সংসদের কমিটি ব্যবস্থার সাফল্য বিগত ছয়টি জাতীয় সংসদের কমিটি ব্যবস্থার তুলনায় অনেক বেশি। সবচেয়ে বেশি সংখ্যক কমিটি ও সাব-কমিটি গঠিত হয় সপ্তম ও অষ্টম জাতীয় সংসদে। কমিটিসমূহের কাজে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে সংসদীয় কমিটিসমূহের সভাপতির পদে একজন সরকার দলীয় সদস্যকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর পরিবর্তে সভাপতি করার মধ্য দিয়ে দীর্ঘদিন থেকে উত্থাপিত দাবী পূরণ সম্ভব হয়েছে।

সপ্তম ও অষ্টম জাতীয় সংসদের সদস্যরা নিজ দলের সদস্যদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত ভাল বোঝাপড়া, সহনশীলতা ও সৌজন্যমূলক মনোভাব সৃষ্টিতে সক্ষম হয়। সরকারী কর্মকর্তাদের সংসদ সদস্যদের প্রতি অশোভন ও অসৌজন্যমূলক আচরণের নিন্দা জানানো হয়। সংসদ সদস্যদের গৃহীত পদক্ষেপের ফলে সংসদীয় কমিটির মর্যাদা ও প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

কমিটিতে সদস্য নিয়োগের ক্ষেত্রে দলীয় স্বার্থ প্রাধান্য পাওয়ায় যোগ্য জনশক্তি ও অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধার অভাবে কমিটি তার কাজে সর্বোত্তম মনোযোগ, একাগ্রতা ও দক্ষতা প্রদর্শনে পিছিয়ে রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম ও অষ্টম জাতীয় সংসদের সাব-কমিটি গঠিত হলেও কমিটির ন্যায় সাব-কমিটিকেও কার্যকর করার ক্ষেত্রে একই ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। এছাড়াও সপ্তম ও অষ্টম জাতীয় সংসদে কখনো কখনো মন্ত্রণালয়ের অধিকার ও সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটির এখতিয়ার নিয়ে প্রশ্ন ও বিতর্ক দেখা দেয়। মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটির রিপোর্ট বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের উপর বাধ্যতামূলক শর্ত অরোপ আবশ্যক বলে প্রতীয়মান হয়।

এই অভিসন্দর্ভটিতে মোট নয়টি অধ্যায় রয়েছে:

প্রথম অধ্যায়: অভিসন্দর্ভের ভূমিকা, গবেষণার বিষয়বস্তু, গবেষণার উদ্দেশ্য, গবেষণার যৌক্তিকতা, গবেষণার গুরুত্ব, অনুমিত সিদ্ধান্ত, গবেষণা পদ্ধতি, গবেষণাক্ষেত্র, তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি, গবেষণার সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়: বাংলাদেশের সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থা (১৯৭২-১৯৭৫)। সংসদীয় কমিটির গঠন ও সংসদীয় কমিটির কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। কমিটিসমূহের ভূমিকা, কার্যকারিতা ও মূল্যায়ন সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়: এই অধ্যায়ে বাংলাদেশ সংবিধানের সংশোধনসমূহ আলোচনা করা হয়। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ জাতীয় সংসদের কমিটিসমূহের (১৯৭৫-১৯৯০) ভূমিকা, কার্যকারিতা ও মূল্যায়ন সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। চতুর্থ সংশোধনী গৃহীত হলে দেশের শাসন ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন দেখা দেয়। দেশে সংসদীয় সরকারের পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার প্রবর্তিত হয় সেই সম্পর্কে এই অধ্যায় আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়: এই অধ্যায়ে বাংলাদেশ সংবিধানের একাদশ ও দ্বাদশ সংশোধন ও সংসদীয় গণতন্ত্রের পুনঃপ্রবর্তন এবং পঞ্চম জাতীয় সংসদের সংসদীয় কমিটিসমূহের (১৯৯১-১৯৯৬) ভূমিকা, কার্যকারিতা ও মূল্যায়ন সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। দ্বাদশ সংশোধনী গৃহীত হলে পুনরায় দেশে সংসদীয় সরকার প্রবর্তিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়ঃ এই অধ্যায়ে বাংলাদেশ সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধন, সপ্তম জাতীয় সংসদের (১৯৯৬-২০০১) সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থার গঠন ও সংসদীয় কমিটির কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সংসদীয় কমিটির সাংবিধানিক ভিত্তি, সংসদীয় কমিটির শ্রেণী বিন্যাস, স্থায়ী কমিটি, বাছাই কমিটি, বিশেষ কমিটি, অন্যান্য কমিটি, সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক, কমিটি ব্যবস্থার আকৃতিগত দিক, কমিটির মেয়াদ, সংসদীয় কমিটির রিপোর্ট, কমিটিতে ঐক্যমত্য ইত্যাদি আলোচনা হয়েছে। কমিটিসমূহের ভূমিকা, কার্যকারিতা ও মূল্যায়ন সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে এই অধ্যায়ে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ এই অধ্যায়ে অষ্টম জাতীয় সংসদের (২০০১-২০০৬) সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থার গঠন ও সংসদীয় কমিটির কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। কমিটিসমূহের ভূমিকা, কার্যকারিতা ও মূল্যায়ন সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়ঃ রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ (২০০৬-২০০৯) সম্পর্কে ধারনা দেয়া হয়েছে এ অধ্যায়ে।

অষ্টম অধ্যায়ঃ প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ ও সমন্বিতকরণ সম্পর্কে ধারনা দেয়া হয়েছে এ অধ্যায়ে।

নবম অধ্যায়ঃ এই অধ্যায়ে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ আলোচনা করা হয়েছে এবং কমিটি ব্যবস্থাকে কিভাবে আরো অধিক কার্যকর করা যায়, তার একটি সুপারিশমালা পেশ করা হয়েছে। গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে উপসংহার রচিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

ঘোষণা	*i*
প্রত্যয়নপত্র	*ii*
গবেষকের কথা (Acknowledgement)	*iii-iv*
সার-সংক্ষেপ (Abstract)	*v-ix*
সারণিসমূহ (Tables)	*x-xvi*
পরিশিষ্ট (Appendix)	*xvi*
লেখচিত্র তালিকা	*xvii-xviii*
সংক্ষেপকরণ (Abbreviations)	*xviii*

বিষয়	পৃষ্ঠা নম্বর
প্রথম অধ্যায়:	**১-২১**
I - ভূমিকা (Introduction)	১
II - গবেষণা নকশা (Research Design)	৭
III - গবেষণার বিষয়বস্তু/সমস্যার বিবরণ (The Statement of Study)	৯
IV - গবেষণার উদ্দেশ্য (Objectives of the Study)	১০
V - গবেষণার যৌক্তিকতা (Justification)	১০
VI - গবেষণার গুরুত্ব (Importance)	১১
VII - অনুমিত সিদ্ধান্ত (Hypothesis)	১১
VIII - গবেষণার ভৌগলিক প্রেক্ষিত (Geographical Research Watched)	১১
IX - গবেষণা পদ্ধতি (Research Methodology)	১২
X - তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি (Theory of Data Collection)	১৩
XI - গবেষণার সীমাবদ্ধতা (Limitations)	১৪
XII - সাহিত্য বিশ্লেষণ/প্রাসঙ্গিক পুস্তক ও গবেষণাকর্ম পর্যালোচনা (Review of the Literature)	১৫
দ্বিতীয় অধ্যায়: বাংলাদেশে সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থা (১৯৭২-১৯৭৫)	**২২-৫৪**
I - বাংলাদেশে সংসদীয় কমিটি বলতে কি বুঝায়	২২
II - সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থার সাংবিধানিক ভিত্তি	২৩

Dhaka University Institutional Repository

বিষয়	পৃষ্ঠা নম্বর
III - সংসদীয় কমিটির গঠন	২৪
IV - সংসদীয় কমিটির শ্রেণীবিন্যাস	২৪
V - (ক) স্থায়ী কমিটির শ্রেণীবিন্যাস	২৫
VI - অস্থায়ী কমিটির শ্রেণীবিন্যাস (খ) বাছাই কমিটি	২৬
VII - অস্থায়ী কমিটির শ্রেণীবিন্যাস (গ) বিশেষ কমিটি	২৬
VIII - অস্থায়ী কমিটির শ্রেণীবিন্যাস (ঘ) অন্যান্য কমিটি (১)	২৭
IX - অস্থায়ী কমিটির শ্রেণীবিন্যাস (ঘ) অন্যান্য কমিটি (২)	২৭
X - সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক	২৮
XI - কমিটি ব্যবস্থার আকৃতিগত দিক	৩৪
XII - সংসদীয় কমিটির মেয়াদ	৩৪
XIII - সংসদীয় কমিটির দায়িত্ব ও ক্ষমতা	৩৫
XIV - সংসদীয় কমিটির রিপোর্ট	৩৭
XV - সংসদীয় কমিটিতে ঐক্যমত্য	৩৯
XVI - বাংলাদেশে সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থা (১৯৭২-১৯৭৫)	৩৯
XVII - সংসদীয় কমিটি গঠন (১৯৭২-১৯৭৫)	৪৮
XVIII - সংসদীয় কমিটির কার্যক্রম	৫১
তৃতীয় অধ্যায়: বাংলাদেশের সংবিধানের সংশোধন ও সংসদীয় কমিটি (১৯৭৫-১৯৯০)	**৫৫-৬৯**
সংসদীয় কমিটি গঠন ও কার্যক্রম (১৯৭৫-১৯৯০): বাংলাদেশের সাংবিধানিক বিবর্তন ও রাষ্ট্রপতি শাসন প্রবর্তন	৫৭
চতুর্থ অধ্যায়: বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের পুনঃপ্রবর্তন (১৯৯১-১৯৯৬)	**৭০-১০২**
সংসদীয় স্থায়ী কমিটি গঠন	৮৩
বাছাই কমিটি গঠন	৮৫
পঞ্চম অধ্যায়: সংসদীয় কমিটির গঠন ও কার্যক্রম (১৯৯৬-২০০১)	**১০৩-২২৩**
সংসদীয় কমিটির গঠন	১১৬

Dhaka University Institutional Repository

বিষয়	পৃষ্ঠা নম্বর
সংসদীয় কমিটির কার্যক্রম	১৩১
ষষ্ঠ অধ্যায়: বাংলাদেশে সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থা (২০০১-২০০৬)	**২২৪-৩৩১**
সংসদীয় কমিটির গঠন	২৩৮
সংসদীয় কমিটির কার্যক্রম	২৫৩
সপ্তম অধ্যায়: রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহ (২০০৬-২০০৯): একটি সমীক্ষা	**৩৩২-৩৩৬**
রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহ (২০০৬-২০০৯): একটি সমীক্ষা	৩৩২
অষ্টম অধ্যায়: তথ্য বিশ্লেষণ, সমন্বিতকরণ	**৩৩৭-৩৭২**
তথ্য বিশ্লেষণ : সংসদ সদস্যদের মতামত জরীপ	৩৩৭
নবম অধ্যায়: সুপারিশমালা ও উপসংহার	**৩৭৩-৩৮০**
প্রাপ্ত তথ্যসমূহ	৩৭৩
সুপারিশমালা	৩৭৫
উপসংহার	৩৭৭
গ্রন্থপঞ্জি	৩৮১-৪০০
পরিশিষ্ট	৪০১-৪০৯

Dhaka University Institutional Repository

সারণিসমূহ (Tables)

সারণি নং		পৃষ্ঠা নম্বর
সারণি : ২.১	স্থায়ী কমিটির শ্রেণীবিন্যাস	২৫
সারণি : ২.২	অস্থায়ী কমিটির শ্রেণীবিন্যাস (খ) বাছাই কমিটি	২৬
সারণি : ২.৩	অস্থায়ী কমিটির শ্রেণীবিন্যাস (গ) বিশেষ কমিটি	২৬
সারণি : ২.৪	অস্থায়ী কমিটির শ্রেণীবিন্যাস (ঘ) অন্যান্য কমিটি (১)	২৭
সারণি : ২.৫	অস্থায়ী কমিটির শ্রেণীবিন্যাস (ঘ) অন্যান্য কমিটি (২)	২৭
সারণি : ২.৬	বাংলাদেশের সংসদীয় ঐতিহ্য ১৮৬২-২০০৩	৪০
সারণি : ২.৭	খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটির সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা	৪৪
সারণি : ২.৮	১৯৭৩ সালের ৭ই মার্চ জাতীয় সংসদের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে তৎকালীন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রাপ্ত ভোট/আসন	৪৫
সারণি : ২.৯	প্রথম জাতীয় সংসদের (১৯৭৩-৭৫) অধিবেশন সমূহের খতিয়ান	৪৭
সারণি : ২.১০	সংসদীয় আমলে প্রথম জাতীয় সংসদের আইন প্রণয়নমূলক কাজের খতিয়ান	৪৮
সারণি : ২.১১	প্রথম জাতীয় সংসদকালীন গঠিত কমিটির সংখ্যা	৪৯
সারণি : ২.১২	প্রথম জাতীয় সংসদের ১১টি সংসদীয় স্থায়ী কমিটির চার্ট	৫০
সারণি : ২.১৩	প্রথম জাতীয় সংসদের কমিটিগুলোর সভা ও প্রতিবেদনের সংখ্যা সন ১৯৭৩-৭৫	৫১
দ্বিতীয় অধ্যায়	**বাংলাদেশে সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থা (১৯৭২-১৯৭৫)**	
সারণি : ৩.১	বাংলাদেশ সংবিধানের সংশোধনীসমূহ	৫৬
সারণি : ৩.২	১৯৭৯ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি নির্বাচনের ফলাফলের তালিকা	৫৯
সারণি : ৩.৩	দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ অধিবেশনসমূহের খতিয়ান (১৯৭৯-১৯৮২)	৬১
সারণি : ৩.৪	দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ কালীন গঠিত কমিটির সংখ্যা	৬২
সারণি : ৩.৫	জাতীয় সংসদ নির্বাচন (৭ মে, ১৯৮৬) ফলাফল ও রাজনৈতিক দলসমূহের প্রাপ্ত ভোটের বিবরণী	৬৩
সারণি : ৩.৬	তৃতীয় জাতীয় সংসদ অধিবেশনসমূহের খতিয়ান (১৯৮৬-১৯৮৭)	৬৫
সারণি : ৩.৭	তৃতীয় জাতীয় সংসদ কালীন গঠিত কমিটিসমূহের সংখ্যা	৬৫
সারণি : ৩.৮	চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচন (৩ মার্চ, ১৯৮৮)-এর ফলাফলের বিবরণী	৬৬
সারণি : ৩.৯	চতুর্থ জাতীয় সংসদ ১৯৮৮-১৯৯০ অধিবেশনসমূহ	৬৭

Dhaka University Institutional Repository

সারণি নং		পৃষ্ঠা নম্বর
সারণি : ৩.১০	চতুর্থ জাতীয় সংসদ কালীন গঠিত কমিটির সংখ্যা	৬৮
তৃতীয় অধ্যায়	**বাংলাদেশের সংবিধানের সংশোধন ও সংসদীয় কমিটি (১৯৭৫-১৯৯০)**	
সারণি : ৪.১	বিচারপতি সাহাবুদ্দিনের নের্তৃত্বে গঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের তথ্যচিত্র	৭২
সারণি : ৪.২	পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১৯৯১ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন রাজনৈতিক দল/জোট/স্বতন্ত্র মনোনীত প্রার্থীদের সংখ্যা, মনোনীত প্রার্থী কর্তৃক প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা, প্রাপ্ত ভোটের শতকরা হার, প্রাপ্ত আসন সংখ্যা	৭৩
সারণি : ৪.৩	পঞ্চম জাতীয় সংসদে দলগত অবস্থান	৭৬
সারণি : ৪.৪	পঞ্চম জাতীয় সংসদ ১৯৯১-এর অধিবেশনসমূহের খতিয়ান	৭৮
সারণি : ৪.৫	পঞ্চম জাতীয় সংসদ কালীন গঠিত কমিটির সংখ্যা	৭৯
সারণি : ৪.৬	পঞ্চম জাতীয় সংসদের অধিবেশন কাল, অধিবেশন দিবস সংখ্যা, উপস্থিতি, উত্থাপিত ও পাশকৃত সরকারী ও বেসরকারী বিলের তথ্যাবলী	৮০
সারণি : ৪.৭	পঞ্চম জাতীয় সংসদের দল অনুযায়ী ওয়াকআউটের হিসাব (দিন ও বার)	৮১
সারণি : ৪.৮	পঞ্চম জাতীয় সংসদে প্রধান বিরোধী দল কর্তৃক সংসদ বর্জনের তুলনামূলক আলোচনা	৮২
সারণি : ৪.৯	৫ম জাতীয় সংসদের ১ম হতে ২২তম অধিবেশন পর্যন্ত প্রতিশ্রুতিসমূহের অগ্রগতি সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন	৯১
সারণি : ৪.১০	পঞ্চম জাতীয় সংসদ তথ্য চিত্র সংসদীয় কমিটি বৈঠক ও রিপোর্ট উপস্থাপন (বিধি ১৮৭-২৬৫)	৯৪
সারণি : ৪.১১	পঞ্চম জাতীয় সংসদের আইন প্রণয়নে কমিটি ব্যবস্থার ভূমিকা ও কার্যকারিতা	৯৯
পঞ্চম অধ্যায়	**সংসদীয় কমিটির গঠন ও কার্যক্রম (১৯৯৬-২০০১)**	
সারণি : ৫.১	বিচারপতি জনাব মোহাম্মদ হাবিবুর রহমানের নের্তৃত্বে গঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের তথ্যচিত্র	১০৫
সারণি : ৫.২	সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১২ জুন, ১৯৯৬-এ অংশ গ্রহণকারী বিভিন্ন রাজনৈতিক দল/জোট/স্বতন্ত্র প্রার্থীদের সংখ্যা প্রাপ্ত ভোটের	১০৭

Dhaka University Institutional Repository

সারণি নং		পৃষ্ঠা নম্বর
	সংখ্যা, প্রাপ্ত ভোটের শতকরা হার, প্রাপ্ত আসন সংখ্যা ইত্যাদি বিবরণী নিম্নে উল্লেখ করা হল	
সারণি : ৫.৩	সপ্তম জাতীয় সংসদে রাজনৈতিক দলগুলোর দলগত অবস্থান	১০৯
সারণি : ৫.৪	সপ্তম জাতীয় সংসদের অধিবেশন সংক্রান্ত তথ্যাবলী	১১১
সারণি : ৫.৫	সপ্তম জাতীয় সংসদের অধিবেশন, সময়, উপস্থিতি, উত্থাপিত, ও পাসকৃত বিলের সংখ্যা দেখান হল	১১২
সারণি : ৫.৬	সপ্তম জাতীয় সংসদের দল অনুযায়ী ওয়াকআউটের হিসাব (দিন ও বার)	১১৩
সারণি : ৫.৭	সপ্তম জাতীয় সংসদে প্রধান বিরোধী দলকর্তৃক সংসদ বর্জনের তথ্যচিত্র।	১১৫
সারণি : ৫.৮	বাংলাদেশ সপ্তম জাতীয় সংসদে গঠিত কমিটিসমূহের খতিয়ান	১১৬
সারণি : ৫.৯	সংসদীয় স্থায়ী কমিটি ব্যবস্থায় সরকার দলীয় ও বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্যদের অনুপাত: কমিটি গঠন	১২১
সারণি : ৫.১০	মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত কমিটি ব্যবস্থায় সরকার দলীয় ও বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্যদের অনুপাত	১২৬
সারণি : ৫.১১	সপ্তম জাতীয় সংসদের সরকারি প্রতিশ্রুতিকমিটির ১ম হইতে ২৩তম অধিবেশনসমূহে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির খতিয়ান	১২৮
সারণি : ৫.১২	আইন প্রণয়নে কমিটি ব্যবস্থার ভূমিকা কার্যকারিতা	১৩০
সারণি : ৫.১৩	জাতীয় সংসদের সংসদীয় স্থায়ী কমিটিসমূহ	১৩১
সারণি : ৫.১৪	সপ্তম জাতীয় সংসদে অনুষ্ঠিত ১ম অধিবেশন হতে ২৩তম অধিবেশ পর্যন্ত মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিসমূহের সংসদে উত্থাপিত প্রতিবেদন খতিয়ান	১৩৮
সারণি : ৫.১৫	অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সদস্যবৃন্দ	১৪১
সারণি : ৫.১৬	অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির বিবরণ	১৪২
সারণি : ৫.১৭	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সদস্যবৃন্দ	১৭২
সারণি : ৫.১৮	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির বিবরণ	১৭৩
সারণি : ৫.১৯	শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সদস্যবৃন্দ	১৮৮
সারণি : ৫.২০	শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির বিবরণ	১৮৯
সারণি : ৫.২১	যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সদস্যবৃন্দ	২০২
সারণি : ৫.২২	যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির বিবরণ	২০৩

Dhaka University Institutional Repository

সারণি নং		পৃষ্ঠা নম্বর
ষষ্ঠ অধ্যায়	**বাংলাদেশে সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থা (২০০১-২০০৬)**	
সারণি : ৬.১	বিচারপতি লতিফুর রহমানের নের্তৃত্বে গঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের তথ্যচিত্র	২২৫
সারণি : ৬.২	অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ২০০১ সালের ১ অক্টোবর নির্বাচনে অংশ গ্রহণকারী বিভিন্ন রাজনৈতিক দল/জোট/স্বতন্ত্র মনোনীত প্রার্থীদের সংখ্যা, প্রাপ্ত আসন সংখ্যা, মনোনীত প্রার্থী কর্তৃক প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা, প্রাপ্ত ভোটের শতকরা হার, ইত্যাদি বিবরণী	২২৭
সারণি : ৬.৩	অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রাপ্ত আসনের অনুপাত	২২৯
সারণি : ৬.৪	অষ্টম জাতীয় সংসদে দলগত অবস্থান	২৩০
সারণি : ৬.৫	অষ্টম জাতীয় সংসদের অধিবেশন সংক্রান্ত তথ্যাবলী	২৩১
সারণি : ৬.৬	অষ্টম জাতীয় সংসদের অধিবেশন, সময়, উপস্থিতি, উত্থাপিত ও পাসকৃত বিলের সংখ্যা দেখান হল	২৩২
সারণি : ৬.৭	অষ্টম জাতীয় সংসদের দল অনুযায়ী ওয়াকআউটের হিসাব	২৩৪
সারণি : ৬.৮	অষ্টম জাতীয় সংসদে প্রধান বিরোধী দল কর্তৃক সংসদ বর্জনের তুলনামূলক আলোচনা	২৩৬
সারণি : ৬.৯	অষ্টম জাতীয় সংসদে গঠিত কমিটিসমূহের খতিয়ান	২৩৭
সারণি : ৬.১০	সংসদীয় স্থায়ী কমিটি ব্যবস্থায় সরকার দলীয় ও বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্যদের অনুপাত	২৪০
সারণি : ৫.১১	মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত কমিটি ব্যবস্থায় সরকার দলীয় ও বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্যদের অনুপাত	২৪৫
সারণি : ৬.১২	অষ্টম জাতীয় সংসদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ১ম অধিবেশন হতে ২৩তম অধিবেশন পর্যন্ত প্রতিশ্রুতিসমূহের অগ্রগতি সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন	২৪৮
সারণি : ৬.১৩	অষ্টম জাতীয় সংসদে নিম্নলিখিত মন্ত্রণালয়/বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপ-মন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিসমূহের বাস্তবায়ন প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ	২৪৯
সারণি : ৬.১৪	আইন প্রণয়নে কমিটির ভূমিকা ও কার্যকারিতা	২৫২
সারণি : ৬.১৫	৮ম জাতীয় সংসদের স্থায়ী কমিটির ভূমিকা ও কার্যকারিতা	২৫৩
সারণি : ৬.১৬	অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সদস্যবৃন্দ	২৫৬

Dhaka University Institutional Repository

সারণি নং		পৃষ্ঠা নম্বর
সারণি : ৬.১৭	অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির বিবরণ	২৫৭
সারণি : ৬.১৮	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সদস্যবৃন্দ	২৭৩
সারণি : ৬.১৯	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির বিবরণ	২৭৪
সারণি : ৬.২০	শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সদস্যবৃন্দ	২৮৬
সারণি : ৬.২১	শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির বিবরণ	২৮৬
সারণি : ৬.২২	যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সদস্যবৃন্দ	৩১১
সারণি : ৬.২৩	যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির বিবরণ	৩১২
অষ্টম অধ্যায়	**তথ্য বিশ্লেষণ, সমন্বিতকরণ**	
সারণি : ৭.১	লিঙ্গের ভিত্তিতে জাতীয় সংসদ সদস্যদের তালিকা	৩৩৭
সারণি : ৭.২	বয়স সীমার ভিত্তিতে সংসদ সদস্যদের তালিকা	৩৩৮
সারণি : ৭.৩	শিক্ষাগত যোগ্যতানুসারে ভিত্তিতে সংসদ সদস্যদের তালিকা	৩৪০
সারণি : ৭.৪	পেশার ভিত্তিতে সংসদ সদস্যদের তালিকা	৩৪১
সারণি : ৭.৫	দলীয় ক্ষেত্রে অবস্থান ভিত্তিতে সংসদ সদস্যদের তালিকা	৩৪২
সারণি : ৭.৬	পদবীর ভিত্তিতে সংসদ সদস্যদের তালিকা	৩৪৩
সারণি : ৭.৭	কোন সংসদে নির্বাচিত হয়েছে, তার ভিত্তিতে সংসদ সদস্যদের তালিকা	৩৪৪
সারণি : ৭.৮	সংসদের ক্ষেত্রে অবস্থানের ভিত্তিতে সংসদ সদস্যদের তালিকা	৩৪৫
সারণি : ৭.৯	সংসদে দায়িত্ব পালনের কার্যকালের ভিত্তিতে সংসদ সদস্যদের তালিকা	৩৪৬
সারণি : ৭.১০	সংসদীয় কমিটির সদস্যর ভিত্তিতে সংসদ সদস্যদের তালিকা	৩৪৭
সারণি : ৭.১১	সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে দ্বায়িত্ব পালনের ভিত্তিতে সংসদ সদস্যদের তালিকা	৩৪৮
সারণি : ৭.১২	সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভা নিয়মিত হওয়া সম্পর্কে সংসদ সদস্যদের মতামত	৩৪৯
সারণি : ৭.১৩	কমিটির সভায় নিয়মিত উপস্থিতি হওয়া সম্পর্কে সংসদ সদস্যদের মতামতের তালিকা	৩৫০
সারণি : ৭.১৪	কমিটিসমূহের সভাপতির মনোনয়নের তথ্য সম্পর্কিত মতামতের তালিকা	৩৫১
সারণি : ৭.১৫	কমিটিসমূহের কার্য-পরিবেশ সম্পর্কে সংসদ সদস্যদের মতামতের	৩৫২

Dhaka University Institutional Repository

সারণি নং		পৃষ্ঠা নম্বর
	তালিকা	
সারণি : ৭.১৬	সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে	৩৫৪
সারণি : ৭.১৭	বিল পাশের ক্ষেত্রে	৩৫৬
সারণি : ৭.১৮	সংসদে মুক্ত বক্তব্যের ক্ষেত্রে	৩৫৭
সারণি : ৭.১৯	জাতীয় সংসদের কমিটি ব্যবস্থার আলোচনা মুক্ত, ন্যায়ত না সীমাবদ্ধ তা সম্পর্কে সংসদ সদস্যদের মতামতের তালিকা	৩৫৮
সারণি : ৭.২০	লাইব্রেরী ব্যবহারের ক্ষেত্রে সংসদ সদস্যদের মতামতের তালিকা	৩৫৯
সারণি : ৭.২১	জাতীয় সংসদের লাইব্রেরীতে অবস্থিত গবেষণা ও শিক্ষা ইউনিট ব্যবহার সম্পর্কে সংসদ সদস্যদের মতামতের তালিকা	৩৬০
সারণি : ৭.২২	জাতীয় সংসদের কমিটির সদস্য/সভাপতি-এর জন্য যে ধরনের সুযোগ-সুবিধা থাকা উচিত	৩৬১
সারণি : ৭.২৩	সংসদীয় কমিটির সদস্যদের মান উন্নয়ন সম্পর্কিত মতামতের তালিকা	৩৬৩
সারণি : ৭.২৪	সংসদের সদস্যদের বিভিন্ন দেশের পার্লামেন্ট পরিদর্শন সম্পর্কে মতামতের তালিকা	৩৬৪
সারণি : ৭.২৫	সংসদের সদস্যদের পার্লামেন্টারী বিষয়ে নিয়মিত ওয়ার্কশপ করা সম্পর্কিত মতামতের তালিকা	৩৬৫
সারণি : ৭.২৬	সংসদীয় কমিটির তথা সংসদীয় গণতন্ত্রের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে সংসদীয় কমিটির আয়োজিত কর্মশালার (ওয়ার্কশপের) বিষয়বস্তু সম্পর্কে সংসদ সদস্যদের মতামতের তালিকা	৩৬৭
সারণি : ৭.২৭	সংসদীয় কমিটি তথা সংসদীয় গণতন্ত্র সম্পর্কিত দ্বি-পাক্ষিক ও বহু-পাক্ষিক তথ্য বিনিময় সম্পর্কিত উপায় নির্ধারন সম্পর্কে সংসদ সদস্যদের মতামতের তালিকা	৩৬৯
সারণি : ৭.২৮	কর্মশালা থেকে অর্জিত পাঠ বা অভিজ্ঞতাকে রাজনৈতিক পদ্ধতিতে একীভূত করার ক্ষেত্রে সংসদ সদস্যদের মতামতের তালিকা	৩৭১

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট (Appendix)

পরিশিষ্ট-১	সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১২জুন, ১৯৯৬ এ অংশ গ্রহণকারী বিভিন্ন রাজনৈতিক দল/জোট/স্বতন্ত্র প্রার্থীদের সংখ্যা প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা, প্রাপ্ত ভোটের শতকরা হার, প্রাপ্ত আসন সংখ্যা ইত্যাদি বিবরণী	৪০১
পরিশিষ্ট-২	অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ২০০১ সালের ১ অক্টোবর নির্বাচনে অংশ গ্রহণকারী বিভিন্ন রাজনৈতিক দল/জোট/স্বতন্ত্র মনোনীত প্রার্থীদের সংখ্যা, প্রাপ্ত আসন সংখ্যা, মনোনীত প্রার্থী কর্তৃক প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা, প্রাপ্ত ভোটের শতকরা হার, ইত্যাদি বিবরণী	৪০৪
পরিশিষ্ট-৩	প্রশ্নাবলী	৪০৬

লেখচিত্র তালিকা

বিবরণ	পৃষ্ঠা
লিঙ্গের ভিত্তিতে জাতীয় সংসদ সদস্যদের তালিকা	৩৩৭
বয়স সীমার ভিত্তিতে সংসদ সদস্যদের তালিকা	৩৩৮
শিক্ষাগত যোগ্যতানুসারে ভিত্তিতে সংসদ সদস্যদের তালিকা	৩৪০
পেশার ভিত্তিতে সংসদ সদস্যদের তালিকা	৩৪১
দলীয় ক্ষেত্রে অবস্থান ভিত্তিতে সংসদ সদস্যদের তালিকা	৩৪২
পদবীর ভিত্তিতে সংসদ সদস্যদের তালিকা	৩৪৩
কোন সংসদে নির্বাচিত হয়েছে, তার ভিত্তিতে সংসদ সদস্যদের তালিকা	৩৪৪
সংসদের ক্ষেত্রে অবস্থানের ভিত্তিতে সংসদ সদস্যদের তালিকা	৩৪৫
সংসদে দায়িত্ব পালনের কার্যকালের ভিত্তিতে সংসদ সদস্যদের তালিকা	৩৪৬
সংসদীয় কমিটির সদস্যর ভিত্তিতে সংসদ সদস্যদের তালিকা	৩৪৭
সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে দ্বায়িত্ব পালনের ভিত্তিতে সংসদ সদস্যদের তালিকা	৩৪৮
সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভা নিয়মিত হওয়া সম্পর্কে সংসদ সদস্যদের মতামত	৩৪৯
কমিটির সভায় নিয়মিত উপস্থিতি হওয়া সম্পর্কে সংসদ সদস্যদের মতামতের তালিকা	৩৫০
কমিটিসমূহের সভাপতির মনোনয়নের তথ্য সম্পর্কিত মতামতের তালিকা	৩৫১
কমিটিসমূহের কার্য-পরিবেশ সম্পর্কে সংসদ সদস্যদের মতামতের তালিকা	৩৫২
সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে	৩৫৪

Dhaka University Institutional Repository

বিবরণ	পৃষ্ঠা
বিল পাশের ক্ষেত্রে	৩৫৬
সংসদে মুক্ত বক্তব্যের ক্ষেত্রে	৩৫৭
জাতীয় সংসদের কমিটি ব্যবস্থার আলোচনা মুক্ত, ন্যায়ত না সীমাবদ্ধ তা সম্পর্কে সংসদ সদস্যদের মতামতের তালিকা	৩৫৮
লাইব্রেরী ব্যবহারের ক্ষেত্রে সংসদ সদস্যদের মতামতের তালিকা	৩৫৯
জাতীয় সংসদের লাইব্রেরীতে অবস্থিত গবেষণা ও শিক্ষা ইউনিট ব্যবহার সম্পর্কে সংসদ সদস্যদের মতামতের তালিকা	৩৬০
জাতীয় সংসদের কমিটির সদস্য/সভাপতি-এর জন্য যে ধরনের সুযোগ-সুবিধা থাকা উচিত	৩৬১
সংসদীয় কমিটির সদস্যদের মান উন্নয়ন সম্পর্কিত মতামতের তালিকা	৩৬৩
সংসদের সদস্যদের বিভিন্ন দেশের পার্লামেন্ট পরিদর্শন সম্পর্কে মতামতের তালিকা	৩৬৪
সংসদের সদস্যদের পার্লামেন্টারী বিষয়ে নিয়মিত ওয়ার্কশপ করা সম্পর্কিত মতামতের তালিকা	৩৬৫
সংসদীয় কমিটির তথা সংসদীয় গণতন্ত্রের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে সংসদীয় কমিটির আয়োজিত কর্মশালার (ওয়ার্কশপের) বিষয়বস্তু সম্পর্কে সংসদ সদস্যদের মতামতের তালিকা	৩৬৭
সংসদীয় কমিটি তথা সংসদীয় গণতন্ত্র সম্পর্কিত দ্বি-পাক্ষিক ও বহু-পাক্ষিক তথ্য বিনিময় সম্পর্কিত উপায় নির্ধারণ সম্পর্কে সংসদ সদস্যদের মতামতের তালিকা	৩৬৯
কর্মশালা থেকে অর্জিত পাঠ বা অভিজ্ঞতাকে রাজনৈতিক পদ্ধতিতে একীভূত করার ক্ষেত্রে সংসদ সদস্যদের মতামতের তালিকা	৩৭১

Dhaka University Institutional Repository

সংক্ষেপকরণ (Abbreviation):

বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ	:	বিএএল
বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টি	:	বিএনপি
জাতীয় পার্টি (মঞ্জু)	:	জেপি (ম)
জামাত-ই-ইসলামী বাংলাদেশ	:	জেআইবি
ইসলামী ঐক্য জোট	:	আইওজে
ইসলামী জাতীয় ঐক্য ফ্রন্ট	:	আইজেওএফ
কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ	:	কেএসজেএল
Bangladesh Institute of Management	:	বিআইএম (BIM)
Bangladesh Chemical Industries Corporation	:	বিসিআইসি (BCIC)
বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন	:	বিসিক (BESIC)
Bangladesh Standard and Testing Institute	:	বিএসটিআই (BSTI)
Poverty Reduction Strategy Papers	:	পিআরএসপি (PRSP)
বাংলাদেশ শিল্প ও কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র	:	বিটাক (BITAC)
Information and Communications Technology	:	আইসিটি (ICT)
Bangladesh Council of Scientific and Industrial Research	:	বিসিএসআইআর (BCSIR)
Bangladesh Computer Council	:	বিসিসি (BCC)
Bangladesh National Science & Technical Documentation Centre	:	ব্যান্সডক (BANSDOC)
কর্ণফুলী পেপার মিলস্ লিমিটেড	:	কেপিএম
নর্থ-বেঙ্গল পেপার মিল	:	এনবিপিএম
খুলনা নিউজ প্রিন্ট মিল	:	কেএনএম
সিলেট পাল্প অ্যান্ড পেপার মিল	:	এসপিপিএম
ইন্টারন্যাশনাল জুট স্টাডি গ্রুপ	:	আইজেএসজি
বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন	:	বিএসএফআইসি
বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন	:	বিএসইসি
ব্যালেন্সিং মডারনাইজেশন রিহ্যাবিলেটেশন এন্ড এক্সপানশান	:	বিএমআরই
বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র	:	বিটাক
ঢাকা পরিবহন সমন্বয় বোর্ড	:	ডিটিসিবি

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

১. I - ভূমিকা (Introduction)

প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক এই যুগে বিশ্বের সর্বত্র আইন সভা দ্রুত সুষ্ঠুভাবে সময়ের উপযোগী আইন প্রণয়নের জন্য কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে বিভিন্ন কমিটির মাধ্যমে। কাজের চাপ বেশী হওয়ায় আইন সভা আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে আনীত বিল ও প্রস্তাবের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে সময় দিতে সক্ষম হয় না। তাই বর্তমান বিশ্বে সংসদীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে এই কাজে সাহায্য করার জন্য আইনসভা কতগুলো কমিটি গঠন করে থাকে, যাতে কমিটি ব্যবস্থা বিভিন্ন বিল ও প্রস্তাবের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার বিশ্লেষণ করে আইন সভার নিকট রিপোর্ট দাখিল করতে সমর্থ হয়। এ কারণে আইন সভার সময় সংক্ষেপ হয় এবং কাজও সহজ হয়। আধুনিকীকরণ তথা শিল্পোন্নয়নের কারণে রাষ্ট্রের কার্যকলাপের পরিমাণ ও সচেতন জনমতের চাপ বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং গণতান্ত্রিক সমাজের দাবী পূরণের লক্ষ্যে আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে আনীত খসড়া, কমিটি ব্যবস্থায় সংসদ সদস্যদের অপেক্ষাকৃত ছোট গ্রুপে তথা বিশেষজ্ঞ সুলভ বিবেচনা ও পর্যালোচনা করার প্রয়োজন হয়। আর এ ক্ষেত্রে আইন প্রণয়নে কমিটি ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থার ক্রমবিবর্তনের মূলে রয়েছে সরকারী হিসাব, সংসদ সদস্যগণ কর্তৃক তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার কথা। বর্তমান যুগের আইন পরিষদের কার্যক্রম পরিচালনা করা তথা সুষ্ঠু আইন প্রণয়ন করা সংসদীয় শাসন ব্যবস্থার প্রাণশক্তি সংসদীয় কমিটি ছাড়া সম্ভব নয়। আইন সভার অভিজ্ঞ ও বিশেষ জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত বলে সংসদীয় কমিটিগুলো ক্রমশঃ গুরুত্ব লাভ করছে। কমিটি ব্যবস্থায় সংসদ সদস্যের সম্মুখে সরকারী নীতি উপস্থাপন করা হয় এবং সদস্যগণ তাদের বিশেষ অভিজ্ঞতার আলোকে কার্য সম্পাদনে সক্ষম হন। আইন সভার কাজে সহায়তার জন্য বর্তমান সময়ে তাই কমিটি ব্যবস্থা হয়ে উঠেছে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থার মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা নিম্নে দেখানো হলোঃ

Dhaka University Institutional Repository

Committees: Some Selected Countries

Country & House(s)	Number of Permanent Committees	Appointment of Committee Members	Restrictions on Multiple Memberships
Japan's Diet: (Parliament) House of Councilors (Upper House)	17	Both Houses: Places are allocated by the Presiding Officer proportional to party strength	Limited to 2 Standing Committees. At least 1 Standing Committee (but those holding other office may refuse). Special Committees unrestricted.
House of Representatives (Lower House)	20		
Bangladesh Jatiya Sangsad (Parliament)	46 **Permanent Committees** Privileges (1) Public Accounts (1) Rules of Procedures (1) Standing Committees on Ministers (35) **No of Select Committee (in the 7th Parliament)** **Special Committee (1)** **Others** Advisory (1) Petition (1) House (1) Library (none) Public Undertaking (1) Estimates (1) Govt. Assurance (1) Private Member's Bill and Resolution (1)	Business advisory Committee, Hose Committee, Library Committee and Committee on Petition-nominated by the Speaker only. Other Standing Committees on different Ministries are appointed and nominated by the House	No restriction No restriction
Germany Federal Diet	Select: 24	Both Houses: Composition proportional to party strength	Both Houses: NO
Federal Council	Select: 24		
India House of the people (Lok Sabha) (Lower House)	12	Both Houses: Appointed or elected by the House on a motion made, or nominated by the Presiding Officer under the rules.	Both Houses: NO
Council of States Rajya Sabha (Upper House)	9 Joint Committees: 7 Departmental Related: 17 (Standing Committees)		

Dhaka University Institutional Repository

Country & House(s)	Number of Permanent Committees	Appointment of Committee Members	Restrictions on Multiple Memberships
UNITED KINGDOM House of Commons (Lower House)	30	Committee of Selection nominates Standing committees and process members of 14 select departmental Committees for appointment by the House. Other select Committees are appointed by the House on motion of Government Whip after discussions between the parties.	Both Houses: None
House of Lords (Upper House)	14 (with 10 permanent Sub-Committees)	On recommendation of the Committee and the Selection except Ecclesiastical Committee and the Joint Committee on Consolidation Bills whose members are recommended by the Lord Chancellor.	
UNITED STATES (Upper House)	Standing Committees: 16 Select Committees: 03 Special Committees: 01	Both Houses: Elected by the each House proportional to party strength.	Usually 3 Standing Committees Plus 1 Select Committee
House Representatives (Lower House)	Standing Committees: 19 Select Committees: 02 Joint Committees: 04		Limit to 1 or 2 with certain exceptions by party rules.

Chair and Staff of Committees

Country & House(s)	Appointment of Chair	Distribution of Chair among Parties	Common Secretariat	Secretariat Functions: A) Administrative B) Research C) Document Preparation
JAPAN House of Councillors (Upper House) House of Representatives (Lower House)	Both Houses: Elected by Houses from Committee members or House may delegate nomination to Presiding Officer for Standing Committees. Special Committees elect their Chair.	According to relative group strength. Practice allocates to ruling party.	Both Houses: Each Committee has a professional advisor and researchers and can draw on parliamentary staff.	Both Houses: A) Yes B) Yes C) Yes
BANGLADESH *Jatiya Sangsad* (Parliament)	Speaker Ex-officio Business advisory Rules of Procedure Nominated by Speaker House Petition Deputy. Speaker Ex- officio Library. All other Committees Appointed and nominated by the House.	No Minister can Chair these committees. But, they can be the ex-officio member of their respective Committees. A consensus has been arrived that the chair should be elected by the members of the Committee (if not nominated by the House) from among the MPs of the party in opposition.	The *Jatiya Sangsad's* own Secretariat provides backup to the Committees. Top officials of the governmental bureaucracy, according to their portfolio, are also invited to advise the Committees.	
GERMENY Federal Diet Federal Council	Both Houses: Appointed according to agreements by the parliamentary groups.	Both Houses: According to their relative strength.	Both Houses: Permanent with 1 Secretary and assistant as well as clerical staff as needed.	Both Houses: a) Yes b) Yes c) Yes
INDIA Council of States *(Rajya Sabha)* House of the People *(Lok Sabha)*	Both Houses: Appointed from among the Committee members by the respective the Presiding Officer the Presiding Officer is ex-officio Chair of some committees.	Both Houses: Effort is generally made to accommodate maximum number of parties and groups in proportion to their strength. However. a practice exists in which Chair of the Public Accounts Committees is from the Opposition.	Both Houses: Provided according to the requirements of each Committee. The House Secretary to all committees but is assisted by the Joint Secretary.	
UNITED KINGDOM House of Lords (Upper	Selected by the House, or in default by the Committee.	Noparty distribution.	A clerk and one or more specialist advisers as	

Country & House(s)	Appointment of Chair	Distribution of Chair among Parties	Common Secretariat	Secretariat Functions: A) Administrative B) Research C) Document Preparation
House)			suitable and a Secretary.	
House of Commons (Lower House)	Elected by each committee	Varies, some are allotted on a party basis by convention.	A clerk and one or more assistants, a Secretary, and a part time specialist advisers.	
UNITED STATES Senate (Upper House)	Traditionally Committee members nominate the longest serving member. The nomination is ratified in fully party caucus before election by the Senate resolution.	Both Houses: All Chairs are members of the majority party.	Standing Committee staff ranges from 22 to 153	
House of Representatives (Lower House)	Formally elected by the House but appointed by the majority party.		Staff varies from 30 to 140 with an average of about 70 per Committee	

Role of the Committees in the Legislative Process

Country & House(s)	Is Committee Stage Prerequisite for Adoption of Bill	Are Any Bills Automatically Referred to Committees	Are There Provisions for External Consultations at the Committee Stage
JAPAN House of Councillors	Both Houses: Yes, except by the urgent request of the proposer and House resolution may the Committee stage be omitted.	Both Houses: Yes	Both Houses: Generally no, but on important matters a Committee can hold open hearing and If necessary it mw, hear from witnesses
House of Representative			
BANGLADESH Jatiya Sangsad (Parliament)		No; but the Committee system has been amended for the second time in July 23, 1996. The then PM pledged that all the Government Bills after being presented to the floor should go to the	Generally no.

Country & House(s)	Is Committee Stage Prerequisite for Adoption of Bill	Are Any Bills Automatically Referred to Committees	Are There Provisions for External Consultations at the Committee Stage
		Parliamentary Standing committees on the concerned Ministry. However, generally a parliamentary motion refers a certain Bill to a certain Committee.	
GERMANY Federal Diet	Both Houses: Yes	Both Houses: No	Both Houses: Yes. hearing experts.
Federal Council			
INDIA House of the People	Both Houses: No, Committee stage is only motion of House or if referred to the Committee by the Presiding officer of the respective House.	Both Houses: No	Both Houses: Oral and documentary evidence as; considered necessary
Council of the States			
UNITED KINGDOM House of Lords	All bills are referred to a Committee except by agreement otherwise.	Pubic bills referred to Standing Committees unless the House orders otherwise	Yes, but only in those rare cases of Bills referred to a Select Committee.
House of Commons	All being except those authorizing government expenditures.		Yes, but only in those in rare cases of Bilk referred to a Select Committee Recent experiments have allowed Standing Committees to take evidence.
UNITED STATES Senate	Both Houses: Committee considerations usual but not mandatory.	Usually, House past Bills not referred to the Senate Committee, if a Senate Bill or related subjects has already been referred.	
House of Representative s		No. at the Speaker's discretion Speaker rarely refers a Bill to several Committees and sets time limits for Committee action.	Both Houses: Yes

Source: Islam, M. Nazrul, *Parliamentary Committee in Pakistan and Bangladesh: A Comparative Analysis*, International Islamic University, Islamabad, July, 2011.

Dhaka University Institutional Repository

সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্বাহী বিভাগের কাজ তদারক করার দায়িত্ব জাতীয় সংসদের উপর ন্যাস্ত। অপর দিকে সংসদীয় গণতন্ত্রকে রক্ষা করা এবং সংসদীয় গণতন্ত্রকে আরো শক্তিশালী করার জন্য সংসদীয় কমিটি গঠন করা হয়। তাই সংসদীয় কমিটি হচ্ছে সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রাণ। সংসদীয় কমিটির মাধ্যমে জাতীয় সংসদ সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম হয়। সরকার সংসদকে নিয়ন্ত্রণ করবে না, কিন্তু নির্বাহী ক্ষমতার উপর সংসদ তদারকি করবে। কমিটি ব্যবস্থায় যুক্তির ভিত্তিতে বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয় এবং সদস্যগণ সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে ঐক্যমত্যে পৌঁছার সুযোগ পায়। তাই বলা হয় সংসদীয় কমিটি যখন কোন দায়িত্ব পালন করে তখন ধরে নেয়া হয় জাতীয় সংসদ কমিটির মাধ্যমে নিজ দায়িত্ব পালন করছে। জাতীয় সংসদকে কার্যকর ও ক্ষমতাসীন করতে চাইলে উন্নত বিশ্বের মত জাতীয় সদংসদের কমিটি ব্যবস্থাকেও শক্তিশালী ও কার্যকর করতে হবে। যদিও মন্ত্রীর পরিবর্তে একজন সংসদ সদস্যকে কমিটির সভাপতি মনোনীত করা হয়। বিশ্বের উন্নত দেশের ন্যায় বাংলাদেশের সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থা কার্যকর নয়। এর মূলে রয়েছে বিভিন্ন প্রতিকূলতা–

(১) কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নের বিধান না থাকায় অধিবেশনকালীন সময়ে সংসদীয় কমিটি কর্তৃক গৃহীত ৯৯.৯ ভাগ রিপোর্ট সংসদে উত্থাপিত হয় না।

(২) সংসদীয় সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে চাইলে সংসদীয় কমিটিকে কার্যকর ও সক্রিয় হতে হবে যদিও এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশে সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থায় মন্ত্রীর পরিবর্তে একজন সংসদ সদস্যকে সভাপতি করা হয়। তার পরও সরকার দলীয় প্রভাব বিভিন্ন সময় কমিটির কাজকে প্রভাবিত করছে।

(৩) সরকারী রাজনৈতিক দল ও বিরোধী রাজনৈতিক দলের সংসদ সদস্যদের সংসদীয় গণতান্ত্রিক রাজনীতির রীতিনীতি চর্চার প্রতি উদাসিনতা , তাদের পারস্পরিক সহযোগিতার অভাবে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়নি এবং সংসদীয় কমিটি কার্যকর হয়নি।

১. II - গবেষণা নকশা (Research Design)

এই গবেষণা কাজটিতে পদ্ধতিগত দিক থেকে বিজ্ঞান ভিত্তিক বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। বাংলাদেশে সপ্তম জাতীয় সংসদে ৩৫টি মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি এবং অষ্টম জাতীয় সংসদে ৩৭টি মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি কার্যকর ছিল। এর মধ্যে হতে ৪টি

Dhaka University Institutional Repository

মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটিকে নমুনা হিসেবে গ্রহণ করে আলোচ্য গবেষণা কর্ম সম্পাদন করা হবে। এই গবেষণাকর্মে একটি গবেষণা নকশার মাধ্যমে বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণা পদ্ধতি কিভাবে পরিচালিত হবে তা দেখানো হল:

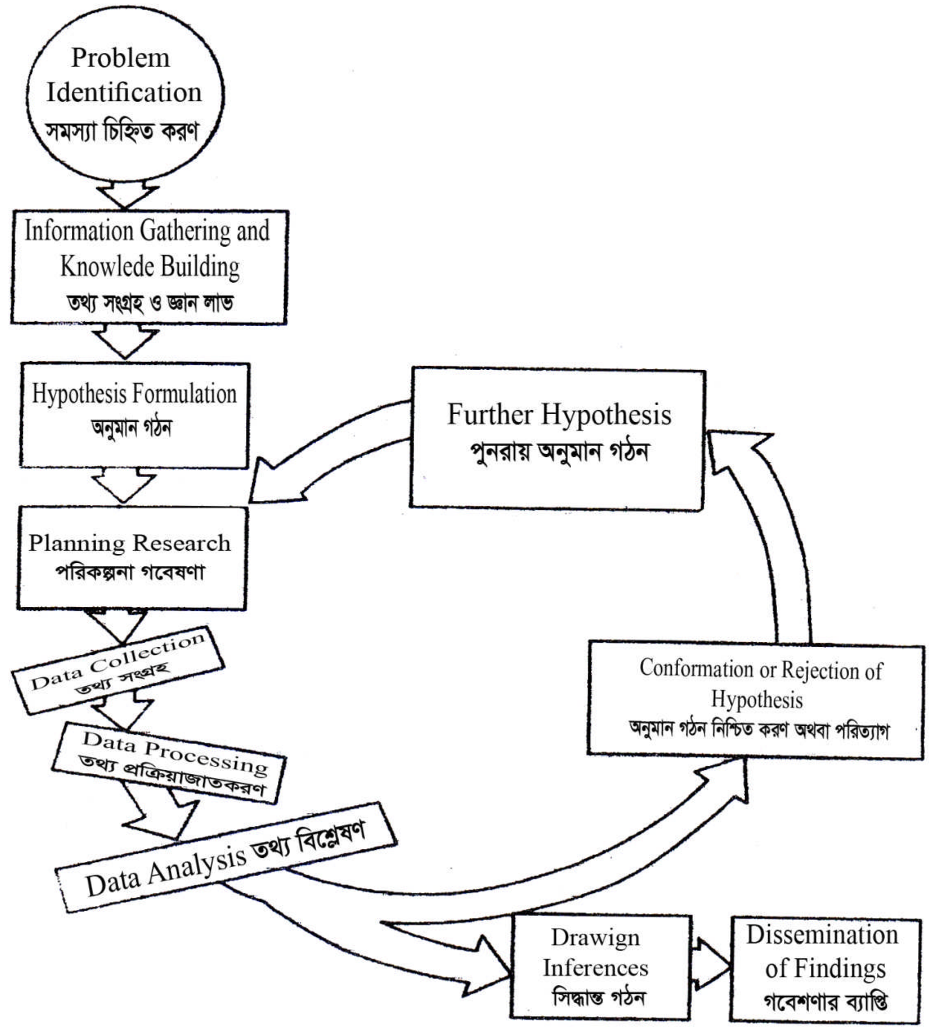

Fig: Sequence of Steps in Research Work

গবেষণা কাজের ক্রম ধাপসমূহ

Dhaka University Institutional Repository

১. III - গবেষণার বিষয়বস্তু/সমস্যার বিবরণ (The Statement of Study)

গবেষণাটিতে জাতীয় সংসদের সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন এবং এর কার্যকরী ভূমিকা পালন বিষয়টির বিভিন্ন দিকে আলোকপাত করা হয়েছে। গবেষণার মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট কোন বিষয় বা সমস্যার সমাধানে বিশেষ অনুসন্ধান চালানো হয়। সংসদীয় কমিটির কার্যকর ভূমিকার উপর সংদীয় গণতন্ত্রের সফলতা নির্ভরশীল। সংসদীয় কমিটিকে Mini Parliament বা ক্ষুদে আইন সভা বলা হয়। তাই সাম্প্রতিক কালে সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় সংসদীয় কমিটিকে কার্যকর করার ইস্যুটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে চিহ্নিত। বাংলাদেশে সংবিধান প্রণয়নের সময় ৭৬নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংসদকে বিধি অনুসারে সরকারী হিসাব কমিটি অন্যান্য স্থায়ী কমিটি গঠনের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। এভাবে জাতীয় সংসদে অতিরিক্ত কমিটিসমূহ গঠন করা হয়েছে। যার উদ্দেশ্য খসড়া বিল বিবেচনা করা, সংসদীয় প্রস্তাবসমূহ পরীক্ষা করা, আইন প্রয়োগের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপের পর্যালোচনা ও প্রস্তাব রাখা, যেমন টিপাইমুখ বাঁধ নিয়ে সম্প্রতি সংসদীয় কমিটির আলোচনা ও পর্যালোচনা। এছাড়া প্রশাসন ও মন্ত্রণালয়গুলোর কর্মকাণ্ডের পরীক্ষা ও প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান চালানো। উপরোক্ত কমিটিসমূহ তাদের উপর অর্পিত কাজের জন্য সাক্ষী প্রদান করতে এবং প্রয়োজনীয় দলিল ও তথ্য সরবরাহ করতে বাধ্য করার ক্ষেত্রে সংসদ কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত। (১) নির্বাহী বিভাগের অর্থনৈতিক ক্ষমতা সংক্রান্ত কাজ, (২) সংসদের দৈনন্দিক কাজ, (৩) সংসদ সদস্যদের সুবিধাদি প্রদান, নির্দিষ্ট বিষয়ে তদন্ত ও পর্যবেক্ষণ এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলী পরীক্ষণ-নিরীক্ষণ বিষয়ে নিয়োজিত থাকে স্থায়ী কমিটিগুলো। এডহক ভিত্তিতে সিলেক্ট কমিটি ও বিশেষ কমিটি গঠন করা হয় নির্দিষ্ট বিল এবং বিষয়ের পর্যালোচনা ও পরীক্ষার জন্য।

স্বাধীনতা অর্জনের পর দেশে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলেও ১৯৭৫ সালে একদলীয় রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এর পরিসমাপ্তি ঘটে। এর পর থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে সামরিক শাসন ও স্বৈরশাসন বিভিন্নরূপে অব্যাহত থাকে। ১৯৯০ সালের গণঅভ্যুত্থানে বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের পথ প্রশস্ত হয়। ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং রাজনৈতিক দলগুলোর ঐকমত্যের ভিত্তিতে ১৯৯১ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর দ্বাদশ সংশোধনী বিল পাশের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশে পুনরায় সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় সংসদের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হিসেবে এর কমিটি ব্যবস্থাকে

Dhaka University Institutional Repository

কার্যকরীভাবে চালু করা এখন সময়ের দাবি। যেহেতু সংসদীয় গণতন্ত্রের সফলতা প্রকৃতপক্ষে সংসদীয় কমিটিসমূহের কার্যকরী ভূমিকার উপর নির্ভর করে।

১. IV - গবেষণার উদ্দেশ্য (Objectives of the Study)

জাতীয় সংসদকে আইন প্রণয়নে সাহায্য করার জন্য, জাতীয় সংসদের সময় সংক্ষেপনের জন্য এবং বিভিন্ন বিল ও প্রস্তাব বিশ্লেষণ করে আইন সভার নিকট রিপোর্ট দাখিল করার মধ্য দিয়ে আইনসভা ও গণতন্ত্রকে অধিকতর কার্যকর এবং যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে কমিটিসমূহ কাজ করে থাকে। কিন্তু ১৯৯১ সাল থেকে এ পর্যন্ত জাতীয় সংসদকে অধিকতর কার্যকর এবং সংসদীয় গণতন্ত্রকে যুগোপযোগী করার জন্য কমিটিগুলো যেভাবে কাজ করেছে তা সন্তোষজনক নয়। তাই এই গবেষণা কর্মের উদ্দেশ্য হলো:

১. জাতীয় সংসদের সংসদীয় কমিটিসমূহের বিভিন্ন বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে কতটুকু সফলতা অর্জিত হয়েছে?
২. সংসদীয় সরকারকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সংসদীয় কমিটিসমূহ কতটুকু সফলতা অর্জন করেছে?
৩. বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত সংসদীয় কমিটিসমূহ কার্যকর করণে কতটুকু সফলতা অর্জন করেছে?

জাতীয় সংসদকে অধিকতর কার্যকর ও গণতন্ত্রের উপযোগী করে গড়ে তোলার জন্য এবং নির্ধারিত সময়ে কার্য সম্পাদনের জন্য কমিটিগুলোকে আরো অধিক পরিমাণে কার্যকর করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কমিটির কার্যক্রমের উপর ব্যাপক গবেষণা করাই গবেষকের প্রধান উদ্দেশ্য।

১. V - গবেষণার যৌক্তিকতা (Justification)

বাংলাদেশের সংসদীয় কমিটির কার্যক্রম (১৯৯৬-২০০৯): একটি বিশ্লেষণ এর উপর ব্যাপক গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি। আলোচ্য গবেষণাকর্মটি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হলে সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থার যথার্থ ভূমিকা মূল্যায়িত হওয়ার আশা প্রকাশ করছেন গবেষক। এই গবেষণাকর্মটি রাষ্ট্রবিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে হতে পারে নতুন সংযোজন যা ভবিষ্যৎ গবেষকদের মাঝে নতুন প্রেরণার সৃষ্টি করবে। গবেষণাকর্মটি বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ গবেষকদের গবেষণার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে বলে বিশ্বাস করেন গবেষক।

Dhaka University Institutional Repository

১. VI - গবেষণার গুরুত্ব (Importance)

গবেষক গবেষণার গুরুত্ব নির্ধারণ করে গবেষণা সম্পাদনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তত্ত্বাবধায়কের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে গবেষণার বিষয় নির্ধারণ করেন, "বাংলাদেশের সংসদীয় কমিটির কার্যক্রম (১১৯৬-২০০৯): একটি বিশ্লেষণ" গবেষণা কর্মটি এখন সময়ের দাবী মাত্র। বাংলাদেশের সংসদীয় সরকার ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী, কার্যকর, জনকল্যাণকামী ও জবাবদিহীতামূলক করতে হলে সংসদীয় কমিটি ব্যাবস্থাকেও শক্তিশালী করতে হবে এবং সেই সাথে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করতে হবে। বাংলাদেশের জনগণ আজ শিক্ষিত ও অধিকার সচেতন, জনমতের বাহনগুলো জনমতের পক্ষে কাজ করছে তাই সংসদ সদস্যগণকে ইতিবাচক রাজনৈতিক সংস্কৃতি প্রবর্তনের মাধ্যমে সংসদের সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণপূর্বক বাস্তবভিত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। যোগ্য ও অভিজ্ঞ, সরকার দলীয় ও বিরোধীদলীয় সংসদ সদস্যদের নিয়ে কমিটি গঠনে এবং কমিটি কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের সংসদীয় সরকার ব্যবস্থাকে কার্যকর করা সম্ভব। এই গবেষণা কর্মটি সম্পাদিত হলে সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থার যথার্থ ভূমিকা প্রকাশের উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে বলে গবেষক বিশ্বাস করেন।

১. VII - অনুমিত সিদ্ধান্ত (Hypothesis)

বাংলাদেশের সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার ইতিহাস দীর্ঘ নয়, সাম্প্রতিককালের। সেই হিসেবে যে কোন সংসদীয় সরকারকে শক্তিশালী, কার্যকর, জনকল্যাণকামী ও জবাবদিহিতামূলক করতে হলে তার কমিটি ব্যবস্থাকেই শক্তিশালী করার কোন বিকল্প নেই। বাংলাদেশের সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থা কার্যকরী ভূমিকা পালন করছে না। নানা প্রতিকূলতার কারণে কমিটি ব্যবস্থা সক্রিয় নয়।

১. VIII - গবেষণার ভৌগলিক প্রেক্ষিত (Geographical Research Watched)

গবেষণাকর্মটি বাংলাদেশের আইনসভা, জাতীয় সংসদের সদস্য অর্থাৎ কমিটি ব্যবস্থার সদস্যদের উপর পরিচালিত হয়েছে। জাতীয় সংসদ ভবন ঢাকার শেরে-বাংলা নগর এলাকায় অবস্থিত। এই ভবনের স্থপতি ছিলেন প্রখ্যাত মার্কিন স্থপতি লুই কান। মোট এলাকা ২১৫ একর। স্থাপত্য রীতির দিক থেকে জাতীয় সংসদ আধুনিক, স্মৃতিস্তম্ভ। জাতীয় সংসদ ভবনটি তিনটি ভাগে বিভক্ত।

ক) মেইন প্লাজা- ৮২৩,০০০ বর্গফুট।

Dhaka University Institutional Repository

খ) সাউথ প্লাজা- ২২৩,০০০ বর্গফুট।

গ) প্রেসিডেন্টসিয়াল প্লাজা- ৬৫,০০০ বর্গফুট।

জাতীয় সংসদ ভবনটি ঘিরে রয়েছে কৃত্রিম লেক এবং দুটি বাগান। মূল ভবনটি নয়টি পৃথক ব্লক নিয়ে গঠিত। মাঝের অষ্টভূজ ব্লকটির উচ্চতা ১৫৫ ফুট এবং বাকি আটটি ব্লকের উচ্চতা ১১০ ফুট। পুরো ভবনটির নকশা এমন ভাবে প্রণয়ন করা হয়েছে যাতে সব ব্লকগুলোর সমন্বয় একটি ব্লকের অভিন্ন স্থান হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

নতুন এই আইনসভা তৈরীর পূর্বে বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় পুরনো আইনসভা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। জাতীয় সংসদ ভবনের নির্মাণ কাজ শুরু হয় ১৯৬১ সালে এবং ১২৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৯৮২ সালের ২৮ জানুয়ারী শেষ হয়। দ্বিতীয় জাতীয় সংসদের অষ্টম এবং শেষ অধিবেশন এখানে অনুষ্ঠিত হয় এবং তখন থেকে এটি আইনসভা হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

বাংলাদেশের আইনসভা, জাতীয় সংসদ এলাকাকে ঘিরে রয়েছে চারটি প্রধান সড়ক। এর উত্তরে রয়েছে লেক রোড, দক্ষিণে রয়েছে মানিক মিয়া এ্যাভিনিউ, পূর্বে রোকেয়া সরণী এবং পশ্চিমে মিরপুর রোড।

১. IX - গবেষণা পদ্ধতি (Research Methodology)

গবেষণা কর্মটিতে বিজ্ঞান ভিত্তিক সামাজিক গবেষণা-পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। বিজ্ঞান ভিত্তিক গবেষণা-পদ্ধতি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে রূঢ় অর্থে ব্যবহৃত হলেও সামাজিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এটি তেমন রূঢ় অর্থে ব্যবহৃত হয় না বরং উদারতা প্রদর্শন করে থাকে। সামাজিক বিজ্ঞানের অন্তর্ভূক্ত বিষয়সমূহের মধ্যে রাষ্ট্রবিজ্ঞান একটি বিষয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণা-পদ্ধতি বলতে বুঝায় অধ্যয়নকারীর বাস্তব অবস্থা অনুসন্ধানের লক্ষ্যে অধ্যয়ন হবে সুশৃঙ্খল, ধারাবাহিক ও নিয়মানুগ। বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণা-পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে দুটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যনীয়। যেমন-

ক) বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণা-পদ্ধতি নিয়মানুগ ও সুশৃঙ্খল অর্থাৎ এ গবেষণা পদ্ধতি বর্তমান সমস্যা থেকে সঠিক সিদ্ধান্ত বের করে আনার জন্য নিয়মানুগ ও পর্যায়ক্রমিক অধ্যয়নরীতি অনুসরণ করে কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছতে চেষ্টা করে।

Dhaka University Institutional Repository

খ) বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণা-পদ্ধতি অভিজ্ঞতাবাদী অর্থাৎ অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে চেষ্টা করে।

বাংলাদেশের সংসদীয় কমিটির কার্যক্রম সংসদীয় গণতন্ত্রকে যুগোপযোগী করার ক্ষেত্রে কতটুকু কার্যকর ও সফল তা নির্ধারণ এবং কমিটিকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে যেসব বাধা বা প্রতিবন্ধকতামূলক রীতিনীতি রয়েছে তা সংশোধন, কমিটিকে কার্যকর করার যে প্রক্রিয়া চলছে এবং প্রতিক্রিয়া অনুভূত হচ্ছে অর্থাৎ যেসব প্রবণতা দেখা যাচ্ছে, সে সমস্ত বিষয়াবলীর উপর ভিত্তি করেই এই গবেষণা কর্মটি করা হয়েছে। পূর্ব নির্ধারিত উদ্দেশ্যে পরিচালিত গবেষণা কর্মটিতে যথার্থ ও নির্ভুল তথ্য সংগ্রহের জন্য বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণা পদ্ধতি ও তথ্য সংগ্রহ কৌশল প্রয়োগ করেছেন গবেষক।

জাতীয় সংসদের ২০০ জন সংসদ সদস্য (৭ম জাতীয় সংসদের ১০০ জন এবং ৮ম জাতীয় সংসদের ১০০ জন) যারা বিভিন্ন পেশাজীবী, তাদের মতামত জরীপের জন্য সরল দৈবচয়িত নমুনায়ন কৌশল (simple Random Sampling) ব্যবহার করা হয়েছে গবেষণাকর্মটিতে।

১. X - তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি (Theory of data collection)

আলোচ্য গবেষণাকর্মটিতে দুই ধরনের তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে, যেমন-

ক) প্রাথমিক উৎস: গবেষণায় ব্যবহৃত মৌলিকভাবে সংগৃহীত তথ্যসমূহকে প্রাথমিক উৎসের তথ্য বলা যায়। বস্তুত যে তথ্য সংগ্রহের পর প্রকাশিত কোন গবেষণা কাজে ব্যবহার করা হয়নি তাকে প্রাথমিক উৎসের তথ্য হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

প্রাথমিক উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ করে আলোচ্য গবেষণাকর্মটিতে ব্যবহার করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের নির্বাচন সংক্রান্ত স্ট্যাটিসটিক্যাল রিপোর্ট, সংসদীয় কমিটিসমূহের প্রতিবেদনসমূহ, সংসদীয় কমিটিসমূহের কার্যবাহের সারাংশ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি, বিজ্ঞপ্তি, গেজেট বিবরণ, গণপরিষদ ও পার্লামেন্টের বিতর্ক, জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত সরকারী দপ্তরের অধ্যাদেশ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য নেওয়া হয়েছে এবং গবেষণাকর্মে ব্যবহার করা হয়েছে।

খ) মাধ্যমিক উৎস: কোন প্রাথমিক উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ করে কোন গবেষণা কাজ করা হলে অথবা কোন প্রতিষ্ঠানে ব্যবহার করা হলে ঐ প্রাথমিক উৎসের তথ্য কিংবা প্রকাশিত গবেষণা থেকে কোন তথ্য অন্য কোন গবেষণায় ব্যবহার করা হলে তাকে মাধ্যমিক উৎসের তথ্য বলা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

এই গবেষণা কর্মটিতে মাধ্যমিক উৎস হতেও তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রকাশিত গ্রন্থাবলী, প্রকাশিত পুস্তকাদি, দৈনিক পত্রিকা, প্রকাশিত জার্নাল, প্রকাশিত আর্টিকেল, সাপ্তাহিক পত্রিকা ও ক্ষেত্র বিশেষে কোন কোন গবেষণা থেকে নেয়া তথ্যও এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। গবেষণা কর্মটিতে প্রয়োজনীয় সব রকম তথ্য প্রাথমিক উৎস থেকে সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি তাই মাধ্যমিক উৎস থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

১. XI - গবেষণার সীমাবদ্ধতা (Limitations)

"বাংলাদেশের সংসদীয় কমিটির কার্যক্রম (১৯৯৬-২০০৯): একটি বিশ্লেষণ" বিষয়টির উপর গবেষণা কার্য পরিচালনা করতে গিয়ে অনেক সমস্যা ও সীমাবদ্ধতার সম্মূখীন হয়েছি। আলোচ্য গবেষণার সীমাবদ্ধতা অনেক। নিম্নে তা পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা গেল:

১. জাতীয় সংসদের সদস্যগণ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সদস্য। তাঁরা বিরোধিতার জন্য বিরোধিতায় লিপ্ত থাকায়, নিজ রাজনৈতিক দলের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট হওয়ায়, সরকারী ও বিরোধী দলের সদস্যদের দলীয় দৃষ্টিকোণের কারণে অনেক সংসদ সদস্যের নিকট হতে নিরপেক্ষ তথ্য লাভে ব্যর্থ হই।

২. গবেষণাটিতে সংসদ সদস্যদের অনেকে যুদ্ধ অপরাধী এবং রাজনৈতিক কারণে কারাগারে বন্দী থাকায় তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ সম্ভব হয়নি, ফলে তাদের কাছ থেকে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

৩. গবেষণাটিতে সংসদ সদস্যদের অনেকে রাজনৈতিক হয়রানি থেকে বাঁচার জন্য আত্মগোপনে রয়েছেন তাই অনেক সংসদ সদস্যের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি এবং কোন তথ্যও পাওয়া যায়নি।

৪. গবেষণাটিতে সংসদ সদস্য হিসেবে প্রাপ্ত সুযোগ সুবিধা এবং কমিটি ব্যবস্থায় তাদের ভূমিকা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের কথা বলার স্বাধীনতা, স্বতস্ফূর্ততা, নিরপেক্ষতা এবং তুলনামূলক আলোচনা ইত্যাদি অনেক ক্ষেত্রে জানা সম্ভব হয়নি। তথ্যের গভীরে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে সময় একটি বাধা হিসেবে কাজ করেছে।

৫. গবেষণাটি পরিচালনার ক্ষেত্রে যে সব সীমাবদ্ধতা দেখা দেয় তার মধ্যে অর্থের অভাব একটি। সাবেক সংসদীয় সরকারগুলোর সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থার উপর গবেষণা পরিচালনার

Dhaka University Institutional Repository

জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। অর্থের অভাব বৃহৎ আকারের নমুনা দল থেকে মতামত সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।

পরিশেষে বলা যায় যে, উল্লেখিত সীমাবদ্ধতার মধ্যে গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করতে হয়েছে।

১. XII - সাহিত্য বিশ্লেষণ/প্রাসঙ্গিক পুস্তক ও গবেষণাকর্ম পর্যালোচনা (Review of the literature)

গবেষণার সঙ্গে সম্পর্কিত কতিপয় গ্রন্থ এবং প্রবন্ধ প্রকাশিত হলেও এগুলোতে আলোচ্য গবেষণার মূল কেন্দ্র-বিন্দুকে ঘিরে কোন গবেষণামূলক বিশ্লেষণ স্থান লাভ করেনি।

১. এমাজ উদ্দিন আহমেদ তাঁর "*গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৪)*" গ্রন্থে[১] গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ, গণতন্ত্রের যাত্রা, সংস্কৃতি ও গণতন্ত্র, গণতান্ত্রিক সমাজ, বাংলাদেশে গণতন্ত্র, গবেষকের দৃষ্টিতে গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ, গণতন্ত্রের উত্তরণ, গণতন্ত্রের রক্ষাকবচ, গণতন্ত্রের রাজনৈতিক নের্তৃত্ব ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা, গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি, মুসলিম বিশ্বে গণতন্ত্র ইত্যাদি শিরোনামে গণতন্ত্রের উপর তার বক্তব্য উপস্থাপন করলেও সপ্তম ও অষ্টম জাতীয় সংসদের কমিটি ব্যবস্থার ভূমিকা ও কার্যকারিতা সম্পর্কে কমিটি ব্যবস্থার ওপর গবেষণামূলক কোন বিশ্লেষণ স্থান লাভ করেনি।

২. আবুল ফজল হক তার "*বাংলাদেশের রাজনীতি, সংঘাত ও পরিবর্তন* (রাজশাহী: রাজশাহী পাঠ্য পুস্তক প্রকাশনা বোর্ড, ১৯৯৪)" গ্রন্থে[২] বাংলাদেশের অভ্যুদয় ও আর্থ-সামাজিক পটভূমি, সংবিধান প্রণয়ন, ১৯৭৩ সালের সাধারণ নির্বাচন: বৈধকরণ প্রক্রিয়া, সংসদীয় গণতন্ত্র ও সাংবিধানিক পরিবর্তন (১৯৭৩-৭৫), এক দলীয় ব্যবস্থা ও সামরিক অভ্যুত্থান, সামরিক শাসন বৈধকরণ প্রক্রিয়া, জিয়াউর রহমানের ভারসাম্যের রাজনীতি, জিয়া হত্যা ও এরশাদের অভ্যুত্থান, ক্ষমতাকে সুসংহত করার লক্ষ্যে এরশাদের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ, সংসদ বহির্ভূত রাজনীতি, সংসদীয় রাজনীতি, তিন জোটের যৌথ রূপরেখার আলোকে এরশাদ সরকারের পতন, নির্বাচন, একাদশ ও দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে দেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের পুনঃ প্রবর্তন এবং সংসদীয় গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

১. আহমদ, এমাজ উদ্দিন, *গণতন্ত্রের ভবিষ্যত* (ঢাকা বাংলা একাডেমী-১৯৯৪)।
২. হক, আবুল ফজল, *বাংলাদেশে রাজনীতি, সংঘাত ও পরিবর্তন* (রাজশাহী: রাজশাহী পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনা বোর্ড, ১৯৯৪)।

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখ্য যে, উক্ত গ্রন্থে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ জাতীয় সংসদের কার্যকারিতার কিছু কিছু বিষয় আলোচনা করলেও সপ্তম ও অষ্টম জাতীয় সংসদের কমিটি ব্যবস্থার ভূমিকা ও কার্যকারিতা সম্পর্কে কমিটি ব্যবস্থার ওপর গবেষণামূলক কোন বিশ্লেষণ স্থান লাভ করেনি।

৩. আহমদ উল্লাহ, এর সম্পাদিত গ্রন্থ, "*পঞ্চম জাতীয় সংসদ প্রামান্য গ্রন্থ* (ঢাকা: সুচয়ন প্রকাশনী, ১৯৯২)" গ্রন্থে[৩] (পঞ্চম জাতীয় সংসদ সদস্যদের জীবন বৃত্তান্তমূলক) প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম পার্লামেন্টের অধিবেশন শুরু, শেষ, মোট দিন, মোট কার্যদিবস, স্পীকার, সংসদ নেতা, ডেপুটি স্পীকারের নাম উল্লেখসহ জাতীয় সংসদের বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করা হলেও সপ্তম ও অষ্টম জাতীয় সংসদের কমিটি ব্যবস্থার ভূমিকা ও কার্যকারিতা সম্পর্কে কমিটি ব্যবস্থার ওপর গবেষণামূলক কোন বিশ্লেষণ স্থান লাভ করেনি।

৪. আবুল ফজল হক তাঁর "*বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি* (রংপুর: টাউন স্টোর্স, ১৯৯৮)" গ্রন্থে[৪] বৃটিশ ভারতের রাজনৈতিক বিবর্তন, পাকিস্তানের রাজনীতি ও বাংলাদেশের অভ্যুদ্বয়, বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন ও এর বৈশিষ্ট্য, রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ও সাংবিধানিক পরিবর্তন, বাংলাদেশের সংবিধান, বাংলাদেশের রাজনৈতিক দল ব্যবস্থা, জাতীয় সংসদ ও মন্ত্রিসভা যৌথ দায়িত্ব, মন্ত্রীসভার জবাবদিহিতা কার্যকর করার পদ্ধতি, আইন প্রণয়ন পদ্ধতি, অর্থ-সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন, বাজেট পাসের পদ্ধতি, হিসাবের ওপর ভোট, সম্পর্ক ও অতিরিক্ত মঞ্জুরী, রাজস্ব আইন, সংসদের অর্থ-সংক্রান্ত ক্ষমতা পর্যালোচনা, কমিটি ব্যবস্থা, ন্যায়পাল, স্পীকার, স্পীকারের ক্ষমতা ও কর্তব্য, স্পীকারের মর্যাদা, সুপ্রিম কোর্ট, সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল, সুপ্রিম কোর্টের এখতিয়ার ও ক্ষমতা, অধঃস্তন আদালতসমূহ, প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করলেও সপ্তম ও অষ্টম জাতীয় সংসদের কমিটি ব্যবস্থার ভূমিকা ও কার্যকারিতা সম্পর্কে কমিটি ব্যবস্থার ওপর গবেষণামূলক কোন বিশ্লেষণ স্থান লাভ করেনি।

৩. উল্লাহ, আহমদ, *পঞ্চম জাতীয় সংসদ প্রামান্য গ্রন্থ*, (ঢাকা: সুচয়ন প্রকাশনী, ১৯৯২)।
৪. হক, আবুল ফজল, *বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি* (রংপুর: টাউন স্টোর্স, ১৯৯৮)।

Dhaka University Institutional Repository

৫. মোঃ আব্দুল হালিম তাঁর "*সাংবিধানিক আইন ও রাজনীতি: বাংলাদেশ প্রসঙ্গ* (ঢাকা রিকো প্রিন্টার্স, ১৯৯৭)" গ্রন্থে[৫] এ সংবিধানের সংশোধনীসমূহ, দায়িত্বশীল সরকার ব্যবস্থা, মন্ত্রীদের দায়িত্বশীলতা, আইন পরিষদ, আইন প্রণয়ন, আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়া, মহিলা সংসদ সদস্য, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হলেও সপ্তম ও অষ্টম জাতীয় সংসদের কমিটি ব্যবস্থার ভূমিকা ও কার্যকারিতা সম্পর্কে কমিটি ব্যবস্থার ওপর গবেষণামূলক কোন বিশ্লেষণ স্থান লাভ করেনি।

৬. আল মাসুদ হাসানউজ্জামান তাঁর "*বাংলাদেশের কমিটি ব্যবস্থা,* মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর সম্পাদিত, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা: ফেব্রুয়ারী ২০০৬" নামক প্রবন্ধে[৬] তিনি বাংলাদেশের পঞ্চম জাতীয় সংসদে গঠিত সংসদীয় কমিটিসমূহের ভূমিকা ও কার্যকারিতা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি পঞ্চম জাতীয় সংসদের সংসদীয় কমিটিগুলো সংসদীয় গণতন্ত্র কার্যকর করণে সংসদীয় কমিটির ভূমিকা ও কার্যকারিতা বিশ্লেষণ করেছেন কিন্তু সপ্তম ও অষ্টম জাতীয় সংসদের কমিটির ভূমিকা ও কার্যকারিতা সম্পর্কে কমিটি ব্যবস্থার ওপর গবেষণামূলক কোন বিশ্লেষণ স্থান লাভ করেনি।

৭. আল মাসুদ হাসানউজ্জামান, তাঁর "*Jatiya Sangsads (Legislature) in Bangladesh: An Overview, Asian Studies,* The Journal of the Department of Government and Politics, J.U. No. 18, June, 1999". অপর এক প্রবন্ধে[৭] জাতীয় সংসদের প্রথম, দ্বিতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম জাতীয় সংসদ সম্বন্ধে আলোচনাকালে কমিটি ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা উপস্থাপন করলেও বিস্তারিত আলোচনা করেননি এবং অষ্টম সংসদের কমিটির ভূমিকা ও কার্যকারিতা সম্পর্কে কোন আলোচনাই করেননি।

৮. খন্দকার মনজুর-এ-মাওলা, সম্পাদিত গ্রন্থ, "*বাংলাদেশের পঞ্চম জাতীয় সংসদ ১৯৯১ এ্যালবাম,* (ঢাকা: তথ্যসেবা, ১৯৯১)" পঞ্চম জাতীয় সংসদ সদস্যদের জীবন বৃত্তান্ত

---

৫. হালিম, মোঃ আব্দুল, *সংবিধান, সাংবিধানিক আইন ও রাজনীতি: বাংলাদেশ প্রসঙ্গ* (ঢাকা: রিকো প্রিন্টার্স, ১৯৯৭)।

৬. হাসানুজ্জামান, আল মাসুদ, *বাংলাদেশের কমিটি ব্যবস্থা,* মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর সম্পাদিত, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা: ফেব্রুয়ারী ২০০৬

৭. Hasanuzzaman, Al Masud, *"Jatiya Sangsads (Legislature) in Bangladesh: An Overview"*, Asian Studies, The Journal of the Department of Government and Politics, J.U. No. 18, June, 1999.

Dhaka University Institutional Repository

সংক্রান্ত গ্রন্থ। এ গ্রন্থে[৮] সপ্তম ও অষ্টম জাতীয় সংসদের কমিটি ব্যবস্থার ভূমিকা ও কার্যকারিতা সম্পর্কে কমিটি ব্যবস্থার ওপর গবেষণামূলক কোন বিশ্লেষণ স্থান লাভ করেনি।

৯. খন্দকার আব্দুল হক, তাঁর *"Parliamentary Commitee Systems, Bangladesh Jatiya Sangsad Institute of Parliamentary Stadies, Conference Report Dhaka, 27-28 May 1999."* তাঁর প্রবন্ধে[৯] বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা অনুষ্ঠিত হলেও সপ্তম ও অষ্টম জাতীয় সংসদের কমিটি ব্যবস্থার ভূমিকা ও কার্যকারিতা সম্পর্কে কমিটি ব্যবস্থার ওপর গবেষণামূলক কোন বিশ্লেষণ স্থান লাভ করেনি।

১০. J.A.G Griffith এবং Michael Ryle সম্পাদিত *"Parliament- Functions, Practice and Procedures (London: Sweet & Maxwell, 1989)"* গ্রন্থে[১০] বৃটিশ পার্লামেন্টের কমিটি ব্যবস্থার বর্ণনা রয়েছে কিন্তু বাংলাদেশের কমিটি ব্যবস্থা সম্পর্কে কোন আলোচনা স্থান পায়নি।

১১. বদরুদ্দীন উমর, তাঁর *"বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক স্বৈরতন্ত্র (ঢাকা: সুবর্ণা প্রকাশনী, ১৯৯৪)"* গ্রন্থে[১১] প্রেসিডেন্টসিয়াল গণতন্ত্র, সংসদীয় গণতন্ত্র ও জনগণের গণতন্ত্র, সংবিধান সংশোধন ও গণতন্ত্রের প্রশ্ন, বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ, সংসদীয় পোশাকে সজ্জিত সামরিক সরকার, বিএনপি'র সংকট, শাসক শ্রেণীর সংকট, সরকার বা জাতীয় সংসদ কোনটিই জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে না- ইত্যাদি কতগুলো শিরোনামে তিনি তাঁর যুক্তি নির্ভর বক্তব্য উপস্থাপন করলেও গ্রন্থটিতে সপ্তম ও অষ্টম জাতীয় সংসদের কমিটি ব্যবস্থার ভূমিকা ও কার্যকারিতা সম্পর্কে কমিটি ব্যবস্থার ওপর গবেষণামূলক কোন বিশ্লেষণ স্থান লাভ করেনি।

১২. রওনক জাহান, তাঁর *"Pakistan-Failure in National Integration (Dhaka: UPL, 1994)".* গ্রন্থে[১২] তৎকালীন আইয়ুব সরকারের শাসনামলের (১৯৫৮-৬৮)

---

৮. মাওলা, খন্দকার মনজুর-এ, *বাংলাদেশের পঞ্চম জাতীয় সংসদ ১৯৯১ এলবাম* (ঢাকা: তথ্যসেবা, ১৯৯১)

৯. Haque, Khondokar Abdul *"Parliamentary Commitee Systems, Bangladesh Jatiya Sangsad Institute of Parliamentary Stadies, Conference Report Dhaka*, 27-28 May 1999.

১০. Michael Ryle, J.A.G Griffith *"Parliament- Functions, Practice and Procedures* (London: Sweet & Maxwell, 1989).

১১. ওমর, বদরুদ্দিন, *বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক সৈরতন্ত্র* (ঢাকা: সুবর্ণা প্রকাশনী, ১৯৯৪)।

১২. Jahan, Rounaq, *Pakistan- Failure in National Integration* (Dhaka: UPL, 1994).

Dhaka University Institutional Repository

আলোচনা, মৌলিক গণতন্ত্র, ১৯৬২ সালের সংবিধান, পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক উন্নয়ন, পশ্চিমপাকিস্তান ও পূর্বপাকিস্তানের বিভক্তিকরনের মধ্যেদিয়ে বাংলাদেশের সৃষ্টি সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। এই গ্রন্থে সপ্তম ও অষ্টম জাতীয় সংসদের কমিটির ভূমিকা ও কার্যকারিতা সম্পর্কে কমিটি ব্যবস্থার ওপর গবেষণামূলক কোন বিশ্লেষণ স্থান লাভ করেনি।

১৩. রওনক জাহান তাঁর "*Bangladesh Politics: Problmes and Issues (Dhaka: UPL, 1980)*" গ্রন্থে[১৩] বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের প্রথম সাধারণ নির্বাচন, সামরিক শাসক জিয়াউর রহমানের বেসামরিকীকরণের প্রচেষ্টা ও রাজনীতি সম্পর্কে আলোচনা স্থান পেয়েছে। কিন্তু সপ্তম ও অষ্টম জাতীয় সংসদের সংসদীয় কমিটির ভূমিকা ও কার্যকারিতা সম্পর্কে কমিটি ব্যবস্থার ওপর গবেষণামূলক কোন বিশ্লেষণ স্থান লাভ করেনি।

১৪. তালুকদার মনিরুজ্জামান তাঁর "*The Bangladesh Revolution and Its Aftermath* (Dhaka: UPL, 1988)." গ্রন্থে[১৪] পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারনের প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের দাবি, ছয় দফা, ১৯৭০ সালের নির্বাচন এবং স্বাধীন বাংলাদেশের সৃষ্টি, মুজিবের দ্বিতীয় বিপ্লব, ১৯৭৫ সালের সামরিক অভ্যুত্থান, জিয়াউর রহমানের উত্থান, তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতির উন্নয়ন সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

১৫. নিজাম আহমেদ তাঁর প্রবন্ধসমূহে[১৫] বৃটিশ এবং বাংলাদেশের কমিটি ব্যবস্থার ওপর আলোকপাত করেছেন। কিন্তু এগুলোতে প্রথম, পঞ্চম, এবং সপ্তম সংসদের কমিটি ব্যবস্থার অর্থ সংক্রান্ত কমিটিসমূহের ওপর গবেষণামূলক আলোচনা করলেও তিনি সপ্তম ও অষ্টম জাতীয় সংসদের মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ভূমিকা ও কার্যকারিতা সম্পর্কে গবেষণামূলক কোন বিশ্লেষণ স্থান লাভ করেনি।

১৬. Muhammad A. Hakim তাঁর "*Bangladesh Politics: The Shahabddin Interregum* (Dhaka: UPL, 1993)" গ্রন্থে[১৬] এরশাদ সরকারের উত্থান-পতন, পঞ্চম

---

১৩. Jahan, Rouaq, *Bangladesh Politics: Problmes and Issues* (Dhaka: UPL, 1980)

১৪. Maniruzzaman, Talukder, *The Bangladesh Revolution and Its Aftermath* (Dhaka: UPL, 1988).

১৫. Ahmed, Nizam "*Committees in Bangladesh Parliament*", Legislative Studies, Vol. Number 13, 1998, Nizam Ahmed, "*Reforming the Parliament in Bangladesh Constraints and Political Dilemmas*", Commonwealth and Comparative Politics, Vol. 1, Number 36, Frankcass and Co. Ltd., London, 1998, Nizam Ahmed, Parliamentary Contrl of Public Expenditure in bangladesh: The Role of the Committees (Dhaka: World Bank/UNDP, 2000), Nizam Ahmed, The Development of the Select Committee System in the British House of Commons (Canadian Parliamentary Review/Winter, 1997-98).

১৬. Hakim, A. Muhammad "*Bangladesh Politics: The Shahabddin Interregum* (Dhaka: UPL, 1993)

Dhaka University Institutional Repository

পার্লামেন্ট নির্বাচন এবং পুনরায় পার্লামেন্টারী পদ্ধতিতে ফিরে যাওয়ার সব ঘটনার বিবরণ দিলেও সপ্তম ও অষ্টম জাতীয় সংসদের কমিটি ব্যবস্থার যৌক্তিকতা, গুরুত্ব এবং কার্যাবলী সম্পর্কে গবেষণামূলক কোন বিশ্লেষণ স্থান লাভ করেনি।

১৭. মওদুদ আহমেদ তাঁর "*Bangladesh: Era of Sheikh Mujibur Rahman* (Dhaka: UPL, 1983)." গ্রন্থে[১৭] শুধুমাত্র শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকালের (১৯৭২-৭৫) ওপর আলোকপাত করেছেন। কিন্তু সপ্তম ও অষ্টম জাতীয় সংসদের কমিটির ভূমিকা ও কার্যকারিতা সম্পর্কে কমিটি ব্যবস্থার ওপর গবেষণামূলক কোন বিশ্লেষণ স্থান লাভ করেনি।

১৮. মো: শাহ আলম তার "*বাংলাদেশ সাংবিধানিক ইতিহাস ও সংবিধানের সহজপাঠ্য* (চট্টগ্রাম: চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৬)" গ্রন্থে[১৮] বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, প্রধান মন্ত্রী ও মন্ত্রিসভা, নির্দলীয় তত্ত্বধায়ক সরকার, সংবিধান সংশোধন ইত্যাদি সম্পর্কে সাংবিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করলেও সপ্তম ও অষ্টম জাতীয় সংসদের কমিটির ভূমিকা ও কার্যকারিতা সম্পর্কে কমিটি ব্যবস্থার ওপর গবেষণামূলক কোন বিশ্লেষণ স্থান লাভ করেনি।

১৯. দিলারা চৌধুরী তাঁর "*The Constitutional Development in Bangladesh (Dhaka: UPL, 1994).*" গ্রন্থে[১৯] স্বাধীন বাংলাদেশের উন্নয়ন সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন কিন্তু সপ্তম ও অষ্টম জাতীয় সংসদের কমিটির ভূমিকা ও কার্যকারিতা সম্পর্কে কমিটি ব্যবস্থার ওপর গবেষণামূলক কোন বিশ্লেষণ স্থান লাভ করেনি।

২০. মাহমুদুল হক ভূঁইয়া,তার "*বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে সরকারী হিসাব কমিটির ভূমিকা পর্যালোচনা*, বাংলাদেশের রাজনীতির ২৫ বছর, সম্পাদনা, তারেক সামসুর রহমান, (মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা: ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮)" গ্রন্থে[২০] মাহমুদুল হক ভূঁইয়া বাংলাদেশের প্রথম সংসদ হতে সপ্তম জাতীয় সংসদ পর্যন্ত জাতীয় সংসদের সরকারী হিসাব কমিটির ভূমিকা ওপর গবেষণামূলক বিশ্লেষণ স্থান লাভ করেলেও সপ্তম ও অষ্টম জাতীয় সংসদের কমিটি ব্যবস্থার অন্য সব কমিটির ভূমিকা ও কার্যকারিতা সম্পর্কে কোন গবেষণামূলক বিশ্লেষণ স্থান লাভ করেনি।

---

১৭. Ahmed, Moudud, *Bangladesh: Era of Sheikh Mujibur Rahman* (Dhaka: UPL, 1983)

১৮. আলম, মো. শাহ, *বাংলাদেশ সাংবিধানিক ইতিহাস ও সংবিধানের সহজপাঠ্য* (চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৬)

১৯. Choudhury, Dilara" *The Constitutional Development in Bangladesh* (Dhaka: UPL, 1994)

২০. ভূঁইয়া, মাহমুদুল হক, *বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে সরকারী হিসাব কমিটির ভূমিকা পর্যালোচনা*, *বাংলাদেশের রাজনীতির ২৫ বছর*, সম্পাদনা, তারেক সামসুর রহমান, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা: ফেব্রুয়ারী ১৯৯৮।

Dhaka University Institutional Repository

২১. এম নজরুল ইসলাম-এর *Consolidating Asian Democracy* গ্রন্থে[২১] ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম জাতীয় সংসদের সংসদীয় কমিটির উপর আলোচনা থাকলেও ৮ম জাতীয় সংসদের সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থার উপর বিস্তারিত আলোচনা নেই। অবশ্য এই গ্রন্থে ২০০৩ সাল পর্যন্ত কমিটির কার্যক্রম পর্যালোচনা করা হয়েছে; যা গবেষণা কর্মের জন্য খুবই উপযোগী এবং তাঁর, "*Working of the Parliamentary Committee of Bangladesh Jatia Sangshad and National Assembly of Pakistan comparative Study*- এ গ্রন্থটিতে সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে।

উপরোক্ত গ্রন্থাবলী ও প্রবন্ধগুলোতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সাধারণ দৃষ্টিকোণ থেকে কতিপয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এগুলোর দু'একটিতে জাতীয় সংসদের কমিটি ব্যবস্থা নিয়ে সাধারণ ভাবে আলোচিত হলেও ৭ম ও ৮ম জাতীয় সংসদের কমিটি ব্যবস্থার কার্যকলাপের তুলনামূলক ও বিশ্লেষাত্মক আলোচনা স্থান পায়নি। উপরন্তু বেশিরভাগ গ্রন্থ এবং প্রবন্ধগুলোই বর্ণনামূলক চরিত্রের। সুতরাং বাংলাদেশের সংসদীয় কমিটির কার্যক্রম (১৯৯৬-২০০৯): একটি বিশ্লেষণ, গবেষণা কার্মটি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন বলে মনে করেন গবেষক।

২১. M. Nazrul Islam: *Consolidating Asian Democracy*, Dhaka: N. Printing Industries, 2003 and His Working of the Parliamentary Committee of Bangladesh Jatia Sangshad and National Assembly of Pakistan Comparative Sutdy- এ গ্রন্থটিতে সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

২: I বাংলাদেশে সংসদীয় কমিটি বলতে কি বুঝায়?

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আইন পরিষদের কর্মসম্পাদনে একটি প্রয়োজনীয় ও কার্যকরী উদ্ভাবন হচ্ছে এই কমিটি ব্যবস্থা। সংসদীয় কমিটি শব্দ বা Term টি সঙ্গায়িত করে জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধিতে বলা হয়েছে যে, (গ) কমিটি অর্থ সংসদ কর্তৃক বা সংসদের ক্ষমতাবলে গঠিত কোন কমিটি এবং অনুরূপ কমিটির কোন সাব কমিটিও এর অন্তর্ভুক্ত।[২২] Allan ball এর মতে, কমিটি ব্যবস্থা হচ্ছে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে প্রতিধিত্বশীল পরিষদগুলোর একটি প্রয়োজনীয় অঙ্গ। কমিটি ব্যবস্থার যথাযথ ভূমিকাই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে আরো জোরদার করেছে উন্নত বিশ্বে। আইন পরিষদের মূল্যবান সময়ের সদ্বব্যবহার করার লক্ষ্যে সংসদ সদস্যগণ বিভিন্ন কমিটি বা উপ কমিটিতে বিভক্ত হয়ে আইন পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত কাজ সম্পন্ন করে থাকে। এভাবে কমিটিগুলো আইন পরিষদকে তার কাজ সঠিকভাবে সম্পাদনে সাহায্য করে।[২৩]

S.S Khera বলেন, a Committee is specialized instrument by which management can be measured and tested?[24] গ্রেট বৃটেনের সংসদীয় কমিটি সম্পর্কে, Finer বলেন, it realised that Committee save the time of the house to such an extent that without them parliament could never satisfy the legislative need of the modern electorate.[২৫] কে.সি হুইয়ার বলেন, কমিটি এমন অনেক কাজ করেন যাহা কমন্স সভা করতে পারে না। সংসদের আইন প্রণয়নসহ দৈনন্দিন কাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে সাহায্য-সহযোগিতার জন্য সংসদ সদস্যদের নিয়ে যেসব কমিটি গঠিত হয় তাকে সংসদীয় কমিটি বলে।[২৬]

২২. *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রনালী বিধি:* বিধি ২(১)(গ)
২৩. Ball Allan R. *Modern Politics and Government London,* The Macmillan Press Ltd. P. 156.
২৪. S.S Khera. *Managment and Contreol in Public entrprise* (Load Asia Publishing House, 1964), P. 266.
২৫. Finer S.E. *Comparative Government.*
২৬. এমাজ উদ্দিন আহমদ *রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কথা*, বাংলাদেশ বুক কর্পোরেশন লি: জুন ১৯৯৪।

Dhaka University Institutional Repository

২: II সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থার সাংবিধানিক ভিত্তি:

কমিটি বলতে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২ বিধির (১)(গ) উপ বিধিতে বর্ণিত কমিটিকে বুঝাবে।[২৭] **"কমিটি অর্থ সংসদ কর্তৃক বা সংসদের ক্ষমতাবলে গঠিত কোন কমিটি এবং অনুরূপ কমিটির সাব-কমিটিও ইহার অর্ন্তভুক্ত।"** বাংলাদেশের সংবিধান জাতীয় সংসদের কমিটি ব্যবস্থাকে একটি সুদৃঢ় সাংবিধানিক ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। বাংলাদেশের সংসদীয় কমিটির ন্যায় অন্য কোন দেশের সংবিধানে সংসদীয় কমিটি সম্পর্কিত কোনো বিধান সাধারণত দেখা যায় না। বাংলাদেশের সংবিধানের ৭৬ অনুচ্ছেদের বিধানগুলো বাংলাদেশের সংসদীয় কমিটির ক্ষেত্রে বিরল দৃষ্টান্তের সৃষ্টি করেছে। আর সংবিধানের ৭৬নং অনুচ্ছেদের বিধানগুলো এর ভিত্তিমূলে কাজ করেছে। ৭৬ অনুচ্ছেদে বলা হয়,–

"[২৮]৭৬। (১) সংসদ সদস্যদের মধ্য হইতে সদস্য নিয়ে সংসদ নিম্নলিখিত স্থায়ী কমিটিসমূহ গঠন করিবেন:

(ক) সরকারী হিসাব কমিটি;

(খ) বিশেষ অধিকার কমিটি; এবং

(গ) সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধিতে নির্দিষ্ট অন্যান্য স্থায়ী কমিটি।

২। সংসদ এই অনুচ্ছেদের (১) দফার উল্লেখিত কমিটিসমূহের অতিরিক্ত স্থায়ী কমিটি নিয়োগ করবেন এবং একইভাবে নিযুক্ত কোন কমিটি এই সংবিধান ও অন্য কোন আইন-সাপেক্ষে,

(ক) খসড়া বিল ও অন্যান্য আইনগত প্রস্তাব পরীক্ষা করিতে পারিবেন;

(খ) আইনের বলবৎকরণে পর্যালোচনা এবং অনুরূপ বলবৎকরণের জন্য ব্যবস্থাদি গ্রহণের প্রস্তাব করতে পারবেন;

(গ) জনগুরুত্বসম্পন্ন বলিয়া সংসদ কোন বিষয় সম্পর্কে কমিটিকে অবহিত করলে সেই বিষয়ে কোন মন্ত্রণালয়ের কার্য বা প্রশাসন সম্বন্ধে অনুসন্ধান বা তদন্ত করিতে পারিবেন এবং কোন মন্ত্রনালয়ের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি সংগ্রহের এবং প্রশ্নাদির মৌখিক ও লিখিত উত্তরলাভের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন;

(ঘ) সংসদ কর্তৃক অর্পিত যে কোন দায়িত্ব পালন করিতে পারিবেন।

৩। সংসদ আইনের দ্বারা এই অনুচ্ছেদের অধীনে নিযুক্ত কমিটিসমূহকে–

(ক) সাক্ষীদের হাজিরা বলবৎ করিবার এবং শপথ, ঘোষণা বা অন্য কোন উপায়ের অধীন করিয়া তাহাদের স্বাক্ষ্য গ্রহণের,

---

২৭. *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২(১) (গ), উপবিধি।*

২৮. *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে সরকার লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়,* অক্টোবর, ২০১১, পৃ.২৭।

Dhaka University Institutional Repository

(খ) দলিলপত্র দাখিল করিতে বাধ্য করার;

ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।”

এবং এর বিধানাবলী সংসদীয় কমিটি সংক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও কার্যপ্রণালী বিধিতে উল্লেখ্য এমন কয়েকটি কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে তা বাধার সৃষ্টি করেনি যেমন -বিল সংক্রান্ত বাছাই কমিটি ও বিশেষ কমিটি।

২: III সংসদীয় কমিটির গঠন:

জাতীয় সংসদের অধিবেশনকালীন সময়ে সংসদ-নেতার প্রস্তাবক্রমে সংসদীয় কমিটিগুলো গঠিত হয় অথবা তাঁর পক্ষে কোন সংসদীয়-নেতা সাধারণতঃ চীপ হুইপ কমিটি গঠন সম্পর্কিত প্রস্তাব উত্থাপন করেন।[২৯] কমিটি গঠন সম্পর্কিত প্রস্তাবটি কোনো বিরোধিতার সম্মুখীন হয় না যেহেতু সংসদ নেতা নিজে কিংবা তার পক্ষে কোনো সংসদীয় নেতা কমিটি গঠন সম্পর্কিত প্রস্তাব উত্থাপন করে থাকেন। সংসদে সরকারী দল ও বিরোধী দলের সদস্যদের দ্বারা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় সংসদীয় কমিটি গঠন ও পুনর্গঠন সম্পর্কিত প্রস্তাব। কোন দল বা গ্রুপের মধ্যে কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে কোনরূপ মতপার্থক্য দেখা দিলে সংসদের চীফ হুইপ ও বিরোধী দলের চীফ হুইপ নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে সংসদ সদস্যদের নাম ঠিক করে নেন এবং প্রয়োজনে কমিটিকে পুনর্গঠন করে থাকেন।

২: IV সংসদীয় কমিটির শ্রেণীবিন্যাস

বৃটিশ পার্লামেন্টে কমিটি ব্যবস্থাকে বিশেষত:

(১) স্থায়ী কমিটি

(২) বাছাই কমিটি

এই দুইটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। পার্লামেন্টের স্বল্প মেয়াদে গঠিত কমিটিগুলো হলো স্থায়ী কমিটি এবং বিশেষ উদ্দেশ্যে গঠিত এই কমিটির কাজ প্রধাণত বিল পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা এবং পার্লামেন্টের পূর্ণ মেয়াদের জন্য গঠিত কমিটিগুলো হলো বাছাই কমিটি। তাই বৃটিশ পার্লামেন্টের কমিটি ব্যবস্থা

---

২৯. সপ্তম জাতীয় সংসদ নেতার পক্ষে সংসদের চীফ হুইপ জনাব আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ এর প্রস্তাবক্রমে সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলো গঠন ও পুর্নগঠন করা হয়। অষ্টম জাতীয় সংসদ নেতার পক্ষে সংসদের চীফ হুইপ জনাব দেলোয়ার হোসেনের প্রস্তাবক্রমে সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলো গঠন ও পুর্নগঠন করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

নয় বরং বৃটিশ কমনওয়েলথভূক্ত বিভিন্ন দেশসমূহের কমিটি ব্যবস্থার সাথে মিল রেখে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের কমিটিগুলোকেও প্রধাণতঃ দুইটি ভাগে[৩০] ভাগ করা সম্ভব।

১। স্থায়ী কমিটি।

২। অস্থায়ী কমিটি।

আবার এই অস্থায়ী কমিটিগুলোক তিনটি উপ-ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-

ক। বাছাই কমিটি

খ। বিশেষ কমিটি এবং

গ। অন্যান্য কমিটি।

২ঃ V (ক) স্থায়ী কমিটির শ্রেণীবিন্যাস।

সারণি : ২.১

ক্রমিক নং	কমিটি	সদস্য সংখ্যা	সভাপতি নিয়োগ	মন্তব্য
১	সরকারী হিসাব	১৫	সংসদ কর্তৃক মনোনীত না হলে, কমিটি দ্বারা নির্বাচিত	কোন মন্ত্রী এই কমিটির সভাপতি বা সদস্য হতে পারে না।
২	বিশেষ অধিকার	১০	ঐ	-
৩	কার্যপ্রণালী বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১২	পদাধিকার বলে স্পীকার	-
৪	মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত ৩৫টি স্থায়ী কমিটি।	১০ (প্রত্যেকটি কমিটিতে)	সংসদ কর্তৃক মনোনীত না হলে, কমিটি দ্বারা নির্বাচিত	কোন মন্ত্রী এই কমিটিগুলোর নির্বাচিত সভাপতি হতে পারেন না, তবে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী পদাধিকার বলে সদস্য।

Source: *Parliamentary Committee systems, Bangladesh Jatio Sangsad Institute of Parliamentary Studies,* Conference Report, Dhaka, 27-28 May 1999, P.55.

৩০. খোন্দকার আব্দুল হক মিঞ্রা, *"সংসদীয় রীতি ও পদ্ধতি"* অপ্রকাশিত গ্রন্থ, পৃ.৩৭৭-৩৭৮।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি ২.১ এ দেখা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ সংবিধানের ৭৬ অনুচ্ছেদের (১) এবং (২) দফা অনুযায়ী– (ক) সরকারী হিসাব কমিটি (খ) বিশেষ অধিকার কমিটি (গ) কার্যপ্রণালী বিধি সম্পর্কিত কমিটি এবং (ঘ) মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত কমিটি স্থায়ী কমিটি হিসেবে পরিচিত। সপ্তম জাতীয় সংসদে ৩৫টি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠিত হয় এবং অষ্টম জাতীয় সংসদে ৩৭টি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠিত হয়।

২: VI অস্থায়ী কমিটির শ্রেণীবিন্যাস (খ) বাছাই কমিটি

সারণি : ২.২

ক্রমিক নং	কমিটি	সদস্য- সংখ্যা	সভাপতি নিয়োগ	মন্তব্য
১	বাছাই কমিটি	কার্যপ্রণালী বিধিতে নির্ধারিত নেই।	সংসদ কর্তৃক মনোনীত না হলে, কমিটি দ্বারা নির্বাচিত	বিলের ভারপ্রাপ্ত সদস্যের নাম কমিটি গঠনের প্রস্তাবে না থাকলেও তিনি বাছাই কমিটির সদস্য হবেন।

Source: *Parliamentary Committee systems, Bangladesh Jatio Sangsad Institute of Parliamentary Studies,* Conference Report, Dhaka, 27-28 May 1999, P.55.

সারণি ২.২ এ দেখা যায়, সপ্তম ও অষ্টম সংসদে কোন বাছাই কমিটি গঠিত হয়নি।

২: VII অস্থায়ী কমিটির শ্রেণীবিন্যাস (গ) বিশেষ কমিটি

সারণি : ২.৩

ক্রমিক নং	কমিটি	সদস্য- সংখ্যা	সভাপতি নিয়োগ	মন্তব্য
২	বিশেষ কমিটি	কার্যপ্রণালী বিধিতে নির্ধারিত নেই।	সংসদ কর্তৃক মনোনীত না হলে, কমিটি দ্বারা নির্বাচিত	-

Source: *Parliamentary Committee systems, Bangladesh Jatio Sangsad Institute of Parliamentary Studies,* Conference Report, Dhaka, 27-28 May 1999, P.55.

সপ্তম সংসদে একটি বিশেষ কমিটি গঠিত হয়েছিল। সপ্তম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাবক্রমে উত্থাপিত বিলসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে রিপোর্ট প্রদান করার জন্য কার্যপ্রণালী বিধির ২৬৬ বিধি অনুযায়ী পনের সদস্য বিশিষ্ট একটি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়। এর সভাপতি ছিলেন এডভোকেট মোঃ রহমত আলী। তবে অষ্টম সংসদে কোন বিশেষ কমিটি গঠিত হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

২: VIII অস্থায়ী কমিটির শ্রেণীবিন্যাস (ঘ) অন্যান্য কমিটি (১)

সারণি ২.৪

(অন্যান্য কমিটি নামে পরিচিত ৮টি কমিটির মধ্যে মাননীয় স্পীকার দ্বারা মনোনীত ৪টি কমিটির শ্রেণীবিন্যাস):

ক্রমিক নং	কমিটি	সদস্য-সংখ্যা	সভাপতি নিয়োগ	মন্তব্য
১	কার্য-উপদেষ্টা কমিটি	১৫	পদাধিকারবলে স্পীকার	-
২	পিটিশন কমিটি	১০	স্পীকার দ্বারা মনোনীত	কোন মন্ত্রী এই কমিটির সভাপতি বা সদস্য হতে পারেন না।
৩	সংসদ কমিটি	১২	ঐ	-
৪	লাইব্রেরী কমিটি	৯	পদাধিকারবলে ডেপুটি স্পীকার	-

Source: *Parliamentary Committee systems, Bangladesh Jatio Sangsad Institute of Parliamentary Studies*, Conference Report, Dhaka, 27-28 May 1999, P.55.

অন্যান্য কমিটি হিসেবে খ্যাত ৮টি কমিটির মধ্যে, জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পীকার কর্তৃক কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী মনোনীত ৪টি কমিটিকে স্থায়ী কমিটি হিসেবে গণ্য করা যাবে না, যেহেতু কার্যপ্রণালী বিধিতে কমিটিগুলোকে স্থায়ী বলে উল্লেখ করা হয়নি এবং এই কমিটিগুলো সংসদ দ্বারাও নিযুক্ত নয়, তথাপি এই ৪টি কমিটি নিজ বৈশিষ্টগুণে পরিচিতি পেয়েছে স্থায়ী কমিটি হিসেবে সংবিধান ও কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী স্থায়ী কমিটি না হওয়া সত্ত্বেও।

২: IX অস্থায়ী কমিটির শ্রেণীবিন্যাস (ঘ) অন্যান্য কমিটি (২)

সারণি ২.৫

(অন্যান্য কমিটি নামে পরিচিত ৮টি কমিটির মধ্যে সংসদ দ্বারা নিযুক্ত অপর ৪টি কমিটির শ্রেণীবিন্যাস):

ক্রমিক নং	কমিটি	সদস্য-সংখ্যা	সভাপতি নিয়োগ	মন্তব্য
১	বেসরকারী সদস্যের বিল ও সিদ্ধান্ত-প্রস্তাব সম্পর্কিত কমিটি	১০	সংসদ কর্তৃক মনোনীত না হলে, কমিটি দ্বারা নির্বাচিত	-
২	অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত কমিটি	১০		কোন মন্ত্রী এই কমিটির সভাপতি বা সদস্য হতে পারে না।
৩	সরকারী প্রতিষ্ঠান কমিটি	১০		ঐ
৪	সরকারী প্রতিশ্রুতি কমিটি	৮		-

Source: *Parliamentary Committee systems, Bangladesh Jatio Sangsad Institute of Parliamentary Studies*, Conference Report, Dhaka, 27-28 May 1999, P.56.

Dhaka University Institutional Repository

অন্যান্য কমিটি হিসেবে খ্যাত ৮টি কমিটির মধ্যে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ কর্তৃক নিযুক্ত উল্লেখিত ৪টি কমিটিকে কার্যপ্রণালী বিধিতে স্থায়ী কমিটি হিসেবে উল্লেখ করা হয়নি, তথাপি এই ৪টি কমিটিও পরিচিতি লাভ করে স্থায়ী কমিটি হিসেবে।

২ঃ X সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক

কারা সংসদীয় কমিটির সদস্য হবেনঃ

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সংসদীয় কমিটিতে সদস্য হতে হলে তাকে জাতীয় সংসদের সদস্য হতে হবে। সংসদের সদস্য এমন ব্যক্তিই শুধুমাত্র সংসদীয় কমিটিতে সদস্য হতে পারবেন যেহেতু সংবিধানে বলা হয়েছে যে, [৩১]সংসদীয় কমিটিগুলো গঠিত হবে সংসদ সদ্যদের মধ্য থেকে সদস্য নিয়ে সাব কমিটি এবং সাব কমিটির ক্ষেত্রেও একই বিধান প্রযোজ্য।

কমিটি ব্যবস্থায় সদস্য নিয়োগের ক্ষেত্রে সংসদের চীফ হুইপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। তিনি কমিটিতে সরকার দলীয় সংসদ সদস্যদের নিয়োগ দেন এবং বিরোধী দলীয় চীফ হুইপের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে প্রত্যেক কমিটিতে নিয়োগের উদ্দেশ্যে বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্যের নাম সংগ্রহ করেন, তাই সংসদে কমিটি গঠন ও পুনর্গঠন সম্পর্কিত বিষয়ে কোনরূপ মতপার্থক্যের সৃষ্টি হয় না।

জাতীয় সংসদের কমিটির সদস্য নিয়োগের ক্ষেত্রে কার্যপ্রণালী বিধিতে বলা হয়েছে যে, [৩২]"সংসদে গৃহীত প্রস্তাব মোতাবেক কমিটির সদস্যগণ নিযুক্ত হইবেন।" কমিটির সদস্যদের সম্পর্কে কার্যপ্রণালী বিধিতে আরো বলা হয়েছে, [৩৩]"এমন কোন সদস্য কমিটিতে নিযুক্ত হইবেন না যার ব্যক্তিগত, আর্থিক ও প্রত্যক্ষ স্বার্থ কমিটিতে বিবেচিত হইতে পারে এমন বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট আছে। কিংবা কোন কমিটিতে কাজ করতে অনিচ্ছুক সদস্যকেও অনুরূপ কমিটিতে নিযুক্ত করা যাইবে না। প্রস্তাবককে অবশ্যই জানিয়া লইতে হইবে যে, তিনি যে সদস্যের নাম প্রস্তাব করবেন, সেই সদস্য অনুরূপ কমিটিতে কাজ করতে রাজী আছেন।

৩১. *(১)১ অনুচ্ছেদ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে সরকার লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, অক্টোবর, ২০১১, পৃ.২৭*

৩২. *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ১৮৮ (১) উপবিধি, প্রাগুক্ত পৃ.৭৪।*

৩৩. *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ১৮৮ (২) উপবিধি, প্রাগুক্ত।*

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাখ্যা: এই উপ বিধিতে সদস্যের স্বার্থ বলিতে প্রত্যক্ষ, ব্যক্তিগত বা আর্থিক স্বার্থ বুঝাইবে এবং এমন কোন ব্যক্তি কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হইবে না, যাঁহার অন্তর্ভুক্তিতে আপত্তি রহিয়াছে এবং যাঁহার অন্তর্ভুক্ত সাধারণভাবে জনস্বার্থের অনুকূলে নয়। অথবা কোন শ্রেণীবিশেষ অথবা উহার অংশের পরিপন্থী, অথবা রাষ্ট্রীয় নীতি অনুযায়ী যাঁহার অন্তর্ভূক্তিতে আপত্তি রহিয়াছে।"

কার্যপ্রণালী বিধিতে আরো বলা হয়েছে, [৩৪]"সংসদ প্রস্তাবের মাধ্যমে নিয়োগ দ্বারা কোন কমিটির নৈমিত্তিক শূন্যপদ পূরণ করিবেন এবং শূন্যপদ পূরণ করিবার জন্য অনুরূপভাবে নিযুক্ত সদস্য মেয়াদের সেই অবশিষ্ট সময়ের জন্য পদাধিকারী থাকিবেন, যে সময় তাঁহার পূর্ববর্তী সদস্য পদাধিকারী থাকিতেন। "

সংসদীয় কমিটির সভাপতি:

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে কমিটি গঠনের সময় সাধারনত কোন কমিটির সভাপতির নাম উক্ত কমিটি গঠন সম্পর্কিত প্রতিটি প্রস্তাবে উল্লেখ করা হয়, তবে মনোনীত কমিটির ক্ষেত্রে স্পীকার একজন সদস্যকে সভাপতিরূপে মনোনীত করে থাকেন। কিভাবে কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হবেন সেই সম্পর্কে কার্যপ্রণালী বিধির ১৯১(১) বিধিতে বলা হয়েছে, "সংসদ পূর্ব হইতে মনোনীত না করিয়া থাকিলে কমিটির সদস্যগণ তাহাদিগের মধ্য হইতে একজনকে সভাপতি নির্বাচিত করিবেন।"[৩৫]

কিছু সংখ্যক কমিটি যেমন, কার্য উপদেষ্টা কমিটি, কার্যপ্রণালী বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি এবং লাইব্রেরী কমিটির সভাপতি স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার পদাধিকার বলে নিযুক্ত হন। কমিটির সভাপতির নির্বাচন সম্পর্কে কার্যপ্রণালী বিধির ১৯১(২) বিধিতে আরো বলা হয়েছে, [৩৬]"সভাপতি যদি [১][আর কমিটির সদস্য না থাকেন, যদি] কমিটির কোন বৈঠক হইতে অনুপস্থিত থাকেন, কিংবা অন্য কোন কারণে তাহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হন, তাহা হইলে কমিটি অপর কোন সদস্যকে উক্ত বৈঠকের সভাপতি নির্বাচিত করিবেন।"

---

৩৪ .*গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ১৮৮ (৩) উপবিধি, প্রাগুক্ত।*
৩৫. *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ১৯১ (১)বিধি, প্রাগুক্ত পৃ.৭৫*
৩৬. *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ১৯১ (২)বিধি, প্রাগুক্ত।*

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী কমিটির সভাপতি কমিটির বৈঠকের দিন, সময় ঠিক করে থাকেন। এই সম্পর্কে কার্যপ্রণালী বিধিতে বলা হয়েছে, [৩৭]"সভাপতি যেরূপ নির্ধারণ করিয়া দিবেন, অনুরূপ দিবস ও সময়ে বৈঠক বসিবে।"

কোন কমিটির সভাপতির পদ শূন্য হলে কমিটির বৈঠক আহ্বানের ক্ষেত্রে কার্যপ্রণালী বিধিতে বলা হয়েছে, [৩৮]"তবে শর্ত থাকে যে, কমিটির সভাপতি ঐ সময় উপস্থিত না থাকলে, সচিব দিন ও ক্ষণ ধার্য করিয়া দিতে পারিবেন; আরো শর্ত থাকে যে, "বিল সম্পর্কিত কোন বাছাই কমিটির সভাপতি নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত না থাকিলে সচিব সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর সহিত পরামর্শক্রমে দিন ও ক্ষণ ধার্য করিয়া দিবেন।"

বিশেষ মুহূর্তে কমিটি সংক্রান্ত বিষয়ে স্পীকারকে প্রদত্ত অবশিষ্ট ক্ষমতা সম্পর্কে কার্যপ্রণালী বিধির ৩১৬ বিধিতে আরো বলা হয়েছে, [৩৯]"সংসদ ও সংসদের কমিটি সমূহের কার্যাবলী সম্পর্কিত বিষয় হতে কোন বিষয় উদ্ভূত হলে এবং সে সম্পর্কে এই বিধিসমূহে নির্দিষ্ট কোন বিধান না থাকলে সে ব্যাপারে স্পীকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন এবং স্পীকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।"

সংসদীয় কমিটির বৈঠক:

সংসদীয় কমিটির বৈঠক সম্পর্কে কার্যপ্রণালী বিধিতে বলা হয়েছে, [৪০]"প্রত্যেকটি স্থায়ী কমিটি মাসে অন্ততপক্ষে একটি বৈঠকে মিলিত হইবে।" সংসদ সচিবালয় থেকে কমিটির সভাপতি কর্তৃক নিধারিত কমিটির বৈঠকের আহ্বানের তারিখ, সময়, বৈঠকের স্থান এবং আলোচ্যসূচীর উল্লেখপূর্বক জারীকৃত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সংসদীয় কমিটির বৈঠক সম্পর্কে কার্যপ্রণালী বিধিতে বলা হয়েছে, [৪১]"সভাপতি যেরূপ নির্ধারণ করিয়া দিবেন, অনুরূপ দিবস ও সময়ে কমিটির বৈঠক বসিবে।" কমিটির বৈঠক আহ্বান করার জন্য সংসদ সচিবালয় থেকে জারীকৃত বিজ্ঞপ্তিতে কমিটির বৈঠকের স্থান এবং আলোচ্যসূচীর উল্লেখপূর্বক বিজ্ঞপ্তির অনুলিপি সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রেরণের ব্যবস্থা করা হয়। বৈঠকে উপস্থিতির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কর্মকর্তাদের অনুরোধ জানানো হয়। আবার কখনও

---

৩৭. *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ১৯৭বিধি, প্রগুক্ত।*
৩৮. *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ১৯৭বিধির(শর্ত বিধি), প্রাগুক্ত পৃ.৭৬*
৩৯. *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ৩১৬বিধি, প্রাগুক্ত, পৃ.১০৬*
৪০. *জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধির ২৪৮ বিধি, প্রাগুক্ত, পৃ.৮৯।*
৪১. *জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধির ১৯৭ বিধি, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৫।*

Dhaka University Institutional Repository

স্বতন্ত্রভাবে অনুরোধ জানানো হয় ঐসব কর্মকর্তাদের। কমিটির সভাপতির পূর্ব অনুমোদন ব্যতীত বৈঠকে উপস্থিত থাকার জন্য আহূত কর্মকর্তাগণ উক্ত বৈঠকে অনুপস্থিত থাকলে কমিটির বিশেষ অধিকার ক্ষুন্ন হয় বলে সংসদে প্রশ্ন তুলতে পারেন উক্ত কমিটি। [৪২]"কমিটির বৈঠক একান্ত পরিবেশে অনুষ্ঠিত হইবে।" [৪৩]"সংসদ চলাকালে কোন কমিটির বৈঠক চলিতে পারে।" সংসদীয় কমিটি বৈঠকের স্থান সম্পর্কে কার্যপ্রণালী বিধিতে বলা হয়েছে, [৪৪]"[১][সংসদের] সীমার মধ্যে কমিটির বৈঠক বসিবে। এবং [১][সংসদের] বাহিরে কোন স্থানে কমিটির বৈঠক বসাইবার প্রয়োজবোধ হইলে বিষয়টি স্পীকারের গোচরে আনা হইবে এবং তাঁহার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বিবেচিত হইবে।"

সংসদীয় কমিটির কোরাম:

কোরাম সম্পর্কে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধিতে বলা হয়, সংসদীয় [৪৫]"কমিটির বৈঠকের জন্য উক্ত কমিটির মোট সদস্য-সংখ্যার এক তৃতীয়াংশের যতদূর কাছাকাছি হয় এমন সংখ্যক সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম হইবে।" কোরাম হতে হলে ১০ সদস্য বিশিষ্ট কোনো কমিটির ৪ জন সদস্যকে উপস্থিতি থাকতে হবে এবং তখন কমিটির বৈঠকের কোরাম হয়েছে বলে সভাপতি ঘোষণা করবেন। তবে কোনো [৪৬]"কমিটির বৈঠকের জন্য নির্ধারিত তারিখে অথবা বৈঠক চলাকালীন সময়ে যদি কোরাম না থাকে, তাহলে উক্ত কমিটির সভাপতি কোরাম না হওয়া পর্যন্ত বৈঠক স্থগিত রাখিবেন, নতুবা ভবিষ্যতে অন্য কোন দিন পর্যন্ত বৈঠক মুলতবী করিবেন।" তবে কোরামের অভাবে কমিটির বৈঠক মূলতবী করতে হলে [৪৭]"(৩)(২) উপ-বিধি মোতাবেক পূর্ব নির্ধারিত দুই দিন পর পর বৈঠক মূলতবী করিতে হইলে সভাপতি বিষয়টি সংসদের গোচরে আনিবেন। "

সিদ্ধান্ত:

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্য প্রণালী বিধিতে কমিটি ব্যবস্থায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্পর্কে বলা হয়েছে, [৪৮]"উপস্থিত ভোটদানকারী সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে কমিটির বৈঠকে সকল প্রশ্নের সিদ্ধান্ত গৃহীত

---

৪২. *জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধির ১৯৮ বিধি প্রাগুক্ত, পৃ.৭৬।*
৪৩. *জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধির ১৯৯ বিধি প্রাগুক্ত।*
৪৪. *জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধির ২০০ বিধি, প্রাগুক্ত।*
৪৫. *জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধির ১৯২(১) বিধি, প্রাগুক্ত।*
৪৬. *জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধির ১৯২(২) বিধি, প্রাগুক্ত।*
৪৭. *জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধির ১৯২(৩)(২) বিধি, প্রাগুক্ত।*
৪৮. *জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধির ১৯৪ বিধি, প্রাগুক্ত।*

Dhaka University Institutional Repository

হইবে।" তবে, [৪৯]"কোন প্রশ্নের সম-সংখ্যক ভোটের ক্ষেত্রে সভাপতি বা সভাপতি হিসাব দায়িত্ব পালনরত ব্যক্তি একটি দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট দান করিতে পারিবেন।" এভাবে তিনি কমিটির সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে সৃষ্ট অচলাবস্থা নিরসন করে থাকেন। জাতীয় সংসদের কোনো সংসদীয় কমিটি কোনো স্থাপনা পরিদর্শনে বা অন্য কোনো কারণে সংসদ-ভবনের বাইরে অবস্থানরত থাকাকালে অনানুষ্ঠানিক আলোচনায় মিলিত হতে পারেন। কিন্তু ঐরূপ আলোচনায় কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে না, তবে সংসদীয় কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন কেবল সঠিক নিয়মে আহূত বৈঠকেই। সাধারণতঃ অধিবেশনকালীন সময়ে সংসদীয় কমিটিকে সংসদ-ভবনের বাইরে পরিদর্শনের জন্য কোথায়ও যাওয়ার জন্য অনুমতি দেয়া হয় না।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সংসদীয় [৫০]"কমিটিতে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের একটি রেকর্ড রাখা হইবে। এবং সভাপতির নির্দেশক্রমে উহা সদস্যদিগকে সরবরাহ করা হইবে।"

সংসদীয় কমিটি বৈঠকের কার্যক্রমঃ

নিজস্ব বিশেষ পরিবেশে জাতীয় সংসদের সংসদীয় কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার পাশাপাশি [৫১]"কমিটির কাজ শুরু হওয়ার পর কমিটির সদস্য এবং সংসদ সচিবালয়ের অফিসারবৃন্দ ছাড়া অন্য সকলে ঐ স্থান ত্যাগ করিবেন।" সংসদীয় কমিটির কাজ সম্পর্কে সংবিধানের ৭৬(২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে,

(ক) খসড়া বিল ও অন্যান্য আইনগত প্রস্তাব পরীক্ষা করিতে পারিবেন; [৫২]

(খ) আইনের বলবৎকরণে পর্যালোচনা এবং অনুরূপ বলবৎকরণের জন্য ব্যবস্থাদি গ্রহণের প্রস্তাব করতে পারবেন;

(গ) জনগুরুত্বসম্পন্ন বলিয়া সংসদ কোন বিষয় সম্পর্কে কমিটিকে অবহিত করলে সেই বিষয়ে কোন মন্ত্রণালয়ের কার্য বা প্রশাসন সম্বন্ধে অনুসন্ধান বা তদন্ত করিতে পারিবেন এবং কোন মন্ত্রনালয়ের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি সংগ্রহের এবং প্রশ্নাদির মৌখিক ও লিখিত উত্তরলাভের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন;"

---

৪৯. *জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধির ১৯৫ বিধি, প্রাগুক্ত।*

৫০. *জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধির ২০৬ বিধি, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৭।*

৫১. *জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধির ২০১ বিধি, প্রাগুক্ত।*

৫২. *(২) অনুচ্ছেদ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে সরকার লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, অক্টোবর, ২০১১, পৃ.২৭*

Dhaka University Institutional Repository

সংসদীয় কমিটির দলিল চেয়ে পাঠান ও সাক্ষ্য গ্রহণের ক্ষমতা সম্পর্কে কার্য প্রণালী বিধিতে বলা হয়েছে, [৫৩]"সচিব কর্তৃক স্বাক্ষরিত নির্দেশ অনুযায়ী কোন সাক্ষীকে ডাকা যাইবে এবং তিনি কমিটিতে প্রয়োজনীয় সকল দলিল দাখিল করিবেন।" [৫৪]"কমিটি স্বীয় বিবেচনায়, প্রদত্ত যেকোন সাক্ষ্য-বিষয়কে গোপনীয় বা একান্ত বিবেচনা করিতে পারিবেন।"

[৫৫]"কমিটির অনুমোদন না লইয়া কমিটিতে পেশ করা হইয়াছে, এমন কোন দলিল ফেরত লওয়া চলিবে না, অথবা উহার পরিবর্তন করা চলিবে না।"

বাংলাদেশের সংবিধান ও কার্যপ্রণালী বিধি ও সংশ্লিষ্ট রীতি-রেওয়াজ অনুযায়ী কমিটি বৈঠকের কার্যক্রমকে [৫৬]"কমিটিতে আলোচনা অনুষ্ঠান, শুনানী গ্রহণ, সাক্ষ্য গ্রহণ, তিনভাগে ভাগ করা গেলেও সর্বক্ষেত্রে কমিটি-বৈঠকের কার্যক্রম শুনানী ও সাক্ষ্য গ্রহণের দৃষ্টান্ত বিরল তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের লক্ষ্যে আলোচনা অনুষ্ঠান নিয়মিত হচ্ছে।"

সংসদীয় কমিটি থেকে পদত্যাগ, অনুপস্থিতি প্রভৃতি:

যে কোন সদস্য যে কোন সময় কমিটি হতে পদত্যাগ করতে পারে। কমিটি হতে সদস্যদের পদত্যাগ সম্পর্কে কার্যপ্রণালী বিধিতে বলা হয়েছে যে, [৫৭]"স্পীকারকে সম্বোধন করিয়া স্বহস্তে লিখিত আবেদনের মাধ্যমে কোন সদস্য কমিটির আসন হইতে পদত্যাগ করিতে পারিবেন।" কার্যপ্রণালী-বিধিতে আরো বলা হয়েছে, [৫৮]"কমিটির অনুমতি ব্যতিরেকে কোন সদস্য যদি পর পর দুই বা ততোধিক বৈঠকে অনুপস্থিত থাকেন, তাহা হইলে উক্ত সদস্যকে কমিটি হইতে পদচ্যুত করিবার জন্য সংসদে প্রস্তাব আনয়ন করা যাইতে পারে।"

---

৫৩. *জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধির ২০২ (১) বিধি, প্রাগুক্ত।*
৫৪. *জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধির ২০২ (২) বিধি, প্রাগুক্ত।*
৫৫. *জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধির ২০২ (৩) বিধি, প্রাগুক্ত।*
৫৬. *খোন্দকার আব্দুল হক মিঞা, "সংসদীয় রীতি ও পদ্ধতি" অপ্রকাশিত গ্রন্থ, পৃ.৩৯৯।*
৫৭. *জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধির ১৯০ বিধি, প্রাগুক্ত।*
৫৮. *জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধির১৯৩ বিধি, প্রাগুক্ত।*

Dhaka University Institutional Repository

২: XI কমিটি ব্যবস্থার আকৃতিগত দিক:

বাংলাদেশের সংবিধান ও কার্যপ্রণালী-বিধি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সংসদীয় কমিটি-ব্যবস্থা প্রথম জাতীয় সংসদে ২২টি কমিটি নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল। এর মধ্যে ১১টি ছিল সংসদ সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি এবং ১৯৭৪ সালে যখন কার্যপ্রণালী বিধি রচিত ও প্রবর্তিত হয় তখন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সংখ্যা ছিল মাত্র ১১টি। সাব-কমিটিগুলো মূল কমিটির সম-মর্যাদাসম্পন্ন হয়ে থাকে। মূল কমিটি ও সাব কমিটি নিয়ে কমিটির সংখ্যা ছিল ২২টি। এই ২২টি কমিটির মধ্যে ১১টি ছিল মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি। পরবর্তীকালে বিভিন্ন জাতীয় সংসদে সংসদীয় কমিটির সংখ্যা ক্রমেই বেড়েছে।

সপ্তম জাতীয় সংসদে ১৬৭টি কমিটি গঠিত হয়েছিল। এর মধ্যে মূল কমিটি ছিল ৪৬টি, বিশেষ কমিটি ১টি এবং সাব কমিটি গঠিত হয়েছিল ১২০টি। কিন্তু এই সংসদে কোন বাছাই কমিটি ছিল না। অষ্টম জাতীয় সংসদে ১৮২টি কমিটি গঠিত হয়েছিল। এর মধ্যে মূল কমিটি ছিল ৪৮টি এবং সাব কমিটি গঠিত হয়েছিল ১৩৪টি। এই সংসদে কোন বিশেষ এবং বাছাই কমিটি ছিল না।

২: XII সংসদীয় কমিটির মেয়াদ:

সংসদীয় কমিটির মেয়াদ সম্পর্কে জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধিতে বলা হয়েছে, [৫৯]"এতদুদ্দেশ্যে সংবিধানের বিধি-বিধান সাপেক্ষে কোন বিল সম্পর্কিত বাছাই কমিটি, অথবা কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনহেতু সংসদ কর্তৃক গঠিত কোন বিশেষ কমিটি ব্যতিরেকে, [১][কমিটির মেয়াদ সংসদের মেয়াদ কাল পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।]

[তবে শর্ত থাকে যে, প্রয়োজন বোধে সংসদ কর্তৃক কমিটি পুনর্গঠিত হবে।]"

---

৫৯. জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধির ১৮৯বিধির(১) উপবিধি, এবং১ ও ২ শর্তবিধি, প্রাগুক্ত পৃ.৭৪। ১৫-০২-৯২ গেজেট অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত সংসদ বিজ্ঞপ্তি দ্বারা "কমিটির মেয়াদ এক বৎসরকালের অধিক হইবে না" এর পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত।

Dhaka University Institutional Repository

[৬০]"এই বিধিসমূহের অধীনে স্পীকার কর্তৃক মনোনীত কমিটি, এই অধ্যায় অর্ন্তভুক্ত বিধির অন্য কোন বিধান-সাপেক্ষে, স্পীকার দ্বারা নির্ধারিত মেয়াদের জন্য অথবা নতুন কমিটি গঠিত না হওয়া পর্যন্ত এই কমিটি কাজ করিবেন।"

কার্যপ্রণালী বিধি অনুসারে, বিল সম্পর্কিত বাছাই কমিটি এবং কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে গঠিত বিশেষ কমিটির ক্ষেত্রে কমিটির মেয়াদ সীমিত। এই সব কমিটির উপর যে দ্বায়িত্ব দেয়া হয় তা সম্পাদনের পর পরই এই কমিটির মেয়াদ শেষ হয়। তবে জাতীয় সংসদে গঠিত উপরে উল্লেখিত কমিটির শ্রেণীবিভাগ অনুযায়ী সকল কমিটি দীর্ঘমেয়াদী অর্থাৎ স্থায়ী শুধুমাত্র বিল সম্পর্কিত বাছাই কমিটি এবং কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য গঠিত বিশেষ কমিটি ছাড়া যেহেতু এই সব কমিটিই সংসদ ভেঙ্গে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বহাল থাকে। তবে জাতীয় সংসদ যে কোনো সময় আংশিক বা সার্বিকভাবে কমিটি পুনর্গঠন করে থাকেন। উপ-নির্বাচন সংক্রান্ত কারণে বা মন্ত্রী পদে নিয়োগ সংক্রান্ত কারণে সারাধণতঃ কোনো কমিটি আংশিকভাগে পুনর্গঠন করা হয়ে থাকে। জাতীয় সংসদ কোনো বিশেষ কারণেও কোনো কমিটির সার্বিক পুনর্গঠন করে থাকেন। এখন পর্যন্ত কোনো সংসদে স্পীকার তার মনোনীত কোনো কমিটির মেয়াদ নির্দিষ্ট করে দেননি বা তিনি তার মনোনীত কোনো কমিটির পরিবর্তে নুতন কমিটি মনোনীত করেন নি। অনুরূপ মনোনীত কমিটির সভাপতিও স্পীকার মনোনয়ন করেননি। কমিটি মনোনয়নের ক্ষেত্রে স্পীকার সাধারণতঃ সরকার ও বিরোধীদলের সাথে অনানুষ্ঠানিক আলোচনা করেন। জাতীয় সংসদে কমিটির মেয়াদ দীর্ঘ হওয়ায় কমিটি স্বীয় দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য যথেষ্ট সময় পেয়ে থাকে। কমিটির মেয়াদ দীর্ঘ হওয়ায় কমিটির সদস্যগণ সংশ্লিষ্ট কমিটি সংক্রান্ত বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য লাভের মধ্যদিয়ে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম সরকারী নীতি-নির্ধারণের।

২: XIII সংসদীয় কমিটির দায়িত্ব ও ক্ষমতাঃ

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের নিকট সরকারের জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে সংসদীয় কমিটিগুলোর দায়িত্ব ও ক্ষমতা অনেক। সব সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় সংসদীয় কমিটি কোনো নির্বাহী ক্ষমতা ভোগ করে না সত্যি, তবে তার আওতাধীন নির্বাহী বিভাগের বিভিন্ন বিষয়সমূহ পর্যালোচনা করে, পরীক্ষা করে, তদন্ত করে ও সুপারিশ পেশ করে থাকে। কার্যপ্রণালী-বিধি অনুযায়ী [৬১]"প্রত্যেক নতুন সংসদ

৬০. *জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধির ১৮৯বিধির(২) উপবিধি, প্রাগুক্ত।*
৬১. *জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধির ২৪৮বিধি, প্রাগুক্ত পৃ.৮৯।*

Dhaka University Institutional Repository

উদ্বোধনের পর যথাশীঘ্র সংসদ প্রত্যেক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি নিয়োগ করিবেন এবং উক্ত কমিটিসমূহ সংবিধান-সাপেক্ষে ও অন্যান্য আইন সাপেক্ষে–

(ক) খসড়া বিলসমূহ ও অন্যান্য আইনগত প্রস্তাব পরীক্ষা করিবেন;

(খ) আইনের বলবৎকরণে পর্যালোচনা এবং অনুরূপ বলবৎ-সম্বন্ধে ব্যবস্থাবলীর প্রস্তাব করিবেন; এবং সংবিধানের ৭৬ অনুচ্ছেদের অধীন সংসদ কর্তৃক প্রেরিত অন্য যে কোন বিষয় পরীক্ষা করিবেন।"

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে সংসদীয় কমিটির দায়িত্ব ও ক্ষমতা সম্পর্কে সংবিধানের ৭৬(২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে,

(ক) খসড়া বিল ও অন্যান্য আইনগত প্রস্তাব পরীক্ষা করিতে পারিবেন; [৬২]

(খ) আইনের বলবৎকরণে পর্যালোচনা এবং অনুরূপ বলবৎকরণের জন্য ব্যবস্থাদি গ্রহণের প্রস্তাব করতে পারবেন;

(গ) জনগুরুত্বসম্পন্ন বলিয়া সংসদ কোন বিষয় সম্পর্কে কমিটিকে অবহিত করিলে সেই বিষয়ে কোন মন্ত্রণালয়ের কার্য বা প্রশাসন সম্বন্ধে অনুসন্ধান বা তদন্ত করিতে পারিবেন এবং কোন মন্ত্রনালয়ের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি সংগ্রহের এবং প্রশ্নাদির মৌখিক ও লিখিত উত্তরলাভের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন;

(ঘ) সংসদ কর্তৃক অর্পিত যে কোন দ্বায়িত্ব পালন করিতে পারিবেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধিতে সংসদীয় কমিটির দায়িত্ব ও ক্ষমতা সম্পর্কে বলা হয়েছে, [৬৩]"স্থায়ী কমিটির কাজ হইবে সংসদ কর্তৃক উক্ত কমিটিতে প্রেরিত যে কোন বিল বা বিষয় পরীক্ষা করা, উক্ত কমিটির আওতাধীন মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলী পর্যালোচনা করা, মন্ত্রণালয়ের কার্যকলাপ বা অনিয়ম ও গুরুতর অভিযোগ তদন্ত করা এবং কমিটি যথোপযুক্ত মনে করলে উক্ত কমিটির আওতাধীন যে কোন বিষয় সম্পর্কে পরীক্ষা করা ও সুপারিশ করা।" অন্যান্য দেশ বিশেষ করে ভারতের লোকসভার DRSC-র তুলনায় জাতীয় সংসদের মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি অনেক বেশী দায়িত্ব ও ক্ষমতা ভোগ করে থাকে।

---

৬২. *Parliamentary Committee systems, Bangladesh Jatio Sangsad Institute Of Parliamentary Studies,* Conference Report, Dhaka, 27-28 May 1999, P.60.
৬৩. *জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধির ২০৩ বিধি, প্রাগুক্ত।*

Dhaka University Institutional Repository

[৬৪]"রেকর্ড, কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ডাকিয়া পাঠাইবার ক্ষমতা কমিটির থাকিবে।"

[৬৫]"তবে শর্ত থাকে যে, কোন ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত সাক্ষ্য অথবা কোন দলিল কমিটির কাজে প্রয়োজনীয় কিনা অনুরূপ প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে বিষয়টি স্পীকারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে এবং তাঁহার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। এক্ষেত্রে আরো শর্ত থাকে যে, রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বা স্বার্থ বিঘ্নিত হইতে পারে এই কারণে সরকার কোন দলিল পেশ করিতে অনিহা প্রকাশ করিতে পারেন।"

তবে সরকারী বিল হওয়া সত্ত্বেও কার্যপ্রণালী বিধির [৬৬]১২৬ বিধি অনুযায়ী নির্দিষ্টকরণ বিল এবং ১২৭ বিধি অনুযায়ী অর্থ বিল সংসদে উত্থাপনের পর কমিটিতে প্রেরণ করা যায় না।

২: XIV সংসদীয় কমিটির রিপোর্ট:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সংসদীয় কমিটি কর্তৃক সংসদে রিপোর্ট পেশ করা সম্পর্কে কার্যপ্রণালী-বিধির ২০৯ বিধিতে বলা হয়েছে, [৬৭]"(১) যে সব ক্ষেত্রে কমিটি কর্তৃক রিপোর্ট পেশের সময়সীমা সংসদ নির্ধারণ করেন নাই, সে সব ক্ষেত্রে, যে তারিখ কমিটির নিকট বিষয়টি প্রেরণ করা হয়েছিল, সেই তারিখ হইতে এক মাসের মধ্যে কমিটিকে রিপোর্ট পেশ করিতে হইবে। (২) কমিটির রিপোর্ট প্রাথমিক বা চূড়ান্ত হতে পারে। (৩) সভাপতি কমিটির পক্ষ হইতে উক্ত কমিটির রিপোর্ট সই করিবেন।"

এই কার্যপ্রণালী-বিধির শর্ত বিধিতে বলা হয়েছে, [৬৮]"সভাপতি অনুপস্থিত থাকলে, কিংবা যথাসময়ে তাকে পাওয়া না গেলে কমিটি উহার পক্ষ হইতে রিপোর্ট সই করিবার জন্য অপর কোন সদস্যকে নির্বাচিত করিবেন।" এবং তিনিই রিপোর্ট সই করবেন।

---

৬৪. *জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধির ২০৩ বিধি, শর্তবিধি, প্রাগুক্ত।*
৬৫. *জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধির ১২৬বিধিএবং১২৭বিধি প্রাগুক্ত পৃ.৫০-৫১।*
৬৬. *জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধির ২০৯ (১) বিধি, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৮।*
৬৭. *জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধির ২০৯ (শর্ত বিধি) বিধি, প্রাগুক্ত,*
৬৮. *খন্দকার আব্দুল হক মিয়া, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৭৫*

Dhaka University Institutional Repository

কার্যপ্রণালী বিধির ২১০বিধি অনুসারে সংসদে পেশ করার পূর্বে গোপন বলে বিবেচিত হওয়া কমিটির তৈরী রিপোর্টের কোন অংশ সরকারকে সরবরাহ করা যাবে।[৬৯] কার্যপ্রণালী বিধির ২১১ বিধি অনুসারে কমিটির রিপোর্ট পেশের ক্ষেত্রে কমিটির সভাপতি অনুপস্থিত থাকলে কমিটির অন্য কোন সদস্য সংসদে রিপোর্ট পেশ করতে পারবেন।[৭০]

বিল সম্পর্কিত বাছাই কমিটির রিপোর্টটি কিভাবে বিবেচিত হবে সে বিষয়ের উপর আইন প্রণয়ন সম্পর্কিত কার্যপ্রণালী বিধির ২২৬, ২২৭, ২২৮, ২২৯ ও ২৩০ বিধানসমূহে বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে।[৭১] সংসদীয় কমিটিগুলোর রিপোর্ট সংসদে উপস্থাপিত হলেও অধিকাংশ রিপোর্টই সংসদে বিবেচিত হয় না। কার্যপ্রণালী বিধিতে বিশেষ অধিকার কমিটি এবং কার্যপ্রণালী বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির রিপোর্ট বিবেচনার সুনির্দিষ্ট বিধান রয়েছে। তবে সরকারী হিসাব কমিটি, সরকারী প্রতিষ্ঠান কমিটি, অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত কমিটিগুলোর রিপোর্ট সংসদে বিবেচিত হয় না। কার্যপ্রণালী বিধান অনুযায়ী কার্য-উপদেষ্টা কমিটি, সংসদ কমিটি ও লাইব্রেরী কমিটির সংসদে রিপোর্ট পেশ করার কোন বিধান নেই।

কমিটির রিপোর্ট সংসদে উত্থাপিত হয় অথচ সংসদে বিবেচিত হয় না, এইরূপ ক্ষেত্রে জাতীয় সংসদে একটি অলিখিত রীতি প্রচলিত রয়েছে, যেমন- "কোন কমিটির রিপোর্ট সংসদে উপস্থাপিত করার অর্থ হলো সংশ্লিষ্ট রিপোর্টটি বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় প্রেরণ করা।"

এই অলিখিত বিধির একটি প্রকৃষ্ট উপদাহরণ হচ্ছে সরকারী হিসাব কমিটির রিপোর্ট। সরকারী হিসাব কমিটির সুপারিশ সম্বলিত রিপোর্ট সংসদে পেশ করলে তা বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব। যদি কোন কারণে কোনো মন্ত্রণালয় রিপোর্ট বাস্তবায়নে অপারগ হয় তাহলে ঐ অপারগতার বিষয় হিসাব কমিটির নিকট ব্যাখ্যা প্রদান করতে হয়।

---

৬৯. *জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধির ২১০ বিধি।*
৭০. *জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধির ২১১ বিধি।*
৭১ . *জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধির ২২৬-২৩০পর্যন্ত বিধি।*

Dhaka University Institutional Repository

২: XV সংসদীয় কমিটিতে একমত্য:

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কমিটি ব্যবস্থায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ইতিমধ্যে। জাতীয় সংসদের সকল স্থায়ী কমিটিগুলো বৈঠকে সকল সুপারিশ প্রধানতঃ সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করতে পেরেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব না হলেও ঐ সব ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে ঐক্যমতের ভিত্তিতে। বিভিন্ন কমিটিতে বিল বিবেচনার ক্ষেত্রে মতানৈক্য সৃষ্টি হলে কমিটিগুলো তা তদারক করার মধ্যে দিয়ে ঐক্যমতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম হয়েছে।

২: XVI বাংলাদেশে সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থা (১৯৭২-১৯৭৫)

ঔপনিবেশিক শাসন আমলে বৃটিশ-ভারতে আধুনিক গণতন্ত্র ও পার্লামেন্টারী পদ্ধতির সূচনা হলেও ভারত উপমহাদেশের বিভিন্ন জায়গায় বিশেষ করে বাংলার প্রাচীন শাসন ব্যবস্থায় এ ধরনের প্রজাতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক রীতিনীতি প্রচলিত ছিল বলে ঐতিহাসিক প্রমাণ থেকে জানা যায় যে, আধুনিক পাটনার কাছে অবস্থিত পাটালি পুত্রের নির্বাচিত রাজা, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত একটি পরিষদ দ্বারা রাজ্য শাসন করতেন আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমনকালীন সময়।[৭২]

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ একটি সংসদীয় ঐতিহ্যের অধিকারী, আর এই ঐতিহ্য প্রায় দেড় শত বছরের। বৃটিশ বাংলায় যে পার্লামেন্ট বা সংসদের সূচনা হয় তা আধুনিক অর্থে সংসদ না হলেও এর অধিবেশন বসেছিল ১৮৬২ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি। আর এই সংসদের সৃষ্টিতে যে বিষয়টি কাজ করেছিল তা হলো ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহের ফলেই বৃটিশরা এদেশীয় বুদ্ধিজীবিদের শাসনকার্যে সহয়তার জন্য সম্পৃক্ত করে। এর ফলশ্রুতিতে ১৮৬১ সালে ভারতীয় কাউন্সিল আইন পাশ হয় এবং ১৮৬২ সালে বঙ্গীয় আইন সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে এই আইন সভার বিকাশ ঘটতে থাকে এবং ১৯০৯ সাল হতে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত আইন সভার সদস্যরা সেই সময় সীমিত সংখ্যক ভোটার দ্বারা নির্বাচিত হতেন। সে সময় যাদের সামাজিক মর্যাদা, আর্থিক স্বচ্ছলতা ও প্রতিপত্তি ছিল তারাই কেবল আইন সভার সদস্যদের ভোট দিয়ে নির্বাচিত করতে পারতেন এবং বাংলার রাজনীতি মূলত এই আইন সভা কেন্দ্রিক ছিল।[৭৩]

---

৭২. জালাল ফিরোজ, *পার্লামেন্ট কীভাবে কাজ করে বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা*, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, প্রথম প্রকাশ, জুলাই, ঢাকা ২০০৩।
৭৩. জালাল ফিরোজ, প্রগুক্ত, পৃঃ ২০।

Dhaka University Institutional Repository

সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা সম্পর্কে বাংলাদেশের মানুষের আগ্রহ ও আস্থা এবং এই পদ্ধতি ১৯৯১ সালে পুনঃ প্রবর্তনের ক্ষেত্রে দেশের জনগণের দাবী ও তার স্বার্থকতা যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে হলে উল্লেখিত ইতিহাসের দিকে চোখ ফেরাতে হয়। নতুবা ১৯৭২ সালের সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের তাৎপর্য উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। আর এই সংসদীয় সরকার ব্যবস্থাকে অধিকতর কার্যকর করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে জাতীয় সংসদে গঠিত সংসদীয় কমিটিসমূহ। ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীনতা আইনের প্রেক্ষিতে পাকিস্তান ও ভারত ইউনিয়ন নামে দুটি স্বাধীন রাষ্টের জন্ম হয়।[৭৪] এর পর থেকে সংসদীয় গণতন্ত্রের বিকাশ ও তার সঠিক প্রতিষ্ঠানিকীকরণ পূর্ব পাকিস্তানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দাবীতে রূপ নেয়।

সারণি : ২.৬

বাংলাদেশের সংসদীয় ঐতিহ্য ১৮৬২-২০০৩

যে আইন/ সংবিধান অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত	আইন পরিষদ/সংসদ	সদস্য সংখ্যা	সদস্যের প্রকারভেদ	বিশেষ বৈশিষ্ট/পাশকৃত আইন
১৮৬১ সালের ভারতীয় কাউন্সিল আইন	বঙ্গী আইন পরিষদ ১৮৬২-১৮৯২	১২	৪জন সরকারী, ৪জন বেসরকারী কিন্তু ইউরোপিয়ান এবং বাকী ৪জন বাঙ্গালী।	সকল সদস্য গভর্নর কর্তৃক মনোনীত। ১৮৬২ থেকে ১৮৯২ পর্যন্ত ৩০ বছরে মাত্র ৪৯ জন্য বাঙ্গালী সদস্য হন। ১৮৮৫ সালের বেঙ্গল টেনেন্সি এ্যাক্ট পাস।
১৮৯২ সালের ভারতীয় কাউন্সিল আইন	বঙ্গী আইন পরিষদ ১৮৯২-১৯০৪	২০	১৩টি আসনে সরাসরি গভর্নর কর্তৃক মনোনীত। বাকী ৭জন সদস্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত পরে গভর্নর কর্তৃক চূড়ান্তভাবে মনোনীত।	প্রশ্ন উত্থাপনের সুযোগ দান। পরিষদে বাজেট উত্থাপিত হতো কিন্তু ভোট দেওয়া হতো না। পরোক্ত নির্বাচন ব্যবস্থা ১৮৯৩ থেকে ১৯০১ পর্যন্ত সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী সদস্য ছিলেন।
ঐ	পূর্ববঙ্গ ও আসাম আইন পরিষদ ১৯০৫-১৯১২	২০		মাত্র ২১দিন বৈঠক করে ১০টি আইন পাস হয়। বঙ্গভঙ্গ-জনিত পরিস্থিতির কারণে হিন্দু ও মুসলমান প্রতিনিধিরা পরস্পরের প্রতি ক্ষোভ দেখান।
১৯০৯ সালের ভারতীয় কাউন্সিল আইন	বঙ্গী আইন পরিষদ ১৯০৯-১৯১৯	৫০		
১৯১৯ সালের ভারতীয় কাউন্সিল আইন	বঙ্গী আইন পরিষদ ১৯২১-১৯২৩	১৪০	২৬ জন মনোনীত বাকি সদস্যরা নির্বাচিত	১৬৪ দিনের বৈঠকে ৩৪৪৯টি প্রশ্ন ৩১৪টি প্রস্তাব উত্থাপিত এবং ২৪টি আইন পাস। ১৩টি বেসরকারী

৭৪. এমাজ উদ্দিন আহমদ, *বাংলাদেশে গণতন্ত্রের সংকট*, জানুয়ারী, পৃঃ ১৯।

Dhaka University Institutional Repository

যে আইন/ সংবিধান অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত	আইন পরিষদ/সংসদ	সদস্য সংখ্যা	সদস্যের প্রকারভেদ	বিশেষ বৈশিষ্ট/পাশকৃত আইন
				বিলের ২টি পাস। বাজেট উত্থাপিত ও আলোচিত হয়।
১৯১৯ সালের ভারতীয় কাউন্সিল আইন	বঙ্গী আইন পরিষদ ১৯২৪-১৯২৬	১৪০	২৬ জন মনোনীত বাকী সদস্যরা নির্বাচিত।	১৩টি আইন পাস হয়। ২টি বেসরকারী বিল গৃহীত হয়। সিআর দাস, ফজলুল হক, সোহরাওয়ার্দী, আবদুর রহীম এর সদস্য হন।
১৯১৯ সালের ভারতীয় কাউন্সিল আইন	বঙ্গী আইন পরিষদ ১৯২৭-১৯২৯	১৪০	২৬ জন মনোনীত বাকী সদস্যরা নির্বাচিত।	স্বরাজ্য পার্টির অধিকাংশ হিন্দু আসন লাভ। ১০০০-এর অধিক প্রশ্ন, ৩০৯টি প্রস্তাব উত্থাপিত এবং কয়েকটি আইন পাস হয়।
১৯১৯ সালের ভারতীয় কাউন্সিল আইন	বঙ্গী আইন পরিষদ ১৯৩০-১৯৩৬	১৪০	২৬ জন মনোনীত বাকী সদস্যরা নির্বাচিত।	কংগ্রেস নির্বাচন বর্জন করে। ফজলুল হক ও খান বাহাদুর আবদুল মোমীন মুসলীম লেজিসলেটিভ এসোশিয়েশন গঠন করে। কংগ্রেসের পরামর্শে স্বরাজ্যের পার্টির ৩৫জন সদস্য পদত্যাগ করেন। ৪০৬০টি প্রশাসন ১১৮টি প্রস্তাব উত্থাপিত হয় এবং ১০০টি আইন পাস হয়।
১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন	বঙ্গীয় আইন পরিষদ ১৯৩৭-১৯৪৫		ভোটাধিকার সম্প্রসারিত	ফজলুল হকের প্রথম (১৯৩৭-৪১), দ্বিতীয় (১৯৪১-৪৩), নাজিমউদ্দিন এর (১৯৪৩-৪৫) ও সোহরাওয়ার্দীর (১৯৪৬-৪৭) মন্ত্রীসভা গঠন।
১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন	পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদ ১৯৪৭-১৯৫৪	১৭১	১৪১ জন অবিভক্ত বঙ্গীয় আইনসভার নির্বাচিত সদস্য। বাকি ৩০ জন আসাম প্রদেশের সিলেট জেলার নির্বাচিত সদস্য। ২ জন নারী।	পাকিস্তানে আধুনিক সংসদীয় ব্যবস্থা শুরু।
১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের সংশোধীত (পঞ্চম ও ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ) রূপ	পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক পরিষদ ১৯৫৪-১৯৫৮	৩০৯	১২ জন নারী।	যুক্তফ্রন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ।
১৯৬২ সালের আইয়ুবি সংবিধান	পূর্ব পাকিস্থান প্রাদেশিক পরিষদ ১৯৬২-১৯৬৫	১৫৫	৫টি নারীদের জন্য সংরক্ষিত।	মোট ভোটার ৪০০০০ মৌলিক গণতন্ত্রের। পরিষদের মেয়াদকাল ৫ বছর। এটিএম মোস্তফা সংসদ নেতা। আখতার উদ্দিন আহমদ বিরোধী দলের নেতা। আবদুল মালেক উকিল আওয়ামী লীগ গ্রুপের নেতা।

যে আইন/ সংবিধান অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত	আইন পরিষদ/সংসদ	সদস্য সংখ্যা	সদস্যের প্রকারভেদ	বিশেষ বৈশিষ্ট/পাশকৃত আইন
১৯৭২ সালের মূল সংবিধান	প্রথম জাতীয় সংসদ ১৯৭৩-১৯৭৫	৩১৫	৩০০টি আসন সাধারণ এবং ১৫টি আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত।	সংবিধানের প্রথম থেকে চতুর্থ সংশোধনী পাস। শেখ মুজিবুর রহমান সংসদ নেতা।
চতুর্থ সংশোধনী পরবর্তী বাংলাদেশের সংবিধান	দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ ১৯৭৯-১৯৮২	৩৩০	৩০০টি আসন সাধারণ এবং ৩০টি আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন।	সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী পাস।
চতুর্থ সংশোধনী পরবর্তী বাংলাদেশের সংবিধান	তৃতীয় জাতীয় সংসদ ১৯৮৬-১৯৮৭	৩৩০	৩০০টি আসন সাধারণ এবং ৩০টি আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত।	সংবিধানের সপ্তম সংশোধনী পাস। শেখ হাসিনা বিরোধী দলের নেতা।
চতুর্থ সংশোধনী পরবর্তী বাংলাদেশের সংবিধান	চতুর্থ জাতীয় সংসদ ১৯৮৮-১৯৯০	৩০০	৩০০টি আসন সাধারণ। নারীদের জন্য আসন সংরক্ষণ ব্যবস্থা অব্যাহত থাকেনি।	
দ্বাদশ সংশোধনী পরবর্তী বাংলাদেশের সংবিধান	পঞ্চম জাতীয় সংসদ ১৯৯১-১৯৯৬	৩৩০	৩০০টি আসন সাধারণ এবং ৩০টি আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত।	সংবিধানের একাদশ ও দ্বাদশ সংশোধনী পাস। খালেদা জিয়া সংসদ নেতা।
দ্বাদশ সংশোধনী পরবর্তী বাংলাদেশের সংবিধান	ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ ১৯৯৬-১৯৯৬	৩৩০	৩০০টি আসন সাধারণ এবং ৩০টি আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত।	মাত্র চার দিন কার্যকর ছিল। সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী পাস। খালেদা জিয়া সংসদ নেতা।
ত্রয়োদশ সংশোধনী পরবর্তী বাংলাদেশের সংবিধান	সপ্তম জাতীয় সংসদ ১৯৯৬-২০০১	৩৩০	৩০০টি আসন সাধারণ এবং ৩০টি আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত।	পূর্ণ মেয়াদ কার্যকর ছিল। শেখ হাসিনা সংসদ নেতা।
ত্রয়োদশ সংশোধনী পরবর্তী বাংলাদেশের সংবিধান	অষ্টম জাতীয় সংসদ ২০০১-২০০৬	৩০০	৩০০টি আসন সাধারণ। নারীদের জন্য আসন সংরক্ষণ ব্যবস্থা অব্যাহত থাকেনি।	খালেদা জিয়া সংসদ নেতা। বিএনপি'র নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোটের দুই-তৃতীয়াংশ আসন লাভ।

উৎস: সৈয়দ সিরাজুল ইসলাম "*বঙ্গীয় আইনসভা ও শাসনতান্ত্রিক বিকাশ*", বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১, তৃতীয় খন্ড, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা-১৯৯৩; Shawkat Ara Husain Politics and Society in Bengal, Bangla Academy, Dhaka 1999; এনায়েত রহিম, *বাংলায় স্বশাসন (১৯৭৩-১৯৪৩)*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা ২০০১; Najma Chowdhury, *The Legislative Process in Bagladesh: Politics and Functions of the East Bengal Legislature 1947-58,* University of Dacca, Dhaka 1980; Rounaq Jahan, Pakistan *Failure in National Integration,* University Press Limited, Dhaka 1977; M. Rashiduzzaman, *Pakistan: A Study of Government and Politics,* Ideal Library, Dhaka 1967; জালাল ফিরোজ, পার্লামেন্ট কীভাবে কাজ করে বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, প্রথম প্রকাশ, জুলাই, ঢাকা, ২০০৩।

১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানের প্রতিটি আন্দোলনের মূলে ছিল সংসদীয় গণতন্ত্রের বিকাশ এবং তার সঠিক প্রতিষ্ঠানিকীকরণ। পাকিস্তান এমন একটি রাষ্ট্র ছিল, যার দুটি অংশ পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান। এই দুই অংশের মধ্যে একমাত্র ধর্মের বন্ধন ছাড়া ভাষা, সাহিত্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি, আচার, প্রথা, খাদ্য, পোশাক, ইত্যাদি ক্ষেত্রে কোন রকম মিল ছিল না। সংখ্যাগরিষ্ঠ

হিন্দু আধিপত্যের ভীতি বাঙ্গালীদের পাকিস্তানে যোগ দিতে বাধ্য করলেও বাঙ্গালীরা তাদের ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র বিসর্জন দিতে এবং অপর গোষ্ঠীর আধিপত্য মেনে নিতে রাজি ছিল না।

এর ফলে পশ্চিমা শাসক গোষ্ঠী সামাজিক বৈষম্য, শিক্ষা-সাংস্কৃতিক দমন, অর্থনৈতিক শোষন এবং রাজনৈতিক আধিপত্যের নীতি অনুসরণ করলে বাঙ্গালীরা পাকিস্তান হতে মানসিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং পাকিস্তান ভেঙ্গে যায়।[৭৫]

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাংলাদেশের অস্থায়ী বিল্পবী সরকার মুজিব নগর হতে ঢাকায় আনা হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের কারাগারে তখন বন্দী ছিলেন। পাকিস্তান কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে তিনি দেশে ফিরে আসেন ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারী। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র অনুযায়ী বাংলাদেশের সংবিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপ্রধান থাকবেন। তিনি ১১ই জানুয়ারী 'বাংলাদেশের অস্থায়ী সংবিধান আদেশ' জারী করেন। এই আদেশ জারীর পরদিনই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রপতির পদ ত্যাগ করে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন এবং ১১সদস্য বিশিষ্ট এক নতুন মন্ত্রীসভা গঠন করেন। প্রাক্তন বিচারপতি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য আবু সাঈদ চৌধুরী নতুন রাষ্ট্রপতি মনোনীত হন। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি সর্বপ্রকার প্রশাসনিক ও আইনগত ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। তাকে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করতে হতো না। কিন্তু অস্থায়ী সংবিধানে প্রধানমন্ত্রীকে পূর্নক্ষমতা দেয়া হয়। রাষ্ট্রপতি নামেমাত্র রাষ্ট্রপ্রধান হন।

বাংলাদেশের জনগণের জন্য সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে ১৯৭২ সালের ২৩শে মার্চ তারিখে রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের জন্য একটি স্থায়ী সংবিধান রচনার জন্য "বাংলাদেশ গণ পরিষদ আদেশ" নামে একটি আদেশ জারী করেন। এই আদেশ অনুযায়ী ১৯৭০ সালের ৭ই ডিসেম্বর হতে ১লা মার্চ, ১৯৭১ পর্যন্ত সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ ও পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদের আসনসমূহে নির্বাচিত সব সদস্যের সমন্বয়ে গণপরিষদ গঠিত হয়। উল্লেখ্য গণপরিষদে সাবেক পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ ও পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের ৪৭৯ জন সদস্যের মধ্যে ৪২৯ জন সদস্য গণপরিষদে

৭৫. আবুল ফজল হক, *বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি*, রংপুর, টাউন ষ্টোর্স, ডিসেম্বর২০০৭, পৃ: ১২৯

Dhaka University Institutional Repository

শপথ গ্রহণ করেন।[৭৬] এই গণপরিষদের উপর সংবিধানের খসড়া তৈরীর দায়িত্ব দেয়া হয়। বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের জন্য ড. কামাল হোসেনের নের্তৃত্বে চৌত্রিশ সদস্য বিশিষ্ট একটি খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি গঠন করা হয়।

সারণি : ২.৭

খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটির সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা

বয়স		সংখ্যা	শতকরা হার
	৩০ এর নীচে	০১	০৩
	৩০-৩৫ বছর	২১	৬২
	৪৫-৫৬ বছর	১২	৩৫
	মোট	**৩৪**	**১০০**
ধর্ম	ইসলাম	৩২	৯৪
	হিন্দু	০২	০৬
	মোট	**৩৪**	**১০০**
পেশা	আইনজীবি	২৪	৭০
	অধ্যাপক	০৪	১২
	সাংবাদিক	০১	০৩
	কৃষকনেতা	০১	০৩
	সমাজকর্মী	০৩	০৯
	মোট	**৩৪**	**১০০**

সূত্র: রাকিবা ইয়াসমিন, *বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রে সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থার ভূমিকা (১৯৭২-৯৬)*, পিএইচ.ডি, অভিসন্দর্ভ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, সেপ্টেম্বর ২০০২, পৃ: ১৫১

সারণি ২.৭ এ দেখা যায় যে, কমিটির বেশীর ভাগ সদস্য ৩০-৩৫ বছর বয়স্ক ব্যক্তি। ৩২ জন ছিলেন মুসলিম এবং ২ জন ছিলেন হিন্দু। মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে আগত অধিকাংশ সদস্য। তবে উচ্চ পেশাজীবী ও ভূ-সম্পত্তির অধিকারী ব্যক্তিরাও ছিলেন এই কমিটির সদস্য। আইনজীবী ছিলেন ২৪ জন সদস্য, অধ্যাপক ৪ জন, ডাক্তার ১ জন, সাংবাদিক ১ জন, সমাজকর্মী ৩ জন ও কৃষক নেতা ১ জন। শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, কিংবা শ্রমিক শ্রেণীর কোন প্রতিনিধিত্ব এই কমিটিতে ছিল না। ১৯৭২ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ সংবিধান কার্যকর হওয়াতে অস্থায়ী সংবিধান বাতিল হয়ে যায় এবং এই সংবিধান অনুযায়ী ৭মার্চ ১৯৭৩ তারিখে প্রথম জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

৭৬. *বাংলাদেশ গণপরিষদ, বাংলাদেশে গনপরিষদ কর্তৃক ১৯৭২ সালের এপ্রিল অধিবেশনের (১৯৭২ সালের ১০ ও ১১ এপ্রিল সম্পাদিত) কার্যবাহের সারাংশ।*

Dhaka University Institutional Repository

সাবেক পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ এবং সাবেক পূর্ব-পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচিত সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত গণপরিষদ চুয়াত্তরটি বৈঠকে মিলিত হয় এবং এবং তিনশত ঘন্টা সময় ব্যয় করে সংবিধানের খসড়া প্রণয়ন করে। গণপরিষদের বৈঠক শুরু হয়েছিল দশ এপ্রিল, ১৯৭২ সালে এবং বৈঠক শেষ হয়েছিল এগারো অক্টোবর, ১৯৭২ সালে। ঐদিন কমিটির শেষ বৈঠকে সংবিধানের খসড়া চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয়। খসড়া সংবিধান বিলের উপর দ্বিতীয় পাঠ শুরু হয় ৩১ অক্টোবর এবং তা শেষ হয় ৩ নভেম্বর। ৪ নভেম্বর, ১৯৭২ সালে গণপরিষদে খসড়া সংবিধানের চূড়ান্ত পাঠ অনুষ্ঠিত হয় এবং আলোচনা শেষে ঐদিনই গণপরিষদ কর্তৃক তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। গণপরিষদে উত্থাপনের চব্বিশ দিনের মধ্যে বাংলাদেশের সংবিধান বিলটি পাশ হয়। সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের সূচনালগ্নেই অর্থাৎ বাংলাদেশ সৃষ্টির মাত্র ৩২৫ দিনের[৭৭] মধ্যে দেশ পরিচালনার জন্য সংবিধান লাভ করে বাংলাদেশের জনগণ। এই সংবিধান অনুযায়ী ১৯৭৩ সালের ৭ই মার্চ জাতীয় সংসদের প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

সারণি : ২.৮

১৯৭৩ সালের ৭ই মার্চ জাতীয় সংসদের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে তৎকালীন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রাপ্ত ভোট/আসন (২৮৯টি আসনে)

ক্রমিক নং	দল	মনোনীত প্রার্থী সংখ্যা	কত ভোট পেয়েছে	প্রাপ্ত ভোটের শতকরা হার	প্রাপ্ত আসন সংখ্যা
১।	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২৮৯	১,৩৭,৯৩,৭১৭	৭৩.২০	২৮২
২।	ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি	২২৪	১৫,৯৬,২৯৯	৮.৩৩	-
৩।	ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ভাসানী)	১৬৯	১০,০২,৭৭১	৫.৩২	-
৪।	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল	২৩৭	১২,২৯,১১০	৬.৫২	১
৫।	বাংলাদেশ কমিউনিষ্ট পার্টি	৪	৪৭,২১১	০.২৫	-
৬।	বাংলাদেশ কমিউনিষ্ট পার্টি (লেলিনবাদী)	২	১৮,৬১৯	০.১০	-
৭।	বাংলার কমিউনিষ্ট পার্টি	৩	১১,৯১১	০.০৬	-
৮।	বাংলাদেশ জাতীয় লীগ	৮	৬২,৩৫৪	০.৩৩	১
৯।	বাংলা জাতীয় লীগ	১১	৫৩,০৯৭	০.২৮	-
১০।	শ্রমিক-কৃষক সমাজবাদী দল	৩	৩৮,৪২১	০.২০	-
১১।	বাংলাদেশ শ্রমিক ফেডারেশন	৩	১৭,২৭১	০.০৯	-
১২।	জাতীয় গণতান্ত্রিক দল	১	১,৮১৮	০.০১	-

৭৭. ড. আবুল ফজল হক, *বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি*, ঢাকা: ডিসেম্বর, ২০০৭, পৃ: ১৪০

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	দল	মনোনীত প্রার্থী সংখ্যা	কত ভোট পেয়েছে	প্রাপ্ত ভোটের শতকরা হার	প্রাপ্ত আসন সংখ্যা
১৩।	বাংলা ছাত্র ইউনিয়ন	১	৭,৫৬৪	০.০৪	-
১৪।	বাংলাদেশ জাতীয় কংগ্রেস	৩	৩,৭৬১	০.০২	-
১৫।	স্বতন্ত্র প্রার্থী	১২০	৯,৮৯,৮৮৪	০.২৫	৫
	মোট	**১,০৭৮**	**১,৮৮,৫১,৮০৮**	**১০০**	**২৮৯**

সূত্রঃ Bangladesh election commission, *Report on the first general election to parliament in Bangladesh.* 1973, p. 53

সারণি ২.৮ এ দেখা যাচ্ছে যে, ১৪টি রাজনৈতিক দল প্রথম জাতীয় সংসদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ লাভ করে ২৮৯টি আসনের মধ্যে ২৮২টি আসন। অপর দিকে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল লাভ করে ১টি আসন, জাতীয়লীগ লাভ করে ১টি আসন এবং নির্দলীয় প্রার্থী লাভ করে ৫টি আসন। এই নির্বাচনে ১০টি আসনে আওয়ামীলীগ প্রার্থীগণ বিনা প্রতিদ্বন্দিতায় নির্বাচিত হন। এছাড়া পাবনার একটি আসনে অন্যতম প্রার্থী আবদুর রবের দুর্ঘটনায় মৃত্যু হওয়ায় উক্ত আসনের নির্বাচন স্থগিত থাকে। ফলে ২৮৯টি আসনে নির্বাচন হয়।

নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে ৪৬ জনের বয়স ছিল ২৫-৩০ বছরের মধ্যে। ১২৬ জনের বয়স ছিল ৩১-৪০ বছরের মধ্যে। ১০৯ জনের বয়স ছিল ৪১-৫০ বছরের মধ্যে। ২৬ জনের বয়স ছিল ৫১-৬০ বছরের মধ্যে। ৭ জনের বয়স ছিল ৬১-৭০ বছরের মধ্যে। ১ জনের বয়স ছিল ৭০-৮০ বছরের মধ্যে।

নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের মধ্যে ১৫০ জন ছিলেন পোস্ট গ্রাজুয়েট, ৭২ জন ছিলেন গ্রাজুয়েট। ৮৫ জনের শিক্ষার মান ছিল মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক এবং বাকী ৮ জন ছিলেন মাধ্যমিক স্তরের নিচে।

নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের মধ্যে পেশাগত দিক থেকে ৯৯ জন ছিলেন আইনজীবী, ১৫জন ছিলেন চিকিৎসক, ৩৪ জন ছিলেন অধ্যাপক ও শিক্ষক, ৩৭জন ছিলেন কৃষিজীবী, ৫৪ জন ছিলেন ব্যবসায়ী, ৯জন ছিলেন সাংবাদিক, ৬১ জন ছিলেন অন্যান্য পেশাজীবী এবং ৬ জন ছিলেন ট্রেড ইউনিয়নিস্ট।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭৩ সালের ১৬ই মার্চ তারিখে শেখ মুজিবের নের্তৃত্বে ২১ সদস্য বিশিষ্ট মন্ত্রি সভা গঠিত হয়।[৭৮] ১৯৭৩ সালের ৭ই এপ্রিল সংসদের প্রথম অধিবেশন শুরু হয়।[৭৯] এই সংসদ ১৯৭৫ সালের ২৪শে জানুয়ারী পর্যন্ত সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার অধিনে কার্যকর ছিল। ১৯৭৫ সালের ২৪ জানুয়ারী সংবিধানের ৪র্থ সংশোধনের মাধ্যমে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার পরিবর্তে একদলীয় রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়।[৮০] এই সময় সংসদ ১১৪টি কর্মদিবসে ৪০৭ ঘন্টা কর্মরত ছিল। ২৫শে জানুয়ারী ১৯৭৫ তারিখ হতে ১৫ই আগষ্ট ১৯৭৫ তারিখ পর্যন্ত এই সংসদ রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থার অধীনে কর্মরত ছিল। এই সময় সংসদ ২০টি কর্ম দিবসে ৪৬.৫৪ ঘন্টা কর্মরত ছিল।[৮১]

সারণি : ২.৯

প্রথম জাতীয় সংসদের (১৯৭৩-৭৫) অধিবেশনসমূহের খতিয়ান

অধিবেশন	শুরু	শেষ	মোট দিন	মোট কার্য দিবস
প্রথম	০৭-০৪-৭৩	১৯-০৪-৭৩	১৩ দিন	৭ দিন
দ্বিতীয়	০২-০৬-৭৩	১৭-০৭-৭৩	৪৬ দিন	৩৭ দিন
তৃতীয়	১৫-০৯-৭৩	২৬-০৯-৭৩	১২ দিন	১০ দিন
চতুর্থ	১৫-০১-৭৪	০৫-০২-৭৪	২১ দিন	১৬ দিন
পঞ্চম	০৩-০৬-৭৪	২২-০৭-৭৪	৫০ দিন	৩৭ দিন
ষষ্ঠ	১৪-১১-৭৪	২৩-১১-৭৪	১০ দিন	৫ দিন
সপ্তম	২০-০১-৭৫	২৫-০১-৭৫	৬ দিন	২ দিন
অষ্টম	২৩-০৬-৭৫	১৭-০৭-৭৫	২৪ দিন	২০ দিন
মোট				১৩৪দিন

সূত্র: প্রথম অধিবেশন থেকে অষ্টম অধিবেশন পর্যন্ত কার্যবাহের সারাংশ।

সারণি ২.৯ এ দেখা যাচ্ছে যে, প্রথম অধিবেশন শুরু হয় ০৭-০৪-১৯৭৩ তারিখে এবং অধিবেশন শেষ হয় ১৭-০৭-১৯৭৫। মোট অধিবেশন ৮টি। মোট কার্য দিবস ১৩৪দিন। প্রথম জাতীয় সংসদ ৬ নভেম্বর ১৯৭৫ সালের মেয়াদ পূর্তির আগে ভেঙ্গে দেয়া হয়।

---

৭৮. মো: আবদুল হালিম, *সংবিধান সাংবিধানিক আইন ও রাজনীতি: বাংলাদেশ প্রসঙ্গ* পৃ: ৩৭৩।

৭৯. বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, *প্রথম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের (৭ই এপ্রিল হতে ১৯ এপ্রিল পর্যন্ত) কার্যবাহের সারাংশ।*

৮০. বাংলাদেশ সংবিধানের ৪র্থ সংশোধনের বিস্তারিত আলোচনার জন্য দয়া করে M. Nazrul Islam- এর *"Challanges of Democracy and Working of the Parliamentary System in Bangladesh"* in his consolidating Asian Democracy, Dhaka, Nipun Pringting Industries Ltd., Octomber, 2003; PP# 189-221 দেখুন।

৮১. *প্রথম জাতীয় সংসদের অষ্টম অধিবেশনের কার্যবাহের সারাংশ।*

Dhaka University Institutional Repository

সারণি: ২.১০

সংসদীয় আমলে প্রথম জাতীয় সংসদের আইন প্রণয়নমূলক কাজের খতিয়ান

১	বিলের নোটিশের সংখ্যা	১১৩
২	সংসদে উত্থাপিত বিলের সংখ্যা	১০৭
৩	সংসদে গৃহীত মোট বিলের সংখ্যা	১০০
	ক) মৌলিক বিল	৪৫ (৪৫%)
	খ) অধ্যাদেশ আকারে পূর্বাহ্নে জারিকৃত বিল	৫৫ (৫৫%)
	গ) আলোচনাসহ গৃহীত বিল	৫৬ (৫৬%)
	ঘ) আলোচনা ছাড়া গৃহীত বিল	৪৪ (৪৪%)
	ঙ) সংশোধনীসহ গৃহীত বিল	২৯ (২৯%)
	চ) সংশোধনী ছাড়া গৃহীত বিল	৭১ (৭১%)

সূত্র : রাবিকা ইয়াসমিন, প্রগুক্ত, পৃঃ ১৬১

২: XVII সংসদীয় কমিটি গঠন: (১৯৭২-১৯৭৫)

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাংলাদেশের অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার মুজিব নগর হতে ঢাকায় আনা হয়। শেখ মুজিবর রহমান পাকিস্তানের কারাগারে তখন বন্দী ছিলেন। পাকিস্তান কারাগার হতে মুক্ত হয়ে তিনি দেশে ফিরে আসেন ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারী। তিনি ১১ই জানুয়ারী 'বাংলাদেশের অস্থায়ী সংবিধান' আদেশ জারী করেন। এই অস্থায়ী সংবিধান আদেশ অনুযায়ী দেশে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রচলিত হয়। এবং অস্থায়ী সংবিধান আদেশের ৭নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী শেখ মুজিবকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করা হয়।[৮২] তিনি ১১ সদস্য বিশিষ্ট মন্ত্রীসভা গঠন করেন।

১৯৭২ সালের ২৩শে মার্চ তারিখে রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের জন্য একটি স্থায়ী সংবিধান রচনার জন্য "বাংলাদেশ গণপরিষদ আদেশ" নামে একটি আদেশ জারী করেন। এই আদেশ অনুযায়ী ১৯৭০ সালের ৭ই ডিসেম্বর হতে ১লা মার্চ পর্যন্ত সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ ও পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদের আসনসমূহে নির্বাচিত সব সদস্যের সমন্বয়ে গণপরিষদ গঠিত হয়। উল্লেখ্য

৮২. *বাংলাদেশ গণপরিষদ*, বাংলাদেশে গণপরিষদ, কর্তৃক ১৯৭২ সালের এপ্রিল। অধিবেশনে (১৯৭২ সালের ১০ ও ১১ এপ্রিল সম্পাদিত কার্যবাহের সারাংশ।

Dhaka University Institutional Repository

গণপরিষদে সাবেক পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ ও পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের ৪৭৯ জন সদস্যের মধ্যে ৪২৯ জন সদস্য গণপরিষদে শপথ গ্রহণ করেন।[৩৬] এই গণপরিষদের উপর সংবিধানের খসড়া তৈরীর দায়িত্ব দেয়া হয়।

সারণি : ২.১১

প্রথম জাতীয় সংসদকালীন গঠিত কমিটির সংখ্যা

প্রথম জাতীয় সংসদ	কমিটির ধরন	কমিটির সংখ্যা
	স্থায়ী কমিটি:	
	সংসদীয় স্থায়ী কমিটি	১১টি
	মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	-
	এডহক কমিটি (অস্থায়ী কমিটি):	
	বাছাই কমিটি	৩টি
	বিশেষ কমিটি	-
মোট		১৪টি

সূত্র: *প্রথম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন থেকে অষ্টম অধিবেশন পর্যন্ত কার্যবাহের সারাংশ।*

সারণি ২.১১ এ দেখা যাচ্ছে যে, প্রথম জাতীয় সংসদে সংসদীয় স্থায়ী কমিটি গঠিত হয়েছিল ১১টি কিন্তু মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত কোন স্থায়ী কমিটি গঠিত হয়নি। এড হক কমিটির মধ্যে ৩টি বাছাই কমিটি গঠিত হয়েছিল। এই সংসদে কোন বিশেষ কমিটি গঠিত হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি: ২.১২

প্রথম জাতীয় সংসদের ১১টি সংসদীয় স্থায়ী কমিটির চার্ট

ক্রঃ নং	কমিটির নাম	সভাপতির নাম	সদস্য সংখ্যা
১	সরকারি হিসাব কমিটি	কাজী জহিরুল কাইউম	১১ জন
২	বিশেষ অধিকার কমিটি	শ্রী মনোরঞ্জন ধর	৯ জন
৩	কার্য উপদেষ্টা কমিটি	ক) স্পীকার জনাব মুহম্মদুল্লাহ খ) ভারপ্রাপ্ত স্পীকার জনাব বায়তুল্লাহ গ) স্পীকার জনাব আবদুল মালেক উকিল	১০ জন
৪	অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত কমিটি	জনাব আছাদুজ্জামান খান	১০ জন
৫	কার্যপ্রণালী বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	স্পীকার জনাব মুহম্মদুল্লাহ (পদাধিকার বলে সভাপতি)	১২ জন
৬	বেসরকারী সদস্যের বিল ও বেসরকারী সদস্যের সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সম্পর্কিত কমিটি	জনাব মোঃ শামসুল হক	১০ জন
৭	সরকারী প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত কমিটি	জনাব এ.কে মোশাররফ হোসেন আকন্দ	৮ জন
৮	পিটিশন কমিটি	জনাব আফতাব উদ্দিন ভুঁইয়া	১০ জন
৯	লাইব্রেরী কমিটি	জনাব ডিপুটি স্পীকার (পদাধিকার বলে) সভাপতি	১০ জন
১০	সরকারী প্রতিষ্ঠান কমিটি	জনাব মোঃ শামসুল হক	১০ জন
১১	সংসদ কমিটি	জনাব আবদুর রউফ (হুইপ)	১২ জন

সূত্র: প্রথম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন থেকে অষ্টম অধিবেশন পর্যন্ত কার্যবাহের সারাংশ।

সারণি ২.১২ এ দেখা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী সরকারী হিসাব কমিটি ১৯৭৩ সালের ৭ এপ্রিল তারিখে গঠিত হয়। আওয়ামীলীগের সংসদ সদস্য জনাব কাজী জহিরুল কাইউম সভাপতি নিযুক্ত হয়েছিলেন। এই কমিটির সদস্য সংখ্যা ১১ জন। মন্ত্রী শ্রী মনোরঞ্জন ধর ছিলেন বিশেষ অধিকার কমিটির সভাপতি। নয়জন সদস্য নিয়ে বিশেষ অধিকার কমিটি গঠিত হয়। কার্য উপদেষ্টা কমিটির সদস্য সংখ্যা ছিল ১০জন এই কমিটির সভাপতি ছিলেন যথাক্রমে দুই জন স্পীকার ও একজন ভারপ্রাপ্ত স্পীকার। ১০ জন সদস্য নিয়ে অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত কমিটি গঠিত হয়। জনাব আসাদুজ্জামান খান এই কমিটির সভাপতি ছিলেন। কার্যপ্রণালী বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ১২ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হয়েছিল, স্পীকার মুহম্মদুল্লাহ পদাধিকার বলে এর সভাপতি ছিলেন। জনাব মোঃ শামসুল হক ছিলেন বেসরকারী সদস্যের বিল ও বেসরকারী সদস্যের সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সম্পর্কিত কমিটির সভাপতি। এই কমিটির সদস্য সংখ্যা ছিল ১০। সরকারী

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত কমিটি, জনাব এ.কে মোশাররফ হোসেন আকন্দ ছিলেন এই কমিটির সভাপতি। এর সদস্য সংখ্যা ছিল ৮ জন। পিটিশন কমিটির সভাপতি ছিলেন জনাব আফতাব উদ্দিন ভূঁইয়া। ১০ জন সদস্য নিয়ে এই কমিটি গঠিত হয়েছিল। লাইব্রেরী কমিটির সভাপতি জনাব ডিপুটি স্পীকার (পদাধিকার বলে), ১০ জন সদস্য নিয়ে এই কমিটি গঠিত হয়েছিল। সরকারী প্রতিষ্ঠান কমিটির সভাপতি ছিলেন জনাব মো: শামসুল হক, এই কমিটির সদস্যসংখ্যা ছিল ১০ জন। জনাব আবদুর রউফ (হুইপ) ছিলেন সংসদ কমিটির সভাপতি, এর সদস্য সংখ্যা ছিল ১২জন।

২. XVIII সংসদীয় কমিটির কার্যক্রম:

বাংলাদেশে প্রথম জাতীয় সংসদে গঠিত বিভিন্ন কমিটির ভূমিকা ও এর কার্যকারিতা নিয়ে আলোচনা করা গেল:

সারণি: ২.১৩

প্রথম জাতীয় সংসদের কমিটিগুলোর সভা ও প্রতিবেদনের সংখ্যা সন: ১৯৭৩-৭৫

ক্রঃ নং	কমিটির নাম	সদস্য সংখ্যা	সভা অনুষ্ঠানের সংখ্যা	পেশাকৃত প্রতিবেদনের সংখ্যা
১	সরকারী হিসাব কমিটি	১১	৩ দিন	-
২	বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত কমিটি	৯	-	৪
৩	কার্য উপদেষ্টা কমিটি	১০	-	-
৪	অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১০	৯ দিন	-
৫	সরকারী প্রতিশ্রুতি কমিটি	৮	-	-
৬	কার্যপ্রণালী বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১২	১০ দিন	১
৭	সরকারী প্রতিষ্ঠান কমিটি	১০	-	-
৮	সংসদ কমিটি	১০	৫ দিন	-
৯	লাইব্রেরী কমিটি	১০	৫ দিন	
১০	বেসরকারী সদস্যের বিল ও বেসরকারী সদস্যের সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সম্পর্কিত কমিটি	১০	৪	-
১১	পিটিশন কমিটি	১০	-	-
১২	সেলেক্ট কমিটি (বিল সম্পর্কিত)			
	ক) প্রথম বাছাই কমিটি	১৩	৪ দিন	১
	খ) দ্বিতীয় বাছাই কমিটি	১৫	৩ দিন	১
	গ) তৃতীয় বাছাই কমিটি	৭	১ দিন	১
মোট = ১৪টি কমিটি			৮টি প্রতিবেদন পেশ করেছে	

সূত্র: *বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যবাহের সারাংশ (প্রথম অধিবেশন হতে অষ্টম অধিবেশন পর্যন্ত), বাংলাদেশের রাজনীতির ২৫ বছর সম্পাদনায় তারেক শামসুর রহমান, রাকিবা ইয়াসমিন, প্রাগুক্ত।*

Dhaka University Institutional Repository

সারণি ২.১৩ এ দেখা যাচ্ছে যে, সরকারী হিসাব কমিটির ৩দিন সভা অনুষ্ঠিত হয় কিন্ত কোন প্রতিবেদন পেশ করেনি। বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত কমিটির পেশকৃত প্রতিবেদনের সংখ্যা ৪টি। কার্য উপদেষ্টা কমিটির কোন সভা অনুষ্ঠিত হয়নি এবং কোন প্রতিবেদন ও পেশ করেনি। অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত কমিটির ৯ দিন সভা অনুষ্ঠিত হয় কিন্তু কোন প্রতিবেদন পেশ করেনি। সরকারী প্রতিশ্রুতি কমিটির কোন সভা অনুষ্ঠিত হয়নি এবং কোন প্রতিবেদনও পেশ করেনি। কার্যপ্রণালী বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ১০ দিন সভা অনুষ্ঠিত হয় কিন্তু ১টি প্রতিবেদন পেশ করেছে মাত্র। সরকারী প্রতিষ্ঠান কমিটির কোন সভা অনুষ্ঠিত হয়নি এবং কোন প্রতিবেদনও পেশ করেনি। সংসদ কমিটির ৫ দিন সভা অনুষ্ঠিত হয় কিন্তু কোন প্রতিবেদন পেশ করেনি। লাইব্রেরী কমিটির ৫দিন সভা অনুষ্ঠিত হয় কিন্তু কোন প্রতিবেদন পেশ করেনি। বেসরকারী সদস্যের বিল ও বেসরকারী সদস্যের সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সম্পর্কিত কমিটির ৪দিন সভা অনুষ্ঠিত হয় কিন্তু কোন প্রতিবেদন পেশ করেনি। পিটিশন কমিটির কোন সভা অনুষ্ঠিত হয়নি এবং কোন প্রতিবেদনও পেশ করেনি। সিলেক্ট কমিটি (বিল সম্পর্কিত): (ক) প্রথম বাছাই কমিটির ৪দিন সভা অনুষ্ঠিত হয় বিন্তু ১টি প্রতিবেদন পেশ করেছে। (খ) দ্বিতীয় বাছাই কমিটির ৩দিন সভা অনুষ্ঠিত হয় কিন্তু ১টি প্রতিবেদন পেশ করেছে। (গ) তৃতীয় বাছাই কমিটির ১দিন সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং ঐদিনই ১টি প্রতিবেদন পেশ করেছে।

সংসদীয় কমিটিসমূহের কার্যকারি ভূমিকার উপর মূলতঃ সংসদীয় গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করে। প্রথম জাতীয় সংসদে সাফল্যে সংসদে সংসদীয় ১১টি কমিটি সহ মোট ১৪টি কমিটি গঠিত হয়েছিল।[৮৩] এই কমিটিগুলো সংসদের সাফল্যে যথাযথ ভুমিকা পালন করতে পারেনি। সরকারী হিসাব কমিটির স্বল্প তৎপরতা আইন সভার কাছে সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে পারেনি এবং তাতে সরকারী অর্থ ব্যয়ে স্বেচ্ছাচারিতার জন্ম দেয়। সংসদের কমিটিগুলোকে অধিক কার্যকর করার জন্য বিশেষ ক্ষমতা বিল, জাতীয় রক্ষীবাহিনী বিল, সংবিধান সংশোধনী বিল এবং অন্যান্য এমন সব বিল যেগুলো জনগণের মৌলিক অধিকারের সাথে সংশ্লিষ্ট সেগুলোকে আইনে পরিণত করার পূর্বে বাছাই কমিটিতে যাচাই বাছাই করা প্রয়োজন ছিল। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য বৃটিশ সংসদীয় পদ্ধতিতে প্রত্যেকটি বিল দ্বিতীয়বার আলোচনার পর কমিটিতে যায়, যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে তার উপর

৮৩. প্রথম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন থেকে অষ্টম অধিবেশনের কার্যবাহের সারাংশ।

Dhaka University Institutional Repository

সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং নির্ধারিত কমিটিতে পাশ না হলে বিলের ওপর কোন সংশোধনী উত্থাপন করা যায় না।[৮৪]

প্রথম জাতীয় সংসদের কমিটি ব্যবস্থায় বিরোধী দলের প্রতিনিধিত্ব অন্যন্ত কম ছিল। প্রথম জাতীয় সংসদে মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত কোন স্থায়ী কমিটি ছিল না। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থায়ী কমিটিতে সরকার দলীয় সংসদ সদস্যদের সংখ্যা ছিল বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্যদের চেয়ে বেশি। বিল সংক্রান্ত সিলেক্ট কমিটিতেও সরকার দলীয় সদস্য সংখ্যা ছিল দুই তৃতীয়াংশেরও বেশি। এছাড়া অন্যান্য কমিটিতেও সরকারি ও বিরোধী দলীয় সংসদ্যদের সংখ্যার অনুপাত ছিল অনুরূপ।

প্রথম জাতীয় সংসদের বিভিন্ন কমিটিতে সরকারী দলের সদস্যদের প্রাধান্য বজায় ছিল যার ফলশ্রুতিতে কমিটি ব্যবস্থা সংসদকে অধিকতর কার্যকর করার ক্ষেত্রে অবদান রাখতে সক্ষম হয়নি। উদাহরণ স্বরূপ, সরকারি হিসাব কমিটির কথা বলা যায়। এই কমিটির ১১ জন সদস্যদের মধ্যে ১০ জনই ছিল সরকার দলীয়।[৮৫] আবার প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে সরকারী দলের প্রাধান্য খর্ব করা না গেলেও সদস্যদের কমিটিতে মনোনীত করার ক্ষেত্রে যোগ্যতাকে মাপকাঠী হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে সরকারী প্রতিশ্রুতি কমিটির কথা বলা যায়। প্রথম সংসদে গঠিত এই কমিটির কোন সদস্যেরই হিসাব নিরীক্ষণ এবং শিল্প বাণিজ্য ব্যাপারে কোন রকম অভিজ্ঞতা নেই, যা এই কমিটির সদস্যদের জন্য অতীব জরুরী। জাতীয় সংসদে প্রত্যেকটি সংসদীয় কমিটির দ্বারা সংসদে রিপোর্ট প্রদানের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট বিধান না থাকায় কার্য উপদেষ্টা কমিটি, সংসদ কমিটি ও লাইব্রেরী কমিটি সংসদে রিপোর্ট পেশ করেনি। যার জন্য এই তিনটা কমিটি প্রথম জাতীয় সংসদের কার্যকারিতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কোনরূপ ভূমিকা পালন করেনি।[৮৬]

৮৪. *প্রথম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন থেকে অষ্টম অধিবেশনের প্রাগুক্ত।*

৮৫. মাহমৃদুল হক ভূঁইয়া, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে সরকারী হিসাব কমিটির ভুমিকা পর্যালোচনা, *বাংলাদেশের রাজনীতির ২৫ বছর* সম্পাদনা তারেক সামসুর রহমান, মাওলা ব্রাদার্স, ফেব্রুয়ারী ১৯৯৮, পৃ: ১৫৫।

৮৬. আব্দুল হক মিয়া, *জাতীয় সংসদ কমিটি ব্যবস্থা সংসদীয় কমিটি*, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, ইন্সটিটিউট অফ পার্লামেন্টারী স্টাডিজ কনফারেন্স রিপোর্ট, ১৯৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

যদিও প্রথম জাতীয় সংসদের কমিটিগুলোর সাংবিধানিক ভিত্তি রয়েছে এবং কার্যপ্রণালী বিধিতে কমিটি সংক্রান্ত বিধির কিছু কিছু দুর্বলতার কারণে এবং সংসদীয় প্রথা অনুসরণ না করার জন্য প্রথম জাতীয় সংসদের কমিটিগুলো প্রয়োজনীয় কার্যকারিতা প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়নি। নিম্নলিখিত কারণে একক ও যৌথভাবে কমিটি ব্যবস্থার কার্যক্রমে সমস্যার সৃষ্টি করে:[৮৭]

১. কমিটির সুপারিশমালা বাস্তবায়ন না করা,

২. আমলাতান্ত্রিক জটিলতা,

৩. বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও বিভাগের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব,

৪. কমিটিসমূহের অনিয়মিত বৈঠক,

৫. কার্যকর নের্তৃত্ব ও নিরাপত্তার অভাব,

৬. সংসদ সচিবালয়ের অপর্যাপ্ত সহায়তা,

৭. গোপন কমিটি হিয়ারিং,

৮. সংসদে কমিটির রিপোর্ট আলোচনার ক্ষেত্রে কোন নিয়মের অনুপস্থিতি, এবং

৯. সর্বোপরি ঐক্যমত্যের অভাব।

সর্বোপরি নির্বাহী বিভাগের দায়িত্বশীলতা নিশ্চিত করতে কমিটিগুলোর তড়িৎ দায়িত্ব পালনসহ রিপোর্ট প্রদান অতীব জরুরী কিন্তু উল্লেখিত সমস্যার কারণে প্রথম সংসদের কমিটি ব্যবস্থা নির্বাহী বিভাগের কাজের তদারকি তথা দায়িত্বশীলতা পালনে নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে।

---

৮৭. আল মাসুদ হাসানউজ্জামান, *বাংলাদেশ কমিটি ব্যবস্থা গণতন্ত্র, গ্রন্থনা ও সম্পাদনা মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর*, মাওলা ব্রাদার্স, মে ১৯৯৫, পৃঃ ১২৭-১২৮।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশের সংবিধানের সংশোধন ও সংসদীয় কমিটি (১৯৭৫-১৯৯০)

বাঙ্গালী জাতি ১৯৭১ এর রক্ত ঝরা দিনগুলোয় তাদের প্রত্যাশা পূরণের লক্ষ্যে অন্তরে ধারন করে দৃঢ় প্রত্যয়ও দুর্জয় চেতনা এবং স্বাধীনতার গৌরববোধ ও আত্মসম্মানের দুর্লভ দ্যুতির তিলক আটে তারা ললাটে। ধীরে ধীরে যুদ্ধের ঘোর অমানিষার অন্ধকার কেটে যায়, পূর্বাকাশে উঁকি দেয় স্বাধীনতার লাল সূর্য, তার সোনালী আভা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে, উদ্ভাসিত হয় বাংলাদেশ, দেশ বিজয়ী বীরেরা হয়ে উঠে আত্মবিশ্বাসী এবং দৃঢ়ভাবে পথ চলার সাহসিকতা অর্জন করে তাঁরা। সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে বাঙালী জাতি পৌঁছেছিল এক গৌরবময় অবস্থানে। স্বাধীনতা লাভের পর বাঙ্গালী জাতি জন্মের ঊষালগ্নে গৌরবময় অবস্থান থেকে অভীষ্ঠ লক্ষ্যে পৌঁছার উদ্দেশ্যে সংসদীয় গণতন্ত্রের পথে জয়যাত্রা শুরু করেছিল।[৪৩] এ জাতি স্বাধীন জাতি হিসেবে স্বস্থির নিশ্বাস ফেলে। নিমেষে মুছে যায় সমস্ত গ্লানী। জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রাণচাঞ্চল্য ফিরে আসে। জাতি বহুদলীয়, প্রতিনিধিত্বশীল, সংসদীয় গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা লাভ করায় এদেশের মানুষ আবেগে আপ্লুত হয়ে কামনা করেছিল এর সাফল্য। জাতীয় সংসদ কর্তৃক নির্বাচিত একজন সাংবিধানিক (নামমাত্র) রাষ্ট্রপ্রধান থাকবেন। প্রকৃত শাসনক্ষমতা মন্ত্রিপরিষদের হাতে ন্যস্ত থাকবে। তাঁরা যৌথভাবে ও ব্যক্তিগতভাবে জাতীয় সংসদের নিকট দায়ী থাকবেন। সংবিধানের মৌলিক মানবাধিকারসমূহ বিধৃত করে সেগুলো সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বিচার বিভাগের নিরপেক্ষতা ও স্বাধীনতা বজায় রাখার ব্যবস্থা ছিল। সংসদীয় গণতন্ত্রকে প্রাণবন্ত করার জন্য দুটো জিনিস দরকার। (১) রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য সরকারের দক্ষ রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনা ও (২) বিরোধী দলের দুরদৃষ্টির প্রয়োজন রাষ্ট্র পরিচালনায় সরকারকে সহযোগিতার করার জন্য। সংসদীয় সরকার সৃষ্টির পর থেকে সরকারের দক্ষ রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে যেমনি অভাব দেখা দেয় তেমনি বিরোধী দলের মধ্যে সরকারকে সহযোগিতা করার জন্য প্রয়োজনীয় দুরদৃষ্টির অভাব প্রচণ্ডভাবে দেখা দেয়। আর এই দুয়ের সমন্বয়ের অভাবে সারাদেশে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে ভয়াবহ অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। সংবিধান কার্যকর হওয়ার মাত্র সাত মাস পরে সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজন দেখা দেয়।

৪৩. এমাজ উদ্দিন আহমেদ, *সমাজ ও রাজনীতি*, করিম বুক কর্পোরেশন, জানুয়ারী ১৯৯৩, পৃ:৩৩

Dhaka University Institutional Repository

সংবিধান অনুযায়ী স্বাধীন বাংলাদেশে সংসদীয় গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিটি রাষ্ট্রেই আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন ও নানাবিধ পরিবর্তিত পরিস্থিতির উদ্ভবের সাথে সামঞ্জস্য রেখে চলার জন্য সংবিধানও পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন ও বাতিল করা হয়। নানা পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশের সংবিধানেরও সংশোধন করা হয়েছে বারবার। বাংলাদেশ সংবিধানটিকে অষ্টম জাতীয় সংসদ পর্যন্ত চৌদ্দবার সংশোধন করা হয়েছে। নিম্নে সারণীর মাধ্যমে বাংলাদেশ সংবিধানের উল্লেখযোগ্য সংশোধনীগুলো আলোচনা করা হল:

সারণি : ৩.১

বাংলাদেশ সংবিধানের সংশোধনীসমূহ

Amendments of the Bangladesh Constitution

সংশোধনীর নাম	তারিখ	সংশোধিত বিষয়ের সংক্ষিপ্তসার
১ম সংশোধনী	১৫ই জুলাই ১৯৭৩	১৯৭১-এর মুক্তিযদ্ধে গণহত্যা ও যুদ্ধাপরাধে লিপ্ত বন্দী পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী ও তাদের সহযোগীদের বিচারের ক্ষমতা।
২য় সংশোধনী	২২শে সেপ্টেম্বর ১৯৭৩	জরুরী অবস্থা ঘোষণার বিধান, প্রিভেনটির ডিটেনশন সংক্রান্ত আইন ও মৌলিক অধিকার পরিপন্থী আইন প্রণয়ন ক্ষমতা।
৩য় সংশোধনী	২৮শে নভেম্বর ১৯৭৪	বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত চুক্তি।
৪র্থ সংশোধনী	২৫শে জানুয়ারী ১৯৭৫	রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা, আজ্ঞাবাহী মন্ত্রী পরিষদ, ক্ষমতাহীন জাতীয় সংসদ, একদলীয় শাসনব্যবস্থা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতার খর্ব।
৫ম সংশোধনী	৬ই এপ্রিল ১৯৭৯	সপরিবারে রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার পর ১৫/০৮/৭৫ থেকে ০৯/০৪/৭৯ পর্যন্ত সামরিক আমলের সকল কর্মকাণ্ড বৈধকরণ, রাষ্ট্রীয় মূলনীতির পরিবর্তন।
৬ষ্ঠ সংশোধনী	১০ই নভেম্বর ১৯৮১	প্রেসিডেন্ট জিয়া হত্যার পর নিয়োগকৃত উপ-রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাত্তার কর্তৃক রাষ্ট্রপতির নির্বাচনের পদপ্রার্থীর বিষয় বৈধকরণ।

Dhaka University Institutional Repository

সংশোধনীর নাম	তারিখ	সংশোধিত বিষয়ের সংক্ষিপ্তসার
৭ম সংশোধনী	১০ই নভেম্বর ১৯৮৬	এরশাদের সামরিক শাসন আমলের সকল কর্মকাণ্ড বৈধকরণ।
৮ম সংশোধনী	৯ই জুন ১৯৮৮	হাইকোর্ট বিভাগে ৬টি স্থায়ী বেঞ্চে বিভক্তি এবং পবিত্র ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম ঘোষণা।
৯ম সংশোধনী	১১ই জুলাই ১৯৮৯	সার্বজনীন ভোটে একই সাথে রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচনী ব্যবস্থা।
১০ম সংশোধনী	২৩শে জুন ১৯৯০	পরোক্ষভোটে একই সাথে রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচনী ব্যবস্থা।
১১তম সংশোধনী	১০ই আগষ্ট ১৯৯১	উপ-রাষ্ট্রপতি পদে প্রধান বিচারপতির নিয়োগ এবং অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন সত্বেও পুনরায় প্রধান বিচারপতি পদে প্রত্যাবর্তন বৈধকরণ সংক্রান্ত।
১২তম সংশোধনী	১৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৯১	সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠা।
১৩তম সংশোধনী	২৮শে মার্চ ১৯৯৬	নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার।
১৪তম সংশোধনী	১৭মে ২০০৪	জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংখ্যা ৩০ থেকে বাড়িয়ে ৪৫ করা হয়।

সূত্রঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে সরকার লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়*, অক্টোবর, ২০১১।

সংসদীয় কমিটি গঠন ও কার্যক্রম (১৯৭৫-১৯৯০)

বাংলাদেশের সাংবিধানিক বিবর্তন ও রাষ্ট্রপতি শাসন প্রবর্তনঃ

স্বাধীনতা লাভের পর মাত্র দুই বছরের মধ্যে জাতীর পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়ে ছিলঃ

ক) United Nation Relief Organization in Bangladesh সহ অন্যান্য সাহায্য সংস্থার সাহায্যে অর্থনৈতিক সংকট কাটিয়ে উঠতে সক্ষম। অনাহারে বহুলোকের মৃত্যুকে ঠেকাতে সক্ষম হয়।

Dhaka University Institutional Repository

খ) অস্থায়ী সংবিধান আদেশ জারীর পর মাত্র নয় মাস সময়ের মধ্যে বাংলাদেশের জন্য সংবিধান রচনা করতে সক্ষম হয় এবং মাত্র ছয় মাসের মধ্যে নতুন সংবিধান অনুযায়ী জাতীয় সংসদের নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

গ) সংক্ষিপ্ত সময়ে অস্ত্রসস্ত্র জমাদানের নির্দেশপূর্বক সারা দেশে ছড়িয়ে থাকা বিপুল পরিমাণ যুদ্ধে ব্যবহার্য অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করে।

ঘ) বঙ্গবন্ধু ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর আলাপ আলোচনার মাধ্যমে, ১৯৭২ সালের ১২ মার্চ মুক্তিযুদ্ধে সাহায্যকারী ভারতীয় প্রতিরক্ষাবাহিনীর দেশ ত্যাগের ব্যবস্থা করেন।

ঙ) স্বাধীনতা লাভের পর বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন ১ বছর ৬ মাসের মধ্যে প্রথম পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়নে সক্ষম হন।

চ) যুদ্ধবিদ্ধস্ত বাংলাদেশে সড়কপথ, রেলপথ এবং এই উভয় ক্ষেত্রে পুল নির্মাণসহ নৌবন্দর ও বিমান বন্দরের উন্নয়নের মধ্য দিয়ে দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটান।

ছ) সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি গ্রহণ করায় তা সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টিতে সাহায্য করে।

এতদসত্ত্বেও ১৯৭৪ সালের মাঝামাঝি সময় দেশে চরম নৈরাজ্যপূর্ণ পরিস্থিতি বিরাজ করে। জাতীয়করণকৃত কলকারখানাগুলোতে উৎপাদন উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পায়। দেশে ভয়াবহ বন্যা, দুর্ভিক্ষ, মহামারি দেখা দেয়। এতে বহু লোক অনাহারে প্রাণ হারায়। কিছুসংখ্যক বামপন্থী গুপ্ত দল সরকারের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করে দেশজুড়ে গুপ্ত হত্যা, লুটপাট ও অরজাকতা সৃষ্টি করে। সর্বত্র দুর্নীতি চোরাচালান বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রশাসনিক অদক্ষতা, দুর্নীতি, চোরাচালান, সর্বোপরি প্রাকৃতিক দুর্যোগকে জাতীয় উৎপাদনহ্রাসের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। কলকারখানাগুলোতে পুরোমাত্রায় লুটপাট চলতে থাকায় এগুলোতে ক্রমাগত লোকসান দেশের অর্থনীতিকে যুদ্ধকালীন অবস্থার চেয়েও খারাপ অবস্থায় পৌঁছে দেয়। চুরি, ডাকাতি ও চোরাচালানীসহ সারা দেশে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে। এইরূপ পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের জন্মের তিন বছরের মধ্যে এই ব্যবস্থা কর্তৃত্ববাদী ব্যবস্থায় রূপ লাভ করে। জনগণের মৌলিক অধিকার খর্ব করে জরুরী বিধান প্রণয়ন করা হয় চতুর্থ সংশোধনী আইনে। চতুর্থ সংশোধনী আইন প্রবর্তিত হলে দেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের পরিবর্তে প্রবর্তিত হয় রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার। এবং দেশে বহু দলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তে একদলীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। বিচার বিভাগ হয় শৃঙ্খলিত, সংবাদপত্রের কণ্ঠ হয় রুদ্ধ। মানব অধিকার হয়

Dhaka University Institutional Repository

লজ্জিত।[৪৪] বহু কাঙ্খিত অপুরণীয় ত্যাগের বিনিময়ে সদ্য লব্ধ সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কাঠামো ভেঙ্গে যায় এবং চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার গঠনের ফলে সংসদীয় গণতান্ত্রিক সরকার মুখ থুবড়ে পড়ে প্রকাশ্যে। যে মন্ত্রী পরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থার জন্য বাংলাদেশের মানুষ সর্বকালে, সর্বসময়ে সোচ্ছার ছিল তার অপমৃত্যু ঘটল, ঠেকাতে পারলোনা জাতি। সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য পর্যাপ্ত সময় পেলনা। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট সামরিক বাহিনীর একাংশের দ্বারা মাননীয় রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র ক্ষমতার পট পরিবর্তন ঘটে। পট পরিবর্তনের এই প্রক্রিয়া চলতে থাকে একের পর এক সামরিক বাহিনীর ক্ষমতা দখলের মধ্য দিয়ে।

প্রথম সামরিক সরকার জিয়াউর রহমানের আমলে দ্বিতীয় জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭৯ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারি তারিখে। সামরিক আইনের অধীনে এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ায় আপত্তি থাকা সত্ত্বেও ২৯টি রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। রাজনৈতিক সমর্থনের ভিত্তি সুসংহত করার জন্য বিরোধী রাজনৈতিক দলের দাবী অনুযায়ী সামরিক আইন প্রত্যাহারের প্রতিশ্রুতি দেন এবং সংসদ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেন। জাতীয় সংসদের ৩০০টি আসনের জন্য সর্বমোট ২৩৫২ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করলেও ৮ জন প্রার্থীর মনোয়ন পত্র বাছাইয়ে বাতিল হয়ে যায়। মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে নেন ২১৯ জন প্রার্থী। তবে মোট ২১২৫ জন প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে দলীয় প্রার্থী ছিলেন ১৭০৩ জন এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী ছিলেন ৪২২ জন।

সারণি : ৩.২

১৯৭৯ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি নির্বাচনের ফলাফলের তালিকা

ক্রঃ নং	দল	মনোণীত প্রার্থী সংখ্যা	প্রাপ্ত ভোট সংখ্যা	প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার	প্রাপ্ত আসন সংখ্যা	প্রতীক
১	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	২৯৮	৭৯,৩৪,২৩৬	৪১.১৬%	২০৭	ধানের শীষ
২	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ (মালেক)	২৯৫	৪৭,৩৪,২৭৭	২৪.৫৫%	৩৯	নৌকা
৩	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ এবং ইসলামীক ডেমোক্রেটিক লীগ (রহিম)	২৬৬	১৯,৪১,৩৯৪	১০.০৮%	২০	হারিকেন
৪	বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রীক দল (জাসদ)	২৪০	৯,৩১,৮৫১	৪.৮৪%	৮	টর্চ
৫	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ (মিজান)	১৮৪	৫,৫৩,৪২৬	*২.৭২%	২	মই

৪৪. এমাজ উদ্দিন আহমেদ, প্রাগুপ্ত, পৃ:৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

ক্রঃ নং	দল	মনোণীত প্রার্থী সংখ্যা	প্রাপ্ত ভোট সংখ্যা	প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার	প্রাপ্ত আসন সংখ্যা	প্রতীক
৬	জাতীয় আওয়ামী পার্টি (মুজাফফর)	৮৯	৪,৩২,৫১৪	২.২৫%	১	কুড়েঘর
৭	ইউনাইটেড পিপলস্ পার্টি	৭০	১,৭০,৯৫৫	০.৮৯%	০	গরুর গাড়ী
৮	বাংলাদেশ গণ ফ্রন্ট	৪৬	১,১৫,৬২২	০.৬০%	২	বাইসাইকেল
৯	ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (এন-জেড)	৩৮	৮৮,৩৮৫	০.৪৬%	০	লণ্ঠন
১০	জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রীক দল (জাগদল)	২৯	২৭,২৫৯	০.১৪%	০	মাছ
১১	ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (নাসের)	২৮	২৫,৩৩৬	০.১৪%	০	গোলাপ
১২	বাংলাদেশ সাম্যবাদী দল	২০	৭৪,৭৭১	০.৩৯%	১	-
১৩	বাংলাদেশ গণতান্ত্রীক আন্দোলন	১৮	৩৪,২৫৯	০.১৭%	১	ঘড়ি
১৪	বাংলাদেশ লেবার পার্টি	১৬	৭,৭৩৮	০.০৪%	০	চেয়ার
১৫	বাংলাদেশ জাতীয় লীগ (বিজেএল)	১৪	৬৯,৩১৯	০.৩৬%	২	লাঙ্গল
১৬	কমোনিষ্ট পার্টি অব বাংলাদেশ	১১	৭৫,৪৫৫	০.৩৯%	০	চাবি
১৭	জাতীয় জনতা পার্টি	৯	১০,৯৩২	০.০৬%	০	আম
১৮	বাংলাদেশ জাতীয় দল (হুদা)	৬	০	০	০	খেজুরগাছ
১৯	বাংলাদেশ ডেমোক্রেটি পার্টি	৫	৩,৫৬৪	০.০১%	০	-
২০	জাতীয় একতা পার্টি	৫	৪৪,৪৫৯	০.২৩%	১	কালি দোয়াত
২১	বাংলাদেশ জন মুক্তি পার্টি	৩	৩,৩৬৩	০.০১%	০	কোদাল
২২	পিপলস্ ডেমোক্রেটিক পার্টি	৩	৫,৭০৩	০.০২%	০	ঘোড়া
২৩	বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক চাষী দল	২	১৩০	০.০১%	০	হাতি
২৪	শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল	২	৪,৯৫৪	০.০২%	০	ছাতা
২৫	ইউনাইটেড রিপাবলিকান পার্টি	২	৩৮৯	০.০১%	০	আনারস
২৬	বাংলাদেশ গণ আজাদী লীগ	১	১,৩৭৮	০.০১%	০	উরজাহাজ
২৭	নেজাম-ই-ইসলাম পার্টি	১	১,৫৭৫	০.০১%	০	মোমবাতি
২৮	বাংলাদেশ তাতি সমিতি	১	১৮,৩৪০	০.০১%	০	কলসি
২৯	ন্যাশনাল রিপাবলিকান পার্টি ফর পেরিটি	১	১৪,৪২৯	০.০৭%	০	গরু
৩০	ইনডিপেনডেন্স সদস্য	৪২২	১৯,৬৩,৩৪৫	১০.১০%	১৬	-
	মোট	২,১২৫	১,৯২,৭৩,৬০০		৩০০	

সূত্রঃ নির্বাচন কমিশন।

সারণি ৩.২ এ দেখা যায় যে, জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল প্রদত্ত ভোটের[৪৫] ৪১ দশমিক ১৬ ভাগ ভোট পায় এবং ২০৭টি আসন লাভ করে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ (মালেক গ্রুপ) প্রদত্ত ভোটের শতকরা ২৪ দশমিক ৫৫ ভাগ ভোট পায় এবং আসন পায় ৩৯টি। আর বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ (মিজান গ্রুপ) প্রদত্ত ভোটের শতকরা ২ দশমিক ৭৮ ভাগ ভোট পায় এবং আসন পায় মাত্র ২টি। মুসলিম লীগ এবং ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগ (রহিম) প্রদত্ত ভোটের

৪৫. নির্বাচন কমিশন, প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

শতকরা ১০ দশমিক ৮ ভাগ ভোট পায় এবং আসন পায় ২০টি। জাসদ পায় শতকরা ৪ দশমিক ৮৪ ভাগ ভোট পায় এবং আসন পায় ৮টি, ন্যাপ (মোঃ) পায় ১টি আসন, গণফ্রন্ট পায় ২টি আসন, সাম্যবাদী দল পায় ১টি আসন, জাতীয় লীগ পায় ২টি আসন, ডেমোক্রেটিক আন্দোলন ১টি, একতা পার্টি ১টি আসন পায় স্বতন্ত্ররা পেয়েছিলেন সর্বাধিক ১৬টি আসন।[৪৬]

এই নির্বাচনে ১৮টি দল কোন আসন লাভ করতে পারেনি। ১১টি রাজনৈতিক দল নির্বাচনে আসন লাভে সক্ষম হয়। কিন্তু এই মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ৩০টি আসনের সব কটি আসন বিএনপির প্রার্থীরা লাভ করতে সক্ষম হন।

সারণি: ৩.৩

দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ অধিবেশনসমূহের খতিয়ান (১৯৭৯-১৯৮২)

অধিবেশন	শুরু	শেষ	মোট দিন	মোট কার্যদিবস
প্রথম	২-৪-৭৯	৭-৪-৭৯	৬ দিন	৫ দিন
দ্বিতীয়	২১-৫ -৭৯	৩০-৬-৭৯	৪১ দিন	৩৫ দিন
তৃতীয়	৯-২-৮০	৪-৪-৮০	৫৭ দিন	৩৮ দিন
চতুর্থ	২২-৫-৮০	২৬-৭-৮০	৬৬ দিন	৪৮ দিন
পঞ্চম	২৮-১১-৮০	৩১-১২-৮০	৩৪ দিন	২২ দিন
ষষ্ঠ	১০-৪-৮১	২-৫-৮১	২৩ দিন	১৪ দিন
সপ্তম	২১-৫-৮১	১০-৭-৮১	৪১ দিন	৩৪ দিন
অষ্টম	১৫-২-৮২	২-৩-৮২	১৬ দিন	১০ দিন
			মোট কার্যদিবস	**২০৬ দিন**

সূত্র: *প্রথম অধীবেশন থেকে অষ্টম অধিবেশন পর্যন্ত কার্যবাহের সারাংশ।*

সারণি ৩.৩ দেখা যায় যে, দ্বিতীয় জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন শুরু হয়েছিল ২ এপ্রিল, ১৯৭৯ তারিখে এবং এই সংসদ মোট ৮টি অধিবেশনে মিলিত হয়। অধিবেশন শেষ হয় ২ মার্চ, ১৯৮২ তারিখে। এই সংসদের মোট কার্যদিবস ছিল ২০৬ দিন। দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ ২৪ মার্চ, ১৯৮২ সালে মেয়াদ পূর্তির আগে ভেঙ্গে দেওয়া হয়। দ্বিতীয় জাতীয় সংসদের স্পিকার ছিলেন জনাব মীর্জা গোলাম হাফিজ। সংসদ-নেতা ছিলেন শাহ আজিজুর রহমান। সুলতান আহমেদ চৌধুরী ছিলেন

৪৬. নির্বাচন কমিশন, প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

ডেপুটি স্পিকার। বিরোধী দলীয় নেতা ছিলেন আসাদুজ্জামান খান। দ্বিতীয় জাতীয় সংসদের স্থায়ীত্ব কাল ছিল মাত্র ৩ বছর। এই সংসদে ৬৫টি আইন পাশ হয়।

সারণি : ৩.৪

দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ কালীন গঠিত কমিটির সংখ্যা

দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ	কমিটির ধরন	কমিটির সংখ্যা
	স্থায়ী কমিটিঃ	
	সংসদীয় স্থায়ী কমিটি	১১ টি
	মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৩৬ টি
	এড হক কমিটি (অস্থায়ী কমিটি):	
	বাছাই কমিটি	৩
	বিশেষ কমিটি	১
	মোট	**৫১ টি**

সূত্রঃ *দ্বিতীয় জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন থেকে অষ্টম অধিবেশন পর্যন্ত কার্যবাহের সারাংশ।* (০২/০৪/৭৯ইং থেকে ০২/০৩/৮২ইং পর্যন্ত।)

Source: Ahmed Nizam, *Parliamentary Committees & Parliamentary Government in Bangladesh*, Page No 19.

সারণি ৩.৪ এ দেখা যাচ্ছে যে, দ্বিতীয় জাতীয় সংসদে মোট ৫১টি কমিটি গঠিত হয়েছিল। এর মধ্যে সংসদীয় স্থায়ী কমিটি গঠিত হয়েছিল ১১টি কিন্তু মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠিত হয়েছিল ৩৬টি। এডহক কমিটির মধ্যে ৩টি বাছাই কমিটি গঠিত হয়েছিল। এই সংসদে ১টি বিশেষ কমিটি গঠিত হয়।

রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান সামরিক বাহিনীর বিদ্রোহজনিত সংকটে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজে নিহত হলে সংবিধানের ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে সাত্তার সরকার ক্ষমতায় আসেন। কিন্তু তিনি মাত্র চার মাসের মধ্যেই পদচ্যুত হন এবং ক্ষমতায় আসেন দ্বিতীয় সামরিক সরকার এরশাদ।[৪৭] দ্বিতীয়বার দেশে সামরিক শাসন জারী হওয়ায় সমগ্র জাতি হতাশায় নিমজ্জিত হয়। দেশে গণতন্ত্র চর্চার ক্ষীণ আশা ঘোর অমানিষায় ঢেকে যায়।

৪৭. এমাজ উদ্দিন আহমেদ, প্রগুপ্ত, পৃঃ ৩৬

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় সামরিক সরকার ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ সেনাবাহিনীর প্রধান লে. জে. এরশাদ সামরিক আদেশ দ্বারা রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করেন এবং সারাদেশে সামরিক আইন জারী করেন। সংবিধান স্থগিত করা হয়। মন্ত্রী পরিষদ ও সংসদ ভেঙ্গে দেয়া হয়। রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ করা হয়। পরবর্তী পর্যায়ে এরশাদের ঘোষণা অনুযায়ী ২৬ এপ্রিলের পরিবর্তে ৭ মে সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে ২৮টি রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে।

সারণি : ৩.৫

জাতীয় সংসদ নির্বাচন-৭ মে, ১৯৮৬

ফলাফল ও রাজনৈতিক দলসমূহের প্রাপ্ত ভোটের বিবরণী:

ক্রমিক নং	রাজনৈতিক দলের নাম (স্বতন্ত্র প্রার্থীসহ)	প্রাপ্ত আসন সংখ্যা	প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা	প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার
১	২	৩	৪	৫
১	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৭৬	৭৪,৬২,১৫৭	২৬.১৬
২	জাতীয় পার্টি	১৫৩	১,২০,৭৯,২৫৯	৪২.৩৪
৩	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ	৪	৪,১২,৭৬৫	১.৪৫
৪	জামাতে ইসলামী বাংলাদেশ	১০	১৩,১৪,০৫৭	৪.৬১
৫	ইসলামী যুক্ত ফ্রন্ট	-	৫০,৫০৯	০.১৮
৬	বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি	৫	২,৫৯,৭২৮	০.৯১
৭	ন্যাপ (মোজাফফর)	২	২,০৩,৩৬৫	০.৭১
৮	ন্যাপ (ভাসানী)	৫	৩,৬৮,৯৭৯	১.২৯
৯	বাকশাল	৩	১,৯১,১০৭	০.৬৭
১০	বাংলাদেশ ওয়াকার্স পার্টি	৩	১,৫১,৮২৮	০.৫৩
১১	বাংলাদেশের সাম্যবাদীদল (এম.এল)	-	৩৬,৯৪৪	০.১৩
১২	জাসদ (রব)	৪	৭,২৫,৩০৩	২.৫৪
১৩	জাসদ (শাহজাহান সিরাজ)	৩	২,৪৮,৭০৫	০.৮৭
১৪	বাংলাদেশ ইসলামী আন্দোলন	-	২২,৯৩১	০.০৮
১৫	জনদল	-	৯৮,১০০	০.৩৪
১৬	গণ আজাদী লীগ	-	২৩,৬৩২	০.০৮
১৭	বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন	-	১,২৩,৩০৬	০.৪৩
১৮	প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী দল	-	২,৯৯৭	০.০১
১৯	বাংলাদেশ নাগরিক সংহতি	-	৬৮,২৯০	০.২৬
২০	বাংলাদেশ জাতীয় লীগ	-	১,৯৮৫	০.০১
২১	জাগদল	-	১৪৯	০.০০

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	রাজনৈতিক দলের নাম (স্বতন্ত্র প্রার্থীসহ)	প্রাপ্ত আসন সংখ্যা	প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা	প্রদত্ত ভোটের শতকরা হার
১	২	৩	৪	৫
২২	বাংলাদেশ ইসলামীক রাজনৈতিক পার্টি	-	১১০	০.০০
২৩	বাংলাদেশ হিন্দু ঐক্য ফ্রন্ট	-	১,৩৩৮	০.০১
২৪	ইয়ং মুসলিম সোসাইটি	-	১৪১	০.০০
২৫	জামায়াতে ওলামায়ে ইসলাম	-	৫,৬৭৬	০.০২
২৬	জামায়াতে ওলামায়ে ইসলাম ও নেজামে ইসলাম পার্টি	-	৫,৫৭২	০.০২
২৭	জাতীয় জনতা পার্টি (অদুদ)	-	৪৬,৭০৪	০.১৬
২৮	জাতীয় জনতা পার্টি (সুজাত)	-	১,৯৮৮	০.০১
	স্বতন্ত্র	৩২	৪৬,১৯,০২৫	১৬.১৯
	বৈধ ভোট	**৩০০**	**২,৮৫,২৬,৬৫০**	**১০০%**

সূত্রঃ নির্বাচন কমিশন

মোট ভোট বৈধঃ ২,৮৫,২৬,৬৫০

বাতিলঃ ৩,৭৭,২০৯

মোট ভোটারঃ ৪,৭৮,৭৬,৯৭৯

সারণি ৩.৫ হতে দেখা যায়, তৃতীয় জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ৭ই মে, ১৯৮৬ সালে। বিএনপির নের্তৃত্বে ৭ দলীয় জোট ও ৫ দলীয় বাম জোট এই নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেনি।[৪৮] এই নির্বাচনে জাতীয় পার্টি প্রদত্ত ভোটের শতকরা ৪২.৩৪ ভাগ লাভ করে। ১৫৩টি আসন লাভ করে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে গণ্য হয়। আওয়ামী লীগ প্রদত্ত ভোটের শতকরা ২৬ দশমিক ১৬ ভাগ লাভ করে এবং ৭৬টি আসন লাভ করে বিরোধী দলের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। জামাতে ইসলামী ১০টি আসন, বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি ৫টি আসন, ন্যাপ মোজাফফর ২টি আসন, ন্যাপ (ভাসানী) ৫টি আসন, জাসদ (রব) ৪টি আসন, জাসদ (সিরাজ) ৩টি আসন, মুসলিম লীগ ৪টি আসন, ওয়ার্কাস পার্টি ৩টি আসন, এবং স্বতন্ত্ররা ৩২টি আসন লাভ করেছিল।[৪৯]

৪৮. নির্বাচন কমিশন, প্রাগুক্ত।
৪৯. নির্বাচন কমিশন, প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি : ৩.৬

তৃতীয় জাতীয় সংসদ অধিবেশনসমূহ খতিয়ান (১৯৮৬-১৯৮৭)

অধিবেশন	শুরু	শেষ	মোট দিন	মোট কার্য দিবস
প্রথম	১০-৭-৮৬	২২-৭-৮৬	১৩ দিন	৮ দিন
দ্বিতীয়	১০-১১-৮৬	১০-১১-৮৬	১ দিন	১ দিন
তৃতীয়	২৪-১-৮৭	২৫-৩-৮৭	৬১ দিন	৪১ দিন
চতুর্থ	১১-৬-৮৭	১৩-৭-৮৭	৩৩ দিন	২৫ দিন
			মোট কার্য দিবস	**৭৫ দিন**

সূত্র: প্রথম অধিবেশন থেকে চতুর্থ অধিবেশন পর্যন্ত কার্যবাহের সারাংশ।

৩.৬ সারণি হতে দেখা যায় যে, তৃতীয় জাতীয় সংসদের অধিবেশন শুরু হয় ১৯৮৬ সালের ১০ই জুলাই। সংসদ ৪টি অধিবেশনে মিলিত হয়। এই সংসদের মোট কার্য দিবস ছিল ৭৫ দিন। এই সংসদের অধিবেশন শেষ হয় ১৯৮৭ সালের ১৩ই জুলাই। জাতীয় পার্টির সদস্যগণ এই ৩০টি আসন লাভ করেন। তৃতীয় জাতীয় সংসদের অধিবেশন শুরু হয়েছিল ১০ জুলাই ১৯৮৬। স্পিকার ছিলেন জনাব শামসুল হুদা চৌধুরী। সংসদ-নেতা ছিলেন মিজানুর রহমান চৌধুরী। এম কোরবান আলী ছিলেন ডেপুটি স্পিকার। বিরোধী দলীয় নেতা ছিলেন শেখ হাসিনা। মোট অধিবেশন হয়েছিল ৪টি এবং মোট কার্যদিবস ৭৫ দিন। অধিবেশন বিলুপ্ত হয় ৬ ডিসেম্বর ১৯৮৭। এই অধিবেশনের স্থায়ীত্বকাল ১ বছর ৫ মাস। এই সংসদে ৩৯টি আইন পাশ হয়।

সারণি : ৩.৭

তৃতীয় জাতীয় সংসদ কালীন গঠিত কমিটিসমূহের সংখ্যা

তৃতীয় জাতীয় সংসদ	কমিটির ধরন	কমিটির সংখ্যা
	স্থায়ী কমিটি:	
	সংসদীয় স্থায়ী কমিটি	৪টি
	মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	
	এডহক কমিটি (অস্থায়ী কমিটি):	
	বাছাই কমিটি	
	বিশেষ কমিটি	২টি
	মোট:	**৬টি**

Source: Ahmed Nizam, *Parliamentary Committees & Parliamentary Government in Bangladesh*, Page No 19.

সূত্র: *তৃতীয় জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন থেকে চতুর্থ অধিবেশন পর্যন্ত কার্যবাহের সারাংশ।* (অধিবেশন ১০-৭-৮৬ইং থেকে অধিবেশন ১৩-৭-৮৭ইং পর্যন্ত।)

Dhaka University Institutional Repository

সারণি ৩.৭ এ দেখা যাচ্ছে যে, তৃতীয় জাতীয় সংসদে সংসদীয় স্থায়ী কমিটি গঠিত হয়েছিল ৪টি, কিন্তু মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত কোন স্থায়ী কমিটি গঠিত হয়নি। এড হক কমিটির মধ্যে কোন বাছাই কমিটি গঠিত হয়নি। এই সংসদে ২টি বিশেষ কমিটি গঠিত হয়েছিল।

সারণিঃ ৩.৮

চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচন : ৩ মার্চ, ১৯৮৮ এর ফলাফলের বিবরণী

ক্রঃ নং	দল	মোট সদস্য	প্রাপ্ত আসন সংখ্যা	প্রাপ্ত মোট ভোট সংখ্যা	শতকরা হার
১	জাতীয় পার্টি	২৯৯	২৫১	১,৭৬,৮০,১৩৩	৬৮.৪৪%
২	সম্মিলিত বিরোধী দল	২৬৯	১৯	৩২,৬৩,৩৪০	১২.৬৩%
৩	জাতীয় সমাজতান্ত্রীক দল (সিরাজ)	২৫	৩	৩,০৯,৬৬৬	১.২০%
৪	ফ্রিডম পার্টি	১১২	২	৮,৫০,২৮৪	০.৯৪%
৫	অন্যান্য	২১৪	২৫	৩৪,৮৭,৪৫৭	১৩.৫০%

সূত্র: নির্বাচন কমিশন।

৩.৮ সারণি হতে দেখা যায় যে, চতুর্থ জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮৮ সালের ৩রা মার্চ। এই সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিলো জেনারেল এরশাদের জাতীয় পার্টি, আ স ম আব্দুর রবের সম্মিলিত বিরোধী দল, ফ্রিডম পার্টি, শাহজাহান সিরাজের নের্তৃত্বে জাসদ (সিরাজ), গণতন্ত্র বাস্তবায়ন পার্টি ও কিছু সংখ্যক স্বতন্ত্র প্রার্থী। জাতীয় পার্টি ২৯৯ আসনে প্রার্থী মনোনীত করেছিলেন। অপরদিকে সম্মিলিত বিরোধী দল ২৬৯টি আসনে, ফ্রিডম পার্টি ১১২টি আসনে, জাসদ (সিরাজ) ২৫টি আসনে প্রার্থী মনোনীত করেছিলেন। নির্বাচন কমিশনের সূত্র অনুযায়ী সমগ্র দেশে ভোটার সংখ্যা ছিল ৪ কোটি ৯৮ লক্ষ ৬৩ হাজার ৮ শত ২৯। কিন্তু ভোট কেন্দ্রে ভোটারদের উপস্থিতি ছিল অত্যন্ত নগন্য। এই সংখ্যা শতকরা ৫ এর অধিক ছিল না বলে বিরোধী দল মন্তব্য করেন, অথচ সরকারী হিসাব মতে এ সংখ্যা শতকরা ৫০ ভাগ ছিল।[৫০] এই নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ অংশ গ্রহণ করেননি। নির্বাচনে জাতীয় পার্টি সর্বাধিক সংখ্যক আসন পায়, স্বতন্ত্র প্রার্থীরা পায় ২৫টি আসন, সম্মিলিত বিরোধী দল পায় ১৯টি আসন, জাসদ (সিরাজ)

৫০. Al. Masud Hasanuzszaman. *Role of oppositeon in Bangladesh Politics*. P.127.

Dhaka University Institutional Repository

পায় ৩টি আসন, ফ্রিডম পার্টি পায় ২টি আসন। এই নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার সাংবিধানিক সংকট এড়াতে সমর্থ হয় বটে কিন্তু বিরোধী দলগুলোর আস্থা অর্জনে ব্যর্থ হয়। তাই চতুর্থ সংসদের অধিবেশন আহ্বানের দিনও সারাদেশে ধর্মঘট পালিত হয়। ১৯৮৮ সালের ২৫ই এপ্রিল চতুর্থ সংসদের প্রথম অধিবেশন বসে।

সারণি: ৩.৯

চতুর্থ জাতীয় সংসদ ১৯৮৮-১৯৯০অধিবেশনসমূহ

অধিবেশন	শুরু	শেষ	মোট দিন	মোট বৈঠক দিবস
প্রথম	২৫-৪-৮৮	১১-৭-৮৮	৭৮ দিন	৪৭ দিন
দ্বিতীয়	১৬-১০-৮৮	১৯-১০-৮৮	৪ দিন	৪ দিন
তৃতীয়	১-২-৮৯	২-৩-৮৯	৩০ দিন	২০ দিন
চতুর্থ	২২-৫-৮৯	১০-৭-৮৯	৫০ দিন	৩৫ দিন
পঞ্চম	৪-১-৯০	৮-২-৯০	৩৬ দিন	২৬ দিন
ষষ্ঠ	৩-৬-৯০	১-৮-৯০	৬০ দিন	৩৫ দিন
সপ্তম	২৫-৮-৯০	২৫-৮-৯০	১ দিন	১ দিন
			মোট কার্য দিবস:	**১৬৮ দিন**

সূত্র: *অধিবেশন ২৫-০৪-৮৮ইং থেকে অধিবেশন ২৫-০৮-৯০ইং পর্যন্ত কার্যবাহের সারাংশ।*

সারণি ৩.৯ হতে দেখা যায় যে, চতুর্থ জাতীয় অধিবেশন শুরু হয়েছিল ২৫শে এপ্রিল, ১৯৮৮। স্পিকার ছিলেন জনাব শামসুল হুদা চৌধুরী। সংসদ-নেতা ছিলেন মওদুদ আহমেদ। রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ ছিলেন ডেপুটি স্পিকার। বিরোধী দলীয় নেতা ছিলেন আ স ম আবদুর রব। মোট অধিবেশন হয়েছিল ৭টি এবং মোট কার্যদিবস ১৬৮ দিন। অধিবেশন বিলুপ্ত হয় ৬ ডিসেম্বর ১৯৯০। এই অধিবেশনের স্থায়ীত্ব কাল ছিল ২ বছর ৮ মাস। চতুর্থ জাতীয় সংসদ ৬ ডিসেম্বর ১৯৯০ সালে ভেঙ্গে দেয়া হয়। চতুর্থ জাতীয় সংসদ ৭টি অধিবেশনে মিলিত হয়। এই সংসদের মোট কার্য দিবস ছিল ১৬৮ দিন। এই সংসদে ১৪২টি আইন পাশ হয়।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি : ৩.১০

চতুর্থ জাতীয় সংসদ কালীন গঠিত কমিটির সংখ্যা

চতুর্থ জাতীয় সংসদ	কমিটির ধরন	কমিটির সংখ্যা
	স্থায়ী কমিটি:	
	সংসদীয় স্থায়ী কমিটি	১১টি
	মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৩২টি
	এড হক কমিটি (অস্থায়ী কমিটি):	
	বাছাই কমিটি	-
	বিশেষ কমিটি	১টি
	মোট	**৪৪টি**

Source: *Nizam Ahmed, Parliamentary Committees and parliamentary government in Bangladesh,* Page-19
সূত্র: *চতুর্থ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন থেকে শেষ অধিবেশন পর্যন্ত কার্যবাহের সারাংশ* (অধিবেশন ২৫/০৪/৮৮ইং থেকে অধিবেশন ২৫/০৮/৯০ইং পর্যন্ত) কার্যবাহের সারাংশ।

চতুর্থ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন থেকে সপ্তম অধিবেশন পর্যন্ত কার্যবাহের সারাংশ। সারণি ৩.১০ এ দেখা যাচ্ছে যে, চতুর্থ জাতীয় সংসদে সংসদীয় স্থায়ী কমিটি গঠিত হয়েছিল ১১টি এবং মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত ৩২টি স্থায়ী কমিটি গঠিত হয়েছিল। এড হক কমিটির মধ্যে কোন বাছাই কমিটি গঠিত হয়নি। এই সংসদে ১টি বিশেষ কমিটি গঠিত হয়ছিল।

দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ সংসদীয় কমিটির কার্যকারিতা:

বাংলাদেশ সংবিধানের চতুর্থ ও পঞ্চম সংশোধনীর কারণে বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসনব্যবস্থা নামে রাষ্ট্রপতির কর্তৃত্ববাদ (Presidential Laviathan) বজায় ছিল। ১৯৭৫ সাল থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত বার বার সামরিক বাহিনী শাসন ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করলে গণতান্ত্রিক ধারাবাহিকতা ব্যাহত হওয়া অব্যাহত থাকে, সংবিধান স্থগিতকরণ ও জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দেয়ার মধ্য দিয়ে। তাই প্রথম জাতীয় সংসদের ন্যায় দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ জাতীয় সংসদ তাদের মেয়াদকালও পূর্ণ করতে পারেনি। এ কারণে সংসদীয় কমিটিসমূহ ফলপ্রসূ ও কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারেনি। এর কারণ সত্যিকার গণপ্রতিনিধিত্বশীল কাঠামোর অভাব। সত্যিকার গণতন্ত্রের জন্য চাই রাষ্ট্রের গণপ্রতিনিধিত্বশীল কাঠামো এবং জনগণের চাওয়ার প্রতি শাসকের সংবেদনশীলতা, দায়িত্বশীলতা ও দায়বদ্ধতা। এসবের উপস্থিতিতেই কেবল গণপ্রতিনিধিত্বশীল সংসদ ও তার কমিটি ব্যবস্থার পক্ষে

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক ব্যবস্থার বৈধতা প্রদানে, রীতিসিদ্ধ, ফলপ্রসূ ও কার্যকরী ভূমিকা পালন যেমন সম্ভব তেমনি গণতান্ত্রিক সরকারের স্থায়িত্ব প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়।

প্রথম সামরিক শাসক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের নের্তৃত্বে দ্বিতীয় জাতীয় সংসদে শাসক দলের দুই তৃতীয়াংশের বেশি প্রতিনিধিত্ব থাকায় এবং শক্তিশালী বিরোধী দল গড়ে না উঠায় কমিটি ব্যবস্থার পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ হয়নি এবং কমিটি ব্যবস্থা কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারেনি। এই সংসদ মাত্র তিন বছর স্থায়ী হয়।

দ্বিতীয় সামরিক শাসক এরশাদের নের্তৃত্বে জাতীয় সংসদের তৃতীয় ও চতুর্থ সংসদ নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ থাকায় সংসদীয় কমিটিতে বিরোধী দলের কার্যকর ভূমিকা ছিল না। শাসক দলের দুই তৃতীয়াংশের বেশি প্রতিনিধিত্ব ছিল। ১৯৮৬ সালে গঠিত তৃতীয় সংসদের স্থায়ীত্বকাল ছিল ১ বছর ৫ মাস।

জনগণের ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নিকট নির্বাহী কর্তৃপক্ষের দ্বায়িত্বশীলতা নিশ্চিতকরণ, সরকারের আর্থিক লেনদেনে স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠাকরণ, সরকারের অর্থ অপচয়রোধসহ প্রশাসনের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কমিটি ব্যবস্থা পরিচালিত হলেও ১৯৭৫ সাল থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত সময়ে ক্ষণস্থায়ী জাতীয় সংসদ, এর কার্যক্রমের ধারাবাহিকতার অভাবে কমিটি ব্যবস্থা কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারেনি।

দেশে রাষ্ট্রপতিক কর্তৃত্ববাদের নির্দেশে সব কিছু পরিচালিত হওয়ায় জাতীয় সংসদের কমিটি ব্যবস্থা এর গুরুত্ব ও কার্যকারিতা হারিয়ে গুরুত্বহীন ও মূল্যহীন সর্বস্ব কমিটিতে পরিণত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের পুনঃপ্রবর্তন (১৯৯১-১৯৯৬)

বাঙ্গালী জাতীয়তাবোধের গভীরে সংসদীয় গণতন্ত্রের যে বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল তা পরিপূর্ণতা লাভ করে ১৯৭২ সালে। ১৯৭২ সালের সংবিধান প্রণয়ন ছিল তার প্রথম প্রয়াস, তার প্রাণ ছিল সংসদীয় গণতন্ত্র। প্রধানমন্ত্রী ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তার নেতৃত্বেই গঠিত হয়েছিল মন্ত্রীসভা। এই সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় সরকার ছিল সংসদের নিকট দায়িত্বশীল। স্বাধীন বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র দেশের জনগণের মনে নতুন উদ্দীপনা ও আশার সঞ্চার করে যে, দেশ ক্রমশঃ অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে অগ্রসর হয়ে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষায় সক্ষম হবে এবং সুরক্ষিত হবে জনগণের সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার। জাতীয় সংসদে শক্তিশালী বিরোধী দল গড়ে না উঠায়, স্বল্পসংখ্যক সদস্যের বিরোধী দলকে প্রাধান্য না দেয়ায়, তাদের প্রতি সশ্রদ্ধ আচরণের পরিবর্তে বিদ্রুপাত্মক আচরণ প্রকাশ করায় সরকারী দল ও বিরোধী দলের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের অভাব ঘটে। সরকারী দল এককভাবে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় অপারগ হন। তৎকালীন বিরোধী দলকে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় বিশেষ কোন ভূমিকা পালনের সুযোগ দেয়া হয়নি। অপরদিকে, প্রথম সংসদীয় গণতান্ত্রিক সরকার গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের সংস্কার সাধনে ব্যর্থ হলে, (১) উগ্র বাম ও প্রতি বিপ্লবী ডানপন্থী দলগুলোকে নিয়ন্ত্রণপূর্বক, (২) যুদ্ধবিধ্বস্ত ক্ষতিগ্রস্থ অর্থনৈতিক কাঠামো পুর্নগঠন ব্যর্থ হয়, এবং (৩) এই দুর্বিসহ অবস্থা থেকে মুক্তি লাভের উদ্দেশ্যে সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে একদলীয় রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন মন্ত্রীপরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থার পরিবর্তে।[৮৬] ফলে জাতি সংসদীয় গণতন্ত্র পেয়েও হারায়। একের পর এক সামরিক সরকার ক্ষমতা দখল করে। কিন্তু আজীবন লালিত স্বপ্ন বাঙ্গালী জাতিকে সংসদীয় গণতন্ত্রের পথে পুনরায় চালিত করে। তারা সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মরনপণ সংকল্প গ্রহণ করে এবং সামরিক সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এই অন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল জাতীয় ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে দেশব্যাপি। সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যসহ রাজনৈতিক দলের সর্বদলীয় ঐক্যমত্যর কারণে এই আন্দোলন ২৭ নভেম্বর থেকে গণঅভ্যুত্থানে রূপ লাভ করে। যেহেতু এরশাদের শাসনামলে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয় পর্যায়ক্রমে শিক্ষাঙ্গন, বিচার বিভাগ ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম। শিক্ষাঙ্গন এর ন্যায় বিচার বিভাগ তার স্বাতন্ত্র্য হারায়, হারায়

---

৮৬. আবুল ফজল হক, *বাংলাদেশের সংসদীয় গনতন্ত্রের কিছু সমস্যা ও সম্ভাবনা* , *বাংলাদেশের রাজনীতির ২৫ বছর*, প্রথম খণ্ড, সম্পাদনা, রেহমান শামসুর তারেক, মাওলা ব্রাদার্স, ৩৯ বাংলাবাজার, ঢাকা। ফেব্রুয়ারী ১৯৯৮, পৃ.৩১

Dhaka University Institutional Repository

নিরপেক্ষতা এবং সেই সাথে বলিষ্ঠ জীবন গঠনে সহায়ক গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি হয় দলিত মথিত। যা জাতির সুস্থতা ও এগিয়ে যাওয়ার জন্য কাম্য নয়। এরশাদ বিরোধী এই আন্দোলনের সূত্রপাত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সন্ত্রাসের দ্বারা ক্ষতবিক্ষত ও কলুষিত একাডেমিক পরিবেশ সুস্থ ও সুন্দর করার লক্ষ্যে। এই আন্দোলনে যোগ দেন ছাত্রসমাজের সাথে সাথে রাজনৈতিক নের্তৃত্ব, আইনজীবী, সংস্কৃতি সেবি ও শ্রমজীবী মানুষসহ সর্বস্তরের জনগণ। উদ্দেশ্য ছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করা। তত্ত্বাবধায়ক সরকার দেশে অবাধ, সুষ্ঠ ও নিরেপেক্ষ নির্বাচনের দায়িত্ব পালন করবে। জনপ্রতিনিধিত্বমূলক ও জবাবদিহিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অবাধ, সুষ্ঠ এবং নিরেপক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে সংসদ নির্বাচন এবং সংসদীয় গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান। ইতোপূর্বে ৮দল, ৭দল, ৫দল, রাজনৈতিক দলের এই তিন জোট যৌথভাবে এক ঘোষণায় সিদ্ধান্ত নেয় যে, একটি নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে সার্বভৌম সংসদ নির্বাচিত হবে এবং সংসদের নিকট সরকারকে জবাবদিহি করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান মনোনীত করেন। ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর এরশাদ সরকারের পতন ঘটলে সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য ঐদিনই উপরাষ্ট্রপতি পদত্যাগের পর প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদ উপ-রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত হন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য এই পরিবর্তন ঘটে পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার আগে এবং এরপর রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করলে তিনি অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন।[৮৭] এভাবে দেশে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় সংবিধানের কোনো সংশোধন ছাড়াই। বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদ মন্ত্রীর পদমর্যদা সম্পন্ন ১৭জন নিরপেক্ষ উপদেষ্টা নিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করেন। উপদেষ্টামণ্ডলীর সবাই ছিল অভিজ্ঞ, নির্দলীয় প্রবীন ব্যক্তিত্ব। বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদ ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর থেকে ১৯৯১ সালের ৯ অক্টোবর পর্যন্ত ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন।

---

৮৭. রহমান, তারেক এমটি, *সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রসঙ্গ*, *বাংলাদেশের রাজনীতির ২৫ বছর*, প্রথম খণ্ড, সম্পাদনা, রেহমান শামসুর তারেক, মাওলা ব্রাদার্স, ৩৯ বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০, পৃ.১৪১

Dhaka University Institutional Repository

সারণি: ৪.১

বিচারপতি সাহাবুদ্দিনের নের্তৃত্বে গঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের তথ্যচিত্র:

ক্রমিক নং	প্রধান উপদেষ্টার নাম	মন্ত্রণালয় বা দপ্তর
১।	সাহাবুদ্দিন আহমেদ	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
	উপদেষ্টামণ্ডলীর নাম	**মন্ত্রণালয় বা দপ্তর।**
০১)	বিচারপতি এম.এ. খালেক	আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
০২)	জনাব কফিলউদ্দিন মাহমুদ	অর্থ মন্ত্রণালয়।
০৩)	জনাব ফখরুদ্দীন আহমদ	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
০৪)	অধ্যাপক রেহমান সোবহান	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, পানি সম্পদ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়।
০৫)	অধ্যাপক ওয়াহিদুদ্দীন আহমেদ	জ্বালানী, খনিজ সম্পদ এবং গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।
০৬)	অধ্যাপক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী	শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
০৭)	জনাব আলমগীর এম কবীর	সমাজকল্যাণ, মহিলা বিষয়ক এবং যুব উন্নয়ন ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।
০৮)	জনাব এ.বি.এম মুসা	শিল্প, পাট ও বস্ত্র মন্ত্রণালয়।
০৯)	জনাব কাজী ফজলুর রহমান	সেচ, পরিবেশ, বন, মৎস ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়।
১০)	জনাব এম এ মাজেদ	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
১১)	জনাব মেজর (অবঃ) রফিকুল ইসলাম	জাহাজ, নৌ-চলাচল এবং বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয়।
১২)	অধ্যাপক ইয়াজউদ্দীন আহমদ	সংস্কৃতি ও খাদ্য মন্ত্রণালয়।
১৩)	জনাব এ.বি.এম.জি. কিবরিয়া	যোগাযোগ ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়।
১৪)	জনাব ইমামউদ্দীন আহমদ	বাণিজ্য।
১৫)	জনাব বি.কে. দাস	ত্রান ও পুর্নবাসন।
১৬)	জনাব এম. আনিসুজ্জামান	কৃষি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা।
১৭)	জনাব চৌধুরী এম এ হক	শ্রম, জনশক্তি এবং আভ্যন্তরীন সম্পদ।

Source: Ahmed, Nizam, *Non-Party Caretaker Government In Bangladesh Experience and Prospect*, The University Press Limited, Red Crescent Building, 114 Motijheel C/A, Dhaka-1000, Bangladesh, P.180

বিচারপতি সাহাবুদ্দিনের নেতৃত্বে গঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার দেশে সুষ্ঠ নির্বাচনের উদ্দেশ্যে–

১. আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে মনোযোগী হন।

২. তিনি ছাত্র সমাজসহ সর্বস্তরের মানুষের সহযোগিতা কামনা করেন।

৩. দেশ সুষ্ঠু নির্বাচনের উদ্দেশ্যে যথাযথ নির্বাচনী ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

৪. নির্বাচন কমিশনকে পুনর্গঠন করেন এবং নির্বাচনী আচরণ বিধি ঘোষণা করেন।

Dhaka University Institutional Repository

অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদ এর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ব্যবস্থাপনায় ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি পঞ্চম জাতীয় সংসদের অবাধ, সুষ্ঠ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। জনসাধারণ ও রাজনৈতিক দলসমূহ বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন।

সারণিঃ ৪.২

পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১৯৯১ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী নির্বাচনে অংশ গ্রহণকারী বিভিন্ন রাজনৈতিক দল/জোট/স্বতন্ত্র মনোনীত প্রার্থীদের সংখ্যা, মনোনীত প্রার্থী কর্তৃক প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা, প্রাপ্ত ভোটের শতকরা হার, প্রাপ্ত আসন সংখ্যা ইত্যাদি বিবরণী নিম্নে উল্লেখ করা হইল:

ক্রমিক নং	রাজনৈতিক দল/জোট/স্বতন্ত্র	মনোনীত প্রার্থীর সংখ্যা	প্রাপ্ত ভোট সংখ্যা	প্রাপ্ত ভোটের শতকরা হার	প্রাপ্ত আসন সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫	৬
১.	বাংলাদেশ জাতীয়বাদী দল (বি.এন.পি)	৩০০	১,০৫,০৭,৫৪৯	৩০.৮১%	১৪০
২.	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২৬৪	১,০২,৫৯,৮৬৬	৩০.০৮%	৮৮
৩.	জাতীয় পার্টি	২৭২	৪০,৬৩,৫৩৭	১১.৯২%	৩৫
৪.	জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	২২২	৪১,৩৬,৬৬১	১২.১৩%	১৮
৫.	বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল)	৬৮	৬,১৬,০১৪	১.৮১%	৫
৬.	জাকের পার্টি	২৫১	৪,১৭,৭৩৭	১.২২%	-
৭.	বাংলাদেশ কমিউনিষ্ট পার্টি (সি.পি.বি)	৪৯	৪,০৭,৫১৫	১.১৯%	৫
৮.	জাতীয় সমাজ তান্ত্রিক দল জাসদ (রব)	১৬১	২,৬৯,৪৫১	০.৭৯%	-
৯.	ইসলামী ঐক্যজোট	৫৯	২,৬৯,৪৩৪	০.৭৯%	১
১০.	বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ন্যাপ (মোজাফফর)	৩১	২,৫৯,৯৭৮	০.৭৬%	১
১১.	জাতীয় সমাজ তান্ত্রিকদল জাসদ (ইনু)	৬৮	১,৭১,০১১	০.৫০%	-
১২.	গণতান্ত্রী পার্টি	১৬	১,৫২,৫৯২	০.৪৫%	১
১৩.	ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক পার্টি (এন.ডি.পি)	২০	১,২১,৯১৮	০.৩৬%	১
১৪.	বাংলাদেশ জনতা দল	৫০	১,২০,৭২৯	০.৩৫%	-
১৫.	বাংলাদেশের ইউনাইটেড কমিনিষ্ঠ লীগ	২৬	১,১০,৫১৭	০.৩২%	-
১৬.	বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলনন	৪৩	৯৩,০৪৯	০.২৭%	-
১৭.	ফ্রীডম পার্টি	৬৫	৯০,৭৮১	০.২৭%	-
১৮.	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জাসদ (শাজাহান সিরাজ)	৩১	৮৪,২৭৬	০.২৫%	১

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	রাজনৈতিক দল/জোট/স্বতন্ত্র	মনোনীত প্রার্থীর সংখ্যা	প্রাপ্ত ভোট সংখ্যা	প্রাপ্ত ভোটের শতকরা হার	প্রাপ্ত আসন সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫	৬
১৯.	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (আয়েন উদ্দিন)	৬	৬৬,৫৭৫	০.২০%	-
২০.	বাংলাদেশ ওয়াকার্স পার্টি	৩৫	৬৩,৪৩৪	০.১৯%	১
২১.	বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল বাসদ (খালেকুজ্জামান)	১৩	৩৮,৮৬৮	০.১০%	-
২২.	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (কাদের)	৬২	৩২,৬৯৩	০.১০%	-
২৩.	জনতা মুক্তি পার্টি	৮	৩০,৯৬২	০.০৯%	-
২৪.	জাতীয় গনতান্ত্রিক পার্টি (জাগপা)	১৬	১৪,৭৬১	০.০৭%	-
২৫.	বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট	১৩	২৪,৩১০	০.০৭%	-
২৬.	জাতীয় ঐক্য ফ্রন্ট	১৫	২১,৬২৪	০.০৬%	-
২৭.	জাতীয় জনতা পার্টি এবং গণতান্ত্রিক ঐক্য জোট	১১	২০,৫৬৮	০.০৬%	-
২৮.	জামায়াতে ওলামায়ে ইসলামী ফ্রন্ট	৩	১৫,০৭৩	০.০৪%	-
২৯.	বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল বাসদ (মাহবুব)	৬	১৩,৪১৩	০.০৪%	-
৩০.	বাংলাদেশ হিন্দু লীগ	৬	১১,৯৪১	০.০৪%	-
৩১.	বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল (এম.এল)	৪	১১,২৭৫	০.০৩%	-
৩২.	ঐক্য প্রক্রিয়া	২	১১,০৭৪	০.০৩%	-
৩৩.	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (মতিন)	৬	১১,০৭৩	০.০৩%	-
৩৪.	বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ন্যাপ (ভাসানী)	৩০	৯,১২৯	০.০৩%	-
৩৫.	প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক শক্তি (প্রগশ)	২	৬,৬৭৭	০.০২%	-
৩৬.	শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল	৩	৬,৩৯৬	০.০২%	-
৩৭.	জাতীয় বিপ্লবী ফ্রন্ট	৮	৩,৬৭১	০.০১%	-
৩৮.	প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী দল	৭	৩,৫৯৮	০.০১%	-
৩৯.	জাতীয় জনতা পার্টি (আশরাফ)	২	৩,১৮৭	০.০১%	-
৪০.	বাংলাদেশ জাতীয় তাঁতী দল	৭	৩,১১৫	০.০১%	-
৪১.	বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (ইউসুফ)	৮	২,৭৫৭	০.০১%	-
৪২.	জাতীয় যুক্ত ফ্রন্ট	৭	২,৬৬৮	০.০১%	-
৪৩.	জাতীয় জনতা পার্টি(আসাদ)	৭	১,৫৭০	০.০০৫%	-
৪৪.	বাংলাদেশ ন্যাশনাল কংগ্রেস	১০	১,৪২১	০.০০৪%	-
৪৫.	জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক চাষী দল (জাগচাদ)	১০	১,৩১৭	০.০০৪%	-
৪৬.	বাংলাদেশ গণআজাদী লীগ (সামাদ)	১	১,৩১৪	০.০০৪%	-
৪৭.	জন শক্তি পার্টি	৪	১,২৬৩	০.০০৪%	-
৪৮.	বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি	৩	১,২৩৬	০.০০৪%	-

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	রাজনৈতিক দল/জোট/স্বতন্ত্র	মনোনীত প্রার্থীর সংখ্যা	প্রাপ্ত ভোট সংখ্যা	প্রাপ্ত ভোটের শতকরা হার	প্রাপ্ত আসন সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫	৬
৪৯.	ইসলামী সমাজতান্ত্রিক দল, বাংলাদেশ	২	১,০৩৯	০.০০৩%	-
৫০.	বাংলাদেশ ফ্রীডম লীগ	২	১,০৩৪	০.০০৩%	-
৫১.	পিপলস ডেমেক্রেটিক লীগ	১	৮৭৯	০.০০৩%	-
৫২.	বাংলাদেশ পিপলস লীগ (গরীবে নেওয়াজ)	৫	৭৪২	০.০০২%	-
৫৩.	জনতা মুক্তি দল (জমুদ)	৪	৭২৩	০.০০২%	-
৫৪.	বাংলাদেশ জন পরিষদ	৬	৬৮৬	০.০০২%	-
৫৫.	মুসলিম পিপলস পার্টি	১	৫১৫	০.০০২%	-
৫৬.	বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক মুক্তি আন্দোলন	২	৫০৩	০.০০১%	-
৫৭.	বাংলাদেশ ন্যাশনাল হিন্দু পার্টি	২	৫০২	০.০০১%	-
৫৮.	জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক দল (জাগদল)	৩	৪৯৬	০.০০১%	-
৫৯.	ডেমোক্রেটিক লীগ	১	৪৫৩	০.০০১%	-
৬০.	ধুমপান ও মাদক দ্রব্য নিবারনকারী মানব সেবা সংস্থা (সিদসা)	২	৪৫৩	০.০০১%	-
৬১.	জাতীয় তরুন সংঘ	১	৪১৭	০.০০১%	-
৬২.	বাংলাদেশ লেবার পার্টি	১	৩১৮	০.০০১%	-
৬৩.	বাংলাদেশ মানবতাবাদী দল (বামাদ)	৪	২৯৪	০.০০১%	-
৬৪.	আইডিয়েল পার্টি	১	২৫১	০.০০১%	-
৬৫.	বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ভাষানী সাদেকুর রহমান)	১	২৪৮	০.০০১%	-
৬৬.	বাংলাদেশ খেলাফত পার্টি	১	২৪১	০.০০১%	-
৬৭.	বাংলাদেশ ইনকিলাব পার্টি	৩	২১৪	০.০০১%	-
৬৮.	বাংলাদেশ ইসলামী বিপ্লবী পরিষদ	১	২০২	০.০০১%	-
৬৯.	বাংলাদেশ বেকার সমাজ	২	১৮২	০.০০০৫%	-
৭০.	বাংলাদেশ আদর্শ কৃষক দল	১	১৫৪	০.০০০৫%	-
৭১.	বাংলাদেশ ইসলামী রিপাবলিকান পার্টি	১	১৩৮	০.০০০৪%	-
৭২.	বাংলাদেশ বেকার পার্টি	১	৩৯	০.০০০১%	-
৭৩.	জাতীয় শ্রমজীবি পার্টি	১	২৮	০.০০০১%	-
৭৪.	ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ভাসানী নুর মোঃ কাজী)	১	২৭	০.০০০১%	-
৭৫.	বাংলাদেশ জাতীয় পিপলস পার্টি	১	২৫	০.০০০১%	-
৭৬.	স্বতন্ত্র/নির্দলীয়	৪২৪	১৪,৯৭,৩৯৬	৪.৩৯%	৩
	মোট =	২, ৭৮৭	৩,৪১,০৩,৭৭৭	-	৩০০

সূত্র: বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, ১৯৯১ ।

Dhaka University Institutional Repository

৪.২ সারণিতে দেখা যায়, ৭৫টি রাজনৈতিক দল এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। এই রাজনৈতিক দলগুলোর মোট প্রার্থী ছিল ২৭৮৭ জন এবং কোন প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হননি। মোট ভোটারের মধ্যে ৫৫.৪৫% ভোটার এ নির্বাচনে ভোট দেন। প্রদত্ত বৈধ ভোট দেন ৩,৪১,০৩,৭৭৭টি। বাতিল ভোট ছিল ৩,৭৪,০২৬টি। নির্বাচনী কেন্দ্র ছিল ২৪,১৫৪টি। নির্বাচন গ্রহণকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ ছিল ৩,৬০,৯৮৫ জন। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ৭৫টি দলের মধ্যে ১২টি দল সংসদে প্রতিনিধিত্ব লাভ করে। এর মধ্যে বিএনপি ৩০০টি আসনের প্রত্যেকটিতে মনোনয়ন দিয়ে ১৪০টি আসনে বিজয়ী হয়ে সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে গণ্য হয়। বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ ২৬৪ জন প্রার্থী মনোনয়ন দিয়ে ৮৮টি আসন লাভ করে দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে গণ্য হয়। এই নির্বাচনে জাতীয় পার্টি ৩৫টি আসনে বিজয়ী হয়। জামাতে ইসলামী বাংলাদেশ ১৮টি আসনে বিজয়ী হয়। অন্য ৮টি রাজনৈতিক দলের মধ্যে দুটি রাজনৈতিক দল ৫টি করে আসন লাভ করে। অপর ৬টি রাজনৈতিক দল ১টি করে আসন লাভ করে। স্বতন্ত্র প্রার্থী লাভ করে ৩টি আসন। কয়েকজন প্রার্থী একাধিক আসনে এই নির্বাচেন নির্বাচিত হন। এই নির্বাচনে বিএনপি থেকে বেগম খালেদা জিয়া এবং জাতীয় পার্টি থেকে হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদ ৫টি আসনে নির্বাচনে বিজয়ী হন। আওয়ামী লীগ থেকে তোফায়েল আহমেদ এবং আব্দুর রাজ্জাক ২টি করে আসনে বিজয়ী হন।[৮৮]

সারণি: ৪.৩
পঞ্চম জাতীয় সংসদে দলগত অবস্থান

ক্রমিক নং	রাজনৈতিক দল	প্রাপ্ত আসন সংখ্যা
০১	বিএনপি	১৪০
০২	আওয়ামী লীগ	৮৮
০৩	জাতীয় পার্টি	৩৫
০৪	জামায়াত-ই-ইসলাম	১৮
০৫	বাকশাল	৫
০৬	সিপিবি	৫
০৭	গণতন্ত্রীক পার্টি	১
০৮	ওয়াকার্স পার্টি	১
০৯	ইসলামী ঐক্য আন্দোলন	১
১০	এনডিপি	১
১১	জাসদ সিরাজ	১
১২	ন্যাপ মোজাফফর	১
১৩	স্বতন্ত্র	৩
	মোট =	**৩০০**

সূত্রঃ বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, ১৯৯১।

৮৮. নির্বাচনী কার্যক্রম প্রতিবেদন, *জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১৯৯১, বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন,* ঢাকা:২৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯১ সাল, পৃষ্ঠা নং ৫১

Dhaka University Institutional Repository

দলগত অবস্থানের ক্ষেত্রে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি ১৪০টি আসনে বিজয়ী হয়। আওয়ামী লীগ লাভ করে ৮৮টি আসন। জাতীয় পার্টি লাভ করে ৩৫টি আসন। জামায়াত-ই-ইসলাম লাভ করে ১৮টি আসন। বাকশাল লাভ করে ৫টি আসন। সিপিবি লাভ করে ৫টি আসন। গণতান্ত্রিক পার্টি, ওয়াকার্স পার্টি, ইসলামী ঐক্য আন্দোলন, এনডিপি, জাসদ সিরাজ, ন্যাপ মোজাফ্ফর প্রত্যেক দল একটি করে আসন লাভ করে এবং স্বতন্ত্র লাভ করে ৩টি আসন। নব-নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত পঞ্চম জাতীয় সংসদে গৃহীত সংবিধানের একাদশ ও দ্বাদশ সংশোধনী আইনের দ্বারা বাংলাদেশে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রর্বতনের পথ সুগম হয়।

একাদশ সংশোধনী আইনের দ্বারা অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি তাঁর পূর্বপদে ফিরে যান এবং এক আনন্দঘন ও সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশে দ্বাদশ সংশোধনী আইনে বাংলাদেশের জনগণের চির কাঙ্খিত সংসদীয় সরকার পদ্ধতির প্রস্তাব করা হয় এবং ১৯৯১ সালের ৬ই আগষ্ট সর্বসম্মতিক্রমে সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী বিল গ্রহণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র পুণঃপ্রবর্তিত হওয়ার পথ সুগম হয়।[৮৯]

দ্বাদশ সংশোধনী বিলটি গণভোটে পেশ করলে বিলটির উপর গণভোটে মোট ৩৫.১৯% ভোটার ভোট দেয়। ৮৪.৩৮% ভোটার বিলের পক্ষে ভোট দেয়। ১৫.৬২% ভোটার বিলের বিপক্ষে ভোট দেয়। সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর ব্যাপারে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ঐক্যমত্য থাকায় এর পক্ষে বা বিপক্ষে প্রচারণার প্রয়োজনীয়তা অনুভব না করায় জনগণ গণভোটে উদ্বুদ্ধ হয়নি। এছাড়া প্রবল বৃষ্টিপাত ও বন্যার কারণে ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত হওয়া সম্ভব হয়নি। এইভাবে রেফারেন্ডম বা গণভোটে ১৯৯১ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর জনগণ তা অনুমোদন করে এবং ১৯৯১ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র পূনঃ প্রবর্তিত হয়। ৮ অক্টোবর সংসদ সদস্য আবদুর রহমান বিশ্বাস জাতীয় সংসদ কর্তৃক রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। এরশাদের জাতীয় পার্টি দ্বাদশ সংশোধনী আইনের বিরোধিতা করে, তবে বিপক্ষে ভোট দান থেকে বিরত থাকে এবং শেষ পর্যন্ত জনগণের কাঙ্খিত সংসদীয় সরকার পদ্ধতি মেনে নেয়।

৮৯. আলী, মোহাম্মদ, *বাংলাদেশের সাংবিধানিক বিবর্তন*, *বাংলাদেশের রাজনীতির ২৫ বছর*, প্রথম খণ্ড, সম্পাদনা, রেহমান তারেক শামসুর, মাওলা ব্রাদার্স, ৩৯ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০। পৃ.১৩৮

Dhaka University Institutional Repository

সারণি: ৪.৪

পঞ্চম জাতীয় সংসদ ১৯৯১-এর অধিবেশনসমূহের খতিয়ান:

অধিবেশন	শুরু	শেষ	মোট দিন	মোট বৈঠক দিবস
প্রথম	৫-৪-৯১	১৫-৫-৯১	৪১দিন	২২দিন
দ্বিতীয়	১১-৬-৯১	১৪-৮-৯১	৬৫দিন	৪৩দিন
তৃতীয়	১২-১০-৯১	৫-১১-৯১	২৫দিন	১৪দিন
চতুর্থ	৪-১-৯২	১৮-২-৯২	৪৬দিন	২৭দিন
পঞ্চম	১২-৪-৯২	১৯-৪-৯২	৮দিন	০৬দিন
ষষ্ঠ	১৮-৬-৯২	১৩-৮-৯২	৫৭দিন	৪১দিন
সপ্তম	১১-১০-৯২	৬-১১-৯২	২৭দিন	২০দিন
অষ্টম	৩-১-৯৩	১১-৩-৯৩	৬৮দিন	৩২দিন
নবম	৯-৫-৯৩	১৩-৫-৯৩	০৫দিন	০৫দিন
দশম	৬-৬-৯৩	১৫-৭-৯৩	৪০দিন	৩১দিন
একাদশ	১২-৯-৯৩	২৭-৯-৯৩	১৬দিন	১২দিন
দ্বাদশ	২১-১১-৯৩	৮-১২-৯৩	১৮দিন	১৪দিন
ত্রয়োদশ	৫-২-৯৪	৭-৩-৯৪	৩১দিন	১৯দিন
চতুর্দশ	৪-৫-৯৪	১১-৫-৯৪	০৮দিন	০৬দিন
পঞ্চদশ	৬-৬-৯৪	১১-৬-৯৪	৩৬দিন	২৫দিন
ষষ্ঠদশ	৩০-৮-৯৪	১৪-৯-৯৪	১৬দিন	১০দিন
সপ্তদশ	১২-১১-৯৪	৮-১২-৯৪	২৭দিন	২১দিন
অষ্টাদশ	২৩-১-৯৫	২৩-২-৯৫	৩২দিন	১৮দিন
উনিষতম	২৪-৪-৯৫	২৭-৪-৯৫	০৪দিন	০৪দিন
বিশতম	১৫-০৬-৯৫	১১-৭-৯৫	২৭দিন	১৭দিন
একুশতম	০৬-০৯-৯৫	২৬-৯-৯৫	২১দিন	১০দিন
বাইশতম	১৫-১১-৯৫	১৮-১১-৯৫	০৪দিন	০৩দিন
			মোট কার্য দিবস-	**৪০০দিন**

সূত্র: *প্রথম অধিবেশন হতে বাইশতম অধিবেশন (০৫-০৪-১৯৯১ হতে ১৮-১১-১৯৯৫) পর্যন্ত কার্যবাহের সারাংশ*, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

সারণী ৪.৪ অনুযায়ী দেখা যায়, পঞ্চম জাতীয় সংসদের মোট ২২টি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় এবং এই অধিবেশনের মোট কার্য দিবস ছিল ৪০০ দিন। অধিবেশন শুরু হয় ০৫-০৪-১৯৯১ এবং অধিবেশন শেষ হয় ১৮-১১-১৯৯৫ তারিখে। পঞ্চম জাতীয় সংসদের স্থায়িত্বের মেয়াদ হল ৪ বছর ৮ মাস। ১৭৩টি আইন পাশ হয়।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি: ৪.৫
পঞ্চম জাতীয় সংসদ কালীন গঠিত কমিটির সংখ্যা

কমিটির ধরন	কমিটির সংখ্যা
স্থায়ী কমিটি:	
সংসদীয় স্থায়ী কমিটি	১১টি
মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৩৫টি
এড হক কমিটি (অস্থায়ী কমিটি):	
বাছাই কমিটি	২টি
বিশেষ কমিটি	৫টি
মোট =	**৫৩টি**

Source: Ahmed Nizam, *Parliamentary Committees & Parliamentary Government in Bangladesh,* P. 19.
সূত্র: *প্রথম অধিবেশন হতে বাইশতম অধিবেশন (০৫-০৪-১৯৯১ হতে ১৮-১১-১৯৯৫) পর্যন্ত কার্যবাহের সারাংশ,* বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়।

সারণি ৪.৫ এ দেখা যাচ্ছে যে, পঞ্চম জাতীয় সংসদে ১১টি সংসদীয় স্থায়ী কমিটি গঠিত হয়। ৩৫টি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠিত হয়। এডহক কমিটির মধ্যে ৫টি বিশেষ কমিটি গঠিত হয় এবং এই সংসদে ২টি বাছাই কমিটি গঠিত হয়। পঞ্চম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে ৩টি সংসদীয় স্থায়ী কমিটি গঠিত হয়। দ্বিতীয় অধিবেশনে ৫টি সংসদীয় স্থায়ী কমিটি, ১টি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, ১টি বিশেষ কমিটি এবং ২টি বাছাই কমিটি গঠিত হয়। তৃতীয় অধিবেশনে ১টি সংসদীয় স্থায়ী কমিটি, ৩৩টি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি এবং ২টি বিশেষ কমিটি গঠিত হয়। চতুর্থ অধিবেশনে ২টি সংসদীয় স্থায়ী কমিটি গঠিত হয়। দশম ও দ্বাদশ অধিবেশনে ১টি করে বিশেষ কমিটি গঠিত হয়। সতেরতম অধিবেশনে ১টি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠিত হয়।

সারণি: ৪.৬
পঞ্চম জাতীয় সংসদের অধিবেশন কাল, অধিবেশন দিবস সংখ্যা, উপস্থিতি, উত্থাপিত ও পাশকৃত সরকারী ও বেসরকারী বিলের তথ্যাবলী:

অধিবেশন	অধিবেশন কাল	অধিবেশন দিবস সংখ্যা	অধিবেশন মোট ঘন্টা	সরকারী			বেসরকারী	
				বিলের নোটিশ সংখ্যা	সংসদে উত্থাপিত বিল	সংসদ কর্তৃক পাসকৃত বিল	বিলের নোটিশ সংখ্যা	সংসদ কর্তৃক পাসকৃত বিল
প্রথম	৫ এপ্রিল থেকে ১৫ মে, ১৯৯১	২২	১৪০.৪৮	৩০	২৩	১৮	১৩	
দ্বিতীয়	১১ জুন থেকে ১৪ আগষ্ট, ১৯৯১	৪৩	২৪৬.৫৮	১১	১১	১০	৭	
তৃতীয়	১২ অক্টোবর থেকে ৫ নভেম্বর, ১৯৯১	১৪	৭০.৩১	১২	১১	৪	৪	
চতুর্থ	৪ জানুয়ারী থেকে ১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯২	২৭	১৪৭.৩৬	১৬	১৩	১৮	৬	
পঞ্চম	১২ এপ্রিল থেকে ১৯ এপ্রিল, ১৯৯২	৬	৩৩.০৭	১	১		৩	
ষষ্ঠ	১৮ জুন থেকে ১৩ আগষ্ট, ১৯৯২	৪১	২৬৩.১৪	২৯	২৬	১৮	৮	
সপ্তম	১১ অক্টোবর থেকে ৬ নভেম্বর, ১৯৯২	২০	৮৯.৩২	১৫	১৩	১৮	৮	
অষ্টম	৩ জানুয়ারী থেকে ১১ মার্চ, ১৯৯৩	৩২	১৩৩.৩১	১০	৯	১১	৯	১
নবম	৯মে থেকে ১৩ মে, ১৯৯৩	৫	২৫.৪৯	৬	৪		৮	
দশম	৬ জুন থেকে ১৫ জুলাই, ১৯৯৩	৩১	১৯৮.২৯	৭	৯	৯	১	
একাদশ	১২ সেপ্টেম্বর থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩	১২	৬৭.৫৭	৫	৪	৬	৮	
দ্বাদশ	২১ নভেম্বর থেকে ৮ ডিসেম্বর, ১৯৯৩	১৪	৬৭.৪৭	৫	৫	৭	৪	
ত্রয়োদশ	৫ ফেব্রুয়ারি থেকে ৭ মার্চ, ১৯৯৪	১৯	৬৩.০৮	৭	৬	২	২	
চতুর্দশ	৪ মে থেকে ১২ মে ১৯৯৪	৬	২০.৪৯	৩	২	৬	১	
পঞ্চদশ	৬ জুন থেকে ১১ জুলাই, ১৯৯৪	২৫	৭১.১৩	৯	৯	৭		
ষষ্ঠদশ	৩০অগাষ্ট থেকে ১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৪	১০	১৮.০৩	১	২	৪		
সপ্তদশ	১২ নভেম্বর থেকে ৮ ডিসেম্বর ১৯৯৪	২১	৩৯.২৭	৬	৬	৭		

Dhaka University Institutional Repository

অধিবেশন	অধিবেশন কাল	অধিবেশন দিবস সংখ্যা	অধিবেশন মোট ঘন্টা	সরকারী			বেসরকারী	
				বিলের নোটিশ সংখ্যা	সংসদে উত্থাপিত বিল	সংসদ কর্তৃক পাসকৃত বিল	বিলের নোটিশ সংখ্যা	সংসদ কর্তৃক পাসকৃত বিল
অষ্টাদশ	২৩ জানুয়ারী থেকে ২৩ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৫	১৮	৩২.৩৭	১২	১১	৯		
উনিষতম	২৪ এপ্রিল থেকে ২৭ এপ্রিল ১৯৯৫	৪	১২.০০	২	২	১		
বিশতম	১৫ জুন থেকে ১১ জুলাই, ১৯৯৫	১৭	৬২.৪৬	৯	৯	৮		
একুশতম	৬ সেপ্টেম্বর থেকে ২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫	১০	২৯.৫১	৫	৫	৮		
বাইশতম	১৫ নভেম্বর থেকে ১৮ নভেম্বর, ১৯৯৫	৩	৫.২৭	২	১	১		
মোট = ২২ দিন		৪০০	১৮৩৬	২০৩	১৮৩	১৭২	৮২	১

সূত্র: *পঞ্চম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন হতে বাইশতম অধিবেশন (০৫-০৪-১৯৯১ হতে ১৮-১১-১৯৯৫) পর্যন্ত কার্যবাহের সারাংশ।*

সারণি : ৪.৭
পঞ্চম জাতীয় সংসদের দল অনুযায়ী ওয়াকআউটের হিসাব (দিন ও বার)

অধিবেশন	আ,লীগ	জাপা	স্বতন্ত্র	জামাত	সিপিবি	জাসদ	ওয়ার্কার্স	ন্যাপ	গণতন্ত্রী	ইস.ঐক্য	মোট
প্রথম	৩ দিন ৫ বার	৪ দিন ৪ বার	২ দিন ২ বার								৯ বার
দ্বিতীয়	৭ দিন ৭ বার	৩ দিন ৩ বার	৫ দিন ৫ বার	২ দিন ২ বার	১ দিন ১ বার						১১ বার
তৃতীয়	১ দিন ১ বার		১ দিন ১ বার		২ দিন ২ বার		১ দিন ১ বার	২ দিন ২ বার	১ দিন ১ বার		২ বার
চতুর্থ	৩ দিন ৩ বার	৪ দিন ৫ বার	২ দিন ২ বার			১ দিন ১ বার		১ দিন ১ বার			৭ বার
পঞ্চম	১ দিন ১ বার	১ দিন ১ বার	১ দিন ১ বার	১ দিন ১ বার	১ দিন ১ বার	১ দিন ১ বার	১ দিন ১ বার	১ দিন ১ বার	১ দিন ১ বার		২ বার
ষষ্ঠ	২ দিন ২ বার			১ দিন ১ বার							৩ বার
সপ্তম	১ দিন ১ বার	১ দিন ১ বার		১ দিন ১ বার	২ দিন ২ বার	১ দিন ১ বার		১ দিন ১ বার	১ দিন ১ বার	১ দিন ১ বার	৩ বার
অষ্টম	৫ দিন ৫ বার	৩ দিন ৩ বার		১ দিন ১ বার					১ দিন ১ বার		৮ বার
নবম	১ দিন ১ বার				১ দিন ১ বার	১ দিন ১ বার					১ বার
দশম	৩ দিন ৩ বার	৪ দিন ৪ বার		১ দিন ১ বার	২ দিন ২ বার	২ দিন ২ বার	৩ দিন ৩ বার	১ দিন ১ বার	২ দিন ২ বার	২ দিন ২ বার	৫ বার

Dhaka University Institutional Repository

অধিবেশন	আ,লীগ	জাপা	স্বতন্ত্র	জামাত	সিপিবি	জাসদ	ওয়ার্কার্স	ন্যাপ	গণতন্ত্রী	ইস.ঐক্য	মোট
একাদশ	২ দিন ২ বার	১ দিন ১ বার		৩ দিন ৩ বার						১ দিন ১ বার	৪ বার
দ্বাদশ	১ দিন ১ বার	১ দিন ১ বার				১ দিন ১ বার			১ দিন ১ বার		১ বার
ত্রয়োদশ	৪ দিন ৪ বার	৪ দিন ৪ বার		৩ দিন ৩ বার		১ দিন ১ বার			২ দিন ২ বার	১ দিন ১ বার	৪ বার
মোট:	৩৪ দিন ৩৬ বার	২৬ দিন ২৬ বার	১১ দিন ১৩ বার	১৩ দিন ১৩ বার	৯ দিন ৯ বার	৮ দিন ৮ বার	৫ দিন ৫ বার	৬ দিন ৬ বার	৯ দিন ৯ বার	৫ দিন ৫ বার	৬০ বার

সূত্রঃ আকবর, মোঃ আলী, *বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের ওয়াকআউট ও বয়কট*, সংসদ সচিবালয়, ঢাকা:২০০৮। আরো দেখুন: *পঞ্চম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন হতে বাইশতম অধিবেশন (০৫-০৪-১৯৯১ হতে ১৮-১১-১৯৯৫) পর্যন্ত দৈনন্দিন বুলেটিন।*

সারণী ৪.৭ এ দেখা যায়, প্রথম অধিবেশন থেকে ত্রয়োদশ অধিবেশন পর্যন্ত বিরোধী দলগুলো মোট ৬০ বার জাতীয় সংসদ অধিবেশন থেকে ওয়াকআউট করেন। তন্মধ্যে প্রধান বিরোধী দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ৩৬ বার, জাতীয় পার্টি ২৭ বার, জামাত ১৩ বার, সিপিবি ৯ বার, জাসদ ৮ বার ওয়াকআউট করেন।

সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় বিরোধী দলের সরকারের উপর চাপ প্রয়োগের অন্যতম কৌশল হল সংসদ অধিবেশন থেকে প্রথমতঃ ওয়াকআউট করা। দ্বিতীয়তঃ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে জাতীয় সংসদে মুলতবি প্রস্তাব আনয়ন করা। তৃতীয়তঃ জনগণের রাজনৈতিক সচেতনা সৃষ্টি করার জন্য দেশব্যাপী সমাবেশের আয়োজন করা।

সারণি : ৪.৮

পঞ্চম জাতীয় সংসদে প্রধান বিরোধী দল কর্তৃক সংসদ বর্জনের তুলনামূলক আলোচনা।

ক্রমিক নং	অধিবেশন	পঞ্চম সংসদের মোট কার্যদিবস	উপস্থিত (দিন)	সংসদ বর্জন (দিন) প্রধান বিরোধী দল (আওয়ামী লীগ)
১	প্রথম	২২	২২	-
২	দ্বিতীয়	৪৩	৪৩	-
৩	তৃতীয়	১৪	১৪	-
৪	চতুর্থ	২৭	২৭	-
৫	পঞ্চম	০৬	০৬	-
৬	ষষ্ঠ	৪১	৩৩	০৮
৭	সপ্তম	২০	১২	০৮
৮	অষ্টম	৩১	৩১	-

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	অধিবেশন	পঞ্চম সংসদের মোট কার্যদিবস	উপস্থিত (দিন)	সংসদ বর্জন (দিন) প্রধান বিরোধী দল (আওয়ামী লীগ)
৯	নবম	০৫	০৫	-
১০	দশম	৩২	৩২	-
১১	একাদশ	১২	১২	-
১২	দ্বাদশ	১৪	১৪	-
১৩	ত্রয়োদশ	১৯	১৪	০৫
১৪	চর্তুদশ	০৬	-	০৬
১৫	পঞ্চদশ	২৫	-	২৫
১৬	ষষ্ঠদশ	১০	-	১০
১৭	সপ্তদশ	২১	-	২১
১৮	অষ্টাদশ	১৮	-	১৮
১৯	উনবিংশ	০৪	-	০৪
২০	বিংশ	১৭	-	১৭
২১	এশাবিংশ	১০	-	১০
২২	দ্বাবিংশ	০৩	-	০৩
মোট		**৪০০দিন**	**২৬৫দিন**	**১৩৫ দিন**

সূত্রঃ আকবর, মোঃ আলী, *বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের ওয়াকআউট ও বয়কট*, সংসদ সচিবালয়, ঢাকা:২০০৮। আরো দেখুন: *পঞ্চম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন হতে বাইশতম অধিবেশন (০৫ -০৪-১৯৯১ হতে ১৮-১১-১৯৯৫) পর্যন্ত দৈনন্দিন বুলেটিন।*

৪.৮ সারণিতে দেখা যায়, পঞ্চম জাতীয় সংসদে মোট কার্য দিবস ছিল ৪০০ দিন। তন্মধ্যে প্রধান বিরোধী দল ২৬৫ দিন সংসদ অধিবেশনে উপস্থিত থাকে এবং ১৩৫ দিন সংসদ বর্জন করে।

সংসদীয় স্থায়ী কমিটি গঠন:

পঞ্চম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে তিনটি সংসদীয় স্থায়ী কমিটি গঠিত হয়েছিল। ১৫ সদস্য বিশিষ্ট ১টি কার্য-উপদেষ্টা কমিটি মনোনীত করেন কার্যপ্রণালী বিধির ২১৯ বিধি অনুসারে জনাব স্পীকার এবং তিনি নিজেই এই কমিটির সভাপতি ছিলেন। ১২ সদস্য বিশিষ্ট সংসদ কমিটি স্পীকার মনোনীত করেন জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২৪৯ বিধি অনুসারে। মন্ত্রী জনাব আবদুল মতিন চৌধুরী এর সভাপতি ছিলেন। ১০ সদস্য বিশিষ্ট বেসরকারী সদস্যের বিল এবং বেসরকারী সদস্যের

Dhaka University Institutional Repository

সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সম্পর্কিত কমিটি গঠন করা হয় কার্যপ্রণালী বিধির ২২২ বিধি অনুসারে প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ নেতার প্রস্তাবক্রমে সংসদ কর্তৃক। এর সভাপতি ছিলেন জনাব আবদুর রব চৌধুরী।[৯০]

দ্বিতীয় অধিবেশনকালে সংসদ উপনেতা ও শিক্ষামন্ত্রীর প্রস্তাবক্রমে পঞ্চম জাতীয় সংসদে পাঁচটি সংসদীয় স্থায়ী কমিটি এবং ১টি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠিত হয়।[৯১]

সরকারী প্রতিষ্ঠান কমিটি গঠন: কার্যপ্রণালী বিধির ২৩৯ বিধি অনুসারে সংসদ ১০ সদস্য বিশিষ্ট সরকারী প্রতিষ্ঠান কমিটি গঠন করা হয়। মিঞা মোহাম্মদ মনসুর আলী এই কমিটি সভাপতি ছিলেন।

সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি: কার্য প্রণালী বিধির ২৩৪ বিধি অনুসারে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন জনাব এল. কে. সিদ্দিকী।

আইন ও বিচার মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠিত হয়: কার্য প্রণালী বিধির ২৪৭ বিধি অনুসারে সংসদ উপনেতা ও শিক্ষামন্ত্রীর প্রস্তাবক্রমে এই কমিটি গঠিত হয়। ১০ সদস্য বিশিষ্ট আইন ও বিচার মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠিত হয় এবং এই কমিটির সভাপতি ছিলেন মন্ত্রী, জনাব মির্জা গোলাম হাফিজ।

কার্যপ্রণালী বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠিত হয়: ১২ সদস্য বিশিষ্ট কার্যপ্রণালী বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠিত হয় এবং স্পীকার, জনাব আবদুর রহমান বিশ্বাস এই কমিটির সভাপতি ছিলেন। সংসদ উপনেতা ও শিক্ষামন্ত্রীর প্রস্তাবক্রমে জাতীয় সংসদের কার্য প্রণালী বিধির ২৬৪ বিধি অনুসারে এই কমিটি গঠিত হয়।

অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠিত হয়: ১০ সদস্য বিশিষ্ট অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠিত হয় জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২৩৬ বিধি অনুসারে। জনাব আবদুর রঊফ চৌধুরী এই কমিটির সভাপতি ছিলেন।

বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি: ১০ সদস্য বিশিষ্ট বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয় জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২৪০ বিধি অনুসারে। স্পীকার শেখ রাজ্জাক আলী এই কমিটির সভাপতি ছিলেন।

---

৯০. বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, *পঞ্চম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের ৫-৪-৯১ হতে ১৫-৫-৯১) কার্যবাহের সারাংশ।*

৯১. বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, *পঞ্চম জাতীয় সংসদের দ্বিতীয় অধিবেশনের (১১-৬-৯১ হতে ১৪-৮-৯১) কার্যবাহের সারাংশ*

Dhaka University Institutional Repository

১নং বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়: The Indemnity Ordinance, 1975 (Ordinance No. L of 1975) বাতিল বিল, ১৯৯১” সম্পর্কে রিপোর্ট প্রদানের জন্য ১৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয় জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২৬৬ বিধি অনুসারে সংসদ সদস্য জনাব মোহাম্মদ নাসিম কর্তৃক আনীত বিলের প্রেক্ষিতে। মির্জা গোলাম হাফিজ মিঞা এই কমিটির সভাপতি ছিলেন।

বাছাই কমিটি গঠন:

১নং বাছাই কমিটি: বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২২৫ বিধি অনুসারে আইন ও বিচার মন্ত্রীর প্রস্তাবক্রমে “সংবিধান (একাদশ সংশোধন) বিল, ১৯৯১” সম্পর্কে রিপোর্ট প্রদানের জন্য ১৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি বাছাই কমিটি গঠিত হয় এবং তার প্রস্তাবক্রমে সংবিধান (দ্বাদশ সংশোধন) বিল, ১৯৯১, বিরোধীদলীয় উপনেতা ও সংসদ সদস্য জনাব আবদুস সামাদ আজাদের প্রস্তাবক্রমে তার উত্থাপিত সংবিধান (সংশোধন) বিল, ১৯৯১ এবং সদস্য জনাব রাশেদ খান মেননের প্রস্তাবক্রমে তাঁর উত্থাপিত চারটি সংবিধান (সংশোধন) বিল, ১৯৯১ উক্ত বাছাই কমিটিতে প্রেরণ করা হয় রিপোর্ট প্রদানের জন্য।

২নং বাছাই কমিটি: সংসদ সদস্য জনাব সালাহ উদ্দিন ইউসুফের প্রস্তাবক্রমে জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২২৫ বিধি অনুসারে তার উত্থাপিত সংবিধান (সংশোধন) বিল, ১৯৯১ সম্পর্কে রিপোর্ট প্রদানের জন্য একটি বাছাই কমিটি গঠন করা হয় ১১ সদস্য বিশিষ্ট।

তৃতীয় অধিবেশনকালে ১টি সংসদীয় স্থায়ী কমিটি, তেত্রিশটি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠিত, ২টি বিশেষ কমিটি এবং ৩টি সংসদীয় স্থায়ী কমিটি পূর্ণগঠন করা হয়।[৯২]

সংসদ উপনেতা ডাঃ বদরুদ্দোজা চৌধুরীর প্রস্তাবক্রমে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২৪৬ ও ২৪৭ বিধি অনুসারে যথাক্রমে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, ত্রাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, সংস্কৃতি বিষয়াবলী মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, সংস্থাপন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, শ্রম ও জনশক্তি

৯২. *পঞ্চম জাতীয় সংসদের তৃতীয় অধিবেশনের (১২-১০-৯১ হতে ০৫-১১-৯১) পর্যন্ত কার্যবাহের সারাংশ*, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ।

Dhaka University Institutional Repository

মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, খাদ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, মৎস্য ও পশুপালন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, বস্ত্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, পূর্ত মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, তথ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, ভূমি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, এনার্জি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, পাট মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, বেসামরিক বিমান পরিবহন পর্যটন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, স্থানীয় সরকার, কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, ধর্ম মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি।

সরকারী প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিঃ সংসদ উপনেতা বদরুদ্দোজা চৌধুরীর প্রস্তাবক্রমে সংসদ কর্তৃক জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২৪৫ বিধি অনুসারে ৮ সদস্য বিশিষ্ট সরকারী প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়।

২নং বিশেষ কমিটিঃ ১৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয় এই অধিবেশনকালে জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২৬৬ বিধি অনুযায়ী সংসদ উপনেতা বদরুদ্দোজা চৌধুরীর প্রস্তাবক্রমে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস সম্পর্কিত পরিস্থিতি পর্যালোচনা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্দেশ্যে। মন্ত্রী, মির্জা গোলাম হাফিজ এই কমিটির সভাপতি ছিলেন।

৩নং বিশেষ কমিটিঃ ১৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয় জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২৬৬ বিধি অনুযায়ী আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী মির্জা গোলাম হাফিজের প্রস্তাবক্রমে সংসদে উত্থাপিত পাঁচটি বিল সম্পর্কে রিপোর্ট প্রদানের জন্য।

কার্য উপদেষ্টা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়ঃ ২১৯ বিধি অনুযায়ী গঠিত কার্য উপদেষ্টা কমিটি পুনর্গঠন করা হয় এই অধিবেশনকালে মাননীয় স্পীকার কর্তৃক। স্পীকার শেখ রাজ্জাক আলী ছিলেন এর সভাপতি।

কার্য প্রণালী বিধি কমিটি পুনর্গঠন করা হয়ঃ কার্য প্রণালী বিধির ২৬৪ বিধি অনুসারে কার্য প্রণালী বিধি কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। স্পীকার শেখ রাজ্জাক আলী ছিলেন এর সভাপতি।

Dhaka University Institutional Repository

বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি পুনর্গঠন করা হয়ঃ কার্যপ্রণালী বিধির ২৪০ বিধি অনুসারে ১০ সদস্য বিশিষ্ট বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। স্পীকার শেখ রাজ্জাক আলী ছিলেন এর সভাপতি।

এছাড়াও সংসদ উপনেতার প্রস্তাবক্রমে ২৩৪ বিধি অনুসারে গঠিত সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির একটি শূন্য পদে ২৫৩ কুমিল্লা-৬ হইতে নির্বাচিত সদস্য জনাব রেদোয়ান আহমেদকে নিয়োগ করা হয়।

জাতীয় সংসদের চতুর্থ অধিবেশনকালে ২টি সংসদীয় স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়।[৯৩]

পিটিশন কমিটি গঠন করা হয়ঃ কার্যপ্রণালী বিধির ২৩১ বিধি অনুসারে ১০ সদস্য বিশিষ্ট পিটিশন কমিটি গঠন করা হয়। স্পীকার, শেখ রাজ্জাক আলী এর সভাপতি ছিলেন।

লাইব্রেরী কমিটি গঠনঃ কার্যপ্রণালী বিধির ২৫৭ বিধি অনুসারে ১০ সদস্য বিশিষ্ট লাইব্রেরী কমিটি গঠন করা হয়। ডেপুটি স্পীকার, জনাব হুমায়ুন খান পন্নী এর সভাপতি ছিলেন।

জাতীয় সংসদের ষষ্ঠ অধিবেশনকালে ২টি মন্ত্রণালয় স্থায়ী সম্পর্কিত পূণর্গঠন করা হয়।[৯৪]

ত্রাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিঃ সংসদ উপনেতা ডাঃ বদরুদ্দোজা চৌধুরীর প্রস্তাবক্রমে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২৪৬ ও ২৪৭ বিধি অনুসারে ১০ সদস্য বিশিষ্ট ত্রাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি পুর্নগঠন করা হয়। প্রতিমন্ত্রী, জনাব মোঃ লুৎফর রহমান খান, এই কমিটির সভাপতি ছিলেন।

খাদ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিঃ কার্যপ্রণালী বিধির ২৪৬ ও ২৪৭ বিধি অনুসারে সংসদ উপনেতা ডাঃ বদরুদ্দোজা চৌধুরীর প্রস্তাবক্রমে ১০ সদস্য বিশিষ্ট খাদ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি পুর্নগঠন করা হয়। মন্ত্রী, জনাব সামসুল ইসলাম এই কমিটির সভাপতি ছিলেন।

জাতীয় সংসদের অষ্টম অধিবেশনকালে ভারপ্রাপ্ত সংসদ উপনেতা ও মন্ত্রী মেজর জেনারেল (অবঃ) মোঃ মাজিদুল উল হক এর প্রস্তাবক্রমে সংসদ কর্তৃক যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।[৯৫]

---

৯৩. *বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, পঞ্চম জাতীয় সংসদের চতুর্থ অধিবেশনের (০৪-০১-৯২ হতে ১৮-০২-৯২) কার্যবাহের সারাংশ*

৯৪. *বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, পঞ্চম জাতীয় সংসদের ষষ্ঠ অধিবেশনের (১৮-০৬-৯২ হতে ১৩-০৮-৯২) কার্যবাহের সারাংশ*

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় সংসদের অষ্টম অধিবেশনকালে কার্যপ্রণালী বিধির ২৪৬ ও ২৪৭ বিধি অনুসারে গঠিত ১০ সদস্য বিশিষ্ট যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি পুর্নগঠন করা হয়। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন জনাব অলি আহমদ, বীর বিক্রম (মন্ত্রী)।

৪নং বিশেষ কমিটি গঠন: দশম অধিবেশনকালে জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২৬৬ বিধি অনুসারে সংসদ উপনেতা ডাঃ বদরুদ্দোজা চৌধুরীর প্রস্তাবক্রমে সংসদ কর্তৃক সরকারী দল থেকে ৭জন সদস্য এবং বিরোধী দল থেকে ৭জন সদস্য নিয়ে মোট ১৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়। কৃষি এবং সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রীর বিরুদ্ধে জনাব তোফায়েল আহমেদ কর্তৃক উত্থাপিত অভিযোগ যাচাইয়ের জন্য।[৯৬]

সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির একটি শূন্য পদে নিয়োগ: এই অধিবেশনকালে সংসদ উপনেতা ডাঃ বদরুদ্দোজা চৌধুরীর প্রস্তাবক্রমে কার্যপ্রণালী বিধির ২৩৪ বিধি অনুসারে গঠিত সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির একটি শূন্য পদে কিশোরগঞ্জ-৪ হইতে নির্বাচিত সদস্য ডাঃ মিজানুল হককে নিয়োগ করা হয়।

এই অধিবেশনকালে সংসদ উপনেতা ডাঃ বদরুদ্দোজা চৌধুরীর প্রস্তাবক্রমে কার্যপ্রণালী বিধির ২৪৭ বিধি অনুসারে গঠিত নিম্নলিখিত স্থায়ী কমিটিসমূহের সদস্য সংসদ কর্তৃক নিম্নরূপভাবে রদ-বদল করা হয়:

১. ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে (একটি শূন্যপদে) রাজবাড়ী-১ হতে নির্বাচিত সদস্য কাজী কেরামত আলীকে।
২. ডাঃ মিজানুল হক (কিশোরগঞ্জ-৪) এর স্থলে ফরিদপুর-২ হতে নির্বাচিত সদস্য সৈয়দা সাজেদা চৌধুরীকে, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে।
৩. বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে (একটি শুন্য পদে) ভোলা-৪ হতে নির্বাচিত সদস্য জনাব মোঃ জাফর উল্লাহ চৌধুরীকে।
৪. মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে (একটি শূন্যপদে) ময়মনসিংহ-৩ হতে নির্বাচিত সদস্য রওশনারা বেগমকে।
৫. রাজশাহী-১ হতে নির্বাচিত সদস্য জনাব মোঃ আমিনুল হক কে জনাব মোঃ নুরুল হুদা (চাঁদপুর-২)-এর স্থলে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি।

---

৯৫. *বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, পঞ্চম জাতীয় সংসদের অষ্টম অধিবেশনের (০৩-০১-৯৩ হতে ১১-০৩-৯৩) কার্যবাহের সারাংশ*

৯৬. *বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, পঞ্চম জাতীয় সংসদের দশম অধিবেশনের (০৬-০৬-৯৩ হতে ১৫-০৭-৯৩) কার্যবাহের সারাংশ*

Dhaka University Institutional Repository

৬. ত্রাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে (একটি শূন্যপদে) ঢাকা-১১ হতে নির্বাচিত সদস্য সৈয়দ মোহাম্মদ মহসীনকে।

দ্বাদশ অধিবেশনকালে জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২৪৭ বিধি এবং ২৬৬ বিধি অনুসারে গঠিত কমিটিসমূহে সদস্যগণের নিয়োগের মাধ্যমে রদ বদল করা হয়েছে। এই অধিবেশনকালে কৃষি, সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রী মেজর জেনারেল (অবঃ) মোঃ মাজিদ উল হক এর প্রস্তাবক্রমে কার্যপ্রণালী বিধির ২৪৭ বিধি অনুসারে গঠিত নিম্নলিখিত স্থায়ী কমিটিসমূহের সদস্য সংসদ কর্তৃক নিম্নরূপভাবে রদবদল করা হয়:

১. জনাব মোস্তাফিজুর রহমান (চট্টগ্রাম-৩) এর স্থলে মাদারীপুর-৩ হতে নির্বাচিত সদস্য আলহাজ্ব সৈয়দ আবুল হোসেনকে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে।

২. আলহাজ্ব আখতারুজ্জামান চৌধুরী (বাবু) (চট্টগাম-১২) এর স্থলে নিয়োগ দেয়া হয় শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে খুলনা-১ হতে নির্বাচিত সদস্য শেখ হারুনুর রশীদকে।

৫নং বিশেষ কমিটি: স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী জনাব মোঃ আবদুস সালাম তালুকদারের প্রস্তাবক্রমে এই অধিবেশনকালে কার্যপ্রণালী বিধির ২৬৬ বিধি অনুসারে স্থানীয় সরকার (জেলা পরিষদ) আইন, ১৯৮৮ এর প্রস্তাবিত সংশোধনীসমূহ স্থানীয় সরকার (জেলা পরিষদ) (সংশোধন) বিল, ১৯৯৩ পর্যালোচনা পূর্বক জেলা পরিষদ গঠন, কার্যক্রম ও ক্ষমতা সম্পর্কে সুপারিশ প্রণয়নের জন্য গঠন করা হয় ১৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি বিশেষ কমিটি। ৭ সদস্য সরকারী দলের ছিল এবং ৭ জন সদস্য বিরোধী দলের ছিল। জনাব মোঃ আবদুস সালাম তালুকদার এই কমিটির সভাপতি ছিলেন।[৯৭]

ত্রয়োদশ অধিবেশনকালে সংসদ উপনেতা ডাঃ বদরুদ্দোজা চৌধুরীর প্রস্তাবক্রমে কার্যপ্রণালী বিধির ২৩৪ বিধি অনুসারে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। এবং কার্যপ্রণালী বিধির ২২২ বিধি অনুসারে ১০ সদস্য বিশিষ্ট বেসরকারী সদস্যদের বিল এবং বেসরকারী সদস্যদের সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি সংসদ উপনেতা ডাঃ বদরুদ্দোজা চৌধুরীর প্রস্তাবক্রমে পুর্নগঠন করা হয়।

---

৯৭. *বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, পঞ্চম জাতীয় সংসদের দ্বাদশ অধিবেশনের (২১-১১-৯৩ হতে ০৮-১২-৯৩) কার্যবাহের সারাংশ*

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়া এই অধিবেশনে নিম্নলিখিত স্থায়ী কমিটিসমূহের শূন্যপদ পূরণ করা হয় যা, কার্যপ্রণালী বিধির ২৪৭ বিধি অনুসারে গঠিত।

১. পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে (একটি শূন্যপদে) মানিকগঞ্জ-৪ হতে নির্বাচিত সংসদ সদস্য জনাব শামসুল ইসলাম খানকে নিয়োগ দেয়া হয়।

২. ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে (একটি শূন্যপদে) রাজশাহী-৫ হতে নির্বাচিত সংসদ সদস্য জনাব মোঃ আজিজুর রহমানকে।[৯৮]

সপ্তদশ অধিবেশনকালে কার্যপ্রণালী বিধির ২৪৭ বিধি অনুসারে সংসদ উপনেতা ডাঃ বদরুদ্দোজা চৌধুরীর অনুপস্থিতিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমতিক্রমে প্রধান হুইপ খন্দকার দেলোয়ার হোসেনের প্রস্তাবক্রমে যে সমস্ত কমিটি গঠন/পুর্ণগঠন ও শূন্যপদ পূরণ করা হয় তা হলো:

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠন: সংসদ উপনেতা ডাঃ বদরুদ্দোজা চৌধুরীর অনুপস্থিতিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমতিক্রমে প্রধান হুইপ খন্দকার দেলোয়ার হোসেনের প্রস্তাবক্রমে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠন।

তথ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি: এই অধিবেশনকালে প্রধান হুইপ খন্দকার দেলোয়ার হোসেনের প্রস্তাবক্রমে ১০ সদস্য বিশিষ্ট তথ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি পুর্ণগঠন করা হয়।

এনার্জি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি পুর্নগঠন: এই অধিবেশনকালে প্রধান হুইপ খন্দকার দেলোয়ার হোসেনের প্রস্তাবক্রমে ১০ সদস্য বিশিষ্ট এনার্জি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি পুর্নগঠন করা হয়।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি পুর্নগঠন: প্রধান হুইপ খন্দকার দেলোয়ার হোসেনের প্রস্তাবক্রমে ১০ সদস্য বিশিষ্ট ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি পুর্নগঠন করা হয়।

জাতীয় সংসদের সপ্তদশ অধিবেশনকালে এবং কার্যপ্রণালীর বিধির ২৪৭ বিধি অনুসারে গঠিত শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির একটি শুন্য পদে সংসদ সদস্য অধ্যাপক মোঃ রেজাউল করিম (২০৪ নারায়নগঞ্জ-৩) কে নিয়োগ করা হয়।[৯৯]

জাতীয় সংসদের অষ্টাদশ অধিবেশনকালে সংসদ উপনেতা ডাঃ বদরুদ্দোজা চৌধুরীর প্রস্তাবক্রমে কার্যপ্রণালী বিধির ২৪৭, ২৩৯ ও ২৩৬ বিধি অনুসারে গঠিত কমিটিসমূহের শূন্যপদে পূরণ করা হয়:

---

৯৮. *বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, পঞ্চম জাতীয় সংসদের ত্রয়োদশ অধিবেশনের (৫-২-৯৪ হতে ৭-৩-৯৪) কার্যবাহের সারাংশ*

৯৯. *বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, পঞ্চম জাতীয় সংসদের সপ্তদশ অধিবেশনের (১২-১১-৯৪ হতে ০৮-১২-৯৪) কার্যবাহের সারাংশ*

Dhaka University Institutional Repository

১. মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে (একটি শূন্যপদে) নাটোর-৩ হতে নির্বাচিত সংসদ সদস্য কাজী গোলাম মোর্শেদকে।

২. গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে (একটি শূন্যপদে) শেরপুর ৩ হতে নির্বাচিত সংসদ সদস্য জনাব মাহমুদুল হককে।

৩. সরকারী প্রতিষ্ঠান কমিটিতে (একটি শূন্যপদে) বাকেরগঞ্জ-৩ হতে নির্বাচিত সংসদ সদস্য অধ্যক্ষ আঃ রশিদ খানকে এবং

৪. অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত কমিটিতে (একটি শূন্যপদে) সিরাজগঞ্জ-৪ হতে নির্বাচিত সংসদ সদস্য জনাব এম আকবর আলীকে।[১০০]

উনিশতম অধিবেশনকালে জাতীয় সংসদের সংসদ উপনেতা ডাঃ বদরুদ্দোজা চৌধুরীর প্রস্তাবক্রমে কার্যপ্রণালী বিধির ২৪৭ বিধি অনুসারে গঠিত ভূমি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির একটি শূন্যপদে সংসদ সদস্য জনাব শাহ্ জাহান মিয়া, ২৪৭ ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৬ কে নিয়োগ করা হয়।[১০১]

সারণি : ৪.৯

৫ম জাতীয় সংসদের ১ম হতে ২২তম অধিবেশন পর্যন্ত প্রতিশ্রুতিসমূহের অগ্রগতি সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়	মোট প্রতিশ্রুতি	বাস্তবায়িত	আংশিক বাস্তবায়িত	বাস্তবায়নাধীন	বাস্তবায়ন হয়নি	বৈঠকের সংখ্যা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১	সংস্থাপন মন্ত্রণালয়	২	-	-	২	-	-	-
২	অর্থ মন্ত্রণালয়	২	১	-	১	-	-	-
৩	আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৩	২	-	-	১	-	-
৪	কৃষি মন্ত্রণালয়	৩	২	-	১	-	-	-
৫	ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়	২৪	১৬	৫	৩	-	-	-
৬	তথ্য মন্ত্রণালয়	৭	-	৩	১	২	-	-
৭	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	২	২	-	-	-	-	-
৮	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	২	২	-	-	-	-	-

১০০. *বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, পঞ্চম জাতীয় সংসদের অষ্টাদশ অধিবেশনের (২৩-১-৯৫ হতে ২৩-২-৯৫) কার্যবাহের সারাংশ*

১০১. *বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, পঞ্চম জাতীয় সংসদের উনিশ অধিবেশনের (১২-১১-৯৫ হতে ০৮-১২-৯৫) কার্যবাহের সারাংশ*

Dhaka University Institutional Repository

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়	মোট প্রতিশ্রুতি	বাস্তবায়িত	আংশিক বাস্তবায়িত	বাস্তবায়নাধীন	বাস্তবায়ন হয়নি	বৈঠকের সংখ্যা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
৯	নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়	৮	৪	-	৪	-	-	-
১০	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	১	১	-	-	-	-	-
১১	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	৪	৩	-	১	-	-	-
১২	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	১৮	৭	৭	-	৪	-	-
১৩	বস্ত্র মন্ত্রণালয়	৭	৫	-	-	২	-	-
১৪	বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়	১১	৬	১	৪	-	-	-
১৫	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	২৪	১৬	১	৪	-	-	-
১৬	যোগাযোগ মন্ত্রণালয়	১১৪	৫৬	৩৩	২২	৩	-	-
১৭	শিল্প মন্ত্রণালয়	৯	২	২	৩	২	-	-
১৮	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	৯	৯	-	-	-	-	-
১৯	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	৫৭	৩১	১	১৭	৮	-	-
২০	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৪	২	-	১	১	-	-
২১	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	৭২	৩৪	৮	২৪	৬	-	-
২২	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	৪১	৩০	-	১১	-	-	-
২৩	স্থানীয় সরকার বিভাগ	৩৭	২৬	৬	৪	-	-	-
২৪	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	২	-	-	২	-	-	-
২৫	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	২	২	-	-	-	-	-
২৬	পাট মন্ত্রণালয়	১	-	-	-	১	-	-
২৭	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	২	১	১	-	-	-	-
	মোট =	৪৬৮	২৬৩	৬১৬	১০৫	৩৪	-	-

সূত্র: সরকারী প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির প্রতিবেদন।

Dhaka University Institutional Repository

নিম্নলিখিত মন্ত্রণালয়গুলোর কোন প্রতিশ্রুতি নেই

ক্রমিক নং	মন্ত্রণালয়
১।	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
২।	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
৩।	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৪।	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
৫।	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
৬।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
৭।	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৮।	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

সূত্র: সরকারী প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, প্রগুক্ত।

সারণি ৪.৯ এ দেখা যায়, ৫ম জাতীয় সংসদের ১ম হতে ২২তম অধিবেশন পর্যন্ত সর্বমোট প্রতিশ্রুতির সংখ্যা ৪৬৮টি, এর মধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে ২৬৩টি।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম জাতীয় সংসদে গঠিত কমিটিসমূহের ভূমিকা ও কার্যকারিতা:

সারণি : ৪.১০

পঞ্চম জাতীয় সংসদ তথ্য চিত্র সংসদীয় কমিটি বৈঠক ও রিপোর্ট উপস্থাপন (বিধি ১৮৭-২৬৫)

ক্রঃ নং	কমিটির নাম	কমিটি গঠনের তারিখ	অনুষ্ঠিত বৈঠকের সংখ্যা	সংসদে রিপোর্ট পেশ
১।	কার্য উপদেষ্টা কমিটি	০৭-০৪-১৯৯১	৪৬	
২।	বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১৫-০৭-১৯৯১	২৩	৮টি
৩।	কার্যপ্রণালী বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	০৮-০৭-১৯৯১	১৫	১টি
৪।	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	০৩-১১-১৯৯১	৩৬	
৫।	সংস্থাপন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৮-০৮-১৯৯১	২৮	
৬।	এনার্জি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	০৩-১১-১৯৯১	৩৯	১টি
৭।	সংসদ কমিটি	০৭-০৪-১৯৯১	২০	
৮।	যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৭-১০-১১৯১	৩৪	
৯।	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৭-১০-১৯৯১	২৬	
১০।	কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	০৩-১১-১৯৯১	২৯	১টি
১১।	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	০৩-১১-১৯৯১	২৫	১টি
১২।	ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৮-১০-১৯৯১	২৬	
১৩।	বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	০৩-১১-১৯৯১	৪২	১টি
১৪।	তথ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৮-১০-১৯৯১	২৬	
১৫।	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	০৩-১১-১৯৯১	২৬	
১৬।	আইন, বিচার ও সংসদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	০৮-০৭-১৯৯১	৪৬	১টি
১৭।	বেসরকারী সদস্যদের বিল ও সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সম্পর্কিত কমিটি	২৪-০৪-১৯৯১	২৩	১০টি
১৮।	অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত কমিটি	০৮-০৭-১৯৯১	২৭	
১৯।	লাইব্রেরী কমিটি	০৪-০১-১৯৯১	০৫	
২০।	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৭-১০-১৯৯১	২৭	
২১।	ধর্ম মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	০৩-১১-১৯৯১	৩৬	১টি

Dhaka University Institutional Repository

ক্রঃ নং	কমিটির নাম	কমিটি গঠনের তারিখ	অনুষ্ঠিত বৈঠকের সংখ্যা	সংসদে রিপোর্ট পেশ
২২।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৭-১০-১৯৯১	৩৯	
২৩।	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৮-১০-১৯৯১	২৫	
২৪।	সরকারী প্রতিষ্ঠান কমিটি	০৮-০৭-১৯৯১	৪৮	২টি
২৫।	পাট মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	০৩-১১-১৯৯১	২৯	
২৬।	শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৭-১০-১৯৯১	৩১	
২৭।	বস্ত্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৮-০৮-১৯৯১	৪৬	১টি
২৮।	মহিলা ও শিশু মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	০৩-১১-১৯৯১	৩৬	১টি
২৯।	মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৮-১০-১৯৯১	৩৮	
৩০।	শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৭-১০-১৯৯১	২৭	
৩১।	সরকারী প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	০৩-১১-১৯৯১	১৪	১টি
৩২।	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	০৩-১১-১৯৯১	২২	১টি
৩৩।	সংস্কৃতি বিষয়াবলী মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৭-১০-১৯৯১	৪২	
৩৪।	সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	০৩-১১-১৯৯১	৩২	
৩৫।	খাদ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৮-১০-১৯৯১	৩০	
৩৬।	দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৭-১০-১৯৯১	২৪	
৩৭।	ভূমি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	০৩-১১-১৯৯১	১৫	
৩৮।	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	০৩-১১-১৯৯১	৩৪	১টি
৩৯।	অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৮-১০-১৯৯১	২৩	১টি
৪০।	গৃহায়ন ও পূর্ত মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৮-১০-১৯৯১	৩৪	
৪১।	সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	০৮-০৭-১৯৯১	১২৫	৪টি
৪২।	শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৭-১০-১৯৯১	৪৭	১টি
৪৩।	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৮-১০-১৯৯১	৩০	১টি
৪৪।	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	০৩-১১-১৯৯১	৩৩	
৪৫।	পিটিশন কমিটি	০৪-০১-১৯৯২	২৭	২টি
৪৬।	বিজ্ঞান প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৭-১১-১৯৯১	০৯	
	মোট: ৪৬টি কমিটি		**১৪৬৫**	**৪১টি**

সূত্র: সি এ সি সংসদীয় সমীক্ষা-৩, নভেম্বর ১৯৯৫।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি ৪.১০ এ দেখা যায়, পঞ্চম জাতীয় সংসদে ৪৬টি স্থায়ী কমিটি গঠিত হয়েছিল। ইহা ব্যতিত কার্যপ্রণালী বিধির ২২৫ অনুসারে দুইটি বাছাই কমিটি এবং ২৬৬ বিধি অনুসারে ৫টি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়।

পঞ্চম জাতীয় সংসদে গঠিত কমিটিগুলোর ১৪৬৫টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।[১০২] কিন্তু এই কমিটিগুলো মাত্র ৪১টি প্রতিবেদন সংসদে পেশ করেন। পঞ্চম জাতীয় সংসদের ১১টি সংসদীয় কমিটির মধ্যে ৭টি কমিটি ২৮টি প্রতিবেদন সংসদে পেশ করেন। মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত ৩৫টি কমিটির মধ্যে মাত্র ১৩টি কমিটি প্রতিবেদন সংসদে উপস্থাপন করেন। এই কমিটিগুলো ৫৩টি সাব-কমিটি গঠন করে এবং সাব-কমিটি ১৩৬টি বৈঠকে মিলিত হয়। মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত কমিটির মধ্যে ২২টি কমিটি কোন প্রতিবেদন সংসদে পেশ করতে সক্ষম হয়নি এবং সংসদীয় ১১টি কমিটির মধ্যে ৪টি কমিটি কোন প্রতিবেদন সংসদে উপস্থাপন করেনি। এছাড়া ৫টি বিশেষ কমিটির মধ্যে ১টি কমিটি ২টি প্রতিবেদন সংসদে উপস্থাপন করেন।

কার্য-উপদেষ্টা কমিটির ৪৬টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়, তবে কোন প্রতিবেদন সংসদে উত্থাপিত হয়নি। বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ২৩টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং ৮টি প্রতিবেদন সংসদে উত্থাপিত হয়। কার্যপ্রণালী বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ১৫টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ১টি প্রতিবেদন সংসদে উত্থাপিত হয়। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ৩৬টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় তবে কোন প্রতিবেদন সংসদে উত্থাপিত হয়নি। সংস্থাপন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ২৮টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় তবে কোন প্রতিবেদন সংসদে উত্থাপিত হয়নি। এনার্জি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ৩৯টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ১টি প্রতিবেদন সংসদে উত্থাপিত হয়।[১০৩]

সংসদ কমিটির ২০টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় তবে কোন প্রতিবেদন সংসদে উত্থাপিত হয়নি। যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৩৪টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় তবে কোন প্রতিবেদন সংসদে উত্থাপিত হয়নি। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ২৬টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় তবে কোন প্রতিবেদন সংসদে উত্থাপিত হয়নি। কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ২৯টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ১টি প্রতিবেদন সংসদে উত্থাপিত হয়নি। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ২৫টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ১টি প্রতিবেদন সংসদে উত্থাপিত হয়নি। ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী

১০২. *সি এ সি সংসদীয় সমীক্ষা-৩, নভেম্বর ১৯৯৫।*
১০৩. *প্রাগুক্ত।*

Dhaka University Institutional Repository

কমিটির ২৬টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় তবে কোন প্রতিবেদন সংসদে উত্থাপিত হয়নি। বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৪২টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ১টি প্রতিবেদন সংসদে উত্থাপিত হয়। তথ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ২৬টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় তবে কোন প্রতিবেদন সংসদে উত্থাপিত হয়নি। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ২৬টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় তবে কোন প্রতিবেদন সংসদে উত্থাপিত হয়নি।[১০৪]

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৪৬টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ১টি প্রতিবেদন সংসদে উত্থাপিত হয়। বেসামরিক সদস্যদের বিল ও সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ২৩টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ১০টি প্রতিবেদন সংসদে উত্থাপিত হয়। অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ২৭টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় তবে কোন প্রতিবেদন সংসদে উত্থাপিত হয়নি। লাইব্রেরী কমিটির ০৫টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় তবে কোন প্রতিবেদন সংসদে উত্থাপিত হয়নি।[১০৫]

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ২৭টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় তবে কোন প্রতিবেদন সংসদে উত্থাপিত হয়নি। ধর্ম মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৩৬টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় তবে ১টি প্রতিবেদন সংসদে উত্থাপিত হয়। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৩৯টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় তবে কোন প্রতিবেদন সংসদে উত্থাপিত হয়নি। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ২৫টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় তবে কোন প্রতিবেদন সংসদে উত্থাপিত হয়নি। সরকারী প্রতিষ্ঠান কমিটির ৪৮টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং ২টি প্রতিবেদন সংসদে উত্থাপিত হয়।[১০৬]

পাট মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ২৯টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় তবে কোন প্রতিবেদন সংসদে উত্থাপিত হয়নি। শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৩১টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় তবে কোন প্রতিবেদন সংসদে উত্থাপিত হয়নি। বস্ত্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৪৬টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ১টি প্রতিবেদন সংসদে উত্থাপিত হয়। মহিলা ও শিশু মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৩৬টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং ১টি প্রতিবেদন সংসদে উত্থাপিত হয়। মৎস ও পশুপালন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৩৮টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় তবে কোন প্রতিবেদন সংসদে উত্থাপিত হয়নি। শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ২৭টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় তবে কোন প্রতিবেদন সংসদে উত্থাপিত হয়নি। সরকারী প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ১৪টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ১টি প্রতিবেদন

১০৪. *প্রাগুক্ত।*
১০৫. *সি এ সি সংসদীয় সমীক্ষা-৩, নভেম্বর ১৯৯৫।*
১০৬. *প্রাগুক্ত।*

Dhaka University Institutional Repository

সংসদে উত্থাপিত হয়। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ২২টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং ১টি প্রতিবেদন সংসদে উত্থাপিত হয়। সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৪২টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় তবে কোন প্রতিবেদন সংসদে উত্থাপিত হয়নি।[১০৭]

সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৩২টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় তবে কোন প্রতিবেদন সংসদে উত্থাপিত হয়নি। খাদ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৩০টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় তবে কোন প্রতিবেদন সংসদে উত্থাপিত হয়নি। দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ২৪টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় তবে কোন প্রতিবেদন সংসদে উত্থাপিত হয়নি। ভূমি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ১৫টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় তবে কোন প্রতিবেদন সংসদে উত্থাপিত হয়নি। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৩৪টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং ১টি প্রতিবেদন সংসদে উত্থাপিত হয়।[১০৮]

অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ২৩টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ১টি প্রতিবেদন সংসদে উত্থাপিত হয়। গৃহায়ন ও পূর্ত মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৩৪টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় তবে কোন প্রতিবেদন সংসদে উত্থাপিত হয়নি। সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ১২৫টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ৪টি প্রতিবেদন সংসদে উত্থাপিত হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৪৭টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ১টি প্রতিবেদন সংসদে উত্থাপিত হয়। নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৩৯টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ১টি প্রতিবেদন সংসদে উত্থাপিত হয়।[১০৯]

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৩৩টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় তবে কোন প্রতিবেদন সংসদে উত্থাপিত হয়নি। পিটিশন কমিটির ২৭টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ২টি প্রতিবেদন সংসদে উত্থাপিত হয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৯টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় তবে কোন প্রতিবেদন সংসদে উত্থাপিত হয়নি। সরকারী প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত কমিটি এই কমিটির ১৪টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় কিন্তু সংসদে প্রতিবেদন পেশ করে মাত্র ১টি।[১১০]

---

১০৭. *প্রাগুক্ত।*
১০৮. *প্রাগুক্ত।*
১০৯. *প্রাগুক্ত।*
১১০. *প্রাগুক্ত।*

Dhaka University Institutional Repository

সারণি : ৪.১১

পঞ্চম জাতীয় সংসদের আইন প্রণয়নে কমিটি ব্যবস্থার ভূমিকা ও কার্যকারিতাঃ

কমিটির কার্যকারিতা	সংখ্যা
সরকারী বিলসমূহের ক্ষেত্রেঃ	
জাতীয় সংসদে আনীত সরকারী বিলের নোটিশ সংখ্যা	২০৩
জাতীয় সংসদে উত্থাপিত বিলের সংখ্যা	১৮৩
জাতীয় সংসদে পাশকৃত বিলের সংখ্যা	১৭২
সরকারি বিল বিভিন্ন কমিটিতে পাঠানোর সংখ্যাঃ	
স্থায়ী কমিটিতে পাঠানো বিলের সংখ্যা	-
বাছাই কমিটি পাঠানো বিলের সংখ্যা	২
বিশেষ কমিটি পাঠানো বিলের সংখ্যা	৫
বিল পাশের সংখ্যা কমিটিতে যাওয়া ছাড়াই	১৬৫
বিল সম্বন্ধে কমিটির রিপোর্টের সংখ্যা	৭
বেসরকারী বিলসমূহের ক্ষেত্রেঃ	
জাতীয় সংসদে আনীত বেসরকারী বিলের নোটিশ সংখ্যা	৮২
জাতীয় সংসদে উত্থাপিত বেসরকারী বিলের সংখ্যা	১১
জাতীয় সংসদে পাশকৃত বিলের সংখ্যা	১
বেসরকারী সদস্যদের বিল ও সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সম্পর্কিত কমিটি পাঠানোর সংখ্যাঃ	২৮
বাছাই কমিটিতে প্রেরিত বিলের সংখ্যা	৫
বিশেষ কমিটি প্রেরিত বিলের সংখ্যা	১
বিল সম্বন্ধে কমিটির প্রেরিত রিপোর্টের সংখ্যা	৫

সূত্রঃ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, পঞ্চম জাতীয় সংসদের প্রথম থেকে বাইশতম অধিবেশনের (০৫-০৪-১৯৯১ হতে ১৮-১১-১৯৯৫ তারিখে) কার্যবাহের সারাংশ।

সারণি ৪.১১ এ দেখা যাচ্ছে পঞ্চম জাতীয় সংসদে আনীত সরকারী বিলের নোটিশের সংখ্যা ছিল ২০৩টি। এর মধ্যে হতে ১৮২টি বিল সংসদে উত্থাপিত হয়। জাতীয় সংসদে পাশকৃত বিলের সংখ্যা ১৭২। স্থায়ী কমিটিতে কোন বিল পাঠানো হয়নি। বাছাই কমিটিতে ২টি বিল পাঠানো হয়েছে। বিশেষ কমিটিতে ৬টি বিল পাঠানো হয়েছে। কমিটিতে যাওয়া ছাড়াই ১৬৬টি বিল পাশ হয়েছে। কমিটির বিল সম্বন্ধে ৭টি রিপোর্ট প্রদান করেছে।

পঞ্চম জাতীয় সংসদে আনীত বেসরকারী বিলের নোটিশের সংখ্যা ছিল ৮২টি। এর মধ্য হতে মাত্র ১২টি বিল সংসদে উত্থাপিত হয় এবং জাতীয় সংসদে পাশকৃত বিলের সংখ্যা ছিল মাত্র ১টি। বেসরকারী সদস্যদের বিল ও সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সম্পর্কিত কমিটিতে পাঠানো হয়েছিল ২৯টি বিল। বাছাই

Dhaka University Institutional Repository

কমিটিতে ৫টি বিল পাঠানো হয়েছে। বিশেষ কমিটিতে ১টি বিল পাঠানো হয়েছে। কমিটি বিল সম্বন্ধে ৫টি রিপোর্ট প্রদান করেছে। পঞ্চম জাতীয় সংসদে সর্বমোট ১৭৩টি আইন পাস হয়।[১১১]

একটি বাছাই কমিটি ছিল সংবিধান সংশোধন বিল সম্পর্কিত: সংবিধানের একাদশ সংশোধনী এবং দ্বাদশ সংশোধনী সম্পর্কিত দুইটি বিল এবং তৎকালীন বিরোধী দলীয় উপনেতা আব্দুস সামাদ আজাদ ও সংসদ সদস্য রাশেদ খান মেনন উত্থাপিত যথাক্রমে ১টি ও ৪টি সংবিধানিক বিল সম্পর্কিত এবং অন্যটি ছিল সংসদ সদস্য সালাহ উদ্দিন ইউসুফ কর্তৃক উত্থাপিত (বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সংক্রান্ত) সংবিধান সংশোধন বিল সম্পর্কিত। কমিটি সংসদে দুটি রিপোর্ট পেশ করে।

দশম অধিবেশনকালে কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত দূর্নীতি তদন্ত সংক্রান্ত বিশেষ কমিটির কথা আমরা উল্লেখ করতে পারি। আওয়ামী লীগ দলীয় সাংসদ তোফায়েল আহমেদ আনীত অভিযোগের ভিত্তিতে ১৩ই জুলাই ১৯৯৩ সালে জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২৬৬ বিধি অনুসারে সংসদ উপনেতা বদরুদ্দোজা চৌধুরীর প্রস্তাবক্রমে সংসদ কর্তৃক কৃষি এবং সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রীর বিরুদ্ধে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়। জাতীয় সংসদের স্পীকার শেখ রাজ্জাক আলীকে এই কমিটির সভাপতি করা হয়। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে গতিশীল এবং সংসদের সরকারী কার্যক্রমের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য এই কমিটি গঠনকে একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। পরবর্তী পর্যায়ে সরকারী দলের আগ্রহ ও বিরোধী দলের সমঝোতামূলক মনোভাবের কারণে এই অভূতপূর্ব ঘটনার সৃষ্টি হয় টার্মস অব রেফারেন্স বা তদন্তের শর্তাবলী নির্ধারণ নিয়ে কিছু জটিলতার সৃষ্টি হলেও। সরকারী ও বিরোধীদলের চ্যালেঞ্জ ও পাল্টা চ্যালেঞ্জের প্রেক্ষিতে ২৭ জুন স্পীকার সংসদীয় কমিটি গঠন প্রসঙ্গে বলেন, সংসদীয় কমিটির মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সংসদের নিকট সরকারের জবাবদিহিতা এবং মন্ত্রণালয়ের পরিচ্ছন্নতা প্রমাণে সহায়ক হবে। ঐ দিনই সংসদীয় কমিটি গঠন প্রস্তাবের স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটেছে বলে স্পীকার জানান। এ নিয়ে সংসদের সরকারী ও বিরোধী দলের মধ্যে বির্তক, প্রস্তাব, পাল্টা প্রস্তাব ও ওয়াকআউটের ঘটনা ঘটে। এ ক্ষেত্রে স্পীকারের নিরপেক্ষতা নিয়েও প্রশ্ন দেখা দেয়। অবশেষে সংসদে সরকারী ও বিরোধী দল বিশেষ কমিটি পুনরুজ্জীবিত করার ব্যাপারে ঐকমত্য প্রকাশ করে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সংসদ উপনেতা বদরুদ্দোজা চৌধুরী কার্যপ্রণালী বিধির ২৬৬ বিধিতে কমিটি গঠনের প্রস্তাবটি উত্থাপন করলে বিরোধী দল তা সমর্থন করে। কমিটি গঠনের প্রস্তাবটি গৃহীত হওয়ার পর বিরোধী দলের ভারপ্রাপ্ত নেতা আবদুল সামাদ আজাদ বলেন, সংসদীয় বিশেষ তদন্ত কমিটি গঠনের মাধ্যমে গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক শক্তির বিজয় হয়েছে। ব্যারিস্টার মওদুদ

---

১১১. *বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, পঞ্চম জাতীয় সংসদের প্রথম থেকে বাইশতম অধিবেশনের (০৫-০৪-১৯৯১ হতে ১৮-১১-১৯৯৫ তারিখে) কার্যবাহের সারাংশ।*

Dhaka University Institutional Repository

আহমেদ কমিটি গঠনের জন্য বিএনপি'র সংসদীয় দলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, এই ঘটনা এই পার্লামেন্টের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। তিনি বলেন এই কমিটি নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে পারলে গণতন্ত্র, জবাবদিহিতা ও এই সংসদের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। বিরোধী দলের কয়েকজন সদস্য সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে মন্ত্রীকে আপাততভাবে পদত্যাগ করানোর দাবী তোলেন। দেশের ইতিহাসে নজিরবিহীন এই ঘটনায় সংসদের কার্যকারিতা প্রশ্নে জনমনেও ব্যাপক চাঞ্চ্যলের সৃষ্টি হয়।

পর্যবেক্ষক মহল এই ঘটনাকে সরকারের দিক থেকে স্বচ্ছতা প্রমাণ ও দূর্নীতিমুক্ত প্রশাসনের ক্লীন ইমেজ গড়ার সুযোগ হিসেবে চিহ্নিত করেছে।[১১২]

সরকারী হিসাব কমিটির মত একটি গুরুত্বপূর্ণ কমিটি গঠিত হয়েছিল পঞ্চম জাতীয় সংসদে ৭ মাস ২ দিন পর।[১১৩] গণতান্ত্রিক ধারাবাহিকতার অভাবের জন্য বাংলাদেশের মত একটি উন্নয়নশীল দেশে ফলপ্রসু ও কার্যকর হচ্ছে না অথচ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রশাসনের জবাবদিহিতার প্রক্রিয়া কার্যকরভাবে নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সরকারী হিসাব কমিটির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পঞ্চম জাতীয় সংসদে চতুর্থ সরকারী হিসাব কমিটির ১২৫টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং ইহা চারটি প্রতিবেদন সংসদে পেশ করে। এই কমিটি বকেয়া অডিট ও হিসাব সংক্রান্ত পরীক্ষায় বেশী সময় অতিবাহিত করতে বাধ্য হয়েছে। গণতান্ত্রিক ধারাবাহিকতায় তৃতীয় সংসদে সরকারী হিসাব কমিটি গঠিত হয়নি। যেহেতু তৃতীয় সংসদের মেয়াদ ছিল ১৮ মাস। কার্যপ্রণালী বিধিতে গঠনের কোন সময় সীমার উল্লেখ না থাকলেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই কমিটির অস্তিত্ব না থাকলে বা কমিটি বিলম্বে গঠিত হলে এই কমিটির তথা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কার্যকারিতার বিষয়টি উপেক্ষিত হয়। বিলম্বে কমিটি গঠন কার্যপ্রণালী বিধির পরিপন্থী নয় তথাপি ইহা গণতান্ত্রিক কার্যক্রমের মূলনীতিমালার সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। মন্ত্রণালয় বিষয়ক কমিটিগুলোর সভাপতি মন্ত্রী থাকায় কমিটিগুলো মনোযোগের সাথে সঠিক সময় কার্যকরভাবে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী জনাব মোঃ আবদুল সালাম তালুকদার ঐ কমিটির সভাপতি ছিলেন। ঐকমত্যের অভাবে এই কমিটি জেলা পরিষদের কাঠামো সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ হয়।

---

১১২. *বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, পঞ্চম জাতীয় সংসদের ১০ম অধিবেশনের (৬-৬-৯৩ হতে ১৫-৭-৯৩) কার্যবাহের সারাংশ।*
১১৩. *বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, পঞ্চম জাতীয় সংসদের ২য় অধিবেশনের (১১-৬-৯১ হতে ১৪-৮-৯১) কার্যবাহের সারাংশ*

Dhaka University Institutional Repository

২৬৬ বিধি অনুসারে সংসদ সদস্য জনাব মোহাম্মদ নাসিম কর্তৃক আনীত "The Indemnity Ordinance, 1975 (Ordinance No. L of 1975) বাতিল বিল, ১৯৯১" সম্পর্কে রিপোর্ট প্রদানের জন্য ১৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়। মির্জা গোলাম হাফিজ, মন্ত্রী এই কমিটির সভাপতি ছিলেন। এই কমিটি 'ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ' সম্পর্কে সরকারী দলের সহযোগিতার অভাবে সংসদে কোন রিপোর্ট পেশ করতে পারেনি।

উপসংহার: কমিটি ব্যবস্থাকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে সংসদে সরকারী ও বিরোধী দলের মধ্যে পরিমিত সহিষ্ণুতা ও ঐক্যমত থাকা প্রয়োজন। এর অভাব হলে কমিটি ব্যবস্থায় তার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। সংসদে প্রধান বিরোধী দলের সদস্যরা ৪০০ কার্যদিবসে ২৬৫দিন সংসদে উপস্থিত ছিলেন ১৩৫দিন সংসদ বর্জন করেন; চতুর্দশ অধিবেশন থেকে দ্বাবিংশ অধিবেশন পর্যন্ত বিরোধী দল সংসদ বর্জন থাকেন। প্রথম অধিবেশন হতে ত্রয়োদশ অধিবেশন পর্যন্ত মোট ৬০ বার সম্মিলিত বিরোধী দল ওয়াকআউট করেন।

সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থাকে কার্যকর করার জন্য রাজনৈতিক দলগুলোকে নিজ গঠনতন্ত্রে গণতন্ত্রকে চর্চা করতে হবে। সংসদীয় কমিটি প্রধান ও সদস্যবৃন্দকে যোগ্য হতে হবে। জাতীয় সংসদকে তথা কমিটি ব্যবস্থাকে কার্যকর ভূমিকা পালনের জন্য অর্থনৈতিক তথা রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে স্থিতিশীল রাখতে হবে। সংসদীয় সরকার প্রবর্তনের উদ্দেশ্যই ছিল দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা করা। বাংলাদেশে বিগত দুই দশকে সংসদীয় ও রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। এই উভয় ধরনের সরকার ব্যবস্থাই এদেশে প্রচলিত ছিল। কিন্তু সরকারের দায়িত্বশীলতা সুনিশ্চিত হয়নি কখনই। তবে এটা বলা যায়, সংসদীয় সরকার প্রবর্তিত হয়েছিল জনগণের ইচ্ছায়, কিন্তু তা পরিবর্তন করে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয় শাসকবর্গের ইচ্ছায় তথা ব্যক্তির ইচ্ছায় কিন্তু পরবর্তীতে তা বাতিল হয় এবং সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতি জনগণের দুর্নিবার আকর্ষণের কারণে দেশে পুনরায় সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা চালু হয় জনগণের ইচ্ছায়, জনগণের আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

সংসদীয় কমিটির গঠন ও কার্যক্রম (১৯৯৬-২০০১)

ভূমিকাঃ

পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ১৯৯১ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত হওয়ার পর দেশে সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পথকে সুগম করা হয়। সংবিধানের একাদশ ও দ্বাদশ সংশোধনী আইন অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে জাতীয় সংসদে গৃহীত হলে রাষ্ট্রপতি তাতে সম্মতি দান করেন।[১২৭]

জাতীয় সংসদ আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয় এবং সংসদীয় বিতর্ক জাতির মনোযোগ আকর্ষণে সক্ষম হয়। জাতীয় সংসদের কমিটিসমূহ কর্মমূখর হয়ে উঠে সরকারের দায়িত্বশীলতা নিশ্চিত করার জন্য, কিন্তু পুনঃপ্রতিষ্ঠিত এই সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা তিন বছর পার না হতেই মিরপুর উপনির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দের সৃষ্টি হয় এবং পরবর্তী পর্যায় মাগুরার উপনির্বাচনের ব্যাপক কারচুপি খবর পত্রিকায় প্রকাশিত হলে নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রাজনৈতিক দলগুলো আন্দোলন করতে থাকে। পরবর্তী দুই বছর এই আন্দোলন চালিয়ে যায়। প্রধান বিরোধী দল আওয়ামীলীগ, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতসহ সমস্ত বিরোধী রাজনৈতিক দল এই আন্দোলনে যোগ দেয়। রাজনৈতিক দলগুলোর ক্ষমতাসীন দলের প্রতি চরমভাবে অবিশ্বাস ও ক্ষমতাসীন দলের সাথে দ্বন্দ্ব-কলহে লিপ্ত থাকাকালীন সময় বাঙ্গালী জাতির ইতিহাসে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা একটি নির্বাচনী সূচক হিসেবে সমাদৃত হয়। যেহেতু এ সময় ভোটার ও ভোট কেন্দ্রগুলো দলীয় সন্ত্রাসীদের দখলে চলে গিয়েছিল এবং জনগণ তাদের পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিতে ব্যর্থ হওয়ায় অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব অর্থ ও পেশী শক্তির বদৌলতে নির্বাচনে সহজে বিজয়ী হতে সক্ষম হয়।

রাজনৈতিক দলগুলো সম্মিলিতভাবে জনগণের ভোটাধিকার নিশ্চিত করতে এবং গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার লক্ষে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবীতে বিরোধী দল আন্দোলনের এক পর্যায়ে প্রধান বিরোধী দলসহ অন্যান্য বিরোধী রাজনৈতিক দলের ১৪৭ জন সংসদ সদস্য ১৯৯৪

---

১২৭. এ সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন, অত্র অভিসন্ধর্ভের সংবিধানের একাদশ ও দ্বাদশ সংশোধন আইন, পৃষ্ঠা ৫৩-৫৪।

Dhaka University Institutional Repository

সালের ২৮ ডিসেম্বর সংসদ হতে পদত্যাগ করেন।[১২৮] সরকারী দল প্রাথমিক পর্যায়ে বিরোধী দলের এই দাবীকে অযৌক্তিক বলে মন্তব্য করলে পরবর্তী পর্যায়ে সাংবিধানিক প্রক্রিয়ায় এই সংকট সমাধানের কথা বলেন। ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে সংসদে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে বলে তৎকালীন সরকারী দল বিএনপি মত প্রকাশ করলেও প্রধান বিরোধী দলসহ অধিকাংশ বিরোধী দল এই নির্বাচন বয়কট করে এবং আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকে।

নির্বাচনের পর নব গঠিত ষষ্ঠ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে জমির উদ্দিন সরকার (আইনমন্ত্রী) নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সম্বলিত সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী সংক্রান্ত বিল সংসদে উপস্থাপন করেন ২১ মার্চ ১৯৯৬।[১২৯] বিলটি ১৯৯৬ সালে ২৬ মার্চ সংসদে গৃহীত হয় এবং ২৮ মার্চ ১৯৯৬ সালে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করে বিলটি আইনে পরিণত হয়। এই আইনের মাধ্যমে দেশে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার আইন অনুযায়ী ৩০ মার্চ রাষ্ট্রপতি আব্দুর রহমান বিশ্বাস প্রধান বিচারপতি হাবিবুর রহমানকে প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করেন এবং তার পরামর্শ অনুযায়ী ১০ জন প্রখ্যাত নাগরিককে উপদেষ্টারূপে নিয়োগ দান করেন।[১৩০]

১২৮. দৈনিক সংবাদ। ঢাকা, জুন ৭, ১৯৯৬।

১২৯. এই সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন, অত্র অভিসন্দর্ভের ত্রয়োদশ সংবিধান সংশোধন আইন, পৃষ্ঠা ৫৫-৫৬।

১৩০. Nizam Ahmed, *Non-Party Caretaker Government in Bangladesh Experience and Prospect*, The University Press Limited, Red Crescent Building, 114 Motijheel C/A, Dhaka-1000, Bangladesh, pp.181-182.

Dhaka University Institutional Repository

সারণি : ৫.১

বিচারপতি জনাব মোহাম্মদ হাবিবুর রহমানের নের্তৃত্বে গঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের তথ্যচিত্র

ক্রমিক নং	প্রধান উপদেষ্টার নাম	মন্ত্রণালয় বা দপ্তর
০১	বিচারপতি জনাব মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, নির্বাচন কমিশন সচিবালয় এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, বিশেষ বিষয় সম্পর্কিত বিভাগ।
	উপদেষ্টা মণ্ডলীর নাম	**মন্ত্রণালয় বা দপ্তর**
০১)	ব্যারিষ্টার সৈয়দ ইসতিয়াক আহমেদ	আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
০২)	ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস	শিল্প মন্ত্রণালয়
০৩)	অধ্যাপক মোহাম্মদ শামসুল হক	ক্রীড়া, শিক্ষা ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়
০৪)	শেগুফতা বখত চৌধুরী	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
০৫)	এ জেড এম নছিরুদ্দিন	কৃষি, খাদ্য, মৎস্য ও পশুসম্পদ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, ত্রাণ ও ভূমি মন্ত্রণালয়
০৬)	মেজর জেনারেল (অবঃ) আব্দুর রহমান খান	স্বাস্থ্য, পরিবার কল্যাণ ও ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
০৭)	অধ্যাপক ওয়াহিদ উদ্দীন মাহমুদ	অর্থ মন্ত্রণালয়
০৮)	সৈয়দ মঞ্জুর এলাহী	যোগাযোগ, নৌ-পরিবহন, বে-সামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন, ডাক, টেলিযোগাযোগ এবং গৃহায়ন ও গণপূর্ত বিষয়ক মন্ত্রণালয়
০৯)	ডক্টর নাজমা চৌধুরী	শ্রম, মহিলা ও সমাজ কল্যাণ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
১০)	ডক্টর জামিলুর রেজা চৌধুরী	বিদ্যুৎ ও জ্বালানি মন্ত্রণালয়

Source: Nizam Ahmed, *Non-Party Caretaker Government in Bangladesh Experience and Prospect*, The University Press Limited, Red Crescent Building, 114 Motijheel C/A, Dhaka-1000, Bangladesh, pp.181-182.

সারণি ৫.১ এ দেখা যাচ্ছে যে, প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি জনাব মোহাম্মদ হাবিবুর রহমানের সাথে উপদেষ্টা হিসেবে ব্যারিস্টার সৈয়দ ইসতিয়াক আহমেদ, ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস, অধ্যাপক মোহাম্মদ শামসুল হক, শেগুফতা বখত চৌধুরী, এ জেড এম নছিরুদ্দিন, মেজর জেনারেল (অবঃ) আব্দুর রহমান খান, অধ্যাপক ওয়াহিদ উদ্দীন মাহমুদ ,সৈয়দ মঞ্জুর এলাহী, ডক্টর নাজমা চৌধুরী, ডক্টর জামিলুর রেজা চৌধুরী ছিলেন। বিচারপতি জনাব মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

Dhaka University Institutional Repository

এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, বিশেষ বিষয় সম্পর্কিত বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন। ব্যারিষ্টার সৈয়দ ইসতিয়াক আহমেদ আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন। ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস শিল্প মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন। অধ্যাপক মোহাম্মদ শামসুল হক ক্রীড়া, শিক্ষা ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন। শেগুফতা বখত চৌধুরী, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন। এ,জেড,এম নছিরুদ্দিন কৃষি, খাদ্য, মৎস্য ও পশুসম্পদ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, ত্রাণ ও ভূমি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন। মেজর জেনারেল (অবঃ) আব্দুর রহমান খান স্বাস্থ্য, পরিবার কল্যাণ ও ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন। অধ্যাপক ওয়াহিদ উদ্দীন মাহমুদ অর্থ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন। সৈয়দ মঞ্জুর এলাহী যোগাযোগ, নৌ-পরিবহন, বে-সামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন, ডাক, টেলিযোগাযোগ এবং গৃহায়ন ও গণপূর্ত বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন। ডক্টর নাজমা চৌধুরী শ্রম, মহিলা ও সমাজ কল্যাণ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন। ডক্টর জামিলুর রেজা চৌধুরী বিদ্যুৎ ও জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন।

বিচারপতি জনাব মোহাম্মদ হাবিবুর রহমানের নের্তৃত্বে গঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার দেশে সুষ্ঠ নির্বাচনের উদ্দেশ্যে দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন, অস্ত্র উদ্ধার, সন্ত্রাস দমন, নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় রদবদলের মধ্য দিয়ে সহায়ক প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলেন। লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যে মহৎ হলে সফল, কারচুপিবিহীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্ভব তা প্রমাণ করে দেখালেন নির্বাচন কমিশনার ও বিচারপতি জনাব মোহাম্মদ হাবিবুর রহমানের নের্তৃত্বে গঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা। এই তত্ত্ববধায়ক সরকারের অধীনে সপ্তম জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১২ জুন ১৯৯৬ সালে। এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ১৪৬টি আসন লাভ করে এবং জাতীয় পার্টির ৩২জন সদস্যের সমর্থন নিয়ে ঐক্যমত্যের (Consensus) সরকার গঠন করে প্রায় ২১ বছর পর। ১৯৯১ সালের নির্বাচনের ন্যায় ১৯৯৬ সালের নির্বাচনও সুষ্ঠ ও নিরপেক্ষে হয়েছিল বলে দেশে-বিদেশে প্রসংশিত হয়েছিল, যদিও প্রধান বিরোধী দল বিএনপি এই নির্বাচনের বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ এনেছিল। অবশেষে দেশের ও জনগণের স্বার্থে নির্বাচনের এই রায়কে বেগম খালেদা জিয়া মেনে নেন। বাংলাদেশে নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতার হাত বদল সম্ভব হয় তত্ত্ববধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নিরপেক্ষ, সুষ্ঠ ও অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে। ১২ জুন ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে একটি উল্লেখ্য ঘটনা ছিল ১৯ জন মন্ত্রীর ২০টি আসনে পরাজয়।[১৩১] ২২ জুন তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান জাতির উদ্দেশ্যে বেতার ও টিভিতে ভাষণ প্রদান করেন। এবং ২৩ জুন

---

১৩১. তারেক শামসুর রহমান ও মিজানুর রহমান খান, *জাতীয় সংসদ নির্বাচন: ১৯৭৩-১৯৯৬*, *বালাদেশ রাষ্ট্র ও রাজনীতি*, তারেক সামসুর রহমান সম্পাদিত, বসুন্ধরা প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন্স, ৫১/৫২ বনগ্রাম লেন ঢাকা-১১০০।

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচনে জয়যুক্ত রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের প্রধান শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণের সাথে সাথে তত্ত্ববধায়ক সরকারের মেয়াদ শেষ হয়।

সারণি : ৫.২[১৩২]

সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১২ জুন, ১৯৯৬-এ অংশ গ্রহণকারী বিভিন্ন রাজনৈতিক দল/জোট/স্বতন্ত্র প্রার্থীদের সংখ্যা প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা, প্রাপ্ত ভোটের শতকরা হার, প্রাপ্ত আসন সংখ্যা ইত্যাদি বিবরণী নিম্নে উল্লেখ করা হইল:

ক্রমিক নং	রাজনৈতিক দল/ জোট/ স্বতন্ত্র	মনোনীত প্রার্থীর সংখ্যা	মনোনীত সকল প্রার্থী কর্তৃক প্রাপ্ত ভোট	প্রাপ্ত ভোটের শতকরা হার	প্রাপ্ত আসন সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫	৬
১।	বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ	৩০০	১৫৮৮২৭৯২	৩৭.৪৪৩৩%	১৪৬
২।	বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টি	৩০০	১৪২৫৫৯৮৬	৩৩.৬০৮১%	১১৬
৩।	জাতীয় পার্টি	২৯৩	৬৯৫৪৯৮১	১৬.৩৯৬২%	৩২
৪।	জামায়াত-ই-ইসলামী বাংলাদেশ	৩০০	৩৬৫৩০১৩	৮.৬১১৯%	৩
৫।	জাতীয় সমাজ তান্ত্রিক দল (রব)	৬৭	৯৭৯১৬	০.২৩০৮%	১
৬।	ইসলামী ঐক্য জোট	১৬৬	৪৬১৫১৭	১.০৮৮০%	১
৭।	সতন্ত্র	২৮৪	৪৪৯৬১৮	১.০৬০০%	১
					মোট = ৩০০

সূত্র: বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, ১২ জুন, ১৯৯৬ইং

সারণি ৫.২ এ দেখা যাচ্ছে যে, সপ্তম জাতীয় সংসদের নির্বাচনে ৮১টি রাজনৈতিক দল/জোট অংশগ্রহণ করে। দলীয় মনোনয়ন প্রাপ্ত ২,২৯০ জন এবং নির্দলীয় ২৮৪ জন অর্থাৎ মোট ২,৫৭৪ জন প্রার্থী এ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। নির্বাচনে ৭৪.৯৬% ভোটার ভোটদান করেন। নির্বাচনে মাত্র ছয়টি রাজনৈতিক দল বা জোট সংসদে প্রতিনিধিত্ব লাভ করে। মোট ভোটার ছিলেন ৫,৬৭,১৬,৯৩৫। প্রদত্ত বৈধ ভোটের সংখ্যা ৪,২৪,১৮,২৭৪। বাতিল ভোটের সংখ্যা ৪,৬২,২৯০।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ৩০০ আসনে প্রার্থী মনোনয়ন দেয় এবং ঐ দলের মনোনীত ১৪৬ জন প্রার্থী জয়লাভ করেন।[১৩৩] এই দল নির্বাচনে ৩৭.৪৪% ভোট পায়। অন্যান্য বারের ন্যায় এ নির্বাচনে

---

১৩২. বিস্তারিত দেখুন, পরিশিষ্ট-১।

১৩৩. *Bangladesh Election Commission: Statiscal Report, 7th Jatiyo sangsad Election 1996.*

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রতীক ছিল নৌকা। বাংলাদেশ জাতীয়বাদী দল ৩০০ আসনে প্রার্থী মনোনয়ন দিয়ে ১১৬টি আসনে জয়ী হয়।[১৩৪] এ নির্বাচনে দলটি ৩৩.৬০% ভোটলাভ করে। এ নির্বাচনেও ধানের শীষ এই দলের নির্বাচনী প্রতীক ছিল। জাতীয় পার্টি ২৯৩টি আসনে প্রার্থী দিয়ে ৩২টি আসনে জয়ী হয়। দলটি ১৬.৪০% ভোট লাভ করে। দলটির প্রতীক ছিল লাঙ্গল।

জামাতে ইসলামী বাংলাদেশ নির্বাচনে ৩০০ আসনে প্রার্থী মনোনয়ন দিয়ে ৩টি আসনে জয়ী হয়, শতকরা হিসেবে প্রাপ্ত ভোটের ৮.৬১% ভোট লাভ করে। জাসদ (রব) ১টি আসন লাভ করে, শতকরা হিসেবে প্রাপ্ত ভোটের ০.২৩% ভোট লাভ করে। ইসলামী ঐক্যজোট ১টি আসন লাভ করে, শতকরা হিসেবে প্রাপ্ত ভোটের ১.০৯% ভোট লাভ করে। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ২৮৪ জন নির্দলীয় প্রার্থী ১.০৬% ভোটলাভ করেন। তাঁদের একজন একটি আসনে জয়ী হন এবং তিনি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগে যোগদানের ঘোষণা দেন।

সপ্তম জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হাসিনা ৩টি আসনে জয়ী হন। মোঃ নাসিম, তোফায়েল আহমেদ এবং আব্দুর রাজ্জাক দুইটি করে আসনে জয়ী হন। এই নির্বাচনে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ৫টি আসনে জয়ী হন। মোঃ সাইফুর রহমান ৩টি আসনের মধ্যে ২টি আসনে, আলহাজ্ব অলি আহম্মদ বীর বিক্রম দুইটি আসনে জয়ী হন। এই নির্বাচনে জাতীয় পার্টির সভাপতি এরশাদ ৫টি আসনে জয়ী হন এবং আনোয়ার হোসেন ২টি আসনে নির্বাচিত হন।[১৩৫] মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ৩০টি[১৩৬] আসনের মধ্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ২৭ জন প্রার্থী এবং জাতীয় পার্টির ৩ জন প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন।

এই নির্বাচনের মাধ্যমে দ্বিদলীয় ব্যবস্থা আত্মপ্রকাশ করে দ্বিতীয় বারের মত। এই ব্যবস্থার সূত্রপাত ঘটে ১৯৯১ সালের নির্বাচনে। তখন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল ১৪০টি আসনে বিজয়ী হয় এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ৮৮টি আসনে বিজয়ী হয়। আর এ দুটি দলই সরকারি দল ও বিরোধী দলের ভূমিকায় অবতীর্ন হয়। এই দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা ভবিষ্যতে অব্যাহত থাকলে বাংলাদেশে সুস্থ রাজনীতির ধারা চলমান থাকবে, যা সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার সুষ্ঠু কার্যকারিতার জন্য প্রয়োজনীয়।

---

১৩৪. *Bangladesh Election Commission: Statiscal Report, 7th Jatiyo sangsad Election 1996.*

১৩৫. *Bangladesh Election Commission: Statiscal Report, 7th Jatiyo sangsad Election 1996.*

১৩৬. *Bangladesh Election Commission: Statiscal Report, 7th Jatiyo sangsad Election 1996.*

Dhaka University Institutional Repository

সারণি: ৫.৩

সপ্তম জাতীয় সংসদে রাজনৈতিক দলগুলোর দলগত অবস্থান

ক্রমিক নং	রাজনৈতিক দল	প্রাপ্ত আসন সংখ্যা
০১	আওয়ামী লীগ	১৪৬
০২	বিএনপি	১১৬
০৩	জাতীয় পার্টি	৩২
০৪	জামায়াত-ই-ইসলাম	০৩
০৫	জাসদ (রব)	০১
০৬	ইসলামী ঐক্যজোট	০১
০৭	স্বতন্ত্র	০১
	মোট	**৩০০**

সূত্র: বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, ১২জুন, ১৯৯৬ইং

সারণি ৫.৩ এ দেখা যায় যে, সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ১৪৬ আসনে জয়লাভ করে। বাংলাদেশ জাতীয়বাদী দল ১১৬টি আসনে জয়ী হয়ে সংসদের বৃহত্তম বিরোধী রাজনৈতিক দল হিসেবে সংসদে ফিরে আসে। জাতীয় পার্টি ৩২টি আসনে জয়ী হয় এবং তৃতীয় বৃহত্তম দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। জামায়াত-ই-ইসলাম লাভ করে ৩টি আসন। জাসদ (রব) লাভ করে ১টি আসন। ইসলামী ঐক্য জোট লাভ করে ১টি আসন এবং স্বতন্ত্র দল লাভ করে ১টি আসন।

Dhaka University Institutional Repository

নিম্নে বার চার্টের মাধ্যমে নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলোর অবস্থান দেখানো হল:

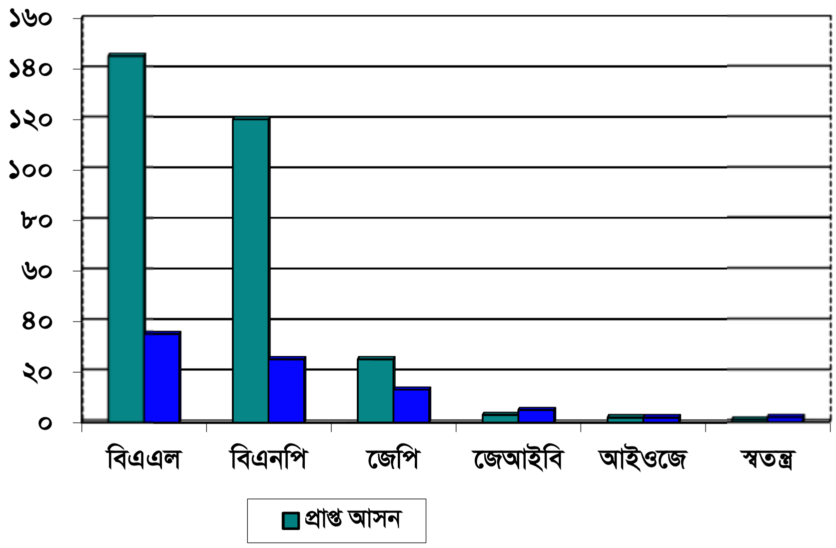

সূত্র: বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, ১২ জুন, ১৯৯৬ইং।

সংক্ষিপ্তরূপ:

বিএএল	: বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ
বিএনপি	: বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টি
জেপি	: জাতীয় পার্টি
জেআইবি	: জামাত-ই-ইসলামী বাংলাদেশ
আইওজে	: ইসলামী ঐক্য জোট
স্বতন্ত্র	: স্বতন্ত্র

Dhaka University Institutional Repository

সারণি : ৫.৪

সপ্তম জাতীয় সংসদের অধিবেশন সংক্রান্ত তথ্যাবলী

অধিবেশন	অধিবেশনের তারিখ	প্রথম বৈঠক	শেষ বৈঠক	কার্যবিন্যাস		মোট কার্য দিবস
				সরকারী কার্যাবলী	বেসরকারী কার্যাবলী	
প্রথম	২৯-০৬-৯৬	১৪-০৭-৯৬	০২-০৯-৯৬	২৯	০৪	৩৩দিন
দ্বিতীয়	১৪-১০-৯৬	০১-১১-৯৬	২০-১১-৯৬	০৯	-	৯দিন
তৃতীয়	২৯-১২-৯৬	১৫-০১-৯৭	১৩-০৩-৯৭	২৭	০৪	৩১দিন
চতুর্থ	০৫-০৪-৯৭	১০-০৫-৯৭	১৫-০৫-৯৭	০৫	০১	৬দিন
পঞ্চম	২৫-০৫-৯৭	১০-০৬-৯৭	১০-০৭-৯৭	১৮	০৪	২২দিন
ষষ্ঠ	১৪-০৮-৯৭	৩০-০৮-৯৭	০৪-০৯-৯৭	০৫	০১	০৬দিন
সপ্তম	০৭-১০-৯৭	০২-১১-৯৭	১৬-১১-৯৭	০৬	০১	০৭দিন
অষ্টম	৩০-১২-৯৭	১৪-০১-৯৮	১৩-০৫-৯৮	৪৫	০৯	৫৪দিন
বম	২৪-০৫-৯৮	১০-০৬-৯৮	০৯-০৭-৯৮	১৮	০২	২০দিন
দশম	২০-০৮-৯৮	০৭-০৯-৯৮	০৮-০৯-৯৮	০২	-	০২দিন
একাদশ	১৫-১০-৯৮	০৫-১১-৯৮	২৬-১১-৯৮	১২	০৩	১৫দিন
দ্বাদশ	০৭-০১-৯৯	২৫-০১-৯৯	০৭-০৪-৯৯	২১	০৪	২৫দিন
ত্রয়োদশ	০৯-০৫-৯৯	০৬-০৬-৯৯	০৮-০৭-৯৯	২৩	০৩	২৬দিন
চতুর্দশ	০৫-০৮-৯৯	২৯-০৮-৯৯	০৯-০৯-৯৯	০৫	০১	০৬দিন
পঞ্চদশ	১৪-১০-৯৯	০১-১১-৯৯	০৯-১১-৯৯	০৬	০১	০৭দিন
ষষ্ঠদশ	১৩-১২-০০	০১-০১-০০	৩০-০১-০০	১৩	০৩	১৬দিন
সপ্তদশ	০৮-০৩-০০	২৮-০৩-০০	০৬-০৪-০০	৬	০২	০৮দিন
অষ্টাদশ	১৮-০৫-০০	০৫-০৬-০০	০৯-০৭-০০	২৪	০১	২৫দিন
উনিশতম	১৭-১০-০০	০৬-০৯-০০	১৪-০৯-০০	০৫	০২	০৭দিন
বিশতম	২৪-১০-০০	০৯-১১-০০	২৩-১১-০০	০৬	০৩	০৯দিন
একুশতম	১৯-১২-০১	১১-০১-০১	৩১-০১-০১	১২	০২	১৪দিন
বাইশতম	০১-০৩-০১	২৯-০৩-০১	১২-০৪-০১	০৭	০২	০৯দিন
তেইশতম	০৭-০৫-০১	০৬-০৬-০১	১৩-০৭-০১	২৪	০১	২৫দিন
				৩২৮	**৫৪**	**৩৮২দিন**

সূত্র: বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, সপ্তম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন থেকে তেইশতম অধিবেশন পর্যন্ত (১৪-০৭-১৯৯৬ হতে ১৩-০৭-২০০১) কার্যবাহের সারাংশ।

সারণি ৫.৪ এ দেখা যাচ্ছে যে, সপ্তম জাতীয় সংসদের মোট ২৩টি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এবং এই অধিবেশনের মোট কার্য দিবস ছিল ৩৮২ দিন। অধিবেশন শুরু হয় ১৪-০৭-১৯৯৬ এবং অধিবেশন শেষ হয় ১৩-০৭-২০০১ তারিখে। সরকারী কার্যদিবস ৩২৮দিন এবং বেসরকারী কার্যদিবস ৫৪দিন।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি : ৫.৫

সপ্তম জাতীয় সংসদের অধিবেশন, সময়, উপস্থিতি, উত্থাপিত, ও পাসকৃত বিলের সংখ্যা দেখান হলঃ

অধিবেশন	অধিবেশন কাল	অধিবেশন দিবস সংখ্যা	অধিবেশন মোট ঘন্টা	সরকারী			বেসরকারী	
				বিলের নোটিশ সংখ্যা	সংসদে উত্থাপিত বিল	সংসদ কর্তৃক পাসকৃত বিল	বিলের নোটিশ সংখ্যা	সংসদ কর্তৃক পাসকৃত বিল
প্রথম	১৪ জুলাই হতে ২ সেপ্টম্বর, ১৯৯৬	৩৩	২০৫.৩৭	১৯	১৯	১৯	১০	
দ্বিতীয়	১ নভেম্বর হতে ২০ নভেম্বর, ১৯৯৬	৯	৪৭.১২	৭	৭	১	৬	
তৃতীয়	১৫ জানুযারী হতে ১৩ মার্চ ১৯৯৭	৩১	১৫৩.০০	৭	৭	১৩	৫	
চতুর্থ	১০ মে হতে ১৫ মে, ১৯৯৭	৬	৩২.৪৭	১	১		১	
পঞ্চম	১০ জুন হতে ১০ জুলাই, ১৯৯৭	২২	১৩৩.৪৫	৫	৫	৪	২	
ষষ্ঠ	৩০ আগষ্ট হতে ৪ সেপ্টম্বর, ১৯৯৭	৬	২৭.৪৪	২	২	৪	১	
সপ্তম	২ নভেম্বর হতে ১৬ নভেম্বর, ১৯৯৭	৭	২৯.৫৫	৫	৫	৪	৬	
অষ্টম	১৪ জানুয়ারী হতে ১৩ মে, ১৯৯৮	৫৪	২৩৮.০০	১২	১২	১২		
নবম	১০ জুন হতে ৯ জুলাই, ১৯৯৮	২০	৬৬.২৪	৭	৪	৪		
দশম	৭ সেপ্টেম্বর হতে ৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮	২	১২.২৯	৯	৫			
একাদশ	৫ নভেম্বর হতে ২৬ নভেম্বর, ১৯৯৮	১৫	৭৪.৫৩	৭	৬	৮	৮	
দ্বাদশ	২৫ জানুযারী হতে ৭ এপ্রিল ১৯৯৯	২৫	৯২.০২	৫	৫	১৪	১	
ত্রয়োদশ	৬ জুন হতে ৮ জুলাই, ১৯৯৯	২৬	১১৯.৫২	১৪	১৪	৮	১	
চতুর্দশ	২৯ আগষ্ট হতে ৯ সেপ্টম্বর, ১৯৯৯	৬	১৩.৫৯	২	২		১	
পঞ্চদশ	১ নভেম্বর হতে ৯ নভেম্বর, ১৯৯৯	৭	১৫.৫১			১	১	
ষষ্ঠদশ	১ জানুযারী হতে ৩০ জানুযারী, ২০০০	১৬	৫২.১৫	৬	৬	৮	২	
সপ্তদশ	২৮ মার্চ হতে ৬ এপ্রিল, ২০০০	৮	২০.২০	১১	১১	৪		
অষ্টাদশ	৫ জুন হতে ৯ জুলাই, ২০০০	২৫	৭৮.০৯	১৫	১৫	১৬		
উনিষতম	৬ সেপ্টেম্বর থেকে ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০০০	৭	২৪.১৪	৫	৫	৮		
বিশতম	৯ নভেম্বর থেকে ২৩ নভেম্বর, ২০০০	৯	২৮.৪৫	৬	৬	৭		

Dhaka University Institutional Repository

অধিবেশন	অধিবেশন কাল	অধিবেশন দিবস সংখ্যা	অধিবেশন মোট ঘন্টা	সরকারী			বেসরকারী	
				বিলের নোটিশ সংখ্যা	সংসদে উত্থাপিত বিল	সংসদ কর্তৃক পাসকৃত বিল	বিলের নোটিশ সংখ্যা	সংসদ কর্তৃক পাসকৃত বিল
একুশতম	১১ জানুয়ারী হতে ৩১ জানুয়ারী, ২০০১	১৪	৪৯.১৮	৩	৩	৫		১
বাইশতম	২৯ মার্চ হতে ১২ এপ্রিল, ২০০১	৯	২৮.০৪	১৫	১৫	২১	১	
তেইশতম	৬ জুন হতে ১৩ জুলাই, ২০০১	২৫	৮৪.৪৯	৩২	৩২	২৯	১	
		৩৮২	১৬২৪.৮৪	১৯৫	১৯২	১৯০	৫১	১

সূত্র: বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, সপ্তম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন থেকে তেইশতম অধিবেশন পর্যন্ত (১৪-০৭-১৯৯৬ হতে ১৩-০৭-২০০১) কার্যবাহের সারাংশ

সারণি ৫.৫ এ দেখা যাচ্ছে যে, সপ্তম জাতীয় সংসদে ২৩টি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় এবং অধিবেশনকালীন ১৬২৪.৮৪ ঘন্টা সময় ব্যয় হয়। সরকারি বিলের নোটিশ পাওয়া যায় ১৯৫টি, সংসদে উত্থাপিত হয় ১৮৭টি বিল, সংসদে পাশ হয় ১৯০টি বিল, বেসরকারি বিলের নোটিশ পাওয়া যায় ৪৭টি, সংসদ কর্তক পাশকৃত বেসরকারি বিলের সংখ্যা ১টি। সপ্তম সংসদে ১৯১টি আইন পাশ হয়।

সারণি : ৫.৬

সপ্তম জাতীয় সংসদের দল অনুযায়ী ওয়াকআউটের হিসাব (দিন ও বার)

অধিবেশন	বিএনপি	জামাত	জাতীয় পার্টি	মোট
প্রথম	৫ দিন ৫ বার	১ দিন ১ বার	- -	৫
দ্বিতীয়	১ দিন ১ বার	- -	- -	১
তৃতীয়	-	-	-	-
চতুর্থ	১ দিন ১ বার	১ দিন ১ বার	- -	১
পঞ্চম	৫ দিন ৫ বার	১ দিন ১ বার	- -	১
ষষ্ঠ	১ দিন ১ বার	- -	- -	১
সপ্তম	- -	১ দিন ১ বার	- -	১
অষ্টম	১৩ দিন ১৫ বার	- -	- -	১৩
নবম	৩ দিন	১ দিন	১ দিন	৫

অধিবেশন	বিএনপি	জামাত	জাতীয় পার্টি	মোট
	৪ বার	২ বার	১ বার	
দশম	-	-	-	-
একাদশ	৫ দিন ৬ বার	৩ দিন ৩ বার	- -	৬
দ্বাদশ	৭ দিন ৮ বার	৬ দিন ৬ বার	১ দিন ১ বার	১০
ত্রয়োদশ	১০ দিন ১৪ বার	৩ দিন ৩ বার	- -	১৪
মোট	৫১ দিন ৬০ বার	১৬ দিন ১৭ বার	২ দিন ২ বার	৬২ বার

সূত্র: সপ্তম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন হতে তেরতম অধিবেশন (১৪-৭-৯৬ হতে ০৮-০৭-৯৯) পর্যন্ত দৈনন্দিন বুলেটিন। আরো দেখুন: আকবর, মো: আলী, *বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের ওয়াকআউট ও বয়কট*, সংসদ সচিবালয়, ঢাকা: ২০০৮।

সারণি ৫.৬ এ দেখা যাচ্ছে যে, সপ্তম জাতীয় সংসদে প্রধান বিরোধী রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল অন্যান্য বিরোধী রাজনৈতিক দলসহ ত্রয়োদশ অধিবেশন পর্যন্ত ৫১দিনে মোট ৬২বার ওয়াকআউট করেন। এর মধ্যে প্রধান বিরোধী রাজনৈতিক দল ৬০বার ওয়াকআউট করেন।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে অসহযোগিতা, শত্রুতা বিরাজমান থাকায় একযোগে কাজ করার পথে বাধার সৃষ্টি হয়েছে। অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গণতান্ত্রিক সরকারকে অপসারণ করার প্রয়াস সংসদীয় গণতন্ত্রের পরিপন্থী। সংসদীয় সরকারকে ধর্মঘট, দূর্বার গণআন্দোলন, গণ বিক্ষোভ, সংসদ বর্জনের মধ্যদিয়ে সংসদীয় গণতন্ত্রের সমস্যার সমাধান করা যাবেনা। বরং দায়িত্বশীল ও সমঝোতাপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বিরোধী দলকে সংসদে উপস্থিত থেকেই সংসদীয় গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হবে। সপ্তম জাতীয় সংসদের প্রধান বিরোধী দলের সংসদ বর্জনের তথ্যচিত্র উপস্থাপন করা হল:

সারণি : ৫.৭

সপ্তম জাতীয় সংসদে প্রধান বিরোধী দলকর্তৃক সংসদ বর্জনের তথ্যচিত্র।

ক্রঃ নং	অধিবেশন	সপ্তম সংসদের মোট কার্যদিবস	সংসদ বর্জন (দিন) প্রধান বিরোধী দল (বিএনপি)
১	প্রথম	৩৩	-
২	দ্বিতীয়	০৯	০৫
৩	তৃতীয়	৩১	-
৪	চতুর্থ	০৬	-
৫	পঞ্চম	২২	-
৬	ষষ্ঠ	০৬	৬
৭	সপ্তম	০৭	৭
৮	অষ্টম	৫৪	১৮
৯	নবম	২০	-
১০	দশম	০২	-
১১	একাদশ	১৫	-
১২	দ্বাদশ	২৫	-
১৩	ত্রয়োদশ	২৬	০১
১৪	চর্তুদশ	০৬	০৬
১৫	পঞ্চদশ	০৭	০৭
১৬	ষষ্ঠদশ	১৬	১৬
১৭	সপ্তদশ	০৮	০৮
১৮	অষ্টাদশ	২৫	২৫
১৯	উনবিংশ	০৭	০৭
২০	বিংশ	০৯	০৯
২১	এশাবিংশ	১৪	১৪
২২	দ্বাবিংশ	০৯	০৯
২৩	ত্রয়োবিংশ	২৫	২৫
	মোট =	**৩৮২দিন**	**১৬৩**

সূত্র: বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, সপ্তম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন থেকে তেইশতম অধিবেশন পর্যন্ত (১৪-০৭-১৯৯৬ হতে ১৩-০৭-২০০১) কার্যবাহের সারাংশ। আরো দেখুন: আকবর, মো: আলী, *বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের ওয়াকআউট ও বয়কট*, সংসদ সচিবালয়, ঢাকা:২০০৮।

সারণি ৫.৭ এ দেখা যাচ্ছে যে, সপ্তম জাতীয় সংসদে প্রধান বিরোধী রাজনৈতিক দল, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল মোট ৩৮২ কার্য দিবসের মধ্যে ২১৯টি কার্যদিবস জাতীয় সংসদে উপস্থিত থাকেন এবং ১৬৩টি কার্যদিবস জাতীয় সংসদ বর্জন করেন। তন্মধ্যে দ্বিতীয় অধিবেশনে ৯ কার্যদিবসের মধ্যে

Dhaka University Institutional Repository

৫ কার্য দিবস বর্জন করেন। ষষ্ঠ অধিবেশন হতে ত্রয়োবিংশ অধিবেশন পর্যন্ত ১৫৮টি কার্যদিবস সংসদ বর্জন করেন।

সংসদীয় কমিটির গঠন:

সারণি : ৫.৮

বাংলাদেশ সপ্তম জাতীয় সংসদে গঠিত কমিটিসমূহের খতিয়ান

সপ্তম জাতীয় সংসদ	কমিটির ধরন	কমিটির সংখ্যা
	স্থায়ী কমিটি:	
	সংসদীয় স্থায়ী কমিটি	১১টি
	মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৩৫টি
	এড হক কমিটি (অস্থায়ী কমিটি):	
	বাছাই কমিটি	-
	বিশেষ কমিটি	১টি
	মোট:	**৪৭টি**

সূত্রঃ Ahmed Nizam, *Parliamentary Committees & Parliamentary Government in Bangladesh*, P. 19. বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, *সপ্তম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন থেকে তেইশতম অধিবেশন পর্যন্ত (১৪-০৭-১৯৯৬ হতে ১৩-০৭-২০০১) কার্যবাহের সারাংশ।*

সারণি ৫.৮ এ দেখা যাচ্ছে যে, সপ্তম জাতীয় সংসদের ১১টি সংসদীয় কমিটির মধ্যে প্রথম অধিবেশনে ৫টি সংসদীয় স্থায়ী কমিটি গঠিত হয়। দ্বিতীয় অধিবেশনে ৬টি সংসদীয় স্থায়ী কমিটি গঠিত হয়। ৩৫টি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত কমিটির মধ্যে ১৪টি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠিত হয় সপ্তম অধিবেশনে এবং অপর ২১টি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠিত হয় অষ্টম অধিবেশনে। এই সংসদে ১টি বিশেষ কমিটি গঠিত হয়েছিল প্রথম অধিবেশনে।

১। কার্য-উপদেষ্টা কমিটি:

বাংলাদেশের সপ্তম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের পঞ্চম কার্যদিবসে কার্যপ্রণালী বিধির ২১৯ বিধি অনুসারে স্পীকার ১৫ সদস্য বিশিষ্ট কার্য-উপদেষ্টা কমিটি মনোনীত করেন।[১৩৭] স্পীকার এই কমিটির সভাপতি ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ নেত্রী শেখ হাসিনা এবং বিরোধী দলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়াসহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ নেতা এই কমিটির সদস্য ছিলেন। সপ্তম জাতীয় সংসদে বিরোধী দলীয় চীফ হুইপ এ কমিটির সদস্য হিসাবে মনোনীত হন। অন্যান্য দল বা গ্রুপের প্রত্যেকটি থেকে

১৩৭. *বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ বিতর্ক, খন্ড-১, সংখ্যা-৫, মঙ্গলবার ২৩শে জুলাই, ১৯৯৬।*

Dhaka University Institutional Repository

যতদূর সম্ভব একজন সদস্য মনোনয়ন করা হয়। সপ্তম জাতীয় সংসদের কার্য-উপদেষ্টা কমিটির ১৫ জন সদস্যের মধ্যে সভাপতিসহ সরকারী দলের ৯ জন, প্রধান বিরোধীদলের ৪ জন এবং অপর দু'টি দল/গ্রুপের প্রত্যেকটির ১ জন সদস্য মনোনীত হন। কার্য-উপদেষ্টা কমিটির বৈঠকে আলোচনার জন্য নির্ধারিত বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী বা ঐ বিষয়ে কোন অভিজ্ঞ সংসদ-সদস্যকে বৈঠকে উপস্থিত থাকার জন্য বিশেষ আমন্ত্রণ জানানো হয়।

বিশেষ কমিটি: বাংলাদেশের সপ্তম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের পঞ্চম কার্যদিবসে কার্যপ্রণালী বিধির ২৬৬ বিধি অনুসারে প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাবক্রমে জাতীয় সংসদে উত্থাপিত বিলসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে রিপোর্ট প্রদানের জন্য ১৫ সদস্য বিশিষ্ট বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়।[১৩৮] এডভোকেট রহমত আলী এই কমিটির সভাপতি ছিলেন। সপ্তম জাতীয় সংসদের কার্য-উপদেষ্টা কমিটির ১৫ জন সদস্যের মধ্যে সরকারী দলের ৮ জন, প্রধান বিরোধীদলের ৪ জন এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলের ৩ জন। সপ্তম জাতীয় সংসদে গঠিত একমাত্র বিশেষ কমিটিকে একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে বিল পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পর্কিত দায়িত্ব প্রদান করা হয়।[১৩৯] সংসদ নেতা সংসদের বৈঠকে এই মর্মে অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন যে, সংসদে উত্থাপিত সব সরকারী বিল সংসদের বিবেচনার আগে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণ করা হবে।[১৪০] মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিগুলোর সভাপতি পদে মন্ত্রী নন এমন কোনো সংসদ-সদস্যকে নিয়োগ করার লক্ষ্যে কার্যপ্রণালী বিধি সংশোধন করা প্রয়োজন। সংশোধিত কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী স্থায়ী কমিটিসমূহ গঠিত না হওয়া পর্যন্ত সাময়িক ব্যবস্থা হিসাবে সংসদে উত্থাপিত সব সরকারী বিল পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে রিপোর্টি প্রদানের জন্য ঐ বৈঠকে সংসদ নেতার প্রস্তাবক্রমে একটি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয় এবং ঐ দিনের বৈঠকে তিনটি বিল ও পরে আরো কয়েক দফায় বেশ কিছু সংখ্যক বিল ঐ কমিটিতে প্রেরণ করা হয়। বিশেষ কমিটিতে প্রেরিত প্রত্যেকটি বিল সম্পর্কে রিপোর্টদানের সময়সীমা সংসদ দ্বারা নির্ধারিত হয়।

এই কমিটি আরও মনে করে যে, যে সকল মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি এখনও গঠিত হয়নি, সে সকল মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত বিলসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ কমিটির এখতিয়ার পূর্বের ন্যায় এখনও অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু যে সকল মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত কমিটি গঠিত হয়েছে সে সকল মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত বিলসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ কমিটির কোন এখতিয়ার রইল না।

---

১৩৮. *প্রাগুক্ত।*
১৩৯. *বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ বিতর্ক, খন্ড-১, সংখ্যা-৫, মঙ্গলবার ২৩শে জুলাই, ১৯৯৬।*
১৪০. *বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ বিতর্ক, খন্ড-১, সংখ্যা-৫, মঙ্গলবার ২৩শে জুলাই, ১৯৯৬।*

Dhaka University Institutional Repository

২। বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিঃ

বাংলাদেশ সপ্তম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের ষষ্ঠ কার্যদিবসে কার্যপ্রণালী বিধির ২৪০ বিধি অনুযায়ী স্পীকার জনাব হুমায়ূন রশীদ চৌধুরী ১০ সদস্য বিশিষ্ট বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি মনোনীত করেন। স্পীকার জনাব হুমায়ূন রশীদ চৌধুরী এ কমিটির সভাপতি ছিলেন। বিশেষ অধিকার কমিটি অনধিক দশ জন সদস্য নিয়ে গঠিত।[১৪১] স্পীকারের সভাপতিত্বে এই কমিটি গঠিত হওয়ার এবং প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধীদলের নেতাকে এই কমিটির সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করার রীতি প্রবর্তিত রয়েছে। সপ্তম জাতীয় সংসদে গঠিত কমিটিতেও এই তিনজন কে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। এই কমিটির ১০ জন সদস্যের মধ্যে সভাপতিসহ সরকারী দলের ৭ জন, প্রধান বিরোধীদলের ৩ জন সদস্য মনোনীত হন।

৩। কার্যপ্রণালী বিধি সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটিঃ

বাংলাদেশ সপ্তম জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২৬৪ বিধি অনুযায়ী স্পীকার জনাব হুমায়ূন রশীদ চৌধুরী ১২ সদস্য বিশিষ্ট কার্যপ্রণালী বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি মনোনীত করেন। স্পীকার জনাব হুমায়ূন রশীদ চৌধুরী এই কমিটির সভাপতি ছিলেন।[১৪২] সপ্তম জাতীয় সংসদে স্পীকার সহ সরকারী দলের ৭ জন, প্রধান বিরোধীদলের ৩ জন এবং অন্য দু'টি দল/গ্রুপের প্রত্যেকটি থেকে ১ জন করে সদস্য নিয়ে এই কমিটি গঠিত হয়। সংসদের ডেপুটি স্পীকার, সংসদ উপনেতা এবং আইন প্রতি মন্ত্রী এই কমিটির সদস্য হিসাবে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। সপ্তম জাতীয় সংসদের এই কমিটিতে প্রধান বিরোধীদলের সদস্যদের মধ্যে বিরোধীদলের উপনেতা ও বিরোধীদলের চীফ হুইপ সদস্য ছিলেন।

৪। সংসদ কমিটিঃ

বাংলাদেশের সপ্তম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন কার্যপ্রণালী বিধির ২৪৯ বিধি অনুযায়ী স্পীকার হুমায়ূন রশীদ চৌধুরী ১২ সদস্য বিশিষ্ট সংসদ কমিটি মনোনীত করেন। জনাব আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ,চীফ হুইপ এই কমিটির সভাপতি ছিলেন।[১৪৩] সভাপতিসহ অনধিক ১২-সদস্য বিশিষ্ট সংসদ কমিটি স্পীকারের মনোনয়নে গঠিত হয়। সপ্তম জাতীয় সংসদে সভাপতিসহ ৭ জন সরকারী

---

১৪১. *বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ বিতর্ক, খন্ড-১, সংখ্যা-৬, বুধবার ২৪শে জুলাই, ১৯৯৬।*
১৪২. *বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ বিতর্ক, খন্ড-১, সংখ্যা-৬, বুধবার ২৪শে জুলাই, ১৯৯৬।*
১৪৩. *প্রাগুক্ত*

Dhaka University Institutional Repository

দলীয় সদস্য, প্রধান বিরোধী দলীয় সদস্য ৩ জন এবং ২ জন অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সদস্য নিয়ে এই কমিটি গঠিত হয়।

৫। বেসরকারী সদস্যদের বিল ও সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সম্পর্কিত কমিটি:

বাংলাদেশ সপ্তম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের নবম কার্যদিবসে কার্যপ্রণালী বিধির ২২২ বিধি অনুযায়ী প্রধান হুইপের প্রস্তাবক্রমে সংসদ কর্তৃক ১০ সদস্য বিশিষ্ট বেসরকারী সদস্যদের বিল ও বেসরকারী সদস্যদের সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠিত হয়।[১৪৪] সপ্তম জাতীয় সংসদে সভাপতিসহ সরকারী দলের ৬ জন সদস্য, প্রধান বিরোধীদলের ২ জন সদস্য এবং অন্য দু'টি গ্রুপের প্রত্যেকটির ১ জন করে সদস্য নিয়ে এই কমিটি গঠিত হয়।

৬। পিটিশন কমিটি:

সপ্তম জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধির ২৩১ বিধি অনুযায়ী স্পীকার জনাব হুমায়ূন রশীদ চৌধুরী ১০ সদস্য বিশিষ্ট পিটিশন কমিটি গঠন করে। স্পীকার এই কমিটির সভাপতি ছিলেন।[১৪৫] সপ্তম জাতীয় সংসদে এই কমিটিতে সরকারী দলের ৬ জন, প্রধান বিরোধী দলীয় ৩ জন এবং ১ জন অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সদস্য মনোনীত হন। সপ্তম জাতীয় সংসদ পর্যন্ত সংসদের উত্থাপিত কোনো বিল বা সংসদের অনিষ্পন্ন কোনো বিষয় সম্পর্কে কোনো পিটিশন পেশ করা হয়নি। তবে দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছে সপ্তম জাতীয় সংসদ পর্যন্ত কোনো জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয় সম্পর্কেই শুধু সংসদে পিটিশন পেশ করার ক্ষেত্রে।

৭। লাইব্রেরী কমিটি:

সপ্তম জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধির ২৫৭ বিধি অনুযায়ী ১০ সদস্য বিশিষ্ট লাইব্রেরী কমিটি মাননীয় স্পীকার মনোনীত করেন। ডেপুটি স্পীকার পদাধিকারবলে লাইব্রেরী কমিটির সভাপতি হন। কমিটির অন্যান্য ১০ জন সদস্য স্পীকার কর্তৃক মনোনীত।[১৪৬] এ ১০ জন সদস্যের মধ্যে সপ্তম জাতীয় সংসদে সরকারী দলীয় ৬ জন, প্রধান বিরোধী দলীয় ৩ জন এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলীয় ১ জন সদস্য মনোনীত হন।

---

১৪৪. *বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ বিতর্ক, খন্ড-১, সংখ্যা-৯, বুধবার ২৯শে জুলাই, ১৯৯৬।*
১৪৫. *বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ বিতর্ক, খন্ড-২, সংখ্যা-৮, মঙ্গলবার ১৯শে নভেম্বর, ১৯৯৬।*
১৪৬. *প্রাগুক্ত*

Dhaka University Institutional Repository

৮। সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিঃ

সপ্তম জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধির ২৩৪ বিধি অনুযায়ী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ নেতার অনুমতিক্রমে তার পক্ষে চীফ হুইপের প্রস্তাবক্রমে ১৫জন সদস্য বিশিষ্ট সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন জনাব এস এম আকরাম।[১৪৭] সপ্তম জাতীয় সংসদ পর্যন্ত দুটি (তৃতীয় ও ষষ্ঠ) সংসদে কোনো সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠিত হয় নি এ কমিটির সভাপতি সরকারী দল থেকে নিয়োজিত হন।

৯। অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিঃ

বাংলাদেশের সপ্তম জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধির ২৩৬ বিধি অনুসারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ নেতার অনুমতিক্রমে তার পক্ষে চীফ হুইপের প্রস্তাবক্রমে ১০ সদস্য বিশিষ্ট অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন জনাব ডঃ মিজানুল হক। সভাপতিসহ সরকার দলীয় ৬ জন এবং প্রধান বিরোধী দলীয় ৩ জন এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলীয় ১ জন সদস্য নিয়ে এই কমিটি গঠিত হয়।[১৪৮]

১০। সরকারী প্রতিষ্ঠান কমিটিঃ

বাংলাদেশের সপ্তম জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধির ২৩৯ বিধি অনুযায়ী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ নেতার অনুমতিক্রমে তার পক্ষে চীফ হুইপের প্রস্তাবক্রমে ১০ জন সদস্য বিশিষ্ট সরকারী প্রতিষ্ঠান কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম হুইপ।[১৪৯] কোনো মন্ত্রীকে এই কমিটির সদস্য নিয়োগ করা যায় না। কোনো সদস্য মন্ত্রী পদে নিযুক্ত হলে অনুরূপ নিযুক্তির তারিখ থেকে তিনি আর ঐ কমিটির সদস্য থাকেন না। সপ্তম জাতীয় সংসদের এই কমিটিতে ৬ জন সরকারী, প্রধান বিরোধী দলীয় ২ জন এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলীয় ২ জন সদস্য ছিলেন। সরকারদলীয় সংসদ সদস্য কমিটির সভাপতি নিযুক্ত হন।

১১। সরকারী প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিঃ

সপ্তম জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধির ২৪৫ বিধি অনুসারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ নেতার অনুমতিক্রমে তার পক্ষে প্রধান হুইপের প্রস্তাবক্রমে ৮জন সদস্য বিশিষ্ট সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন শেখ ফজলুল করিম সেলিম।[১৫০]

---

১৪৭. *বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ বিতর্ক, খন্ড-২, সংখ্যা-৯, বুধবার ২০শে নভেম্বর, ১৯৯৬।*
১৪৮. *বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ বিতর্ক, খন্ড-২, সংখ্যা-৯, বুধবার ২০শে নভেম্বর, ১৯৯৬।*
১৪৯. *প্রাগুক্ত।*
১৫০. *প্রাগুক্ত।*

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় সংসদের তৃতীয় অধিবেশনকালে জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ১৮৭ বিধির (২) উপবিধির (১) এর (গ) বিধি অনুযায়ী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও সংসদনেতার অনুমতিক্রমে তার পক্ষে প্রধান হুইপের প্রস্তাবক্রমে ১১ জন সদস্য বিশিষ্ট সংসদীয় কমিটি গঠিত হয়।[১৫১]

প্রধান হুইপ জনাব আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ এর প্রস্তাবক্রমে কার্যপ্রণালী বিধির ২৩৯ বিধি অনুযায়ী গঠিত সরকারী প্রতিষ্ঠান কমিটি'র ২টি শূণ্য পদে টাঙ্গাইল-২ হইতে নির্বাচিত সদস্য খন্দকার আসাদুজ্জামান ও জামালপুর-১ হতে নির্বাচিত সদস্য জনাব আবুল কালাম আজাদকে নিয়োগ করা হয়।[১৫২]

প্রধান হুইপ জনাব আবুল হাসানাত আবদুল্লাহর প্রস্তাবক্রমে কার্যপ্রণালী বিধির ১৮৭ বিধির (২) উপ-বিধির (১) এর (গ) বিধি অনুযায়ী গঠিত ১১ সদস্য বিশিষ্ট সংসদীয় কমিটির পুনর্গঠন করা হয়।[১৫৩]

সারণি : ৫.৯

সংসদীয় স্থায়ী কমিটি ব্যবস্থায় সরকার দলীয় ও বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্যদের অনুপাত: কমিটি গঠন:

স্থায়ী কমিটি নং	৭ম জাতীয় সংসদ		
	সরকারী দল	প্রধান বিরোধী দল	অন্যান্য রাজনৈতিক দল
কার্য-উপদেষ্টা কমিটি	৯০%	৪০%	২০%
কার্য-প্রণালী বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৭০%	৩০%	২০%
বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৭০%	৩০%	২০%
পিটিশন কমিটি	৬০%	৩০%	১০%
লাইব্রেরী কমিটি	৬০%	৩০%	১০%
সংসদ কমিটি	৭০%	৩০%	২০%
বেসরকারী সদস্যদের বিল ও সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৬০%	২০%	২০%
সরকার হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৯০%	৫০%	১০%
সরকারী প্রতিষ্ঠান কমিটি	৬০%	২০%	২০%

১৫১. *বা১২ংলাদেশ জাতীয় সংসদ বিতর্ক, খন্ড-৩, সংখ্যা-১৪, মঙ্গলবার, ১৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৭।*
১৫২. *বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ বিতর্ক, খন্ড-৩, সংখ্যা-১৫, বুধবার, ১৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৭।*
১৫৩. *বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ বিতর্ক, খন্ড-৩, সংখ্যা-২৪, মঙ্গলবার, ৪ঠা মার্চ, ১৯৯৭।*

Dhaka University Institutional Repository

স্থায়ী কমিটি নং	৭ম জাতীয় সংসদ		
	সরকারী দল	প্রধান বিরোধী দল	অন্যান্য রাজনৈতিক দল
অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৬০%	৩০%	১০%
সরকারী প্রতিশ্রুতি কমিটি	৫০%	২০%	১০%
বিশেষ কমিটি (বিল পরীক্ষা-নিরীক্ষাকরণ সংক্রান্ত)	৮০%	৪০%	৩০%

সূত্র: বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, সপ্তম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন থেকে তেইশতম অধিবেশন পর্যন্ত (১৪-০৭-১৯৯৬ হতে ১৩-০৭-২০০১) কার্যবাহের সারাংশ।

সারণি ৫.৯ তে দেখা যায় যে, কার্য-উপদেষ্টা কমিটির সদস্যদের মধ্যে সরকারী দলের ৯০%, প্রধান বিরোধী দলের ৪০%, অন্যান্য রাজনৈতিক দলের ২০% সদস্য ছিলেন। কার্য-প্রণালী বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে সরকারী দলের ৭০%, প্রধান বিরোধী দলের ৩০%, অন্যান্য রাজনৈতিক দলের ২০% সদস্য ছিলেন। বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে সরকারী দলের ৭০%, প্রধান বিরোধী দলের ৩০%, অন্যান্য রাজনৈতিক দলের ২০% সদস্য ছিলেন। পিটিশন কমিটিতে সরকারী দলের ৬০%, প্রধান বিরোধী দলের ৩০%, অন্যান্য রাজনৈতিক দলের ১০% সদস্য ছিলেন। লাইব্রেরী কমিটিতে সরকারী দলের ৬০%, প্রধান বিরোধী দলের ৩০%, অন্যান্য রাজনৈতিক দলের ১০% সদস্য ছিলেন। সংসদ কমিটিতে সরকারী দলের ৭০%, প্রধান বিরোধী দলের ৩০%, অন্যান্য রাজনৈতিকদলের ২০% সদস্য ছিলেন। বেসরকারী সদস্যদের বিল ও সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে সরকারী দলের ৬০%, প্রধান বিরোধী দলের ২০%, অন্যান্য রাজনৈতিক দলের ২০% সদস্য ছিলেন। সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে সরকারী দলের ৯০%, প্রধান বিরোধী দলের ৫০%, অন্যান্য রাজনৈতিক দলের ১০% সদস্য ছিলেন। সরকারী প্রতিষ্ঠান কমিটিতে সরকারী দলের ৬০%, প্রধান বিরোধী দলের ২০%, অন্যান্য রাজনৈতিকদলের ২০% সদস্য ছিলেন। অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে সরকারী দলের ৬০%, প্রধান বিরোধী দলের ৩০%, অন্যান্য রাজনৈতিক দলের ১০% সদস্য ছিলেন। সরকারী প্রতিশ্রুতি কমিটিতে সরকারী দলের ৫০%, প্রধান বিরোধী দলের ২০%, অন্যান্য রাজনৈতিক দলের ১০% সদস্য ছিলেন। বিশেষ কমিটিতে সরকারী দলের ৮০%, প্রধান বিরোধী দলের ৪০%, অন্যান্য রাজনৈতিক দলের ৩০% সদস্য ছিলেন।

সপ্তম জাতীয় সংসদের সপ্তম অধিবেশনকালে কার্যপ্রণালী বিধির ২৪৭ বিধি অনুযায়ী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ নেতার অনুমতিক্রমে তার পক্ষে চীফ হুইপ এর প্রস্তাব অনুযায়ী যথাক্রমে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি; ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি; কৃষি

Dhaka University Institutional Repository

মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি এবং পাট মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি; স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি; যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি; যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি; পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি; আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি; নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, খাদ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি; অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি; তথ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি; স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়।[১৫৪]

সপ্তম জাতীয় সংসদের অষ্টম অধিবেশনকালে কার্যপ্রণালী বিধির ২৪৬ ও ২৪৮ বিধি অনুসারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ নেতার অনুমতিক্রমে তাঁর পক্ষে চীফ হুইপ জনাব আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ এর প্রস্তাবক্রমে ১০ সদস্য বিশিষ্ট নিম্নের কমিটিগুলো পুনর্গঠন করা হয়। যেমন- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি; ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি; কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি এবং পাট মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি; স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি; যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি; যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি; পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি; আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি; নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি; খাদ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি; অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি; তথ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি; স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি।[১৫৫]

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ নেতার অনুমতিক্রমে তাঁর পক্ষে চীফ হুইপ জনাব আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ এর প্রস্তাবক্রমে কার্যপ্রণালী বিধির ২৪৬ ও ২৪৮ বিধি অনুযায়ী ১০ সদস্য বিশিষ্ট নিম্নলিখিত কমিটি সমূহ গঠন করা হয়:

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি; পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি; পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি; দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি; শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি; শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি; বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি; বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি; গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি; শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়

১৫৪. *বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ বিতর্ক, খন্ড-৭, সংখ্যা-৭, রবিবার, ১৬ই নভেম্বর , ১৯৯৭।*
১৫৫. *বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ বিতর্ক, খন্ড-৮, সংখ্যা-৫৩, মঙ্গলবার, ১২ই মে, ১৯৯৮।*

Dhaka University Institutional Repository

সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি; বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি; ভূমি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি; মৎস ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি; বস্ত্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি; সাংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি; বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি; সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি; স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি; বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি; সংস্থাপন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি; ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি।[১৫৬]

সপ্তম জাতীয় সংসদের নবম অধিবেশন কালে কার্যপ্রণালী বিধির ২৩১ ও ২৫৭ বিধি অনুসারে গঠিত ১০ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি যথাক্রমে পিটিশন কমিটি ও লাইব্রেরী কমিটি মাননীয় স্পীকার কর্তৃক পুনর্গঠিত করা হয়।[১৫৭]

কার্যপ্রণালী বিধির ২৪৬ ও ২৪৮ বিধি অনুসারে গঠিত কমিটিসমূহ যথাক্রমে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি; কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি; বস্ত্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি; পাট মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি; ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি; যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি; শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।[১৫৮]

সপ্তম জাতীয় সংসদের দ্বাদশ অধিবেশনকালে কার্যপ্রণালী বিধির ২৪৬ ও ২৪৮ বিধি অনুসারে গঠিত কমিটিসমূহ যথা: স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি; গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি; বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি; মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি; কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি; মৎস ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি; নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি; সাংস্কৃতিক বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি; সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি; সরকারী প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি এবং অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।[১৫৯]

---

১৫৬. *বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ বিতর্ক, খন্ড-৮, সংখ্যা-৫৩, মঙ্গলবার, ১২ই মে, ১৯৯৮।*
১৫৭. *বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ বিতর্ক, খন্ড-৯, সংখ্যা-৮, মঙ্গলবার, শনিবার,২০শে জুন, ১৯৯৮।*
১৫৮. *বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ বিতর্ক, খন্ড-৯, সংখ্যা-১৯, বুধবার, ৮ই জুলাই, ১৯৯৮।*
১৫৯. *বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ বিতর্ক, খন্ড-১২, সংখ্যা-২০, বুধবার, ১৪ই মার্চ, ১৯৯৯।*

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ সপ্তম জাতীয় সংসদের চতুর্দশ অধিবেশনকালে কার্যপ্রণালী বিধির ২৩৬, ২৪৬ ও ২৪৮ বিধি অনুসারে গঠিত কমিটিসমূহ যেমন- অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, মৎস ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।[১৬০]

বাংলাদেশ সপ্তম জাতীয় সংসদের ষষ্ঠদশ অধিবেশনকালে কার্যপ্রণালী বিধির ২৪৬ ও ২৪৮ বিধি অনুসারে গঠিত কমিটিসমূহ যেমন- স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি; পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি; খাদ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি; যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি; পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি; স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি; বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি; যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি; শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি; কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি; সরকারী প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।[১৬১]

বাংলাদেশ সপ্তম জাতীয় সংসদের বিশতম অধিবেশনকালে কার্যপ্রণালী বিধির ২৪৬ ও ২৪৮ বিধি অনুসারে মাননীয় সংসদ নেতার অনুমতিক্রমে মাননীয় প্রধান হুইপের অনুপস্থিতিতে মাননীয় হুইপ উপাধ্যক্ষ মোঃ আব্দুস শহীদ-এর প্রস্তাবক্রমে কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।[১৬২]

বাংলাদেশ সপ্তম জাতীয় সংসদের একুশতম অধিবেশনকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমতিক্রমে তার পক্ষে মাননীয় প্রধান হুইপ জনাব আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ এর প্রস্তাবক্রমে কার্যপ্রণালী বিধির ২৪৬ ও ২৪৮ বিধি অনুসারে গঠিত কমিটিসমূহ যেমন- তথ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি এবং দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি পুর্নগঠন করা হয়।[১৬৩]

---

১৬০. *বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ বিতর্ক, খন্ড-১৪, সংখ্যা-৫, বুধবার, ৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯।*

১৬১. *বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সপ্তম জাতীয় সংসদের ষষ্ঠদশ (১ জানুয়ারী ২০০০ হতে ৩০ জানুয়ারী ২০০০) অধিবেশনের কার্যবাহের সারাংশ*

১৬২. *বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সপ্তম জাতীয় সংসদের বিশতম (৯ নভেম্বর ২০০০ হতে ২৩ নভেম্বর২০০০) অধিবেশনের কার্যবাহের সারাংশ।*

১৬৩. *বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সপ্তম জাতীয় সংসদের একুশতম (১১ জানুয়ারী হতে ৩১ জানুয়ারী ২০০১) অধিবেশনের কার্যবাহের সারাংশ*

Dhaka University Institutional Repository

সারণি : ৫.১০

মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত কমিটি ব্যবস্থায় সরকার দলীয় ও বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্যদের অনুপাত

ক্রমিক নং	স্থায়ী কমিটি নং	৭ম জাতীয় সংসদ		
		সরকারী দল	প্রধান বিরোধী দল	অন্যান্য রাজনৈতিক দল
০১.	অর্থ মন্ত্রণালয়	৬০%	৩০%	১০%
০২.	শিল্প মন্ত্রণালয়	৬০%	৩০%	১০%
০৩.	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	৬০%	৩০%	১০%
০৪.	যোগাযোগ মন্ত্রণালয়	৬০%	৩০%	১০%
০৫.	শিক্ষা মন্ত্রণালয়	৬০%	৩০%	১০%
০৬.	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	৬০%	৩০%	১০%
০৭.	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	৬০%	৪০%	০%
০৮.	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	৬০%	৩০%	১০%
০৯.	আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৬০%	৩০%	১০%
১০.	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	৬০%	৩০%	১০%
১১.	বিদ্যুৎ ও জ্বালানী মন্ত্রণালয়	৬০%	৩০%	১০%
১২.	সংস্থাপন মন্ত্রণালয়	৬০%	৩০%	১০%
১৩.	শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়	৬০%	৩৩.৩%	৬.৬%
১৪.	ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়	৫০%	৩০%	২০%
১৫.	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	৬০%	৩০%	১০%
১৬.	তথ্য মন্ত্রণালয়	৬০%	৪০%	০%
১৭.	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়	৬০%	৩০%	১০%
১৮.	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	৬০%	৩০%	১০%
১৯.	সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়	৬০%	৩০%	১০%
২০.	খাদ্য মন্ত্রণালয়	৬০%	৪০%	০%
২১.	কৃষি মন্ত্রণালয়	৬০%	৩০%	১০%
২২.	মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়	৬০%	৩০%	১০%
২৩.	বস্ত্র মন্ত্রণালয়	৬০%	৩০%	১০%
২৪.	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	৬০%	৩০%	১০%
২৫.	ভূমি মন্ত্রণালয়	৬০%	৩০%	১০%
২৬.	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৬০%	৩৩.৩%	৬.৬%
২৭.	যুব ও ক্রীড়া বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৫০%	৩০%	২০%

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	স্থায়ী কমিটি নং	৭ম জাতীয় সংসদ		
		সরকারী দল	প্রধান বিরোধী দল	অন্যান্য রাজনৈতিক দল
২৮.	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৬০%	৩০%	১০%
২৯.	পাট মন্ত্রণালয়	৬০%	৪০%	০%
৩০.	বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়	৫০%	৩০%	২০%
৩১.	এলজিআরডি মন্ত্রণালয়	৬০%	৩০%	১০%
৩২.	বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	৬০%	৩০%	১০%
৩৩.	দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	৬০%	৪০%	০%
৩৪.	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	৬০%	৩০%	১০%
৩৫.	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৬০%	৩০%	১০%

সূত্র: বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, সপ্তম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন থেকে তেইশতম অধিবেশন পর্যন্ত (১৪/০৭/১৯৯৬ হতে ১৩/০৭/২০০১) কার্যবাহের সারাংশ।

সারণি ৫.১০ তে দেখা যাচ্ছে যে, অধিকাংশ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে সরকারী দলের সদস্যদের অনুপাত ছিল ৬০%, প্রধান বিরোধী দলের সদস্যদের অনুপাত ছিল ৩০% এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সদস্যদের অনুপাত ছিল ১০%। তবে ডাক ও টেলিযোগাযোগ এবং বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে সরকারী দলের সদস্যদের অনুপাত ছিল ৫০%, প্রধান বিরোধী দলের সদস্যদের অনুপাত ছিল ৩০% এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সদস্যদের অনুপাত ছিল ২০%। এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, পাট মন্ত্রণালয় এবং দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে সরকারী দলের সদস্যদের অনুপাত ছিল ৬০%, প্রধান বিরোধী দলের সদস্যদের অনুপাত ছিল ৪০% এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সদস্যদের অনুপাত ছিল ০%। বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে সরকারী দলের সদস্যদের অনুপাত ছিল ৫০%, প্রধান বিরোধী দলের সদস্যদের অনুপাত ছিল ৩০% এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সদস্যদের অনুপাত ছিল ২০%।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি : ৫.১১

সপ্তম জাতীয় সংসদের সরকারি প্রতিশ্রুতিকমিটির ১ম হইতে ২৩তম অধিবেশনসমূহে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির খতিয়ান

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়ের নাম	মাননীয় মন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	মোট প্রতিশ্রুতি	বাস্তবায়িত	আংশিক বাস্তবায়িত	বাস্তবায়নাধিন	বাস্তবায়ন হয় নাই	বৈঠকের সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	সংস্থাপন মন্ত্রণালয়	১	-	১	-	-	১	-	-
২	অর্থ বিভাগ	৮	-	৮	৩	-	৫	-	১
৩	আইন, বিচার, সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	২৪	-	২৪	৭	২	১৪	১	৩
৪	কৃষি মন্ত্রণালয়	২	-	২	-	-	২	-	-
৫	খাদ্য মন্ত্রণালয়	১৩	-	১৩	৩	৪	৬	-	১
৬	ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়	১৭৪	-	১৭৪	৫৩	১৫	৮৬	২০	২
৭	তথ্য মন্ত্রণালয়	২৮	-	২৮	১৩	২	৯	৪	-
৮	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়	১	-	১	১	-	-	-	-
৯	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৫	-	৫	৪	-	১	-	-
১০	নির্বাচন কমিশন সচিবালয়	৪	-	৪	-	৪	-	-	১
১১	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়	১৯	-	১৯	১৪	৩	২	-	২
১২	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	৪১	৬	৪৭	১১	৩০	০	-	১
১৩	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	৩৩	-	৩৩	১০	১২	৬	৫	২
১৪	বস্ত্র মন্ত্রণালয়	১০	-	১০	৩	১	৬	-	১
১৫	বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়	৯৮	-	৯৮	৫৭	২৫	১৫	১	৩
১৬	বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	১৫	-	১৫	৪	-	৬	৫	৩
১৭	ভূমি মন্ত্রণালয়	১	-	১	-	-	১	-	-
১৮	মৎস ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়	২	-	২	-	২	-	-	-
১৯	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	৯	-	৯	৪	-	১	৪	-
২০	যোগাযোগ মন্ত্রণালয়	১৪২	৫	১৪৭	২৪	৫৭	৪১	২৫	৩
২১	শিল্প মন্ত্রণালয়	২৯	১	৩০	৬	১	১৭	৫	১

Dhaka University Institutional Repository

ক্রঃ নং	মন্ত্রণালয়ের নাম	মাননীয় মন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	মোট প্রতিশ্রুতি	বাস্তবায়িত	আংশিক বাস্তবায়িত	বাস্তবায়নাধিন	বাস্তবায়ন হয় নাই	বৈঠকের সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
২২	শিক্ষা মন্ত্রণালয়	২৭	-	২৭	১০	৮	৭	২	৪
২৩	প্রাথমিক ও গনশিক্ষা মন্ত্রণালয়	৩৩	-	৩৩	২৪	১	৮	-	৪
২৪	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	১৭৩	১	১৭৪	২৯	৫	৮২	৫১	২
২৫	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৫	-	৫	১	-	৪	-	-
২৬	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	১১৫	-	১১৫	৪৪	১০	৫১	১০	২
২৭	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	৫৪	-	৫৪	২৩	৪	২৭	-	৩
২৮	স্থানীয় সরকার বিভাগ	১৪২	৮	১৫০	৫৮	২৬	৫২	১০	৩
২৯	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	৬	-	৬	১	৩	১	১	-
৩০	পাট মন্ত্রণালয়	১	-	১	-	-	১	-	-
৩১	যমুনা সেতু বিভাগ	৯	২	১১	৮	-	২	-	-
সর্বমোট =		**১২২৪**	**২৩**		**৪১৭**	**২১৫**	**৪৫৬**	**১৪৬**	**৪৪**

সূত্র: প্রতিশ্রুতি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির প্রতিবেদন।

সারণি ৫.১১ এ দেখা যাচ্ছে যে, ৭ম জাতীয় সংসদের ১ম অধিবেশন হতে ২৩তম অধিবেশন পর্যন্ত সর্বমোট প্রতিশ্রুতির সংখ্যা ১২৪৭টি, এর মধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে ৪১৭টি, আংশিক বাস্তবায়িত হয়েছে ২১৫টি, বাস্তবায়নাধিন ৪৫৬টি, বাস্তবায়ন হয় নাই ১৪৬টি।

৭ম জাতীয় সংসদে অর্থমন্ত্রী ১ম অধিবেশন হতে ২৩তম অধিবেশন পর্যন্ত সর্বমোট ৮টি প্রতিশ্রুতি দেয়। তার মধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে ৩টি, বাস্তবায়নাধিন রয়েছে ৫টি।

৭ম জাতীয় সংসদে যোগাযোগ মন্ত্রী ১ম অধিবেশন হতে ২৩তম অধিবেশন পর্যন্ত সর্বমোট ১৪৭টি প্রতিশ্রুতি দেয়। তন্মধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে ২৪টি, আংশিক বাস্তবায়িত হয়েছে ৫৭টি, বাস্তবায়নাধিন রয়েছে ৪১টি এবং বাস্তবায়ন হয় নাই ২৫টি।

Dhaka University Institutional Repository

৭ম জাতীয় সংসদে শিল্প মন্ত্রী ১ম অধিবেশন হতে ২৩তম অধিবেশন পর্যন্ত সর্বমোট ৩০টি প্রতিশ্রুতি দেয়। তন্মধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে ৬টি, আংশিক বাস্তবায়িত হয়েছে ১টি, বাস্তবায়নাধিন রয়েছে ১৭টি এবং বাস্তবায়ন হয় নাই ৫টি।

সারণি : ৫.১২

আইন প্রণয়নে কমিটি ব্যবস্থার ভূমিকা কার্যকারিতা

কমিটির কার্যক্রম	৭ম জাতীয় সংসদ
সরকারি বিলসমূহের ক্ষেত্রে :	
নোটিশ সংখ্যা	১৯৫
বিল উত্থাপন	১৯২
বিল পাশের সংখ্যা	১৯০
সরকারি বিল বিভিন্ন কমিটিতে পাঠানোর সংখ্যা:	
স্থায়ী কমিটি	১২৪
বিশেষ কমিটি	৪৫
বিল পাশের সংখ্যা কমিটিতে যাওয়া ছাড়াই	২১
বিল সম্বন্ধে কমিটির রিপোর্ট	১৬৯
বেসরকারী বিলসমূহের ক্ষেত্রে :	
নোটিশ সংখ্যা	৫১
বিল উত্থাপন	১৪
বিল পাশের সংখ্যা	১
বেসরকারী সদস্যদের বিল ও সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে পাঠানোর সংখ্যা	২১
বিল সম্বন্ধে কমিটির রিপোর্ট	৭

সূত্র: বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, *সপ্তম জাতীয় সংসদের প্রথম থেকে তেইশতম অধিবেশনের (০৫-০৪-১৯৯১ হতে ১৮-১১-১৯৯৫ তারিখে।) কার্যবাহের সারাংশ।*

সংসদীয় কমিটির কার্যক্রম:

সপ্তম জাতীয় সংসদের গঠিত কমিটিসমূহের ভূমিকা ও কার্যকারিতা সম্পর্কে আলোচনা করা গেল:

সপ্তম জাতীয় সংসদের অনুষ্ঠিত ১ম অধিবেশন হতে ২৩তম অধিবেশ পর্যন্ত জাতীয় সংসদের সংসদীয় স্থায়ী কমিটিসমূহের সংসদে উত্থাপিত প্রতিবেদন খতিয়ান:

সারণি : ৫.১৩

জাতীয় সংসদের সংসদীয় স্থায়ী কমিটিসমূহ:

ক্রমিক নং	কমিটি নাম	কমিটি গঠন ও পূণর্গঠনের তারিখ	কমিটির বৈঠকের সংখ্যা	সাব-কমিটির গঠনের সংখ্যা	সাব-কমিটির বৈঠকের সংখ্যা	সংসদে উত্থাপিত প্রতিবেদনের সংখ্যা
০১।	কার্য-উপদেষ্টা কমিটি	২৩-০৭-১৯৯৬	৩৭	-	-	-
০২।	কার্যপ্রণালী-বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৪-০৭-১৯৯৬	১১	১	১৫	১
০৩।	বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৪-০৭-১৯৯৬	১	-	-	-
০৪।	পিটিশন কমিটি	১৯-১১-১৯৯৬	৯	-	-	১
০৫।	লাইব্রেরী কমিটি	১৯-১১-১৯৯৬	৩	-	৭	-
০৬।	সংসদ কমিটি	২৪-০৭-১৯৯৬	৭	-	২৩	-
০৭।	বেসরকারী সদস্যদের বিল ও সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৩১-০৭-১৯৯৬	৪৩	১	৬	৮
০৮।	সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২০-১১-১৯৯৬ ১৪-০৩-১৯৯৯	১০৩	১	৬	৫
০৯।	সরকারী প্রতিষ্ঠান কমিটি	২০-১১-১৯৯৬ ১৪-০৩-১৯৯৯	২৬	৩	১২	-
১০।	অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২০-১১-১৯৯৬ ১৪-০৩-১৯৯৯ ০৮-০৯-১৯৯৯	২৫	৭	১১	-
১১।	সরকারী প্রতিশ্রুতি কমিটি	২০-১১-১৯৯৬ ২৫-০১-২০০০	৪৮		-	১
১২।	বিশেষ কমিটি (বিল পরীক্ষা-নিরীক্ষাকরণ সংক্রান্ত)	২৪-০৭-১৯৯৬	৩৬		-	২৫
মোট =			**৩৫৫**	**১৩**	**৮০**	**৪১**

উৎস : কমিটি শাখা-২ হতে প্রাপ্ত।

সারণি ৫.১৩ তে দেখা যাচ্ছে যে, ৭ম জাতীয় সংসদে সংসদীয় স্থায়ী কমিটিসমূহ ১৬টি প্রতিবেদন পেশ করেছে। সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ৫টি প্রতিবেদন পেশ করে। সরকারী প্রতিষ্ঠান কমিটি ও অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি সংসদে কোন প্রতিবেদন পেশ করেনি। বেসরকারী

Dhaka University Institutional Repository

সদস্যদের বিল ও সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ৮টি প্রতিবেদন পেশ করে। অপরদিকে বিশেষ কমিটি ২৫টি প্রতিবেদন সংসদে উত্থাপন করে। সরকারী প্রতিশ্রুতি কমিটি, কার্যপ্রণালী বিধি সম্পর্কিত কমিটি এবং পিটিশন কমিটি একটি করে প্রতিবেদন সংসদে উত্থাপন করে।

সপ্তম জাতীয় সংসদে গঠিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি এবং মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে কমিটিসমূহের ভূমিকা ও কার্যকারিতা সম্পর্কে আলোচনা করা গেলঃ

সংসদীয় স্থায়ী কমিটির ভূমিকা ও কার্যকারিতাঃ

১। কার্য-উপদেষ্টা কমিটিঃ-

বাংলাদেশের সপ্তম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের পঞ্চম কার্যদিবসে কার্যপ্রণালী বিধির ২১৯ বিধি অনুসারে স্পীকার ১৫ সদস্য বিশিষ্ট কার্য-উপদেষ্টা কমিটি মনোনীত করেন। স্পীকার এই কমিটির সভাপতি ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ নেত্রী শেখ হাসিনা এবং বিরোধী দলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়াসহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ নেতা এই কমিটির সদস্য ছিলেন। সপ্তম জাতীয় সংসদে বিরোধী দলীয় চীফ হুইপ এ কমিটির সদস্য হিসাবে মনোনীত হন। অন্যান্য দল বা গ্রুপের প্রত্যেকটি থেকে যতদূর সম্ভব একজন সদস্য মনোনয়ন করা হয়। কার্য-উপদেষ্টা কমিটির বৈঠকে আলোচনার জন্য নির্ধারিত বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী বা ঐ বিষয়ে কোন অভিজ্ঞ সংসদ-সদস্যকে বৈঠকে উপস্থিত থাকার জন্য বিশেষ আমন্ত্রণ জানানো হয়। সপ্তম পার্লামেন্ট কার্য-উপদেষ্টা কমিটির ৩৭টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু এই কমিটি কোন প্রতিবেদন সংসদে পেশ করেনি।

এ কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত থাকায় সংসদ সদস্যগণ কার্য-উপদেষ্টা কমিটিতে নিজ নিজ দলীয় সদস্যগণের মাধ্যমে কমিটির সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অবগত হতে পারেন। তবে কমিটির বৈঠকে অংশগ্রহণকারী সদস্যগণ কমিটির বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ সংসদ সদস্য ব্যতীত অন্য কারো কাছে প্রকাশ করে না। প্রয়োজন অনুসারে স্পীকার কার্য-উপদেষ্টা কমিটি যে সময়সূচী তৈরী করেন তা বুলেটিনে প্রকাশের বিধান রয়েছে। সপ্তম জাতীয় সংসদের চতুর্থ অধিবেশন থেকে এই বিধানটি বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে।[১৬৪]

২। বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিঃ

১৬৪. *সপ্তম জাতীয় সংসদের উনিশতম অধিবেশনের প্রাক্কালে কার্য-উপদেষ্টা কমিটির বৈঠক সম্পর্কিত তথ্য প্রথমবারের মত বুলেটিন প্রকাশ করা হয়। সাপ্তাহিক বুলেটিন ৭/২০০০ (২১-২৭), পৃষ্ঠা ৪-৫ দ্রষ্টব্য।*

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ সপ্তম জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২৪০ বিধি অনুযায়ী স্পীকার জনাব হুমায়ূন রশীদ চৌধুরী ১০ সদস্য বিশিষ্ট বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি মনোনীত করেন। স্পীকার জনাব হুমায়ূন রশীদ চৌধুরী এ কমিটির সভাপতি ছিলেন। এই কমিটির মাত্র ১টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং এই কমিটি কোন প্রতিবেদন সংসদে উত্থাপন করতে সক্ষম হয়নি।

বিশেষ অধিকার কমিটি অনধিক দশজন সদস্য নিয়ে গঠিত।[১৬৫] সংসদে উত্থাপিত একটি প্রস্তাবের মাধ্যমে বিশেষ অধিকার কমিটি নিয়োজিত হয়। স্পীকারের সভাপতিত্বে এই কমিটি গঠিত হওয়ার এবং প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধীদলের নেতাকে এই কমিটির সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করার রীতি প্রবর্তিত রয়েছে।[১৬৬] পঞ্চম জাতীয় সংসদে অন্যান্যদের মধ্যে সংসদ সদস্য ছিলেন। সপ্তম জাতীয় সংসদে গঠিত কমিটিতেও এই তিনজন কে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। যতদূর সম্ভব প্রত্যেক সংসদীয় দল বা গ্রুপ থেকে কমপক্ষে একজন সদস্য এ কমিটিতে অন্তর্ভূক্ত করা হয়।

৩। সংসদ কমিটি:

বাংলাদেশের সপ্তম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন কার্যপ্রণালী বিধির ২৪৯ বিধি অনুযায়ী স্পীকার হুমায়ূন রশীদ চৌধুরী ১২ সদস্য বিশিষ্ট সংসদ কমিটি মনোনীত করেন। স্পীকার হুমায়ূন রশীদ চৌধুরী এ কমিটির সভাপতি ছিলেন। কমিটির ৭টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল কিন্তু কমিটি কোন প্রতিবেদন সংসদে উত্থাপন করতে সক্ষম হয়নি। সভাপতিসহ অনধিক ১২-সদস্য বিশিষ্ট সংসদ কমিটি স্পীকারের মনোনয়নে গঠিত হয়।[১৬৭]

৪। কার্যপ্রণালী বিধি সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি:

বাংলাদেশ সপ্তম জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২৬৪ বিধি অনুযায়ী স্পীকার জনাব হুমায়ূন রশীদ চৌধুরী ১০ সদস্য বিশিষ্ট কার্যপ্রণালী বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি মনোনীত করেন। স্পীকার জনাব হুমায়ূন রশীদ চৌধুরী এই কমিটির সভাপতি ছিলেন। কমিটির ১৩টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং এই কমিটি ১টি মাত্র প্রতিবেদন সংসদে উত্থাপন করেন।

---

১৬৫. *জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধির ২৪০ বিধি।*

১৬৬. *জাতীয় সংসদের সচিবালয় বিজ্ঞপ্তি নম্বর ৩(১)/৯৯১-কমিটি-২/৩ তারিখ: ১৬ জুলাই ১৯৯১ এবং বিজ্ঞপ্তি নম্বর ১(২)/৯৬ কমিটি-২/০ তারিখ: ২৬ জুলাই ১৯৯৬ দ্রষ্টব্য।*

১৬৭. *জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধির ২৪৯ বিধি।*

Dhaka University Institutional Repository

সভাপতিসহ ১২ সদস্য বিশিষ্ট কার্যপ্রণালী বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি সংসদ দ্বারা নিযুক্ত হন। স্পীকার পদাধিকার বলে এই কমিটির সভাপতি। এই উভয় সংসদে ডেপুটি স্পীকার, সংসদ উপনেতা এবং আইন মন্ত্রী এই কমিটির সদস্য হিসাবে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে।[১৬৮] সপ্তম জাতীয় সংসদের এই কমিটিতে প্রধান বিরোধীদলের সদস্যদের মধ্যে বিরোধীদলের উপনেতা ও বিরোধীদলের চীফ হুইপ সদস্য ছিলেন।

৫। বেসরকারী সদস্যদের বিল ও সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সম্পর্কিত কমিটি:

বাংলাদেশ সপ্তম জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২২২ বিধি অনুযায়ী প্রধান হুইপের প্রস্তাবক্রমে সংসদ কর্তৃক ১০ সদস্য বিশিষ্ট বেসরকারী সদস্যদের বিল ও বেসরকারী সদস্যদের সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠন করে। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন কর্ণেল (অবঃ) শওকত আলী। কমিটির ৪৩টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং এই কমিটি ৮টি প্রতিবেদন সংসদে পেশ করে। বেসরকারী সদস্যদের বিল ও বেসরকারী সদস্যদের সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সম্পর্কিত কমিটি দশজন সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত হয়। সংসদের গৃহীত প্রস্তাবের মাধ্যমে এই কমিটি নিযুক্ত হয়।

৬। বিশেষ কমিটি:

বাংলাদেশের সপ্তম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনকালে কার্যপ্রণালী বিধির ২৬৬ বিধি অনুসারে প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাবক্রমে সংসদে উত্থাপিত বিলসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে রিপোর্ট প্রদানের জন্য ১৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন এডভোকেট মোঃ রহমত আলী। কমিটির ৩৬ টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং এই কমিটি ২৫ টি প্রতিবেদন সংসদে পেশ করেন।

সপ্তম জাতীয় সংসদে গঠিত একমাত্র বিশেষ কমিটিকে একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে বিল পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পর্কিত দায়িত্ব প্রদান করা হয়।[১৬৯] সংসদ নেতা সংসদের বৈঠকে এই মর্মে অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন যে, সংসদের উত্থাপিত সব সরকারী বিল সংসদের বিবেচনার আগে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণ করা হবে।[১৭০] কিন্তু তখন পর্যন্ত মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিগুলোর সভাপতি পদে মন্ত্রী নন এমন কোনো সংসদ-সদস্যকে নিয়োগ করার লক্ষ্যে কার্যপ্রণালী বিধি সংশোধন করা প্রয়োজন। সংশোধিত কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী স্থায়ী কমিটিসমূহ গঠিত না

---

১৬৮. *জাতীয় সংসদের সচিবালয় বিজ্ঞপ্তি নম্বর ১(২)/৯৬-কমিটি-২/০১ তারিখ* ২৬ *জুলাই* ১৯৯৬ *এবং সংসদ-বিতর্কঃ* ৮ *জুলাই* ১৯৯১।

১৬৯. *জাতীয় সংসদের বিতর্কঃ সরকারী প্রতিবেদন*, ২৩ *জুলাই* ১৯৯৬।

১৭০. ১৯৯৬ *সালের* ২৩ *জুলাই তারিখের বৈঠকে সংসদ নেতা এ অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।*

Dhaka University Institutional Repository

হওয়া পর্যন্ত সাময়িক ব্যবস্থা হিসাবে সংসদে উত্থাপিত সব সরকারী বিল পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে রির্পোটি প্রদানের জন্য ঐ বৈঠকে সংসদ নেতার প্রস্তাবক্রমে একটি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয় এবং ঐ দিনের বৈঠকে তিনটি বিল ও পরে আরো কয়েক দফায় বেশ কিছু সংখ্যক বিল ঐ কমিটিতে প্রেরণ করা হয়। বিশেষ কমিটিতে প্রেরিত প্রত্যেকটি বিল সম্পর্কে রিপোর্টদানের সময়সীমা সংসদ দ্বারা নির্ধারিত হতো। এই বিশেষ কমিটি গঠিত হওয়ার দিন থেকে কমিটির সর্বশেষ রিপোর্ট উপস্থাপন পর্যন্ত দেড় বছরের কিছু বেশী সময়ে ৪৫টি বিল পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মোট ২৫টি রিপোর্ট সংসদে পেশ করে। অন্য কোনো সংসদীয় কমিটি এত অধিক সংখ্যক রিপোর্ট উপস্থাপনের দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারেনি। এই কমিটিতে The Code of Civil Procedure (Amendment) Bill, 1997 প্রেরণের পর এবং কমিটি কর্তৃক বিলটি সম্পর্কে সংসদে রিপোর্ট প্রদানের আগে সংসদ কর্তৃক কয়েকটি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠিত হয়। এসব কমিটির মধ্যে এই বিলটির সাথে সংশ্লিষ্ট আইন, বিচার এবং সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে কমিটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, পূর্বোক্ত বিলটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা এখন আর বিশেষ কমিটির আওতাভুক্ত নয়। এ বিষয়ে কমিটির বিংশতম রিপোর্ট বলা হয়–

"এই বিলটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা এখন আর বিশেষ কমিটির আওতাভূক্ত নয়। এই কমিটি আরও মনে করে যে, যে সকল মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি এখনও গঠিত হয়নি, সে সকল মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত বিলসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ কমিটির এখতিয়ার পূর্বের ন্যায় এখনও অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু যে সকল মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠিত হয়েছে সেই সব মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির বিলসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ কমিটির আর কোন এক্তিয়ার নেই।"

৭। পিটিশন কমিটি:

সপ্তম জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধির ২৩১ বিধি অনুযায়ী স্পীকার জনাব হুমায়ূন রশীদ চৌধুরী ১০ সদস্য বিশিষ্ট পিটিশন কমিটি গঠন করে। স্পীকার এই কমিটির সভাপতি ছিলেন। কমিটির ১০টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং এই কমিটি সংসদে মাত্র ১টি প্রতিবেদন পেশ করেন।

সপ্তম জাতীয় সংসদ পর্যন্ত সংসদের উত্থাপিত কোনো বিল বা সংসদের অনিষ্পন্ন কোনো বিষয় সম্পর্কে কোনো পিটিশন পেশ করা হয়েছে বলে জানা যায়নি। সপ্তম জাতীয় সংসদ পর্যন্ত কোনো জন-গুরুত্বসম্পন্ন বিষয় সম্পর্কেই সংসদের পিটিশন পেশ করার দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছে। সংসদের একটি অভ্যন্তরীণ কমিটি হিসাবে আইন-প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় একটি বিশেষ সরকারের জবাবদিহিতার

Dhaka University Institutional Repository

অপর একটি সংসদীয় ফোরামে পরিণত হয়েছে। কার্যপ্রণালী বিধি দ্বারা এ কমিটির উপর অর্পিত মূল দায়িত্বটির প্রতি লক্ষ্য রেখে এ কমিটিকে সংসদের একটি অভ্যন্তরীণ কমিটি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

৮। লাইব্রেরী কমিটিঃ

সপ্তম জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধির ২৫৭ বিধি অনুযায়ী ১০ সদস্য বিশিষ্ট লাইব্রেরী কমিটি মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মনোনীত করেন। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন জনাব মোঃ আব্দুল হামিদ, এডভোকেট, ডেপুটি স্পীকার। কমিটির ৩টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় কিন্তু এই কমিটি সংসদে কোন প্রতিবেদন পেশ করেনি। ডেপুটি স্পীকার পদাধিকারবলে দশ-সদস্য বিশিষ্ট লাইব্রেরী কমিটির সভাপতি। কমিটির অন্যান্য নয়জন সদস্য স্পীকার কর্তৃক মনোনীত।[১৭১]

৯। সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিঃ

সপ্তম জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধির ২৩৪ বিধি অনুযায়ী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ নেতার অনুমতিক্রমে তার পক্ষে প্রধান হুইপের প্রস্তাবক্রমে ১৫জন সদস্য বিশিষ্ট সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন জনাব এস এম আকরাম। কমিটির ১০৫টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু এই কমিটির মাত্র ৫টি প্রতিবেদন সংসদে পেশ করেন।

সপ্তম জাতীয় সংসদ পর্যন্ত দুটি (তৃতীয় ও ষষ্ঠ) সংসদে কোনো সংসদীয় কমিটি গঠিত হয়নি। প্রথম, দ্বিতীয়, পঞ্চম এবং সপ্তম জাতীয় সংসদে এ কমিটির সভাপতি সরকারী দল থেকে নিয়োজিত হন। দ্বিতীয় জাতীয় সংসদে গঠিত সরকারী হিসাব-কমিটির সভাপতি প্রতিমন্ত্রী পদে নিয়োজিত হওয়ার পর একজন বিরোধীদলীয় সদস্য এই কমিটির সভাপতি ছিলেন।

১০। অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিঃ

বাংলাদেশের সপ্তম জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধির ২৩৬ বিধি অনুসারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ নেতার অনুমতিক্রমে তার পক্ষে প্রধান হুইপের প্রস্তাবক্রমে ১০জন সদস্য বিশিষ্ট অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন জনাব ডঃ মিজানুল হক।

১৭১. *জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধির ২৫৭ বিধি।*

Dhaka University Institutional Repository

কমিটির ২৫টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় কিন্তু এই কমিটি কোন প্রতিবেদন সংসদে পেশ করতে সক্ষম হননি। [১৭২] সপ্তম জাতীয় সংসদের প্রথম আড়াই বছরে তিনটি রিপোর্ট উপস্থাপিত হয়েছে।

১১। সরকারী প্রতিষ্ঠান কমিটিঃ

বাংলাদেশের সপ্তম জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধির ২৩৯ বিধি অনুযায়ী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ নেতার অনুমতিক্রমে তার পক্ষে প্রধান হুইপের প্রস্তাবক্রমে ১০ জন সদস্য বিশিষ্ট সরকারী প্রতিষ্ঠান কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম হুইপ। কমিটির ২৬টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু এই কমিটি কোন প্রতিবেদন সংসদে পেশ করতে সক্ষম হননি।

সভাপতিসহ অনধিক দশজন সদস্য নিয়ে সরকারী প্রতিষ্ঠান কমিটি গঠিত এবং এই কমিটি সংসদ দ্বারা নিযুক্ত। কোনো মন্ত্রীকে এই কমিটির সদস্য নিয়োগ করা যায় না। এই কমিটিতে নিযুক্ত হওয়ার পর কোনো সদস্য মন্ত্রী পদে নিযুক্ত হলে অনুরূপ নিযুক্তির তারিখ থেকে তিনি আর ঐ কমিটির সদস্য থাকেন না।[১৭৩]

১২। সরকারী প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিঃ

সপ্তম জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধির ২৪৫ বিধি অনুযায়ী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ নেতার অনুমতিক্রমে তার পক্ষে প্রধান হুইপের প্রস্তাবক্রমে ৮জন সদস্য বিশিষ্ট সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন শেখ ফজলুল করিম সেলিম। কমিটির ৪৯টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু সংসদে ১টি মাত্র প্রতিবেদন পেশ করেন।

---

১৭২. *জাতীয় সংসদের সচিবালয় বিজ্ঞপ্তি নম্বরে ৩(১)/১১-কমিটি-২/৪ তারিখ ১০ জুলাই ১৯৯১।*
১৭৩. *জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধির ২৩৯ বিধি।*

Dhaka University Institutional Repository

মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ভূমিকা ও কার্যকারিতা:

সারণি : ৫.১৪

সপ্তম জাতীয় সংসদে অনুষ্ঠিত ১ম অধিবেশন হতে ২৩তম অধিবেশ পর্যন্ত মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিসমূহের সংসদে উত্থাপিত প্রতিবেদন খতিয়ান:

ক্রমিক নং	কমিটির নাম	কমিটি গঠন ও পূণর্গঠনের তারিখ	কমিটির বৈঠকের সংখ্যা	সাব-কমিটি গঠনের সংখ্যা	সাব-কমিটির বৈঠকের সংখ্যা	সংসদে উত্থাপিত প্রতিবেদনের সংখ্যা
০১।	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১২-১৯-৯৮	৩৪	১	-	১
০২।	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১২-১৯-৯৮	৩০	১	-	১
০৩।	বিদ্যুৎ ও জ্বালানী মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১২-০৫-৯৮	১৬	৩	২৪	-
০৪।	সংস্থাপন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১২-০৫-৯৮	৩১		-	-
০৫।	শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১২-০৫-৯৮	৩২	১	৫	১
০৬।	শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১২-০৫-৯৮	৪০	৩	১৭	-
০৭।	ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১২-০৫-৯৮	২১	২	১৭	
০৮।	যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১৬-১১-৯৭ ১২-০৫-৯৮ ২৫-০১-০০	৩৭	৯	৩০	১
০৯।	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১৬-১১-৮৭ ১২-০৫-৯৮	৫০	৪	৫	-
১০।	অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১৬-১১-৮৭ ১২-০৫-৯৮	৬০	২	২	১
১১।	তথ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১৬-১১-৯৭ ১২-১৯-৯৮ ৩১-০১-০১	৩৪	১	১	১
১২।	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১৬-১১-৯৭ ১২-০৫-৯৮ ১৪-০৩-৯৯	৩৫	৪	১০	১
১৩।	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১২-০৫-৯৮ ১৪-০৩-৯৯	২২	৩	১১	-
১৪।	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১২-০৫-৯৮ ১৪-০৩-৯৯ ২৫-০১-০০	২৪		-	

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	কমিটির নাম	কমিটি গঠন ও পূণর্গঠনের তারিখ	কমিটির বৈঠকের সংখ্যা	সাব-কমিটি গঠনের সংখ্যা	সাব-কমিটির বৈঠকের সংখ্যা	সংসদে উত্থাপিত প্রতিবেদনের সংখ্যা
১৫।	সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১২-০৫-৯৮	৩৪	৯	৪৪	১
১৬।	খাদ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১৬-০৫-৯৭ ১২-০৫-৯৮ ২৫-০১-০০	৩৫	৩	৮	-
১৭।	কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১৬-১১-৯৭ ১২-০৫-৯৮ ১৪-০৩-৯৯ ২৫-০১-০০ ২৩-১১-০০	২৯		-	-
১৮।	মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১২-১৯-৯৮ ১৪-০৩-৯৯ ০৮-০৯-৯৯	২৭	৫	১৬	-
১৯।	বস্ত্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১২-০৫-৯৮	২৪	৩	১৫	১
২০।	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১৬-১১-৯৭ ১২-০৫-৯৮ ২৫-০১-০০	৩১	৩	৩১	-
২১।	ভূমি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১২-০৫-৯৮	৩৯	১৮	৪৭	-
২২।	ধর্ম মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১৬-১১-৯৭ ১২-০৫-৯৮	৩৬	২	১৩	-
২৩।	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১২-০৫-৯৮ ১৪-০৩-৯৯	২০		-	১
২৪।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১২-১৯-৯৮	৩০	৪	৩৩	-
২৫।	যুব ও ক্রীড়া বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১৬-১১-৯৭ ১২-০৫-৯৮ ০৮-০৭-৯৮ ২৫-০১-০০	২৭	২	৫	-
২৬।	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১৬-১১-৯৭ ১২-০৫-৯৮ ১৪-০৩-৯৯	৩০	২	১০	-
২৭।	পাট মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১৬-১১-৯৭ ১২-০৫-৯৮	৩৯		২৬	-
২৮।	শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী	১২-০৫-৯৮	২৬		১২	১

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	কমিটির নাম	কমিটি গঠন ও পূণর্গঠনের তারিখ	কমিটির বৈঠকের সংখ্যা	সাব-কমিটি গঠনের সংখ্যা	সাব-কমিটির বৈঠকের সংখ্যা	সংসদে উত্থাপিত প্রতিবেদনের সংখ্যা
	কমিটি					
২৯।	বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১২-০৫-৯৮ ২৫-০১-০০	৩২	২	৩	-
৩০।	এল.জি.আর.ডি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১৬-১১-৯৭ ১২-০৫-৯৮ ২৫-০১-০০	৩৮		-	-
৩১।	বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১২-০৫-৯৮	৩৩	৪	২৬	-
৩২।	দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১২-০৫-৯৮ ২৫-০১-০০ ৩১-০১-০১	২৭		-	-
৩৩।	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১২-০৫-৯৮ ০৮-০৭-৯৮	৩৩	১	১	১
৩৪।	আইন বিচার ও সংসদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১৬-১১-৯৭ ১২-০৫-৯৮	৪৩	৭	২৬	-
৩৫।	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১২-০৫-৯৮ ১৪-০৩-৯৯ ০৮-০৯-৯৯	৩০	২	১৬	-
		মোট:	১১৭৫	১০৭	২৮৮	১২

উৎস : কমিটি শাখা-২ হতে প্রাপ্ত।

সারণি ৫.১৪ এ দেখা যাচ্ছে যে, সপ্তম জাতীয় সংসদে ৩৫টি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ১১৭৫টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু এই কমিটিগুলো মাত্র ১২টি প্রতিবেদন সংসদে পেশ করেছে। মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিসমূহ ১০৭টি সাব-কমিটি গঠন করে এবং সাব-কমিটিসমূহ ২৮৮টি বৈঠকে মিলিত হয়।

সপ্তম জাতীয় সংসদে সংসদীয় কমিটি, মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ও একটি বিশেষ কমিটিসহ মোট ৪৭টি কমিটি গঠিত হয় এবং কমিটিসমূহের ১৫৩০টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই কমিটিগুলো ১২০টি সাব-কমিটি গঠন করে এবং এই সাব-কমিটিগুলোর ৩৬৮টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত এই ৩৫টি কমিটির মধ্য হতে

১. অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি,

Dhaka University Institutional Repository

২. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি,

৩. শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি,

৪. যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি।

এই ৪টি কমিটির গঠন, ভূমিকা ও কার্যকারিতা সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে নিম্নে আলোচনা করা হল:

অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি:

অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ৭ম জাতীয় সংসদে ১৬-১১-১৯৯৭ তারিখে কার্যপ্রণালী-বিধির ২৪৭ বিধি অনুসারে ২৪৬ ও ২৪৮ বিধিতে বর্ণিত দায়িত্ব পালনকল্পে ৭ সদস্য বিশিষ্ট অর্থ মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়। পরবর্তীতে ১২-০৫-১৯৯৮ তারিখে উক্ত মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটিকে ১০ সদস্য বিশিষ্ট কমিটিতে পূর্ণগঠন করা হয়। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন অধ্যাপক মোঃ আলী আশরাফ, ২৫৩-কুমিল্লা-৬।

সারণি : ৫.১৫

অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	সদস্যগণের নাম	পদবী	নির্বাচনী এলাকা
০১	অধ্যাপক মোঃ আলী আশরাফ	সভাপতি	২৫৩-কুমিল্লা-৬
০২	আলহাজ্ব সৈয়দ আবুল হোসেন	সদস্য	২১৯-মাদারীপুর-৩
০৩	জনাব এস.এম আকরাম	সদস্য	২০৬-নারায়ণগঞ্জ-৫
০৪	চিত্রা ভট্টাচার্য	সদস্য	মহিলা আসন-১৪
০৫	আলহাজ্ব সৈয়দ মাসুদ রেজা	সদস্য	১২৬-বরিশাল-৬
০৬	জনাব আ.হ.ম মুস্তফা কামাল	সদস্য	২৫৬-কুমিল্লা-৯
০৭	আলহাজ্ব মোঃ করিম উদ্দিন (ভরসা)	সদস্য	২২-রংপুর-৪
০৮	জনাব মোঃ সাইফুর রহমান	সদস্য	২৩৬-মৌলভীবাজার-৩
০৯	জনাব এম.কে আনোয়ার	সদস্য	২৪৮-কুমিল্লা-১
১০	জনাব আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী	সদস্য	২৮৬-চট্টগ্রাম-৮

সূত্র: বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, সপ্তম জাতীয় সংসদের প্রথম থেকে তেইশতম অধিবেশনের (১৪-০৭-১৯৯৬ হতে ১৩-০৭-২০০১ তারিখে) কার্যবাহের সারাংশ।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি : ৫.১৬

অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির বিবরণ

স্থায়ী কমিটির বিবরণ	অর্থ মন্ত্রণালয়
কমিটি গঠনের তারিখ	১৬-১১-১৯৯৭
কমিটি পূর্ণগঠনের তারিখ	১২-০৫-১৯৯৮
কমিটির বৈঠকের সংখ্যা	৬০
কমিটির ১ম বৈঠকের তারিখ	১৮-১২-১৯৯৭
কমিটির শেষ বৈঠকের তারিখ	২৩-০৫-২০০১
সাব-কমিটি গঠনের সংখ্যা	০৩
সাব-কমিটি বৈঠকের সংখ্যা	-
আইন সংশোধন সংখ্যা	০৮
কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে বিলম্বের মেয়াদ	১ বছর ৪ মাস ১৮ দিন
সিদ্ধান্ত গ্রহণের সংখ্যা	২১০
মোট বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত সংখ্যা	৮৬
বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্তের সংখ্যা	১২৪
প্রক্রিয়াধীন সিদ্ধান্তের সংখ্যা	-
অবাস্তবায়িত সিদ্ধান্তের সংখ্যা	-
সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের পথে প্রতিবন্ধকতা	-

সূত্র: অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির প্রতিবেদন।

সারণি ৫.১৬-এ দেখা যায়, অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ১৬-১১-১৯৯৭ তারিখে গঠিত হওয়ার পর ১২-০৫-১৯৯৭ তারিখ হতে ২৩-০৫-২০০১ তারিখ পর্যন্ত ৬০ টি বৈঠকে মিলিত হয় এবং ২১০টি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় ও ০৮টি আইন সংশোধন করা হয়। উক্ত ২১০টি সিদ্ধান্তের মধ্যে ৮৬ টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়েছে এবং বাকী ১২৪ টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

১নং সাব-কমিটি: স্থায়ী কমিটির নবম বৈঠকে মাননীয় সদস্য জনাব আ.হ.ম মুস্তফা কামালকে আহ্বায়ক এবং মাননীয় সদস্য আলহাজ্ব সৈয়দ মাসুদ রেজাকে সদস্য করে **সাব-কমিটি** গঠন করা হয়।

৩নং সাব-কমিটি: জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ১৯৬(১) বিধি মোতাবেক স্থায়ী কমিটির নিম্নবর্ণিত মাননীয় সদস্যবৃন্দ সমন্বয়ে ৩নং সাব-কমিটি গঠন করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

১) জনাব আ,হ,ম মোস্তফা কামাল, আহবায়ক

২) জনাব এম, কে, আনোয়ার, সদস্য

৩) আলহাজ্ব সৈয়দ মাসুদ রেজা, সদস্য

ক. সিদ্ধান্ত গ্রহণ:

অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে–

তৃতীয় বৈঠকে:

১. মন্ত্রণালয় অবশ্যই সভার কার্যপত্র বৈঠকের পূর্বে স্টাডি করার জন্য যথেষ্ট সময় দিয়ে সংসদ সচিবালয় পৌঁছাবে।

২. পুঁজি বাজারের উপর জনসাধারণের আস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য এস.ই.সি সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে। এ বিষয়ে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য মন্ত্রণালয় এবং এস.ই.সি.কে পরামর্শ দেয়া হয়।

৩. শেয়ার কেলেংকারীর উপর ইতিপূর্বে যে সমস্ত তদন্ত কমিটি হয়েছে তার সুপারিশমালা মন্ত্রণালয় মাননীয় সদস্যদের নিকট সরবরাহ করবে।

৪. পুঁজি বাজারের তত্ত্বাবধানে এস.ই.সির ভূমিকা ও ব্যর্থতা এবং শেয়ার মার্কেট কেলেংকারির বিষয়ে গঠিত তদন্ত কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নে এস.ই.সি'র গৃহিত কার্যক্রম খতিয়ে দেখার জন্য সংসদীয় তদন্ত কমিটি গঠন করা হবে। কমিটি এস.ই.সির ভূমিকা ও ব্যর্থতা খতিয়ে দেখবে এবং দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে শাস্তির সুপারিশ করবে। মন্ত্রণালয় কমিটিকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে যাবতীয় কাগজপত্র/তথ্যাদি প্রেরণ করবে।

৫. পুঁজি বাজারের উপর পরবর্তীতে আরো একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত সভায় এস.ই.সি'র কার্যক্রম বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হবে।

চতুর্থ বৈঠকে:

৬. পরবর্তীতে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর প্রত্যেকটিকে আলাদা আলাদাভাবে আলোচনায় এনে ব্যাংকের বিভিন্ন অনিয়ম এবং সম্যাগুলোকে খতিয়ে দেখে সমাধানের সুপারিশ করা হবে। এবং এ ব্যাপারে ব্যাংকগুলোকে প্রস্তুত হতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৭. প্রত্যেক ব্যাংকের শীর্ষ বিশজন ঋণ খেলাপীর তালিকায় কারা কারা কমন রয়েছে তাদের সনাক্ত করে ব্যাংকগুলো কমিটিকে জানাবে।

Dhaka University Institutional Repository

৮. মন্ত্রণালয় বাংলাদেশের অর্থনীতি এবং ব্যাংকিং সেক্টরে বিশ্বব্যাংক কি কি সুপারিশ রেখেছে তা কমিটি পরবর্তীতে অবহিত করবে।

৯. অর্থ মন্ত্রণালয় ব্যাংকের ঋণ আদায়ের ব্যাপারে আইনের যে সমস্ত ফাঁক/অনিয়ম রয়েছে সেগুলোকে দূর করে সংসদে নতুন আইন পাশ করার ব্যবস্থা করবে।

১০. মন্ত্রণালয় আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে ট্রেড ইউনিয়ন/সি.বি.এ-এর কার্যক্রম পুরোপুরি বন্ধ করা সম্ভব নাহলে অন্তত পক্ষে কিছু সময়ের জন্য স্থগিত করার ব্যবস্থা করবে।

ষষ্ঠ বৈঠকে:

১১. কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে কারা কি কি কারণে ঋণ খেলাপী হয়েছে এ সম্বন্ধে ব্যাংকের মতামতসহ একটি তালিকা ব্যাংক কমিটির কাছে সরবরাহ করবে।

১২. ব্যাংকের ঋণ মওকুফ করার নীতিমালা কি রয়েছে ব্যাংক আগামী সভায় কমিটিকে জানাবে।

১৩. ১৯৯১-৯৭ পর্যন্ত এত অধিক সংখ্যক কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ ও পদোন্নতি কিসের ভিত্তিতে, কি প্রক্রিয়ায় সম্পাদিত হয়েছে তার সুস্পষ্ট বিবরণ ব্যাংক আগামী ১৫ দিনের মধ্যে সরবরাহ করবে।

১৪. সোনালী ব্যাংকের মোট ব্রাঞ্চের সংখ্যা এবং প্রত্যেকটি ব্রাঞ্চের আলাদা আলাদা লাভ-ক্ষতির হিসাব ব্যাংক কমিটির কাছে আগামিতে সরবরাহ করবে।

১৫. গত তিন বছরে ব্যাংক যে সব প্রকল্পে অর্থায়ন করেছে তা লং টার্ম ও শর্ট টার্ম লোনের এপ্রাইজাল রিপোর্ট কমিটিতে প্রেরণ করবে।

১৬. পূর্বের প্রদত্ত দিক নির্দেশনা অনুযায়ী এবং আজকের বৈঠকের মাননীয় সদস্যদের বিভিন্ন জিজ্ঞাসার আলোকে ব্যাংক আগামী ২২-০৪-১৯৯৮ তারিখের মধ্যে বিস্তারিত কার্যপত্র প্রণয়ন করে কমিটিতে পাঠাবে।

নবম বৈঠকে:

১৭. ব্যাংক সম্পর্কিত পরবর্তী সভায় ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান পরিচালকবৃন্দকে উপস্থিত থাকতে হবে।

১৮. ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের কার্যবিবরণী প্রতিনিয়ত কমিটিতে প্রেরণ করিতে হইবে;

১৯. খেলাপী ঋণের পরিমাণ কমিয়ে এনে এ ব্যাপারে দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে;

Dhaka University Institutional Repository

২০. কমিটিতে ৩৩০ জন ঋণ খেলাপীর তালিকা কিসের ভিত্তিতে করা হয়েছে এবং কেন ঋণ আদায় হচ্ছে না তা তদন্ত করে দেখে স্থায়ী কমিটিতে রিপোর্ট পেশের জন্য মাননীয় সদস্য জনাব আ.হ.ম মুস্তফা কামালকে আহ্বায়ক, মাননীয় সদস্য আলহাজ্ব সৈয়দ মাসুদ রেজাকে সদস্য করে একটি সাব-কমিটি গঠন করা হয়।

২১. কমিটি টেক্সটাইল সেক্টরকে ৫টি সাব হেড যেমন ১। স্পিনিং, ২। নিটিং, ৩। গার্মেন্টস, ৪। স্পেশালাইজড একশন, ৫। কম্পজিট-ওই ভাবে বিভক্ত করে ক্ল্যারিফাই করার পরামর্শ প্রদান করে।

২২. ব্যাংক-ক্লায়েন্ট রিলেশনশীপ আরও জোরদার করতে হবে।

দশম বৈঠকে:

২৩. একজন ঋণগ্রহীতা খেলাপীমুক্ত হওয়ার সাথে সাথে তাকে খেলাপীর তালিকা থেকে বাদ দিতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাংক তাৎক্ষণিকভাবে তা বাংলাদেশ ব্যাংককে অবহিত করবে।

২৪. বেসরকারী ব্যাংকগুলোও Acceptance charge কর্তন বন্ধের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

২৫. ব্যাংকিং ব্যবস্থাপনায় আরও দক্ষতা ও গতিশীলতা আনতে হবে। ঋণ পেতে যাতে অহেতুক বিলম্ব না হয় সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে।

১১তম বৈঠকে:

২৬. স্টক এক্সচেঞ্জগুলো মনিটরিং এর পাশাপাশি এস,ই,সি তাদের নিজেদের কার্যক্রম ও মনিটরিং করবে।

২৭. এস,ই,সি প্রতিনিয়ত তাদের কার্যক্রমের মাসিক প্রতিবেদন কমিটিতে প্রেরণ করবে।

২৮. কমিটির আলোচিত বিষয়গুলোর আলোকে কি কি পদক্ষেপ নেয়া হল তার প্রতিফল প্রতিবেদনে থাকতে হবে।

১২তম বৈঠকে:

২৯. ব্যাংক তার নিজস্ব কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নতুন ও উন্নত ব্যাংকিং বিষয়ক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নিবে।

৩০. ব্যাংক নতুন ও উন্নত প্রযুক্তি ও প্রশিক্ষণের সমন্বয় করে ব্যাংকের মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করবে।

Dhaka University Institutional Repository

৩১. ঋণখেলাপীদের বিষয়ে ব্যাংক তড়িৎ সিদ্ধান্ত নিবে এবং ঋণখেলাপীদের তালিকা হালনাগাদ করে রাখবে।

৩২. আগামী একমাসের মধ্যে ব্যাংক কমিটির নির্দেশ অনুযায়ী বিস্তারিত, পূর্নাঙ্গ ও নির্ভুল তথ্য সমৃদ্ধ কার্যপত্র প্রেরণ করবে।

৩৩. ব্যাংকের যে সকল সমস্যা মন্ত্রণালয়ের একান্ত আওতাভুক্ত, মন্ত্রণালয় তা সমাধানের লক্ষ্যে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিবে।

৩৪. ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের বৈঠকের কার্য বিবরণীর অনুলিপি ব্যাংক এই কমিটিতে নিয়মিত সরবরাহ করবে।

১৩তম বৈঠকে:

৩৫. ব্যাংক আগামী এক মাসের মধ্যে ঋণ খেলাপীদের শ্রেণীবিন্যাসের ধরণ কমিটিতে উপস্থাপন করবে।

৩৬. ব্যাংক পরবর্তী সভায় একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যালেন্স সীট উপস্থাপন করবে।

৩৭. যে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানের ঋণের সুদ মওকুফ করা হয়েছে তাদের বর্তমান অবস্থার একটি বিবরণী আগামী সভায় ব্যাংক কমিটিতে প্রেরণ করবে।

৩৮. আগামী সভায় ব্যাংক দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচী সম্পর্কে কমিটিকে অবহিত করবে।

৩৯. আগামী কার্যপত্রে ব্যাংক তার জনবলের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র কমিটিতে প্রেরণ করবে এবং যদি টেকনিক্যাল কোন লোকের প্রয়োজন হয়, তবে সে ব্যাপারে মন্ত্রণালয় ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৪০. সংসদ সচিবালয় স্ট্যান্ডিং কমিটির কার্যক্রম গতিশীল করার জন্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীসহ একটি গবেষণা সেল খোলার জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ে যে প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল এ ব্যাপারে মন্ত্রণালয় এক সপ্তাহের মধ্যে মন্ত্রণালয় পদক্ষেপ নিবে।

১৪তম বৈঠকে:

৪১. আগামী এক মাসের মধ্যে ব্যাংক কমিটির চাহিদামত স্বচ্ছ এবং স্পষ্ট কার্যপত্র কমিটিতে প্রেরণ করবে;

৪২. ব্যাংক ১৯৯৭-৯৮ সালের পরিচালনা পর্ষদের মিনিটস কমিটিতে সরবরাহ করবে;

৪৩. ব্যাংক তার বিগত পাঁচ বছরের ব্যালেন্স শীট আগামী বৈঠকে কমিটিতে সরবরাহ করবে।

Dhaka University Institutional Repository

১৫তম বৈঠকে:

৪৪. ব্যাংক/সংস্থা সংসদীয় কমিটিতে প্রেরিত কাগজপত্র সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/সংস্থা প্রধানের স্বাক্ষরিত করে কমিটিতে প্রেরণ করবে;

৪৫. আগামী এক মাসের মধ্যে ব্যাংক/সংস্থা পূর্ণাঙ্গ ব্যালান্স সীট তৈরী করে কমিটিতে প্রেরণ করবে;

৪৬. মন্ত্রণালয় ব্যাংক/সংস্থাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কম্পিউটারাইজড করার ব্যবস্থা নিবে এবং কম্পিউটারাইজড মনিটরিং ব্যবস্থা চালু করবে;

৪৭. বি.এস.আর.এস আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে ঋণ খেলাপীদের বিস্তারিত তথ্য উল্লেখপূর্বক কমিটিতে প্রেরণ করবে;

৪৮. এইচ.বি.এফ.সি ঋণ গ্রহীতা কল্যাণ সমিতির সাথে বৈঠক করে সুদের হার নির্নয় সমস্যার সমাধান করবে।

১৮তম বৈঠকে:

৪৯. মাননীয় সদস্যগণ কর্তৃক উথাপিত প্রশ্ন/মন্তব্যের লিখিত উত্তর পরবর্তী বৈঠকের পূর্বে মাননীয় সদস্যগণের নিকট প্রেরণ;

৫০. জাতীয় রাজস্ব আয়ের ক্ষেত্র সম্প্রসারণ করা;

৫১. কর প্রদানে জনগণসহ সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের উদ্বুদ্ধ করা;

৫২. কর প্রশাসনে সততা, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা;

৫৩. কর প্রশাসনের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিম্ন পর্যায় থেকে উচ্চ পর্যায় পর্যন্ত আধুনিক প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষিত করা;

৫৪. কর প্রশাসনে দক্ষ ও মেধাবী লোক নিয়োগের জন্য সরকারী কর্ম কমিশনকে সুপারিশ করা;

৫৫. কাস্টমস এর তিনটি বিভাগকে একত্রিত করে একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালার ভিত্তিতে বদলী করা সম্পর্কিত একটি পরিপত্র তৈরী করে পরবর্তী বৈঠকে উপস্থাপন করা;

৫৬. পোর্টসমূহে কনটেইনার স্ক্যানিং-এর জন্য আধুনিক স্ক্যানিং মেশিন স্থাপনের ব্যয় সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন পরবর্তী বৈঠকে উপস্থাপন করা;

৫৭. বিভিন্ন স্থানে কর ভবন নির্মানের জন্য একটি পরিপত্র তৈরী করে পরবর্তী বৈঠকে উপস্থাপন করা;

২৯. কাস্টমস-এর এপ্রেইজাল এবং প্রিভেন্টিভ অফিসারদের পরপর বদলীযোগ্য করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

Dhaka University Institutional Repository

১৯তম বৈঠকে:

৫৮. বাংলাদেশ ব্যাংক বর্তমানে মুদ্রাস্ফিতি বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ সম্বলিত সুনির্দ্দিষ্ট মতামত কমিটিতে প্রেরণ করবে।

৫৯. কমিটি এবার বন্যায় যেসব কৃষক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, তারা সবাই যাতে নতুন করে কৃষি ঋণ পেতে পারে সে বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংককে সুপারিশ করে;

৬০. বিনা শর্তে কৃষি ঋণ প্রদানের বিষয়ে রেডিও-টিভি ও পত্র-পত্রিকায় ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে জনগণকে অবহিত করার জন্য কমিটি সুপারিশ করে;

৬১. বড় ঋণ গ্রহীতাদের ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহীতাদেরকেও ঋণ প্রদান না করা হলে তার কারন লিখিতাকারে আবেদনকারীকে জানানোর জন্য কমিটি নির্দেশ প্রদান করে;

৬২. ব্যাংকসমূহ স্ব-স্ব উদ্যোগে ঋণ খেলাপীদের আন্তরিকভাবে আলাপ আলোচনা করে ঋণ আদায়ের ব্যাপারে সুষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে;

৬৩. বন্যায় প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তদের কাছে কৃষি ঋণ যাতে সহজে পৌঁছে তার সর্বাত্মক চেষ্টা চালানোর জন্য কমিটি সুপারিশ করে;

৬৪. পরবর্তী সভায় দেশে সার্বিক অর্থনৈতিক অবস্থার চিত্র পেতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে এজেন্ডাভুক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

২০তম বৈঠকে:

৬৫. বাংলাদেশ গৃহ নির্মাণ ঋণ দান সংস্থা যে কোন একটি হিসাবের ঋণ আদায়ের বিস্তারিত বিবরণসহ পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করবে। প্রস্তাবে খেলাপী হলে কি হবে এবং খেলাপী না হলে আদায়ের হিসাব কি হবে তা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করতে হবে।

৬৬. ঋণ বিতরণ এবং আদায়ের পদ্ধতি সহজতর করার বিষয়ে সংস্থার সুপারিশ পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করবে।

৬৭. বাংলাদেশ গৃহ নির্মাণ ঋণ গ্রহীতা সমিতির প্রস্তাবসমূহের বিস্তারিত পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সংস্থা মতামতসহ পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করবে।

৬৮. বাংলাদেশ গৃহ নির্মাণ ঋণ গ্রহীতা সমিতির মহাসচিব জনাব মোঃ ফজলুল হক ঢাকা ওয়াসার একজন কর্মচারী। তিনি তার ভিজিটিং কার্ডে ঢাকা ওয়াসার লগো ব্যবহার করার বিষয়ে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের মতামত গ্রহণ করা যেতে পারে।

৬৯. সমিতির মহাসচিব কর্তৃক ঋণ আদায়ের বাধা প্রদান সংক্রান্ত বিষয়ে সংস্থা বিস্তারিত অভিযোগ উত্থাপন করলে এ বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

২১তম বৈঠকে:

৭০. দেশে জাতীর বৃহত্তর স্বার্থে ব্যাপকভাবে রাজস্ব আদায়ের নিমিত্ত সরকারকে সঠিক দিক নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদানের জন্য রাজস্ব আদায়ের অন্তরায়গুলো চিহ্নিত এবং আর্থিক খাতের সংস্কারের বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে একটি কার্যপত্র আগামী সভায় উপস্থাপনের জন্য কমিটি অর্থ মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ প্রদান করে এবং এ ব্যাপারে অর্থ সচিব বরাবর পত্র প্রেরণের জন্য জাতীয় সংসদ সচিবালয়কে নির্দেশ প্রদান করা হয়।

৭১. মুজিবনগর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সম্পর্কে অর্থ মন্ত্রণালয়, সংস্থাপন মন্ত্রণালয় ও আইন মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে আলোচনা পূর্বক বিষয়টি সুরাহা করার জন্য কমিটি সুপারিশ করে।

২৩তম বৈঠকে:

৭২. ব্যাংকসমূহ তাদের কার্যক্রম সম্পর্কে প্রতিমাসে একটি সংক্ষিপ্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন কমিটির মাননীয় সভাপতির বরাবরে প্রেরণ করবে।

৭৩. খেলাপী ঋণ আদায়ের বিষয়ে ব্যাংক উদ্যোক্তাদের সাথে আলোচনা করা, ব্যাংক ক্লায়েন্ট সম্পর্কের ভিত্তিতে উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।

৭৪. জনতা ব্যাংক কর্তৃক মামলা বাবদ ৮ কোটি টাকা ব্যয় করে মাত্র ৩১ কোটি টাকা আদায়ের বিষয়টি বাংলাদেশ ব্যাংক খতিয়ে দেখবে।

২৬তম বৈঠকে:

৭৫. সংশোধিত আকারে অনুমোদিত কমিটি লন্ডনে সোনালী ব্যাংক ইউকে লিমিটেড প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানোর পরামর্শ প্রদান করে।

৭৬. দেউলিয়া আদালতে আরও মামলা দায়ের করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করা প্রয়োজন। এ ব্যাপারে পরিচালনা পর্ষদকে ত্বরিত সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

৭৭. ব্যাংকিং খাতে রাষ্ট্রায়ত্ত ও বেসরকারী ব্যাংকগুলোতে সেবার মান বাড়াতে হবে। কমিটি প্রথমে কর্পোরেট ব্রাঞ্চগুলো থেকে এ ব্যাপারে উদ্যোগ নেয়ার সুপারিশ করে।

৭৮. ব্যাংক ক্লায়েন্ট রিলেশনশীপ আরও বাড়ানো প্রয়োজন।

৭৯. বেসরকারী ব্যাংকগুলোতে কেন্দ্রিয় ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ বাড়াতে হবে।

৮০. দেশের প্রতিটি ইউনিয়নে একটি করে কৃষি ব্যাংক খোলা প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

৮১. ব্যাংকিং খাতে অনিয়ম দূরীকরণার্থে এ কমিটি আকস্মিক পরিদর্শনে যেতে পারে এবং কোন অনিয়ম দূরীকরণার্থে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সরকারকে সুপারিশ করতে পারে।

৮২. বেসরকারী ও বিদেশী ব্যাংকগুলোর কার্যক্রম সম্পর্কেও এই কমিটি পরবর্তীতে আলোচনা করবে।

৮৩. পরবর্তীতে কার্যপত্রের আলোকে বিভিন্ন ব্যাংককে নিয়ে আলাদা আলাদাভাবে আলোচনা করা হবে।

২৭তম বৈঠকে:

৮৪. সংশোধিত আকারে নিশ্চিত করা হয়েছে।

৮৫. যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কর দাতাদের Self Assessment Return কে চূড়ান্ত হিসেবে গণ্য করার পদক্ষেপ নিতে হবে। সেই সাথে Rendom Selection-এর মাধ্যমে ১০-১৫% পোস্ট অডিট এর ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৮৬. ছোট ছোট করদাতাদের কাছ থেকে কর আদায়ের লক্ষ্যে কর আদায়ের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করতে রাজস্ব বোর্ডের জনবলকে কাজে লাগাতে হবে।

৮৭. জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং বোর্ড অব ইনভেস্ট-এর মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে হবে।

৮৮. পরবর্তী বৈঠকে বোর্ডের সদস্যদের কে উপস্থিত থাকতে হবে।

৮৯. ব্যক্তিশ্রেণীর কর দাতাদের জন্য **"তথ্য কনিকা"** নামক পুস্তিকাটি কমিটির মাননীয় সদস্যগণের মধ্যে বিতরণ করতে হবে।

৯০. সিটি কর্পোরেশন, বিভাগীয় ও জেলা সদরের পৌর এলাকার বাইরে যে সকল পাকা দালান, ইমারত ইত্যাদি রয়েছে সেগুলোকে করের আওতায় আনতে হবে।

৯১. প্রয়োজনে বিদেশ থেকে প্রশিক্ষক এনে কর কর্মকর্তাগণের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৯২. চালানের পরিবর্তে ব্যাংকের মাধ্যমে কর প্রদান প্রবর্তনের পদক্ষেপ নিতে হবে।

৯৩. পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের সাথে তুলনা করে কর্পোরেট ট্যাক্স রেট নির্ধারণের পদক্ষেপ নিতে হবে।

৯৪. এপ্রেইজার এবং প্রিভেনটিভ অফিসারদের পারস্পারিক বদলীর জন্য আইন প্রণয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৯৫. ডাক্তার, প্রকৌশলী, স্থপতি, সার্ভেয়ার, আইনজীবী ইত্যাদি পেশাজীবীদের উপর করারোপ করে কর ভিত্তি সম্প্রসারণের পদক্ষেপ নিতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৯৬. ডায়াগনস্টিক সেন্টার, ইট ভাটা, কমিউনিটি সেন্টার, সিকিউরিটি সার্ভিস, ফুড ইন্ডাস্ট্রী, রেস্টুরেন্ট, ব্যাংকিং সেক্টর ও বীমা সেক্টরকে ট্যাক্স নেট-এর আওতায় আনতে হবে।

৯৭. দীর্ঘ দিন যাবত যেসব ক্ষেত্রে ট্যাক্স আদায় সম্ভব হচ্ছে না সেগুলো রাইট অফ করে দেয়ার পদক্ষেপ নিতে হবে।

৯৮. কর আদায় বৃদ্ধির জন্য পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ, মনিটিরিং, সুপারভিশন, অরিয়েন্টেশন আরও বৃদ্ধি করতে হবে।

৯৯. তদন্ত টীম গঠন করে দূর্নীতিগ্রস্থ কর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২৯তম বৈঠকে:

১০০. বাস্তবায়নে বৈদেশিক সাহায্য পুষ্ট উন্নয়ন প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন প্রয়োজন। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ এ ব্যাপারে উদ্যোগ নিবে।

১০১. প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সঠিক পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষণের প্রয়োজন। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ এ ব্যাপারে তদারকী করবে।

১০২. বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তিতে এ বিভাগের দক্ষতা ও গতিশীলতা আরও বাড়ানো প্রয়োজন।

৩০তম বৈঠকে:

১০৩. সোনালী ব্যাংকের লন্ডন ব্রাঞ্চের কার্যক্রমের সাব-কমিটির রিপোর্ট ব্যাংক সম্পর্কিত পরবর্তী বৈঠকে পেশ করা হবে।

১০৪. বাংলাদেশ ব্যাংক যাতে মন্ত্রণালয়ের সমস্ত কর্মকাণ্ড থেকে মুক্ত হয়ে জনগণের প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করতে পারে, সে জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে।

১০৫. নতুন প্রকল্পের বিপরীতে ঋণ দেবার পূর্বে রুগ্ন শিল্পের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে;

১০৬. প্রত্যেক ব্যাংক থেকে আগামী এক মাসের মধ্যে ঋণ খেলাপীর উপর একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন কমিটির নিকট পেশ করতে হবে।

৩১তম বৈঠকে:

১০৭. ২৯তম বৈঠক ও অদ্যকার বৈঠকের সিদ্ধান্তের আলোকে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ আগামী বৈঠকে কার্যপত্র পেশ করবে;

Dhaka University Institutional Repository

১০৮. যেসব প্রয়োজনীয় প্রকল্পের জন্য ফান্ড পাওয়া যাচ্ছে না এবং যেসব প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা নেই, সেগুলোর একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগকে পরবর্তী বৈঠকে পেশ করতে হবে;

১০৯. গত এক বছরে দুর্নীতির সাথে জড়িত কতজন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং তাদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে, সে সম্পর্কে বিস্তারিত বিররণ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আগামী বৈঠকে উপস্থাপন করবে;

১১০. সেলফ্ এসেসমেন্টে- গতবার কি পরিমাণ রাজস্ব পাওয়া গেছে, কতটি অভিযোগ উত্থাপিত ও নিষ্পত্তি হয়েছে এবং কোন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ কি ধরনের আপত্তি তুলেছেন, সে সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আগামী বৈঠকে উপস্থাপন করবে;

১১১. এডভোকেট, ডাক্তার, প্রকৌশলী, কনসালটেন্ট, সার্ভেয়ার, রাজনৈতিক নের্তৃবৃন্দ যাতে সেলফ এসেসমেন্ট-এর আওতায় আসে তার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৩৩তম বৈঠকে:

১১২. প্রত্যেকটি ব্যাংকের আমানত, বিনিয়োগ ও ঋণ খেলাপীদের বিররণী প্রেরিত নির্দিষ্ট ছকে আগামী ২ মাসের মধ্যে কমিটির সভাপতি বরাবরে প্রেরণ করতে হবে।

১১৩. ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালকের কাজের মধ্যে কোন জটিলতা সৃষ্টি না হওয়ার লক্ষ্যে গৃহীত সিদ্ধান্ত বেসরকারী ব্যাংকের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

৩৫তম বৈঠকে:

১১৪. অভিযুক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে কোন অপরাধে শাস্তি প্রদান করা হয়েছে এবং কিভাবে অনেক মোকাদ্দমা থেকে খালাস পেয়ে গেছেন তা আগামী বৈঠকে পেশ করতে হবে;

১১৫. বাধ্যতামূলক অবসর প্রদানের পর যেসব কর্মচারীর আদালতের নির্দেশে উক্ত দণ্ড প্রত্যাহার করা হয়েছে বা চাকুরী থেকে বরখাস্ত করার পর তাদেরকে চাকুরিতে পুর্নবহাল করা হয়েছে তার উপর পরবর্তী বৈঠকে প্রতিবেদন দিতে হবে;

১১৬. কর আদায় প্রক্রিয়া আরো কঠোর ও জোরদার করতে হবে। ছোট বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান-যেগুলো বাইরে আছে সেগুলোকে ট্যাক্স নেটওয়ার্কের আওতায় আনতে হবে। এ বিষয়ে পরবর্তী সভায় একটি অগ্রগতি প্রতিবেদন পেশ করতে হবে;

১১৭. কর প্রশাসনের জন্য ঢাকায় অবিলম্বে একটি কেন্দ্রিয় কর ভবন এবং চট্টগ্রামে একটি আঞ্চলিক কর ভবন স্থাপন করার জন্য কমিটির তরফ থেকে অর্থ মন্ত্রণালয়ে সুপারিশ পাঠাতে হবে;

Dhaka University Institutional Repository

১১৮. কিভাবে নীতি নির্ধারণের দায়িত্ব পালনে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন, তার উপর একটি প্রস্তাবমালা পরবর্তী সভায় পেশ করতে হবে;

১১৯. পূর্ণাঙ্গ বোর্ডে কতগুলি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং তাতে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়িত হয়েছে কিনা তার উপর একটি প্রতিবেদন পেশ করতে হবে।

৩৬তম বৈঠকে:

১২০. কমিটি বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারস এসোসিয়েশন (বিজিএমইএ)-এর আবেদনের বিষয়ে আগামী ৭ দিনের মধ্যে একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন দেয়ার জন্য সোনালী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালককে অনুরোধ করে।

১২১. লন্ডনস্থ সোনালী ব্যাংক সম্পর্কে সাব-কমিটির রিপোর্ট ও বিজিএমইএ-এর প্রতিবেদন সম্পর্কে পরবর্তী বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।

১২২. কমিটি লং টার্ম লোনের ক্ষেত্রে কিস্তির একটি অংশ প্রিন্সিপালে এবং বাকী অংশ সুদে কর্তন করার প্রস্তাব করে।

১২৩. রাষ্ট্রায়াত্ত ব্যাংকগুলোর কার্যপত্র একই ফরমেট প্রদান করবে, যাতে ব্যাংকগুলোর মধ্যে তুলনামূলক চিত্র সহজভাবে প্রতিফলিত হয়। কমিটি বাংলাদেশ ব্যাংককে রাষ্ট্রায়াত্ত ব্যাংগুলোর সাথে আলোচনাপূর্বক একটি স্ট্যান্ডার্ড ফরমেট প্রস্তুত দেয়ার জন্য অনুরোধ করে।

১২৪. কমিটি বছর-ওয়ারী বিভিন্ন খাতে ব্যাংকের বিস্তারিত প্রতিবেদন কমিটিতে প্রদানের জন্য অনুরোধ করে।

১২৫. কমিটি ব্যাংক ক্লায়েন্ট রিলেশনশীপ জোরদারের মাধ্যমে বড় বড় ঋণ খেলাপীদের ডেকে কিভাবে ঋণ সমস্যার সমাধান করা যায় ও এ ব্যাপারে জোরারোপ করে এবং কতটি উদ্যোক্তার সাথে কতটুকু সফলতা এসেছে, সে সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন কমিটিকে সরবরাহ করার অনুরোধ করে।

১২৬. ব্যাংকগুলোতে প্রফেশনালীজম ডেভেলপ না করতে পারলে মুক্ত প্রতিযোগিতার বর্তমান যুগে টিকে থাকা কষ্টকর হবে। তাই যাতে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা যায়, সেজন্য এখন থেকেই প্রফেশনালীজম ডেভেলপ করার জন্য কমিটি সুপারিশ করে।

১২৭. শুধু ফার্মিং সেক্টর নয়, নন ফার্মিং সেক্টরেও ঋণ সুবিধা দিতে হবে, প্রচলিত কৃষি পণ্যের বাইরে কর্প ডাইভারফিকেশনেও যেতে হবে। অপ্রচলিত কৃষি পণ্যের বিপরীতে ঋণ সুবিধা রাখার জন্য কমিটি সুপারিশ করে।

Dhaka University Institutional Repository

১২৮. বেসরকারী ব্যাংকগুলো এ পর্যন্ত কত ঋণ আদায় করেছে তার একটি প্রতিবেদন বাংলাদেশ ব্যাংক কমিটিতে পরবর্তীতে উপস্থাপন করবে।

১২৯. খেলাপী ঋণ আদায়ে দেউলিয়া আদালতে মামলা করার ব্যাপারে ব্যাংকের লিগ্যাল এক্সপার্টদের আরও সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

১৩০. নিয়মিত ঋণ পরিশোধকারীদের রিবেট/ইনসেনটিভ সুবিধা প্রদান করলে ঋণ গ্রহীতারা ঋণ পরিশোধে আরও আগ্রহী হবেন। এ ব্যাপারে রাষ্ট্রায়াত্ত ব্যাংকসমূহ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিবেন।

৩৭তম বৈঠকে:

১৩১. বাংলাদেশ ব্যাংকের ফরমেট অনুযায়ী ব্যাংকগুলো কমিটিতে কার্যপত্র উপস্থাপনকরণ;

১৩২. রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসহ সকল বেসরকারী ব্যাংক এবং বিদেশী ব্যাংকগুলোর উপর বাংলাদেশ ব্যাংকের তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জোরদারকরণ;

১৩৩. ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদকে বাংলাদেশ ব্যাংক গাইড করবে।

১৩৪. প্রকৃত ঋণ খেলাপীদের সনাক্ত করে ঋণ আদায়ে আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ। ব্যাংক ক্লায়েন্ট রিলেশনশীপ জোরদারের মাধ্যমে ঋণ আদায়ের পদক্ষেপ গ্রহণ;

১৩৫. দরখাস্ত করার সময় ডাউনপেমেন্ট না করে পুনঃ তফশিল সমঝোতার পর্যায় আসলে ডাউনপেমেন্ট প্রদান;

১৩৬. ইউসিবিএল ব্যাংকের বর্তমান পরিধি সম্পর্কে একটি কার্যপত্র আগামী বৈঠকে প্রদানের জন্য গভর্নর মহোদয়কে অনুরোধকরন।

৩৮তম বৈঠকে:

১৩৭. পিএসআই পদ্ধতিতে কীভাবে ঠিকাদার নিয়োগ করা হয়েছে, সে সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন এবং এতদসংক্রান্ত আইনের খসড়া আগামী বৈঠকে পেশকরণ;

১৩৮. জনাব শফিউল আজম (মহসীন) ও অন্যান্য কর্তৃক কমিটিতে প্রেরিত আবেদনের বিষয়টি তদন্ত করে এর সত্যতা যাচাইপূর্বক তার একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন আগামী বৈঠকে পেশকরন;

১৩৯. ঢাকায় একটি কেন্দ্রিয় কর ভবন এবং চট্টগ্রামে একটি আঞ্চলিক কর ভবন স্থাপনের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ;

১৪০. ট্যাক্স নেটওয়ার্ক বাড়াতে হবে এবং সেই লক্ষ্যে প্রতিনিয়ত বোর্ডের সভা করে তার অগ্রগতি সম্পর্কে সময়ে সময়ে কমিটিকে অবহিতকরণ;

Dhaka University Institutional Repository

১৪১. স্পট এসেসমেন্ট পদ্ধতিতে কেউ যাতে হয়রানীর শিকার না হয়, সেজন্য ডেপুটি কমিশনার বা সহকারী কমিশনার পর্যায়ের কর্মকর্তাদের স্পটে প্রেরণ;

১৪২. শুল্ক ফাঁকিদানকারীদের তালিকা আগামি বৈঠকে পেশকরণ;

১৪৩. যেসব লোক অধিক পরিমাণ কর প্রদান করেন তাদেরকে উৎসাহিত করার জন্য জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিবসে পুরস্কারের ব্যবস্থা গ্রহণ;

১৪৪. মেসার্স কাদের সিনথেটিক ফাইবার লিঃ-এর আবেদনটি বস্ত্র মন্ত্রণালয়ের সুপারিশ এবং কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ;

১৪৫. প্বার্শবর্তী দেশসমূহের কর্পোরেট ট্যাক্স পদ্ধতির সাথে বাংলাদেশের ট্যাক্স পদ্ধতির তুলনামূলক বিবরণী পেশকরণ।

৩৯তম বৈঠকে:

১৪৬. কমিটি প্বার্শবর্তী দেশসমূহ (ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা) দূরপ্রাচ্যের দেশসমূহ (মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর) এবং পাশ্চাত্যের দেশসমূহ Negotiable Instruments এর উপর আইন কিরূপ রয়েছে পর্যালোচনা করে পরবর্তীতে উপস্থাপনের জন্য অর্থ ও আইন মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করে।

৪০তম বৈঠকে:

১৪৭. ৩৮ তম বৈঠকের কার্যবিবরণী সংশোধিত আকারে নিশ্চিত করা হয়।

১৪৮. The Negotiable Instruments [Amendment] Bill, 1999 সম্পর্কে পরবর্তী অধিবেশনের পূর্বেই কমিটিতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

১৪৯. কমিটিতে জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ১৯৬(১) বিধি মোতাবেক স্থায়ী কমিটির নিম্নবর্ণিত মাননীয় সদস্যবৃন্দ সমন্বয়ে ৩নং সাব-কমিটি গঠন করা হয়।

জনাব আহম মোস্তফা কামাল,

আহবায়ক জনাব এম, কে, আনোয়ার, সদস্য

আলহাজ্ব সৈয়দ মাসুদ রেজা, সদস্য

সাব-কমিটির কার্য পরিধি:

(ক) পুঁজি বাজারের বর্তমান অবস্থা পর্যবেক্ষণ এবং সার্বিক উন্নয়নে সুপারিশ প্রণয়ই;

(খ) যতদিন পর্যন্ত স্থায়ী কমিটি মনে করে ততদিন পর্যন্ত পুঁজি বাজারের সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে মাসিক ভিত্তিতে সময়ে সময়ে স্থায়ী কমিটিকে অবহিতকরণ।

Dhaka University Institutional Repository

সাব-কমিটি সাচিবিক কাজে জাতীয় সংসদ সচিবালয়কে সিকিউরিটি এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ, চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ ও ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে।

১৫০. স্টক ডিলার ও স্টক ব্রোকারদের নিবন্ধন সনদ নবায়নের ক্ষেত্রে এস,ই,সি কর্তৃক কারো লাইসেন্স বিনা তদন্তে বাতিল করা যাবে না। বাতিল করতে হলে প্রথমে কারণ দর্শাতে হবে এবং পরবর্তীতে বাতিল করার জন্য আইনগত পদক্ষেপ নিতে হবে।

১৫১. কমিটি স্টক এক্সচেঞ্জসমূহের সদস্য হিসেবে ব্যক্তি হিসেবে নয় বরং প্রতিষ্ঠানের প্রধান হিসেবে (এফবিসিসিআই এর প্রেসিডেন্ট, চেম্বার অব কমার্স এর প্রেসিডেন্ট ইত্যাদি) সদস্য রাখার সুপারিশ করে।

১৫২. কমিটি এস,ই,সিতে ঢালাওভাবে অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মকর্তাদের নিয়োগ দান না করে পুঁজিবাজারের সাথে সম্পর্কিত অভিজ্ঞ লোকদের এস,ই,সিতে নিয়োগ দানের মাধ্যমে এস,ই,সিকে পুর্নগঠনের পক্ষে মতামত ব্যক্ত করে এবং অর্থ মন্ত্রণালয়, আইন মন্ত্রণালয় ও বেসরকারী ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞ প্রতিনিধিদের এস,ই,সির সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তির সুপারিশ করে।

৪১তম বৈঠকে:

১৫৩. সংবিধানের ৭৬ অনুচ্ছেদ এবং কার্যপ্রণালী বিধির ২৪৬ ও ২৪৮ বিধিতে মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটিকে মন্ত্রণালয়ের যে কোন বিষয় পর্যলোচনা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও আইনের বলবৎকরনের জন্য ব্যবস্থাদি গ্রহণের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। বিগত ২৩-০১-২০০০ইং তারিখে কমিটি সভায় যা আলোচিত হয়েছে তা যথার্থ ছিল এবং এতে সংবিধান বা কার্যপ্রণালী বিধির কোন ব্যত্যয় ঘটেনি। সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির বিষয়ে কোন মত পার্থক্য দেখা দিলে চূড়ান্ত মতামত দিবেন মাননীয় স্পীকার। আলোচ্য ক্ষেত্রে কমিটিতে কোন মত পার্থক্য নেই। তবুও পরবর্তী বৈঠকে এ বিষয়ে পুনঃ আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে;

১৫৪. বিগত ২৩-০১-২০০০ তারিখে কমিটির সভা অনুষ্ঠানের বিষয়ে মাননীয় অর্থমন্ত্রী পত্র লিখে এবং কমিটির সভাপতিকে সভা না করার বিষয়ে ফোন করে কমিটির কাজে অবাঞ্চিত হস্তক্ষেপ করেছেন বলে কমিটি মনে করে।

১৫৫. বিগত কিছু দিন যাবৎ পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত ২৩-০১-২০০০ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত কমিটির সভা এবং মাননীয় অর্থ মন্ত্রীর পত্রের বিষয়ে বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রকাশিত হয়েছে এতে কমিটির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়েছে বলে কমিটি মনে করে। এ বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে কমিটির পক্ষে

Dhaka University Institutional Repository

একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি মাননীয় সভাপতি প্রদান করবেন। প্রেস বিজ্ঞপ্তির কপি মাননীয় সদস্যদের নিকট প্রেরণ করতে হবে।

৪২তম বৈঠকে:

১৫৬. সংবিধান ও কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী মন্ত্রণালয়ের যাবতীয় অনিয়ম, দুর্নীতি ও অন্যান্য বিষয়াদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যলোচনা করার এখতিয়ার এই কমিটির রয়েছে।

১৫৭. মেসার্স রহমান গ্রুপের বিষয়ে সোনালী ব্যাংকের সিদ্ধান্ত সঠিক না হয়ে থাকলে এবিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক কি ব্যাবস্থা গ্রহণ করেছে তা অত্র কমিটিকে অবহিত করবে।

১৫৮. সার্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, রাজস্ব সম্পর্কিত কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়ন ও রাজস্ব আদায়ের অগ্রগতি পর্যালোচনা নিয়ে পরবর্তী বৈঠকে আলোচনা করা হবে।

৪৩তম বৈঠকে:

১৫৯. অর্থ মন্ত্রণালয় ও আইন মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় আরো একটি খসড়া প্রস্তুত করে পরবর্তীতে উপস্থাপনের জন্য সংসদ সচিবালয়কে নির্দেশ প্রদান করে।

১৬০. কমিটি বিলটি কমিটির আলোচনার আলোকে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনাক্রমে পরবর্তীতে উপস্থাপনের জন্য সংসদ সচিবালয়কে অনুরোধ করে।

৪৪তম বৈঠকে:

১৬১. বাংলাদেশ ব্যাংক কি কারণে সার্কুলার পরিবর্তন করেছিল তা যুক্তি সহকারে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে কার্যপত্র আকারে সংসদ সচিবালয় প্রেরণ করবে।

১৬২. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্যাটার্ন নির্ধারণ করার পর একই প্যাটার্নে সমস্ত ব্যাংকের কার্যপত্র তৈরী করা এবং উক্ত কার্যপত্রে মূলধন, প্রভিশন, মুনাফা, লোকসানী শাখার তালিকা, খেলাপী ঋণের পরিমাণ কমিয়ে আনার বিষয় এবং মাননীয় সদস্যগণের প্রশ্নের জবাবসহ প্রতিটি তফশীলী ব্যাংককে কার্যপত্র পেশ করতে হবে।

৪৫তম বৈঠকে:

১৬৩. কর-এর আওতা বৃদ্ধি সম্পর্কিত এ যাবত কমিটিতে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো একীভুত করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে আসন্ন বাজেটের পূর্বেই প্রেরণ করতে হবে;

Dhaka University Institutional Repository

১৬৪. আগামী বৈঠকের পূর্বে প্যারিস কনসোর্টিয়াম মিটিং-এর একটি এইড মেমোর‍্যান্ডাম অর্থ মন্ত্রণালয় সরবরাহ্ করবে;

১৬৫. পরবর্তীতে কর প্রশাসনকে জোরদার করার লক্ষ্যে লোকবল ও অন্যান্য আনুসঙ্গিক সুবিধাদির বিষয়ে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে যৌথ বৈঠক আহ্বান করতে হবে;

১৬৬. পরবর্তী বৈঠকে রাজস্ব ব্যয় সম্পর্কে পর্যলোচনা করা হবে;

১৬৭. সিকিউরিটি এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন সংক্রান্ত গঠিত সাব-কমিটির সদস্য জনাব এম,কে, আনোয়ার-এর পরিবর্তে মাননীয় সদস্য জনাব আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরীকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৪৬তম বৈঠকেঃ

অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সুপারিশ

বিলের নামঃ The Negotiable Instruments (Amendment) Bill, 2000

অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি The Negotiable Instruments (Amendment) Bill, 1999 পরীক্ষা-নিরীক্ষাক্রমে বিলে নিম্নরূপ সংশোধনের সুপারিশ করেঃ

১। বিলের দফা-১ এর সংশোধন।-বিলের দফা ১ এর '১৯৯৯' সংখ্যাটির পরিবর্তে '২০০০' সংখ্যাটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

২। বিলের দফা-২ এর প্রতিস্থাপন। বিলের দফা নিরুরূপ নতুন দফা ২ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে, যথাঃ '২। Act XXVI of 1881 এর section 138 এর সংশোধন-The Negotiable Instruments Act, 1881 (XXVI of 1881) অতঃপর উক্ত Act বলিয়া উল্লিখিত, section 138 এর-

(ক) বিদ্যমান বিধানটি উক্ত section এর sub-section (1) হিসাবে সংখ্যায়িত হইবে এবং উক্তরূপে সংখ্যায়িত sub-section (1)-এর–

(অ) for the discharge, in whole or in part, of any debt of other liability," শব্দগুলি ও কমাগুলি বিলুপ্ত হইবে।

(আ) "twice" শব্দটির পরিবর্তে 'thrice' শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(ই) "Explanation" বিলুপ্ত হইব।

(খ) উক্তরূপ সংখ্যায়িত sub-section (1) এর পর নিম্নরূপ নূতন sub-section (2) ও (৩) সংযোজিত হইবে, যথাঃ-

Dhaka University Institutional Repository

(2) Where any fine is realized under sub-section (1), any amount up to the face value of the cheque as far as is covered by the fine realized shall be paid to the holder.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-sections (1) and (2), the holder of the chaque shall retain his right to establish his claim through civil court if whole or any part of the value of the chaque remains unrealized.

৯। আলোচ্যসূচী (গ)ঃ ব্যাংক আমানত বীমা বিল-২০০০ পরীক্ষা-নিরীক্ষাক্রমে বিপোর্ট প্রণয়ন;

৯.১.১। মাননীয় সদস্যবৃন্দ প্রস্তাবিত সংশোধনী সমর্থন করায় বিলে নিম্নরূপ সংশোধনের সুপারিশ করে রিপোট চূড়ান্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সুপারিশ

বিলের নামঃ **ব্যাংক আমানত বীমা বিল, ২০০০**।

অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ব্যাংক আমানত বীমা বিল, ২০০০ পরীক্ষা-নিরীক্ষাক্রমে বিলে নিম্নরূপ সংশোধনের সুপারিশ করেঃ

১। বিলের দফা-২ এর সংশোধনঃ-বিলের দফা-২ এর উপদফা (ঘ) এর পর নিম্নরূপ উপদফা (ঙ) সন্নিবেশিত হইবে এবং বিদ্যমান উপ-দফা (ঙ), (চ), (ছ) ও (জ) যথাক্রমে উপদফা (চ), (ছ), (জ) ও (ঝ) হিসাবে পুনঃচিহ্নিত হইবে যথাঃ-

‘(ঙ) “নিরীক্ষক” অর্থ The Chartered Accountants Order, 1973 (P. O. No. 2 of 1973) এর Article 2 (b) তে সংজ্ঞায়িত chartered accountant;”

২। **বিলের দফা-৭ এর সংশোধন**।-(ক) বিলের দফা-৭ এর উপ-দফা (৩)

(খ) বিলের দফা-৭ এর উপ-দফা (৪) এ “যথাশীঘ্র সম্ভব” শব্দ দু’টি “অনধি নব্বই দিনের মধ্যে” শব্দগুলি দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইবে।

১০। আলোচ্যসূচী (ঘ)ঃ The investment Corporation of Bangladesh (Amendment) Bill, 2000 পরীক্ষা-নিরীক্ষাক্রমে রিপোর্ট প্রণয়নঃ

১০.১। মাননীয় সভাপতি মাননীয় মন্ত্রীকে এ ব্যাপারে বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করেন।

১০.২। মাননীয় অর্থ মন্ত্রী বিলটি আনয়নের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কমিটিকে অবহিত করেন।

Dhaka University Institutional Repository

১০.৩। মাননীয় সদস্যবৃন্দ বিলটি আনয়নের উদ্দেশ্যের সাথে একমত পোষণপূর্বক দফা-ওয়ারী বিলটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বিলে কতিপয় সংশোধনের সুপারিশ করেন।

১০.৪। অতঃপর বিলে নিম্নরূপ সংশোধনের সুপারিশসহ রিপোর্ট চূড়ান্ত করে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সুপারিশ

বিলের নামঃ **Investment corporation of Bangladesh (Amendment) Bill, 2000**

অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি Investment corporation of Bangladesh (Amendment) Bill, 2000 পরীক্ষা-নিরাক্ষাক্রমে বিলে নিম্নরূপ সংশোধনের সুপারিশ করেঃ

১। **বিলের দফা ২ এর সংশোধন**।-বিলের দফা ২ (গ) এর নতুন Clause (uu)-এর শেষ লাইনে Section 21 এর পর of the Ordinance শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

২। **বিলের দফা ৭ এর সংশোধন**।-বিলের দফা ৭ এ প্রতিস্থাপিত Section 19 এর Sub-section (1) এর তৃতীয় লাইনে expenses শব্দের পর reasonably শব্দটি সন্নিবেশিত হইবে।

৩। **বিলের দফা ১৪ এর সংশোধন**।-বিলের দফা ১৪ এর উপান্তটীকায় প্রতিস্থাপন শব্দটির পরিবর্তে সংশোধন শব্দটি হইবে।

৪। বিলের দফা ১৫ এর সংশোধন।-বিলের দফা ১৫ এর উপান্তটীকায় সংশোধন শব্দটির পরিবর্তে প্রতিস্থাপন শব্দটি হইবে।

১৪.২.৪। ব্যাংকিং খাতে কতগুলি সুপারিশ রয়েছে। যেমন:

(ক) যোগ্যতার মাপ কাঠিতে ব্যাংকিং খাতে নিয়োগ দেয়া আবশ্যক।

(খ) আধুনিক প্রযুক্ত ব্যবহার কর।

(গ) বিশেষ করে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসমূহকে কম্পিউটাইজড করা।

(ঘ) পরিচালক মন্ডলীল ব্যাংকের গতি নির্ধারণের দায়িত্বে থাকতে হবে। দৈনন্দিন ব্যবস্থাপনায় তাদের ভূমিকা রাখা বাঞ্ছনীয় হবে না।

(ঙ) বৃহৎ পরিমাণে যে শ্রেণী বিন্যাসিত ঋণ রয়েছে এটার একটা দীর্ঘ সমাধানের জন্য সরকারের কাছে প্রস্তাব করা।

(চ) আগামীতে প্রত্যেকটি ব্যাংকের অডিটেড ব্যালেন্সসীট যাতে ব্যাংকের গ্রাহকদের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হয় তা বিধান করা।

৩। অতঃপর মাননীয় সদস্যবৃন্দ সর্বসম্মতিক্রমে বিলটির উপর নিম্নরূপ সুপারিশ করেন:

Dhaka University Institutional Repository

৪৭তম বৈঠকে:

অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সুপারিশ

বিলের নাম: **সিকিউরিটিজ এন্ড একচেঞ্জ কমিশন (সংশোধন) বিল, ২০০০**

অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি সিকিউরিটিজ এন্ড একচেঞ্জ কমিশন (সংশোধন) বিল, ২০০০ শর্তাংশের পরিবর্তে নিম্নরূপ শর্তাংশ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:

১। বিলের দফা ৩ এর উপদফা (১) এর প্যারা (ক) এ বর্ণিত উপ-ধারা (২) এ বিদ্যমান শর্তাংশের পরিবর্তে নিম্নরূপ শর্তাংশ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:

তবে শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন বেসরকারী ব্যক্তিকে সদস্য হিসাবে নিয়োগ করিতে হইবে।

২। বিলের দফা ৯ এর উপ-শিরনামায় 'সংশোধন' শব্দটির পরিবর্তে 'প্রতিস্থাপন' শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৩। বিলের ১১ দফার-

(ক) (ক) উপ-দফার পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-দফা (ক) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ '(ক) উপ-ধারা (১) এর এর 'অনধিক পাঁচলক্ষ' শব্দটির পরিবর্তে 'অন্যূন পাঁচ লক্ষ' শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) (খ) উপ-দফার পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-দফা (ক) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ '(খ) উপ-ধারা (২) (গ) এর এর 'অনূর্ধ এক লক্ষ' শব্দটির পরিবর্তে 'অন্যূন এক লক্ষ' শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

৯। মাননীয় সদস্যবৃন্দ বিলটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করে বিলের নিম্নরূপ সংশোধনীর জন্য সুপারিশ প্রদান করেন:

৪৮তম বৈঠকে:

অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সুপারিশ (সংলাপ-ক)

বিলের নাম: **The Securities and Exchange (Amendment) Bill, 2000**

অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি The Securities and Exchange (Amendment) Bill, 2000 পরীক্ষাক্রমে বিল নিম্নরূপ সংশোধনের সুপারিশ করে:

১। বিলের দফা-2 এর প্রতিস্থাপন-বিলের দফা-2 এর পরিবর্তে নিম্নরূপ নতুন দফা-2 প্রতিস্থাপন হইবে, যথা-

Dhaka University Institutional Repository

“2. Ordinance, XVII of 1969 এর Section 2A-এর সংশোধন।-Securities and Exchange Ordinance, 1996 (XVII of 1969), অতঃপর উক্ত Ordinance বলিয়া উল্লিখিত, এর Section 2A এর Sub-section (3) এর পর নিম্নরূপ Sub-section (4) সংযোজিত হইবে; যথাঃ-

“4. While giving consent under sub-section (1) & (2) Commission shall not fix the price of the issue.’

২। বিলের দফা-3 এর প্রতিস্থাপন।-বিলের দফা-৩ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ নতুন দফা-৩ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ

৩। Ordinance, XVII of 1969 এর Section 2B-এর প্রতিস্থাপন। উক্ত Ordinance এর Section 2B এর স্থলে নিম্নরূপ Sub-section 2B প্রতিস্থাপিত হইবে; যথাঃ-

“2B. Control over prospectus and other documents. (1) Every prospectus or other document offering for subscription or publicly offering for sale any securities shall, before its issuance, be submitted to the commission for its examination, in such form and manner and containing such information as may be prescribed, and such prospectus of other document shall be issued only after the commission permits its issuance on being satisfied it has complied with all the requirements of this ordinance or the rules and of any other law relating there to; Provided that consent of the commission to the issue or offer of the securities shall not absolve the responsibility of the issuer for the merit and accuracy of the offering.

(2) No person shall issue in Bangladesh any prospectus or other document offering for subscription or publicity offering for sale any securities which does not incllude a statement that-

(a) its issuance has been permitted by the commission; and

(b) the consent of the commission has been obtained to the issue of offer of the securities.

৩। বিলের দফা-৫ এর প্রতিস্থাপন।-বিলের দফা-৫ এর পরিবের্ত নিম্নরূপ নতুন দফা-৫ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ

Dhaka University Institutional Repository

৫। Ordinance, XVII of 1969 এর Section 22 এর সংশোধন।-উক্ত Ordinance এর section 22 এর sub-section (1)(c) এর 'not exceeding one lakh taka' শব্দগুলির পরিবর্তে not less than one lakh taka শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৪। বিলের দফা-৬ এর প্রতিস্থাপন।-বিলের দফা-৬ এর পরিবের্ত নিম্নরূপ নতুন দফা-৬ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ

৬। Ordinance, XVII of 1969 এর Section 24 এর সংশোধন।-উক্ত Ordinance এর section 24 এর sub-section (1) এর which may extend to five lakh taka শব্দগুলির পরিবর্তে which shall no be less no be less than five lakh taka শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৫। বিলের দফা-৭ এর প্রতিস্থাপন।-বিলের দফা-৭ এর পরিবের্ত নিম্নরূপ নতুন দফা-৭ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ

৭। Ordinance, XVII of 1969 এর Section 33 এর প্রতিস্থাপন।-উক্ত Ordinance এর section 33 এর স্থলে নিম্নরূপ section 33 প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ

33. Power to make rules.–(1) The commission may, by notification in the official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this ordinance:

Provident that before the publication of notification in the official Gazette, the proposed rules be published in at least on Bangla and one English widely circulated daily newspapers of the country inviting opinion, advice or objection thereon of all persons concerned.

Provided further that, at least two weeks time shall be allowed for submission of such opinion, advice or objection.

2. If in any special case it is considered not appropriate in the public interest to inviting opinion, advice or objection or persons concerned under sub-section (1), the commission may, in consultation with the Government and by notification in the official Gazette, make the concerned rules.

(3) In particular and without prejudices to the generality of the foregoing power, such rules my provide for-

Dhaka University Institutional Repository

(a) any of the matters which are to be or may be prescribed for the purpose of clause (d) of section 2 and sections 4, 5, 6, 9, 11, 12, 15, 16 and 32.

(b) any of the matters with respect to which a Stock Exchange may make regulations.

৪৯তম বৈঠকে:

১৬৮. সকল তফশিলী ব্যাংকসমূহকে বাংলাদেশ ব্যাংককর্তৃক প্রস্তুতকৃত ইউনিফর্ম ফরমেটে কার্যপত্র প্রেরণ করতে হবে।

১৬৯. পরবর্তীতে আলাদাভাবে একদিন বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যক্রম এবং সার্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে বৈঠক করা হবে।

৫০তম বৈঠকে:

১৭০. ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরে বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তি পর্যালোচনা, ২০০০-২০০১ অর্থ বছরের জন্য বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির সম্ভাবনা পর্যালোচনা ও কমিটির সুপারিশের উপরে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনায় মাননীয় সদস্যবৃন্দের প্রদেয় পরামর্শ অনুযায়ী ই.আর.ডি প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে এবং মাননীয় সদস্যবৃন্দের চাহিদা মোতাবেক কাগজপত্রাদী সরবরাহ্ করবে।

১৭১. আর্থিক প্রতিষ্ঠান (সংশোধন) বিল, ২০০০-এর ২নং অনুচ্ছেদ নিম্নবর্ণিতভাবে প্রতিস্থাপন করে সংসদে রিপোর্ট উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১৭২. ১৯৯৩ সনের ২৭নং আইনের ধারা ২৫-এর সংশোধন। দফা (ক) নিম্নরূপভাবে প্রতিস্থাপিত হবে:

"(ক) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান ব্যাংক কোম্পানী বা বীমা কোম্পানীর পরিচালক আছেন এমন কোন ব্যক্তি কোন ব্যাংক অথবা একই ধরণের কোন প্রতিযোগিতামূলক অন্য কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালক হইবার যোগ্য হইবেন না।"

৫১তম বৈঠকে:

১৭৩. ব্যাংকিং খাতকে আরও গতিশীল করার লক্ষ্যে এবং আর্থিক শৃঙ্খলা রক্ষার্থে বিরাজমান সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করে তা প্রতিকারের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা বাংলাদেশে কর্মরত

Dhaka University Institutional Repository

সকল সরকারী, বেসরকারী এবং বিদেশী ব্যাংক আগামী এক মাসের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক এবং অর্থ কমিটিতে প্রেরণ করবে।

১৭৪. .সরকারী, বেসরকারী এবং বিদেশী ব্যাংকসমূহ নিজ নিজ কার্যক্রমের বিবরণী বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্ধারিত ছকে আগামী ১ (এক) মাসের মধ্যে কমিটির নিকট প্রেরণ করবে।

১৭৫. .বেসরকারী ব্যাংকগুলোর সরকারের নিকট যে পাওনা রয়েছে তা নিষ্পত্তির বিষয়ে পরবর্তীতে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর উপস্থিতিতে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

১৭৬. শিল্প ব্যাংকের মুনাফার বিষয়টি বাংলাদেশ ব্যাংক বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করে কমিটিকে অবহিত করবে।

১৭৭. শিল্প ঋণ সংস্থা কর্তৃক যে সকল খেলাপী প্রকল্প অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল তার অগ্রগতির প্রতিবেদন আগামী ১ (এক) মাসের মধ্যে কমিটির নিকট প্রেরণ করবে।

১৭৮. গ্রামীণ অর্থনীতিকে আরো গতিশীল এবং ব্যাংকিং কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ইউনিয়ন পর্যায়ে ব্যাংকের শাখা খোলার সম্ভাব্যতা যাচাই করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৫২তম বৈঠকে:

১৭৯. কোন ব্যক্তি একই সাথে একটি ব্যাংক, একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং একটি বীমা কোম্পানীর পরিচালক থাকতে পারবেন। কোন ব্যক্তি একই সাথে একাধিক ব্যাংক, একাধিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানে এবং একাধিক বীমা কোম্পানীর পরিচালক থাকতে পারবে না-মর্মে আইনটির সংশোধনী আনতে হবে।

১৮০. রাজস্ব আদায় প্রক্রিয়া আরও জোরদার করতে হবে এবং বিরাজমান সমস্যা দূরীভূত করার জন্য বাস্তব পদক্ষেপ নিতে হবে।

১৮১. পি,এস,আই সম্পর্কিত অভিযোগগুলো তলিয়ে দেখতে হবে এবং আগামী সভায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ড পি,এস,আই বাস্তবায়নের অগ্রগতির উপর পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট পেশ করবে।

১৮২. পি,আই,এস কার্যক্রমে নিযুক্ত অডিট কোম্পানীর কার্যক্রম তদারকি ব্যবস্থা করতে হবে।

১৮৩. বিপি শীট, জিপি শীট এবং কস্টিক সোডার অস্বাভাবিক আমদানীর বিষয়টি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড তদন্ত করে দেখবে।

১৮৪. বন্ডেড ওয়্যার হাউস-এর নামে যেসব নিষিদ্ধ পণ্য দেশে আসছে সেটা রোধকল্পে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

১৮৫. অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহের আওতা আরও সম্প্রসারণ করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৫৩তম বৈঠকে:

১৮৬. সংসদ সচিবালয় বিগত বৈঠকগুলোতে গৃহীত সুপারিশসমূহের ব্যাংকওয়ারী তালিকা প্রস্তুত করবে।

১৮৭. বাংলাদেশ ব্যাংক ১৯৭১ সাল থেকে ব্যাংক কার্যক্রমের একটি টাইম সিরিজ প্রস্তুত করবে।

১৮৮. বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গঠিত টাস্কফোর্স ব্যবস্থাপনা পরিচালকগণের কার্যক্রম তাৎক্ষণিকভাবে পরিদর্শন করবেন।

৫৪তম বৈঠকে:

১৮৯. কমিটির প্রতিটি বৈঠকে পূর্ববর্তী বৈঠকের কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ ও গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কে আলোচনা অন্তর্ভূক্ত থাকবে।

১৯০. কমিটির আগামী বৈঠকে বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্বিক কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

১৯১. কোল্ড স্টোরেজের অনুকূলে নতুন করে বিনিয়োগ না করার বিষয়টি কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত পূর্ব সিদ্ধান্ত ব্যাংক/সংস্থাসমূহ বাস্তবায়নে সচেষ্ট থাকবেন।

১৯২. বি,এস,আর,এস কর্তৃক ৩৪ ধারা ব্যবহার করে গত বছরসমূহে কয়টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে এবং যেগুলির নোটিশ দেয়া হয়েছে, তার কার্যক্রম কি কারণে বন্ধ রাখা হয়েছে। সে সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন আগামী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে উপস্থাপন করতে হবে।

৫৫তম বৈঠকে:

অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সুপারিশ

বিলের নাম: **ব্যাংক কোম্পানী (সংশোধনী) বিল, ২০০০**

অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ব্যাংক কোম্পানী (সংশোধন) বিল, ২০০০ পরীক্ষা-নিরীক্ষাক্রমে বিল নিম্নরূপ সংশোধনের সুপারিশ করে। যথা:-

১. বিলের দফা-১-এর সংক্ষিপ্ত শিরোনামে “২০০০” সংখ্যাটির পরিবর্তে “২০০১” সংখ্যাটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

২. বিলের বিদ্যমান দফা-২-এ পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা ২ প্রতিস্থাপিত হইবে। যথা:-

“২। ১৯৯১ সনের ১৪নং আইনের ধারা-৫-এর সংশোধন। ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৪নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা-৫-এর দফা (গগ)-এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (গগ) প্রতিস্থাপিত হইবে। যথা:-

Dhaka University Institutional Repository

"(গগ) "খেলাপী ঋণ গ্রহীতা" অর্থ কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যাহার নিজের বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে প্রদত্ত অগ্রীম ঋণ বা উহার অংশ বা উহার উপর অর্জিত সুদ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত সংজ্ঞা অনুযায়ী মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ায় ৬ (ছয়) মাস অতিবাহিত হইয়াছে।

তবে শর্ত থাকে যে, খেলাপী ঋণ গ্রহীতা কোন পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীর পরিচালক না হইলে অথবা উক্ত কোম্পানীতে তাহার বা উহার শেয়ারের অংশ ২৫%-এর অধিক না হইলে, উক্ত পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বলিয়া গণ্য হইবে না।

আরো শর্ত থাকে যে, পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী ব্যতীত অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে ঋণ গ্রহীতার শেয়ারের অংশ অনাধিক ২০% হইলে উক্ত প্রতিষ্ঠান এই দফার অধীন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বলিয়া গণ্য হইবে না"।

৩. বিলের বিদ্যমান দফার ৩-এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা ৩ প্রতিস্থাপিত হইবে। যথাঃ-

"৩। ১৯৯১ সনের ১৪নং আইনের ধারা ২৩-এর সংশোধন।

উক্ত আইনের ধারা ২৩-এর উপ-ধারা (১)-এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত হইবে। যথাঃ-

৪. অন্য কোন আইন বা সংশ্লিষ্ট কোন কোম্পানীর সংঘ স্মারক ও সংঘ বিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন।

ক) কোন ব্যক্তি একই সময়ে একাধিক ব্যাংক কোম্পানী বা একাধিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা একাধিক বীমা কোম্পানীর পরিচালক থাকিবে না।

খ) বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতি ব্যতিরেকে, কোন ব্যাংক কোম্পানীর এমন কোন পরিচালক থাকিবেন না, যিনি–

অ. উক্ত ব্যাংক কোম্পানীর বহিঃহিসাব নিরীক্ষক, আইন উপদেষ্টা, উপদেষ্টা বা অন্য কোন লাভজনক পদের দায়িত্বে নিয়োজিত আছে।

ই. অন্য কোন ব্যাংক কোম্পানীর উপদেষ্টা।

ঈ. এমন কোন কোম্পানীর পরিচালক যে কোম্পানী বা কোম্পানীসমূহ উক্ত ব্যাকং-কোম্পানীর শেয়ার হোল্ডারদের মোট শেয়ারের বিপরীতে মোট ভোটের ২০% এর অধিক ভোগ প্রদানের অধিকার।

তবে শর্ত থাকে যে, এই উপ-ধারার বিধান সরকার কর্তৃক নিযুক্ত পরিচালকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাখ্যা- এই উপধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে "বীমা কোম্পানী" অর্থ Insurance Act, 1938 (IV of 1938) এর Section-2 এর Clause (8)- এ সংজ্ঞায়িত Insurance Company।

অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সুপারিশ

বিলের নাম: **আর্থিক প্রতিষ্ঠান (সংশোধনী) বিল, ২০০০**

অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান (সংশোধন) বিল, ২০০০ পরীক্ষা-নিরীক্ষাক্রমে বিল নিম্নরূপে সংশোধনের সুপারিশ করে। যথা:-

১. বিলের দফা-১-এর সংক্ষিপ্ত শিরোনামে "২০০০" সংখ্যাটির পরিবর্তে "২০০১" সংখ্যাটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

২. বিলের বিদ্যমান দফা-২-এ পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা ২ প্রতিস্থাপিত হইবে। যথা ঃ-

"২। ১৯৯৩ সনের ২৭নং আইনের ধারা-২৫-এর সংশোধন। উক্ত আইনের ধারা-২৫ উপধারা (৩)-এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা প্রতিস্থাপিত হইবে। যথা:-

"৩। আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাতা কিছুই থাকুক না কেন, কোন ব্যক্তি একই সময়ে একাধিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা একটি ব্যাংক কোম্পানী বা একাধিক বীমা কোম্পানীর পরিচালক থাকিবেন না।

ব্যাখ্যা- এই উপধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে "বীমা কোম্পানী" অর্থ Insurance Act, 1938 (IV of 1938)-এর Section-2-এর Clause (8)-এ সংজ্ঞায়িত Insurance Company।

৫৬তম বৈঠকে:

১৯৩. ব্যাংক কর্তৃক মামলা বাবদ ৩১ কোটি টাকা আদায়ে ৮ কোটি টাকা ব্যয়ের বিষয়টি বাংলাদেশ ব্যাংক সকল তথ্যাদি সংগ্রহপূর্বক কমিটিকে অবহিত করবে।

১৯৪. পরবর্তী বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক উত্থাপিত রিপোর্ট এবং সাপ্লায়ারস ক্রেডিট সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

৫৭তম বৈঠকে:

১৯৫. দাতা সংস্থা বা দেশ কি কি শর্ত আরোপের কারণে কোন কোন প্রকল্পের সাহায্য স্থগিত রয়েছে এবং কি ধরণের জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ এ সম্পর্কে পরবর্তী বৈঠকে একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র কমিটির সামনে উপস্থাপন করবে।

১৯৬. রাজস্ব আয়ের ক্ষেত্র, ট্যাক্সের আওতা ব্যাপকভাবে সম্প্রসারণ করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭. রাজস্ব বিভাগের দূর্নীতিপরায়ণ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দূর্নীতি কঠোরভাবে রোধ করতে হবে।

১৯৮. রাজনৈতিক নেতা, মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, সরকারী কর্মকর্তাকে ট্যাক্সের আওতায় আনতে হবে এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ট্যাক্স আরও বৃদ্ধি করতে হবে।

১৯৯. চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের টাগবোট ক্রয় সংক্রান্ত বিষয়ে পূর্ণ তথ্য সম্বলিত বিবরণ কমিটির আগামী বৈঠকে উপস্থাপন করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তাকে বৈঠকে উপস্থিত থাকার ব্যাপারে ইআরডি সচিব প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

২০০. কমিটির কার্যক্রমের উপর একটি প্রতিবেদন পরবর্তী সংসদ অধিবেশনে উপস্থাপনের জন্য সংসদ সচিবালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৫৮তম বৈঠকে:

২০১. শুধুমাত্র বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্বিক কার্যক্রম পর্যালোচনার জন্য একটি পৃথক বৈঠক অনুষ্ঠান করা যেতে পারে।

২০২. বিভিন্ন সাবলীল এবং বেসরকারী ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যানদের সুযোগ-সুবিধা ও অফিস সম্পর্কে মন্ত্রণালয় ৭ (সাত) দিনের মধ্যে একটি বিশেষ রিপোর্ট কমিটির নিকট পেশ করবে।

২০৩. কর্মসংস্থান ব্যাংক এবং আনসার ভিডিপি ব্যাংকের কর্মপরিধি আরও বৃদ্ধি করতে হবে।

২০৪. রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের কার্যক্রমের গুণগতমান বৃদ্ধি করার বিষয়ে বাংলাদেশ ও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

২০৫. ৩৪ ধারার আওতায় শিল্প ঋণ সংস্থা কর্তৃক যে সকল প্রকল্প অধিগ্রহণ করা হয়েছে, সেগুলো জরুরী ভিত্তিতে নিষ্পত্তি করতে হবে।

২০৬. হিমাগার শিল্পকে কৃষি শিল্পের অন্তর্ভূক্তকরণের বিষয়ে অর্থ বিভাগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

২০৭. শিল্প ব্যাংক এবং শিল্প ঋণ সংস্থাকে মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ অনুসরণ করে লাভ লোকসানের চিত্র কমিটির আগামী বৈঠকে পেশ করবে।

৫৯তম বৈঠকে:

২০৮. কমিটির আগামী বৈঠকে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের টাগবোট ক্রয় সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করা হবে এবং উক্ত বৈঠকে নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে

Dhaka University Institutional Repository

এতদ্সংক্রান্ত সমস্ত মূল নথি ও প্রয়োজনীয় তথ্যসহ উপস্থিত হওয়ার জন্য পত্র মারফত অবহিত করার জন্য সংসদ সচিবালয়কে নির্দেশ প্রদান করেন।

২০৯. কমিটির আগামী বৈঠকে বৈদেশিক সাহায্যের ব্যয়নের পরিমাণ হ্রাস পাওয়ার বিস্তারিত তথ্য সম্বলিত একটি প্রতিবেদন এবং সাপ্লায়ার্স ক্রেডিটের বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যসহ কমিটি আগামী বৈঠকে উপস্থাপন করার এবং বৈঠকের কার্যপত্র যাতে মাননীয় সদস্যগণ আগে থেকে পান সেই ব্যাপারেও ব্যবস্থা ইআরডি অতিরিক্ত সচিবকে গ্রহণ করতে হবে।

২১০. কমিটির আগামী বৈঠক ৪ঠা জুন, ২০০১ইং তারিখ বিকাল ৩:৩০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে।

খ. সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নঃ

উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে দেশকে সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে এগিয়ে নেয়ার জন্য অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন, যেমন-

১. ব্যাংকসমূহের ঋণ খেলাপীদের মধ্য হতে প্রত্যেক ব্যাংকের শীর্ষ বিশজন ঋণ খেলাপীর তালিকা করে কমিটিকে জানানোর নির্দেশ দান করেন।

২. জনতা ব্যাংক কর্তৃক মামলা বাবদ ৮ কোটি টাকা ব্যয় করে মাত্র ৩১ কোটি টাকা আদায়ের বিষয়টি বাংলাদেশ ব্যাংক খতিয়ে দেখার কথা বলে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে। অর্থ মন্ত্রণালয় ব্যাংকের ঋণ আদায়ের ব্যাপারে আইনের যে সমস্ত অনিয়ম রয়েছে সেগুলোকে দূর করে সংসদে নতুন আইন পাশ করার ব্যবস্থা করার কথা বলে কমিটি। কোন ব্যক্তি একই সাথে একাধিক ব্যাংক, একাধিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানে এবং একাধিক বীমা কোম্পানীর পরিচালক থাকতে পারবে না-মর্মে আইনটির সংশোধনী আনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

৩. পুঁজি বাজারের উপর জনসাধারণের আস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য এস,ই,সি সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে এবং এ বিষয়ে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য মন্ত্রণালয় এবং এস,ই,সিকে পরামর্শ দেয় কমিটি। কমিটি এস,ই,সিতে ঢালাওভাবে অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মকর্তাদের নিয়োগ দান না করে পুঁজিবাজারের সাথে সম্পর্কিত অভিজ্ঞ লোকদের এস,ই,সিতে নিয়োগ দানের মাধ্যমে এস,ই,সিকে পুর্নগঠনের পক্ষে মতামত ব্যক্ত করে এবং অর্থ মন্ত্রণালয়, আইন মন্ত্রণালয় ও বেসরকারী ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞ প্রতিনিধিদের এস,ই,সির সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তির সুপারিশ করে এবং বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

৪. রাজস্ব বিভাগের দূর্নীতিপরায়ণ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দূর্নীতি কঠোরভাবে রোধ করে কর প্রশাসনে সততা, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার সিদ্ধান্ত নেন। চালানের মাধ্যমে কর প্রদানের পরিবর্তে ব্যাংকের মাধ্যমে কর প্রদান প্রবর্তনের পদক্ষেপ নেয়ার সুপারিশ করে এবং প্রয়োজনীয়

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ডাক্তার, প্রকৌশলী, স্থপতি, সার্ভেয়ার, আইনজীবী ইত্যাদি পেশাজীবীদের উপর করারোপ করে কর ভিত্তি সম্প্রসারণের পদক্ষেপ নিতে হবে। ডায়াগনস্টিক সেন্টার, ইট ভাটা, কমিউনিটি সেন্টার, সিকিউরিটি সার্ভিস, ফুড ইন্ডাস্ট্রী, রেস্টুরেন্ট, ব্যাংকিং সেক্টর ও বীমা সেক্টরকে ট্যাক্স নেট-এর আওতায় আনতে হবে।

৫. রাজনৈতিক নেতা, মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, সরকারী কর্মকর্তাকে ট্যাক্সের আওতায় আনার সুপারিশ করে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

তবে অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি উল্লিখিত বিষয়ে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেও ঋণ খেলাপীদের বিরুদ্ধে এবং শেয়ার মার্কেট জালিয়াতী কেলেংকারীর সাথে জড়িত ব্যক্তিদের নিকট থেকে অর্থ আদায় বা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানে কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী কার্যকর পদক্ষেপ পুরোপুরি গ্রহন করা যায়নি, বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি

সপ্তম জাতীয় সংসদের ১২-০৫-১৯৯৮ইং তারিখে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত কমিটি গঠিত হয়। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের ১২-০৫-১৯৯৮ তারিখের ৮ম অধিবেশনের মাননীয় সংসদ নেতার পক্ষে প্রধান হুইপ-এর প্রস্তাবক্রমে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২৪৭ বিধি অনুসারে ২৪৬ ও ২৪৮ বিধিতে বর্ণিত কমিটি নিয়োগ, কমিটি গঠন ও কমিটির দায়িত্ব পালনকল্পে ডাঃ এইচ.বি.এম ইকবাল, ১৮৯-ঢাকা-১০ কে সভাপতি করে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠিত হয়।[১৭৪]

সারণি : ৫.১৭

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	সদস্যগণের নাম	পদবী	নির্বাচনী এলাকা
০১	ডাঃ এইচ.বি.এম ইকবাল	সভাপতি	১৮৯-ঢাকা-১০
০২	ডঃ মিজানুল হক	সদস্য	১৬৮-কিশোরগঞ্জ-৪
০৩	খান টিপু সুলতান	সদস্য	৮৯-যশোর-৫
০৪	শ্রী রমেশ চন্দ্র সেন	সদস্য	৩-ঠাকুরগাঁও-১
০৫	বেগম নার্গিস আরা হক	সদস্য	মহিলা আসন-১২
০৬	মিসেস তহুরা আলী	সদস্য	মহিলা আসন-১৫
০৭	ডঃ মুহাম্মদ আসাদুর রহমান	সদস্য	১৫-নীলফামারী-৪
০৮	জনাব আবদুল আলিম	সদস্য	৩৪-জয়পুরহাট-১
০৯	মমতাজ বেগম	সদস্য	২৯১-চট্টগ্রাম-১৩
১০	জনাব মোঃ জহুরুল ইসলাম	সদস্য	৪১-বগুড়া-৬

সূত্র: বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, সপ্তম জাতীয় সংসদের প্রথম থেকে তেইশতম অধিবেশনের (১৪-০৭-১৯৯৬ হতে ১৩-০৭-২০০১ তারিখে) কার্যবাহের সারাংশ।

১৭৪. অন্যান্য সদস্যরা হলেন- ডাঃ মিজানুল হক, খান টিপু সুলতান, শ্রী রমেশ চন্দ্র সেন, বেগম নার্গিস আরা হক, মিসেস তহুরা আলী, ডঃ মুহাম্মদ আসাদুর রহমান, জনাব আবদুল আলিম, মমতাজ বেগম, জনাব মোঃ জহুরুল ইসলাম।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি : ৫.১৮[১৭৫]

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির বিবরণ

স্থায়ী কমিটির বিবরণ	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
কমিটি গঠনের তারিখ	১২/০৫/১৯৯৮
কমিটি পূর্ণগঠনের তারিখ	১৪/০৩/১৯৯৯
কমিটির বৈঠকের সংখ্যা	২০
কমিটির ১ম বৈঠকের তারিখ	২৯/০৬/১৯৯৮
কমিটির শেষ বৈঠকের তারিখ	০২/০৭/২০০১
সাব-কমিটি গঠনের সংখ্যা	-
সাব-কমিটি বৈঠকের সংখ্যা	-
আইন সংশোধন সংখ্যা	-
কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে বিলম্বের মেয়াদ	১ বছর ১০ মাস ১৪ দিন
সিদ্ধান্ত গ্রহণের সংখ্যা	৮৫
মোট বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত সংখ্যা	৫০
বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্তের সংখ্যা	১৫
প্রক্রিয়াধীন সিদ্ধান্তের সংখ্যা	১১
অবাস্তবায়িত সিদ্ধান্তের সংখ্যা	০৯
সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের পথে প্রতিবন্ধকতা	-

সূত্রঃ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির প্রতিবেদন।

সারণি ৫.১৮ এ দেখা যায়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ১২/০৫/১৯৯৮ তারিখে গঠিত হওয়ার পর ২৯/০৬/১৯৯৮ তারিখ হতে ০২/০৭/২০০১ তারিখ পর্যন্ত ২০টি বৈঠকে মিলিত হয় এবং ৮৫টি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তবে, ১৩তম বৈঠকে কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি। বাকী ১৯টি বৈঠকে মোট ৮৫টি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এসব সিদ্ধান্ত পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ৮৫টি সিদ্ধান্তের মধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে ৫০টি, বাস্তবায়নাধীন রয়েছে ১৫টি, প্রক্রিয়াধীন রয়েছে ১১টি এবং অবশিষ্ট ০৯টি সিদ্ধান্ত অবাস্তবায়িত হয়েছে।

কমিটির ৩য়-৬ষ্ঠ বৈঠক পর্যন্ত মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ডঃ মহিউদ্দিন খান আলমগীর। পরবর্তী বৈঠকগুলিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী লেঃ জেনারেল মোহাম্মদ নূর উদ্দিন খান, পিএসসি (অবঃ) উক্ত দায়িত্ব পালন করেন।

ক. সিদ্ধান্ত গ্রহণ:

১৭৫. অবাস্তবায়িত ৯টি সিদ্ধান্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে এই কমিটির সাক্ষাৎ অনুষ্ঠান ও চট্টগ্রামে এই মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সংস্থাসমূহ পরিদর্শন ও সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভা অনুষ্ঠান সংক্রান্ত সিদ্ধান্তগুলো অনিবার্য কারণবশতঃ বাস্তবায়ন করা যায়নি।

Dhaka University Institutional Repository

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সিদ্ধান্তসমূহ:

১ম বৈঠকে:

১. এ পর্যায়ে মাননীয় সভাপতি গবেষণার কাজে বর্তমান বাজেট থেকে থোক বরাদ্দের জন্য মাননীয় অর্থ মন্ত্রীর নিকট প্রস্তাব করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি পরবর্তী বৈঠকে মন্ত্রণালয়ের কোন কোন বিষয়ের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ প্রয়োজন তা কমিটিতে অবহিত করার জন্য মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দেন।

২য় বৈঠকে:

২. কমিটির প্রত্যেক বৈঠকে সংশ্লিষ্ট মাননীয় মন্ত্রীকে উপস্থিত থাকার জন্য পত্র মারফত আমন্ত্রণ জানাতে হবে;

৩. কমিটি বৈঠকে আলোচনায় অংশগ্রহণকারী সংশ্লিষ্ট বিভাগ/সংস্থার প্রধানদের উপস্থিতি সম্পর্কে কার্যবিবরণীতে উল্লেখ থাকতে হবে;

৪. বৈঠকের কার্যবিবরণীর খসড়া কপি পরবর্তী বৈঠকের অন্তত ৫/৭ দিন পূর্বে সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে পৌঁছাতে হবে;

৫. রূপপুর প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান ডঃ এম.এ.ওয়াজেদ মিয়ার সভাপতিত্বে একটি "সমন্বিত প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি" গঠন করে প্রকল্প বাস্তবায়নের সুপারিশ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে প্রেরণ করতে হবে;

৬. কমিটির পরবর্তী বৈঠকে কম্পিউটার কাউন্সিলের উপর আলোচনা করা হবে এবং এ ব্যাপারে বি,সি,সি-এর কার্যনির্বাহী পরিচালক কর্তৃক একটি মাস্টার প্ল্যান তৈরী করে তা কমিটিতে উপস্থাপন করতে হবে।

৩য় বৈঠকে:

৭. কম্পিউটার কাউন্সিলকে আরো শক্তিশালী করণের জন্য যে সকল সুযোগ সুবিধা প্রয়োজন সে ব্যাপারে কম্পিউটার কাউন্সিল কর্তৃক একটি সুপারিশমালা আগামী বৈঠকে উপস্থাপন করতে হবে;

৮. কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও প্রসার সম্পর্কিত কার্যক্রমে কমিটির মাননীয় সদস্যগণকে আরো সম্পৃক্ত করতে হবে;

Dhaka University Institutional Repository

৯. কম্পিউটার কাউন্সিলকে স্বায়ত্বশাসিত করার পক্ষে একটি প্রস্তাব প্রণয়ন করে কমিটিতে উপস্থাপন করতে হবে;

১০. কমিটির বৈঠকসমূহ মাসের ১৫-২০ তারিখের মধ্যে আহ্বান করতে হবে;

১১. কমিটির পরবর্তী সভা আগামী ১৫ই অক্টোবর/৯৮ তারিখ নির্ধারিত হয় এবং উক্ত বৈঠকের আলোচ্যসূচীতে কম্পিউটার কাউন্সিলের কার্যক্রমকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;

১২. মাধ্যমিক পর্যায়ে দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার প্রশিক্ষণের জন্য কম্পিউটার কাউন্সিল কর্তৃক একটি প্রস্তাব কমিটিতে উপস্থাপন করতে হবে।

৪র্থ বৈঠকে:

১৩. জেলা পর্যায়ে বিসিসির কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি উল্লেখপূর্বক একটি প্রতিবেদন আগামী বৈঠকে মন্ত্রণালয় কর্তৃক উপস্থাপন করতে হবে;

১৪. মন্ত্রণালয়ের সচিব কর্তৃক মাইক্রোওয়েভ সংযোগ সম্পর্কে টিএন্ডটির সাথে আলোচনা করে তার ফলাফল আগামী বৈঠকে কমিটিকে জানতে হবে;

১৫. প্রতিবেদনের উপর কমিটির একটি সুপারিশসহ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট পেশ করতে হবে;

১৬. পরবর্তী বৈঠকে জেলা পর্যায়ে বিসিসির স্ট্যান্ডার্ড কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কোর্স চালু সম্পর্কে আলোচনা করতে হবে।

৫ম বৈঠকে:

১৭. জেলা পর্যায়ে স্টান্ডার্ড কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন সম্পর্কিত যে প্রকল্প কমিটিতে গ্রহণ করা হয়েছে তা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বিসিসিকে নির্দেশ দেওয়া হয়;

১৮. সকল প্রকার দ্বৈততা পরিহার করে "জেলা পর্যায়ে স্টান্ডার্ড কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন" সম্পর্কিত প্রকল্পের অর্থ সর্বাত্মক ব্যবহার করার নির্দেশ দেওয়া হল।

৬ষ্ঠ বৈঠকে:

১৯. বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদের সমস্যাগুলো এবং এর সমাধানের জন্য একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রস্তাব কমিটিতে পেশ করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৭ম বৈঠকে:

২০. প্রতিবেশী দেশসমূহ বিশেষ করে মালয়েশিয়া, ভারত ও সিঙ্গাপুরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীনে যেসব বিষয় আছে সে সম্পর্কিত একটি সুস্পষ্ট রিপোর্ট উপস্থাপন করতঃ পরবর্তী সময়ে এ ব্যাপারে গৃহীত প্রস্তাবসমূহ সরকারের কাছে পাঠাতে হবে;

২১. "গ্যাস চালিত গাড়ীর প্রকল্পের" সমস্যা ও এর সমাধানের উদ্দেশ্যে অত্র স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতির স্বাক্ষরিত একটি চিঠি জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতি বরাবরে পাঠাতে হবে;

২২. বিসিএসআইআর কর্তৃক প্রেরিত প্রস্তাবসমূহ ও মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত সুপারিশসমূহের উপর আগামী বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা করতে হবে;

২৩. দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত সাভারের পারমাণবিক কেন্দ্রে বিস্ফোরণ সম্পর্কিত একটি প্রতিবেদন আগামী বৈঠকে উপস্থাপন করতে হবে।

৮ম বৈঠকে:

২৪. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের বাজেটে একটা বিশেষ বরাদ্দের জন্য অনুরোধ জানিয়ে মাননীয় সভাপতির স্বাক্ষরিত একটি চিঠি মাননীয় অর্থমন্ত্রীর বরাবরে প্রেরণ করতে হবে;

২৫. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের গুরুত্ব উপস্থাপনের মাধ্যমে একটি পেপার তৈরী করে বাজেটে বরাদ্দ বাড়ানোর ব্যাপারে অনুরোধ করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করতে হবে।

৯ম বৈঠকে:

২৬. মাননীয় সভাপতি স্থায়ী কমিটির পক্ষ থেকে পরমাণু শক্তি গবেষণা কার্যক্রমের জন্য আগামী অর্থ বছরে ২০ কোটি টাকা এবং ফেলোশীপের জন্য ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের অনুরোধ জানিয়ে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর নিকট একটি পত্র প্রেরণ করতে হবে;

২৭. দেশের স্কুলসমূহে কম্পিউটার বিতরণ কর্মসূচী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ন্যূনতম ১৫শত কম্পিউটার ক্রয়ের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের অনুরোধ জানিয়ে কমিটির পক্ষ থেকে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর নিকট একটি পত্র প্রেরণ করতে হবে;

২৮. নভোথিয়েটার প্রকল্প সম্পর্কে কমিটির আগামী বৈঠকে আলোচনা করতে হবে;

Dhaka University Institutional Repository

২৯. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট উপস্থাপনের জন্য প্রস্তুতকৃত খসড়া পেপারটি পুনবিন্যাস করে সংক্ষিপ্ত ও সুনির্দিষ্ট আকারে প্রণয়ন করতে হবে। প্রতিটি প্রকল্পের জন্য ভিন্ন ভিন্ন শিরোনাম দিয়ে প্রকল্পভিত্তিক অর্থের চাহিদা উল্লেখ করতে হবে;

৩০. Word science conference-এ উপস্থাপনের জন্য প্রস্তুতকৃত বাংলাদেশ কান্ট্রি পেপার'টি পূর্ণবিন্যাস ও মানসম্পন্ন করতে হবে। সম্ভাব্য প্রতিটি বিষয়ে যতটা সম্ভব বাংলাদেশকে উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করতে হবে।

১০ম বৈঠকে:

৩১. প্রত্যেক এলাকায় জনপ্রতিনিধির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট এলাকায় কম্পিউটার বিতরণের ব্যবস্থা করতে হবে;

৩২. ৫৫ হাজার কম্পিউটার এর প্রয়োজনীয়তাকে সামনে রেখে বিভিন্ন ফেইজ-এ তা বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করতে হবে এবং প্রথম ফেইজ-এ ৫০০০ কম্পিউটার এর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যবস্থা করতে হবে।

১১তম বৈঠকে:

৩৩. নভোথিয়েটার স্থাপন সম্পর্কে পরবর্তী বৈঠকে একটি কার্যপত্র উপস্থাপন করতে হবে;

৩৪. পরবর্তী বৈঠকে পরমাণু শক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আলোচনা (ক্রমশঃ);

৩৫. অপটিক্যাল ও ডিজিটাল পদ্ধতির নভোথিয়েটার এর সুবিধা অসুবিধাগুলো লিপিবদ্ধ করে একটি প্রতিবেদন পরবর্তী বৈঠকে দাখিল করতে হবে;

৩৬. সংশিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিব ওয়াল্ড সাইন্স কনফারেন্সে অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিদের নিয়ে আলোচনা সভা আয়োজনের ব্যবস্থা করবেন।

৩৭. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে অবদানের জন্য পদক প্রদান সংক্রান্ত নীতিমালাসহ অন্যান্য কাগজাদি পরবর্তী বৈঠকে উপস্থাপন করতে হবে।

১২তম বৈঠকে:

৩৮. মূল্যবান কম্পিউটার না দিয়ে শুধুমাত্র এসেনশিয়াল আইটেম দিয়ে কম দামে কম্পিউটার ক্রয় করে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ করার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখবেন;

৩৯. এই কমিটির রেফারেন্স দিয়ে কম্পিউটার ক্রয়ের অর্থের জন্য অত্র মন্ত্রণালয় চিঠি লিখবে;

Dhaka University Institutional Repository

৪০. কম্পিউটার কাউন্সিল ভবিষ্যতে ব্রান্ড কম্পিউটার ক্রয় না করে ক্লোন কম্পিউটার ক্রয় করবে;

৪১. আদা এবং হলুদের জন্য সৈয়দপুর পরীক্ষামূলকভাবে প্রসেসিং সেন্টার করা হবে এবং যশোরে যেহেতু বেগুন, ডাল হয় তাই সেখানে বেগুনের জন্য একটি সাব-সেন্টার করা হবে;

৪২. ২৬নং অনুচ্ছেদে মাননীয় মন্ত্রীর প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে কমিটিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, পূর্বে উল্লেখিত বৈজ্ঞানিকদের সমন্বয়ে গঠিত কমিটি এ ব্যাপারে একটি রিপোর্ট এই স্থায়ী কমিটির নিকট পেশ করবে তার ভিত্তিতে এই কমিটি মতামত প্রদান করবে;

৪৩. পদক প্রদানের জন্য যে বিষয়গুলো চিহ্নিত করা আছে সেখানে ‘কৃষি’, ‘মহাকাশ গবেষণা’ এবং ‘বিবিধ’ সংযুক্ত করা হবে। এছাড়া সিলেকশন কমিটিতে সদস্য কো-অপট করার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

১৪তম বৈঠকে:

৪৪. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় যে সকল বিষয় নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করবে, মন্ত্রণালয়ের সচিব কর্তৃক জরুরী ভিত্তিতে তা বৈঠকে উপস্থাপন করা হবে;

৪৫. মাননীয় মন্ত্রীর প্রস্তাবমত বিএসটিআই, স্পার্সো এবং অবলুপ্ত শিক্ষা উপকরণ বোর্ডকে পুনরুজ্জীবিত করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত করার বিষয়টি নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে দ্বিতীয় পর্যায়ে আলোচনা করা হবে;

৪৬. বিসিএসআইআর-এর একজন প্রতিনিধিকে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের পরিচালনা পরিষদে সম্পৃক্ত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;

৪৭. নভোথিয়েটারের জন্য যন্ত্রপাতি ক্রয় সম্পর্কিত সার-সংক্ষেপ কমিটির পরবর্তী বৈঠকে উপস্থাপন করা হবে;

৪৮. প্রত্যেক মাসের দ্বিতীয় মঙ্গলবার কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। তবে সরকারী ছুটি বা অন্যান্য বিশেষ কারণে মাননীয় সভাপতি মাননীয় সদস্যদের সাথে আলোচনাক্রমে তারিখ নির্ধারণ করবেন;

৪৯. কমিটি কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ মন্ত্রণালয় গুরুত্ব সহকারে বাস্তবায়ন করবে ও যথাযথ ব্যবস্থা নিবে।

১৫তম বৈঠকে:

৫০. কার্যপত্রের আলোচ্যসূচী ৪(১) নং এবং ৪(৩) অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত হবে;

৫১. সমুদ্র গবেষণা জাহাজ ক্রয়ের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে সংশোধিত প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে;

Dhaka University Institutional Repository

৫২. কমিটি ব্যান্সডকের ১কোটি টাকার বাজেটকে রাজস্ব খাতে নেয়ার প্রস্তাব সরকারের নিকট পেশ করার পরামর্শ প্রদান করে;

৫৩. কার্যপত্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট উত্থাপনযোগ্য বিষয় সম্বলিত সূচীতে যে সমস্ত প্রস্তাবের শেষে "করা হবে" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তার স্থলে "করা প্রয়োজন" শব্দ ব্যবহারসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে হবে;

৫৪. বরাদ্দকৃত জমিতে গড়ে ওঠা বস্তি উচ্ছেদের ব্যাপারে ১৫-০৫-২০০০ তারিখের মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের সময় চেয়ে মন্ত্রণালয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রস্তাব পাঠাবেন;

৫৫. প্রথম পর্যায়ে দেশের সকল বিভাগে এবং পরবর্তী পর্যায়ে জেলা পর্যায়ে বিসিসি'র কম্পিউটার কেন্দ্র স্থাপন করে কম্পিউটার বিষয়ক সমন্বয় ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের হাতে রাখার প্রস্তাব মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বরাবরে পেশ করতে হবে;

৫৬. সকল সংসদীয় স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতি ও মাননীয় সংসদ সদস্যগণকে মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবিত কম্পিউটার নেটওয়ার্কের আওতাভূক্ত করতে হবে;

৫৭. রূপপুর নিউক্লিয়ার এনার্জি সেল স্থাপন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে;

১৬তম বৈঠকে:

৫৮. ১৫তম বৈঠকের কার্যবিবরণীতে এনার্জি সেল এর পরিবর্তে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র শব্দগুলি সন্নিবেশ সাপেক্ষে উহা সর্বসম্মতিক্রমে নিশ্চিতকরণ করা হয়;

৫৯. সংসদ সচিবালয় প্রত্যেক মাসের দ্বিতীয় মঙ্গলবার কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠানের বিজ্ঞপ্তি জারি করবে;

৬০. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান নবোথিয়েটারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ও সুন্দর জায়গা বরাদ্দ দেয়ায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে কমিটির পক্ষ থেকে অভিনন্দন বার্তা প্রেরণ করা হবে;

৬১. সাইবার সেন্টারের আয় দিয়ে সাইবার সেন্টারকে সম্প্রসারণ করা যেতে পারে;

৬২. ১২তম বৈঠকে (ঘ) নং সিদ্ধান্ত আগামী এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;

৬৩. প্রকল্পের বৈজ্ঞানিক ও টেকনিক্যাল পদের লোককে ধরে রাখার জন্য তাদের রাজস্ব খাতে আনার ব্যবস্থা করতে হবে। যতদিন পর্যন্ত এটা সম্ভব না হয় ততদিন পর্যন্ত প্রকল্পের সার্ভিস চালু রাখার ব্যবস্থা করতে হবে;

৬৪. ব্যান্সডক মফস্বলের পাঠাগারকে সাধ্যমত বই দিবে;

Dhaka University Institutional Repository

৬৫. আইটি ভিলেজের জন্য নির্ধারিত জায়গায় গড়ে উঠা বস্তি উচ্ছেদের ব্যাপারে সভাপতির অফিসে সমন্বয় বৈঠক করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। সমন্বয় বৈঠকে কমিটির সকল মাননীয় সদস্যসহ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী এবং ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত থাকবেন;

৬৬. ১লা ফেব্রুয়ারি ২০০১ তারিখ থেকে সকল সংসদীয় স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতি ও মাননীয় সংসদ সদস্যগণকে কম্পিউটার নেটওয়ার্কের আওতায় আনতে হবে;

৬৭. সংসদ সচিবালয় ২০০১ সনের জানুয়ারী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সংসদীয় কমিটির সাক্ষাতের ব্যবস্থা করবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় থেকেও অনুরূপ প্রস্তাব মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পাঠাতে হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাতে নিম্নোক্ত বিষয়াদি আলোচনা করা হবে:-

(ক) বিএসটিআই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীন ন্যস্তকরণ;

(খ) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রকল্পের জনবলকে রাজস্ব খাতে নেয়া অথবা প্রকল্পের মেয়াদ বাড়ানো;

(গ) সমুদ্র গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা;

৬৮. প্রকল্পসমূহ চালু/রাজস্ব খাতে নেয়ার ব্যাপারে কমিটির মতামত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সমীপে পেশ করার লক্ষ্যে আগামী জানুয়ারী মাসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য তৈরী কার্যপত্রের প্রকল্পসমূহের নাম অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

১৭তম বৈঠকে:

৬৯. কার্যবিবরণীর ৭নং অনুচ্ছেদে প্রস্তাবিত সংশোধনী সাপেক্ষে বিগত বৈঠকের কার্যবিবরণী কমিটিতে অনুমোদন করা হয়;

৭০. বিসিসি অতি শীঘ্র আইটি পলিসিসহ আইটি পলিসিসহ আইটি সম্পর্কে কনক্রীট প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে পেশ করবে।

৭১. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতি ও সদস্যগণের সাক্ষাতের ব্যবস্থা ১৫-০১-২০০১ এর পরিবর্তে ১৫-০২-২০০১ তারিখের মধ্যে করতে হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাতে নিম্নোক্ত বিষয়াদি আলোচনা করা হবে:-

(১) বি,এস,টি,আই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীন ন্যস্তকরণ;

(২) আইটি বিষয়ক আলোচনা;

Dhaka University Institutional Repository

(৩) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রকল্পের জনবলকে রাজস্ব খাতে নেয়া সম্পর্কিত আলোচনা;

(৪) সমুদ্র গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা;

(৫) অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা;

৭২. আগামী ০১-০২-২০০১ তারিখের মধ্যে সকল সংসদীয় স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতি ও মাননীয় সদস্যগণকে কম্পিউটার নেটওয়ার্কের আওতায় আনতে হবে;

৭৩. কমিটি আগামী ০৮-০২-২০০১ হতে ১১-০২-২০০১ তারিখ পর্যন্ত চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, টেকনাফ ও সেন্টমার্টিন-এ বিসিএসআইআর এর অধীন বিভিন্ন প্রকল্প পরিদর্শন করবে;

৭৪. কমিটির পরবর্তী নিয়মিত বৈঠক চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজে আগামী ০৯-০২-২০০১ তারিখ সকাল ১০.০০ টায় অনুষ্ঠিত হবে;

৭৫. কমিটি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান নভোতিয়েটার এর নির্মাণ অগ্রগতি দেখার জন্য আগামী ১৭-১-২০০১ তারি দুপুর ১২:০০ টায় উহা পরিদর্শন করবে।

১৮তম বৈঠকে:

৭৬. ২৯-০৩-২০০১ তারিখের পর অধিবেশন চলাকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে অত্র কমিটির সাক্ষাৎ করার ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী উদ্যোগ নিবেন;

৭৭. আগামী ০২-০৪-২০০১ তারিখে কমিটি কর্তৃক নভোথিয়েটার নির্মাণস্থল পরিদর্শন করা হবে।

৭৮. বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন আইন, ১৯৭৩ (রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১৫/১৯৭৩) এর আর্টিকেল ৪(৪)এ উল্লেখিত ফাইনান্সিয়াল এডভাইজার এর পদটি বিলুপ্ত করে তদস্থলে মেম্বার (প্রশাসন) এর নূতন পদ সৃষ্টি করা হবে।

৭৯. চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার-এ অবস্থিত বিসিএসআইআর এবং পরমাণু শক্তি কমিশন এর অধীন বিভিন্ন প্রকল্প পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে আগামী ১৯-০৪-২০০১ তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার অত্র কমিটির সদস্যগণ চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজে কমিটির পরবর্তী বৈঠকে যোগদান করবেন;

৮০. বিসিসি আগামী ১০-০৪-২০০১ তারিখের মধ্যে অত্র কমিটির সদস্যদের ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান করবে;

৮১. স্পারসোকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের এখতিয়ারে পুনঃন্যস্ত করার বিষয়ে সুপারিশ গ্রহণ করা হয়;

Dhaka University Institutional Repository

১৯তম বৈঠকে আলোচনার পর নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

৮২. বিজ্ঞান প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির বিগত বৈঠকসমূহের কার্যক্রমের উপর একটি প্রতিবেদন সংসদের আগামী বাজেট অধিবেশনে উপস্থাপনের নিমিত্ত উহার খসড়া কমিটির পরবর্তী বৈঠকে আলোচনা ও সিদ্ধান্তের জন্য পেশ করতে হবে;

৮৩. কমিটির মাননীয় সদস্যগণের সুপারিশের ভিত্তিতে তাঁর নির্বাচনী এলাকায় দুইটি বেসরকারী মাধ্যমিক স্কুলে দুইটি এবং মাননীয় সংসদ সদস্যগণের সুপারিশ ভিত্তিতে তাঁর নির্বাচনী এলাকার একটি বেসরকারী মাধ্যমিক স্কুলে একটি করে কম্পিউটার সরবরাহ করতে হবে;

৮৪. বর্ষা মৌসুম শুরু হওয়ায় চট্টগ্রামে কমিটির বৈঠক এবং সফর পরবর্তীতে বিবেচনা করা হবে।

২০তম বৈঠকে আলোচনার পর নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

৮৫. বৈঠকে উপস্থাপিত খসড়া রিপোর্ট চূড়ান্ত করা হয় এবং উহা মুদ্রণ করে সংসদের চলতি অধিবেশনে উপস্থাপন করতে হবে।

খ. সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন:

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করে।

১ম বৈঠকে:

১. এ পর্যায়ে মাননীয় সভাপতি গবেষণার কাজে বর্তমান বাজেট থেকে থোক বরাদ্দের জন্য মাননীয় অর্থ মন্ত্রীর নিকট প্রস্তাব করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি পরবর্তী বৈঠকে মন্ত্রণালয়ের কোন কোন বিষয়ের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ প্রয়োজন তা কমিটিতে অবহিত করার জন্য মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দেন।

২য় বৈঠকে:

২. কমিটির প্রত্যেক বৈঠকে সংশ্লিষ্ট মাননীয় মন্ত্রীকে উপস্থিত থাকার জন্য পত্র মারফত আমন্ত্রণ জানাতে হবে;

৩. কমিটি বৈঠকে আলোচনায় অংশগ্রহণকারী সংশ্লিষ্ট বিভাগ/সংস্থার প্রধানদের উপস্থিতি সম্পর্কে কার্যবিবরণীতে উল্লেখ থাকতে হবে;

৪. বৈঠকের কার্যবিবরণীর খসড়া কপি পরবর্তী বৈঠকের অন্তত ৫/৭ দিন পূর্বে সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে পৌঁছাতে হবে;

৫. রূপপুর প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান ডঃ এম.এ.ওয়াজেদ মিয়ার সভাপতিত্বে একটি "সমন্বিত প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি" গঠন করে

Dhaka University Institutional Repository

প্রকল্প বাস্তবায়নের সুপারিশ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে প্রেরণ করতে হবে;

৬. কমিটির পরবর্তী বৈঠকে কম্পিউটার কাউন্সিলের উপর আলোচনা করা হবে এবং এ ব্যাপারে বি,সি,সি-এর কার্যনির্বাহী পরিচালক কর্তৃক একটি মাস্টার প্ল্যান তৈরী করে তা কমিটিতে উপস্থাপন করতে হবে।

৩য় বৈঠকে:

৭. কম্পিউটার কাউন্সিলকে আরো শক্তিশালী করণের জন্য যে সকল সুযোগ সুবিধা প্রয়োজন সে ব্যাপারে কম্পিউটার কাউন্সিল কর্তৃক একটি সুপারিশমালা আগামী বৈঠকে উপস্থাপন করতে হবে;

৮. কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও প্রসার সম্পর্কিত কার্যক্রমে কমিটির মাননীয় সদস্যগণকে আরো সম্পৃক্ত করতে হবে;

৯. কম্পিউটার কাউন্সিলকে স্বায়ত্বশাসিত করার পক্ষে একটি প্রস্তাব প্রণয়ন করে কমিটিতে উপস্থাপন করতে হবে;

১০. কমিটির বৈঠকসমূহ মাসের ১৫-২০ তারিখের মধ্যে আহ্বান করতে হবে;

১১. কমিটির পরবর্তী সভা আগামী ১৫ই অক্টোবর/৯৮ তারিখ নির্ধারিত হয় এবং উক্ত বৈঠকের আলোচ্যসূচীতে কম্পিউটার কাউন্সিলের কার্যক্রমকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৪র্থ বৈঠকে:

১২. জেলা পর্যায়ে বিসিসির কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি উল্লেখপূর্বক একটি প্রতিবেদন আগামী বৈঠকে মন্ত্রণালয় কর্তৃক উপস্থাপন করতে হবে;

১৩. মন্ত্রণালয়ের সচিব কর্তৃক মাইক্রোওয়েভ সংযোগ সম্পর্কে টিএন্ডটির সাথে আলোচনা করে তার ফলাফল আগামী বৈঠকে কমিটিকে জানতে হবে;

৫ম বৈঠকে:

১৪. জেলা পর্যায়ে স্টান্ডার্ড কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন সম্পর্কিত যে প্রকল্প কমিটিতে গ্রহণ করা হয়েছে তা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বিসিসিকে নির্দেশ দেওয়া হয়;

১৫. সকল প্রকার দ্বৈততা পরিহার করে "জেলা পর্যায়ে স্টান্ডার্ড কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন" সম্পর্কিত প্রকল্পের অর্থ সর্বাত্মক ব্যবহার করার নির্দেশ দেওয়া হল।

Dhaka University Institutional Repository

৬ষ্ঠ বৈঠকে:

১৬. বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদের সমস্যাগুলো এবং এর সমাধানের জন্য একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রস্তাব কমিটিতে পেশ করতে হবে।

৭ম বৈঠকে:

১৭. প্রতিবেশী দেশসমূহ বিশেষ করে মালয়েশিয়া, ভারত ও সিঙ্গাপুরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীনে যেসব বিষয় আছে সে সম্পর্কিত একটি সুস্পষ্ট রিপোর্ট উপস্থাপন করতঃ পরবর্তী সময়ে এ ব্যাপারে গৃহীত প্রস্তাবসমূহ সরকারের কাছে পাঠাতে হবে;

১৮. "গ্যাস চালিত গাড়ীর প্রকল্পের" সমস্যা ও এর সমাধানের উদ্দেশ্যে অত্র স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতির স্বাক্ষরিত একটি চিঠি জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতি বরাবরে পাঠাতে হবে;

১৯. বিসিএসআইআর কর্তৃক প্রেরিত প্রস্তাবসমূহ ও মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত সুপারিশসমূহের উপর আগামী বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা করতে হবে;

২০. দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত সাভারের পারমাণবিক কেন্দ্রে বিস্ফোরণ সম্পর্কিত একটি প্রতিবেদন আগামী বৈঠকে উপস্থাপন করতে হবে।

৮ম বৈঠকে:

২১. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের বাজেটে একটা বিশেষ বরাদ্দের জন্য অনুরোধ জানিয়ে মাননীয় সভাপতির স্বাক্ষরিত একটি চিঠি মাননীয় অর্থমন্ত্রীর বরাবরে প্রেরণ করতে হবে;

২২. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের গুরুত্ব উপস্থাপনের মাধ্যমে একটি পেপার তৈরী করে বাজেটে বরাদ্দ বাড়ানোর ব্যাপারে অনুরোধ করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করতে হবে।

৯ম বৈঠকে:

২৩. মাননীয় সভাপতি স্থায়ী কমিটির পক্ষ থেকে পরমাণু শক্তি গবেষণা কার্যক্রমের জন্য আগামী অর্থ বছরে ২০ কোটি টাকা এবং ফেলোশীপের জন্য ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের অনুরোধ জানিয়ে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর নিকট একটি পত্র প্রেরণ করতে হবে;

Dhaka University Institutional Repository

২৪. দেশের স্কুলসমূহে কম্পিউটার বিতরণ কর্মসূচী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ন্যূনতম ১৫শত কম্পিউটার ক্রয়ের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের অনুরোধ জানিয়ে কমিটির পক্ষ থেকে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর নিকট একটি পত্র প্রেরণ করতে হবে;

২৫. নভোথিয়েটার প্রকল্প সম্পর্কে কমিটির আগামী বৈঠকে আলোচনা করতে হবে;

২৬. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট উপস্থাপনের জন্য প্রস্তুতকৃত খসড়া পেপারটি পুনর্বিন্যাস করে সংক্ষিপ্ত ও সুনির্দিষ্ট আকারে প্রণয়ন করতে হবে। প্রতিটি প্রকল্পের জন্য ভিন্ন ভিন্ন শিরোনাম দিয়ে প্রকল্পভিত্তিক অর্থের চাহিদা উল্লেখ করতে হবে;

২৭. Word science conference-এ উপস্থাপনের জন্য প্রস্তুতকৃত বাংলাদেশ কান্ট্রি পেপার'টি পূর্ণবিন্যাস ও মানসম্পন্ন করতে হবে। সম্ভাব্য প্রতিটি বিষয়ে যতটা সম্ভব বাংলাদেশকে উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করতে হবে।

১১তম বৈঠকে:

২৮. নভোথিয়েটার স্থাপন সম্পর্কে পরবর্তী বৈঠকে একটি কার্যপত্র উপস্থাপন করতে হবে;

২৯. পরবর্তী বৈঠকে পরমাণু শক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আলোচনা (ক্রমশঃ);

৩০. অপটিক্যাল ও ডিজিটাল পদ্ধতির নভোথিয়েটার এর সুবিধা অসুবিধাগুলো লিপিবদ্ধ করে একটি প্রতিবেদন পরবর্তী বৈঠকে দাখিল করতে হবে;

৩১. সংশিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিব ওয়ান্ড সাইন্স কনফারেন্সে অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিদের নিয়ে আলোচনা সভা আয়োজনের ব্যবস্থা করবেন।

৩২. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে অবদানের জন্য পদক প্রদান সংক্রান্ত নীতিমালাসহ অন্যান্য কাগজাদি পরবর্তী বৈঠকে উপস্থাপন করতে হবে।

১২তম বৈঠকে:

৩৩. মূল্যবান কম্পিউটার না দিয়ে শুধুমাত্র এসেনশিয়াল আইটেম দিয়ে কম দামে কম্পিউটার ক্রয় করে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ করার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখবেন;

৩৪. এই কমিটির রেফারেন্স দিয়ে কম্পিউটার ক্রয়ের অর্থের জন্য অত্র মন্ত্রণালয় চিঠি লিখবে;

৩৫. কম্পিউটার কাউন্সিল ভবিষ্যতে ব্রান্ড কম্পিউটার ক্রয় না করে ক্লোন কম্পিউটার ক্রয় করবে;

Dhaka University Institutional Repository

১৪তম বৈঠকে:

৩৬. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় যে সকল বিষয় নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করবে, মন্ত্রণালয়ের সচিব কর্তৃক জরুরী ভিত্তিতে তা বৈঠকে উপস্থাপন করা হবে;

৩৭. মাননীয় মন্ত্রীর প্রস্তাবমত বিএসটিআই, স্পার্সো এবং অবলুপ্ত শিক্ষা উপকরণ বোর্ডকে পুনরুজ্জীবিত করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত করার বিষয়টি নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে দ্বিতীয় পর্যায়ে আলোচনা করা হবে;

৩৮. বিসিএসআইআর-এর একজন প্রতিনিধিকে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের পরিচালনা পরিষদে সম্পৃক্ত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৩৯. নভোথিয়েটারের জন্য যন্ত্রপাতি ক্রয় সম্পর্কিত সার-সংক্ষেপ কমিটির পরবর্তী বৈঠকে উপস্থাপন করা হবে।

৪০. প্রত্যেক মাসের দ্বিতীয় মঙ্গলবার কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। তবে সরকারী ছুটি বা অন্যান্য বিশেষ কারণে মাননীয় সভাপতি মাননীয় সদস্যদের সাথে আলোচনাক্রমে তারিখ নির্ধারণ করবেন।

১৫তম বৈঠকে:

৪১. কার্যপত্রের আলোচ্যসূচী ৪(১) নং এবং ৪(৩) অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত হবে;

৪২. সমুদ্র গবেষণা জাহাজ ক্রয়ের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে সংশোধিত প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে;

৪৩. কমিটি ব্যান্সডকের ১কোটি টাকার বাজেটকে রাজস্ব খাতে নেয়ার প্রস্তাব সরকারের নিকট পেশ করার পরামর্শ প্রদান করে;

৪৪. কার্যপত্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট উত্থাপনযোগ্য বিষয় সম্বলিত সূচীতে যে সমস্ত প্রস্তাবের শেষে "করা হবে" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তার স্থলে "করা প্রয়োজন" শব্দ ব্যবহারসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে হবে।

১৬তম বৈঠকে:

৪৫. ১৫তম বৈঠকের কার্যবিবরণীতে এনার্জি সেল এর পরিবর্তে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র শব্দগুলি সন্নিবেশ সাপেক্ষে উহা সর্বসম্মতিক্রমে নিশ্চিতকরণ করা হয়;

৪৬. সংসদ সচিবালয় প্রত্যেক মাসের দ্বিতীয় মঙ্গলবার কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠানের বিজ্ঞপ্তি জারি করবে;

Dhaka University Institutional Repository

৪৭. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান নবোথিয়েটারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ও সুন্দর জায়গা বরাদ্দ দেয়ায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে কমিটির পক্ষ থেকে অভিনন্দন বার্তা প্রেরণ করা হবে;

১৭তম বৈঠকে:

৪৮. কার্যবিবরণীর ৭নং অনুচ্ছেদে প্রস্তাবিত সংশোধনী সাপেক্ষে বিগত বৈঠকের কার্যবিবরণী কমিটিতে অনুমোদন করা হয়;

১৮তম বৈঠকে:

৪৯. ২৯-০৩-২০০১ ইং তারিখের পর অধিবেশন চলাকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে অত্র কমিটির সাক্ষাৎ করার ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী উদ্যোগ নিবেন;

৫০. আগামী ০২-০৪-২০০১ তারিখে কমিটি কর্তৃক নভোথিয়েটার নির্মাণস্থল পরিদর্শন করা হবে।

তবে গৃহীত সুপারিশসমূহ পুরোপুরি বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশ আরও এক ধাপ এগিয়ে যেত। সরকার আইসিটি সেক্টরকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হলে বাংলাদেশের তিনটি মূল সমস্যা যেমন- বেকার সমস্যা, সন্ত্রাস দূরীকরণ, দুর্নীতি দূরীকরণ অত্যন্ত সহজ হবে।

Dhaka University Institutional Repository

শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি

শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ১২-০৫-১৯৯৮ তারিখে গঠিত হয়। উক্ত কমিটি ১২-০৫-১৯৯৮ তারিখের ৮ম অধিবেশনের মাননীয় সংসদ নেতার পক্ষে প্রধান হুইপ-এর প্রস্তাবক্রমে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২৪৭ বিধি অনুসারে ২৪৬ ও ২৪৮ বিধিতে বর্ণিত কমিটি নিয়োগ, কমিটি গঠন ও কমিটির দায়িত্ব পালনকল্পে জনাব দেওয়ান ফরিদ গাজী, ২৩৮-হবিগঞ্জ-১ কে সভাপতি করে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠিত হয়।[১৭৬]

সারণি : ৫.১৯

শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	সদস্যগণের নাম	পদবী	নির্বাচনী এলাকা
০১	জনাব দেওয়ান ফরিদ গাজী	সভাপতি	২৩৮-হবিগঞ্জ-১
০২	জনাব তোফায়েল আহমেদ	সদস্য	১১৮-ভোলা-২
০৩	জনাব এ.কে.এম রহমত উল্লাহ	সদস্য	১৮৪-ঢাকা-৫
০৪	জনাব হাফিজ আহমদ মজুমদার	সদস্য	২৩২-সিলেট-৫
০৫	জনাব মোহাম্মদ রফিকুল আনোয়ার	সদস্য	২৮২-চট্টগ্রাম-৪
০৬	জনাব শাহনাজ সরদার	সদস্য	মহিলা আসন-৩
০৭	জনাব মোঃ গোলাম হোসেন	সদস্য	২৮-কুড়িগ্রাম-৪
০৮	জনাব আব্দুল মান্নান ভূইয়া	সদস্য	১৯৯-নরসিংদী-৩
০৯	জনাব হারুনার রশিদ খান মুন্নু	সদস্য	১৭৩-মানিকগঞ্জ-২
১০	জনাব এ.কে.এম মোশাররফ হোসেন	সদস্য	১৫৩-ময়মনসিংহ-৫

সূত্র: বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, সপ্তম জাতীয় সংসদের প্রথম থেকে তেইশতম অধিবেশনের (১৪-০৭-১৯৯৬ হতে ১৩-০৭-২০০১ তারিখে) কার্যবাহের সারাংশ।

সারণি ৫.১৯ এ দেখা যায় যে, জনাব দেওয়ান ফরিদ গাজী শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি ছিলেন। শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে সভাপতিসহ সরকার দলীয় সদস্য ছিলেন ৬ জন এবং বিরোধী দলীয় সদস্য ৪ জন। অর্থাৎ সরকার দলীয় এবং বিরোধী দলীয় সদস্যদের অনুপাত ছিল ৬০%, প্রধান বিরোধী দলসহ অন্যান্য বিরোধী দলের প্রতিনিধিত্ব ছিল ৪০%।

১৭৬. সদস্যরা হলেন- জনাব তোফায়েল আহমেদ, জনাব এ.কে.এম রহমত উল্লাহ, জনাব হাফিজ আহমদ মজুমদার, জনাব মোহাম্মদ রফিকুল আনোয়ার, জনাব শাহনাজ সরদার, জনাব মোঃ গোলাম হোসেন, জনাব আব্দুল মান্নান ভূইয়া, জনাব হারুনার রশিদ খান মুন্নু, জনাব এ.কে.এম মোশাররফ হোসেন

Dhaka University Institutional Repository

সারণি : ৫.২০

শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি

স্থায়ী কমিটির বিবরণ	শিল্প মন্ত্রণালয়
কমিটি গঠনের তারিখ	১২/০৫/১৯৯৮
কমিটি পূর্ণগঠনের তারিখ	১২/০৫/১৯৯৮
কমিটির বৈঠকের সংখ্যা	২৬
কমিটির ১ম বৈঠকের তারিখ	১৫/০৬/১৯৯৮
কমিটির শেষ বৈঠকের তারিখ	০১/০৭/২০০১
সাব-কমিটি গঠনের সংখ্যা	০৮
সাব-কমিটি বৈঠকের সংখ্যা	-
আইন সংশোধন সংখ্যা	-
কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে বিলম্বের মেয়াদ	১ বছর ১০ মাস ১৪ দিন
সিদ্ধান্ত গ্রহণের সংখ্যা	৮৮
মোট বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত সংখ্যা	৪০
বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্তের সংখ্যা	
প্রক্রিয়াধীন সিদ্ধান্তের সংখ্যা	৪৮
অবাস্তবায়িত সিদ্ধান্তের সংখ্যা	-
সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের পথে প্রতিবন্ধকতা	-

সূত্র: শিল্প মন্ত্রণালয় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির প্রতিবেদন।

সারণি ৫.২০ এ দেখা যায়, শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ১২/০৫/১৯৯৮ তারিখে গঠিত কমিটি সংসদ গঠনের পর ১বছর ১০মাস ১৪দিন পর বিলম্বে গঠিত হয়। কমিটি গঠিত হওয়ার পর ১৫/০৬/১৯৯৮ তারিখ হতে ০১/০৭/২০০১ তারিখ পর্যন্ত ২৬ টি বৈঠকে মিলিত হয় এবং ৮৮টি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এসব সিদ্ধান্ত পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ৮৮টি সিদ্ধান্তের মধ্যে ৪০টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়েছে। অবশিষ্ঠ সিদ্ধান্তগুলো বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং সংস্থার সংশ্লিষ্টতা থাকায় এগুলো প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। উক্ত বৈঠকে ৮৮টি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৮৮টি সিদ্ধান্তের মধ্যে ৪০টি বাস্তবায়িত হয়েছে। মূল কমিটি কর্তৃক কাজের সুবিধার্থে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর সিদ্ধান্ত ও সুপারিশ প্রদানের জন্য ৮টি সাব-কমিটি গঠন করা হয়। বিভিন্ন বিষয় তদন্ত বা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে সুপারিশ প্রদানের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ০৮টি সাব-কমিটি গঠন করে।

Dhaka University Institutional Repository

শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সাব-কমিটি গঠন:

১নং সাব-কমিটি গঠন: শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধিনস্থ কারখানাসমূহের ব্যবহারের জন্য আমদানীকৃত কাঁচামাল ও অন্য জিনিসপত্রের উপর ধার্যকৃত কর বৈষম্য সম্পর্কে তদন্তপূর্বক পরবর্তী বৈঠকে রিপোর্ট পেশ করার জন্য ১নং সাব-কমিটি গঠন করা হয়।

২নং সাব-কমিটি গঠন: ২নং সাব-কমিটি গঠন করা হয় বিসিআইসি ও বিএসইসি এবং এর অধিনস্থ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের অতিরিক্ত জনবল ও অব্যবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে তদন্ত করে এই সব প্রতিষ্ঠানসমূহ যাতে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হতে পারে তার সুপারিশ প্রদানসহ সাব-কমিটির রিপোর্ট পর্যায়ক্রমে স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণ করার জন্য।

৩নং সাব-কমিটি গঠন: কাফকো কিভাবে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে, ১৭৫০০ মেট্রিক টন ক্ষমতাসম্পন্ন একটি সারকারখানার নির্মাণ করতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কত ব্যয় হয়েছে এবং দেশের অভ্যন্তরে একই ক্ষমতাসম্পন্ন বিভিন্ন সারকারখানা নির্মাণ করতে কত ব্যয় হয়েছে ইত্যাদির উল্লেখপূর্বক ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং রিপোর্ট পেশ।

৪নং সাব-কমিটি গঠন: (ক) বাংলাদেশ শিল্পসমূহকে সহায়তা প্রদানের জন্য প্রচলিত ব্যাংকিং আইনকে সংশোধন এবং অধিকতর কার্যকর করার জন্য সুপারিশ প্রদান, (খ) খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলকে কিভাবে অধিকতর কার্যকরী করা যায়, সে ব্যাপারে সুপারিশ প্রদান।

৫নং সাব-কমিটি গঠন: শিল্প মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম, লোকবল, মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন বিভাগের কার্যক্রম, শিল্পনীতি ও আনুষঙ্গিক বিষয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সুনির্দিষ্ট একটি রিপোর্ট বৈঠকে পেশ করা।

৬নং সাব-কমিটি গঠন: বিএসইসি'র আওতাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির সমস্যাসমূহ পর্যালোচনা করে এর থেকে উত্তরণের জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশ সম্বলিত একটি পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট প্রণয়ন করা।

৭নং সাব-কমিটি গঠন: শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধিনস্থ বিএসটিআই-এর সার্বিক কর্মকাণ্ডসহ এর অনিয়ম ও দূর্নীতি সম্পর্কে তদন্তপূর্বক মূল কমিটিতে রিপোর্ট উপস্থাপন করা।

Dhaka University Institutional Repository

৮নং সাব-কমিটি গঠন: শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধিনস্থ বিআইএম-এর সার্বিক ব্যবস্থাপনা কি অবস্থায় আছে, এর সমস্যা কি এবং কিভাবে এর উন্নতি করা যায়, সে সম্পর্কে তদন্তপূর্বক প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা আগামী এক মাসের মধ্যে মূল কমিটিতে রিপোর্ট উপস্থাপন করা।

ক. সিদ্ধান্ত গ্রহণ:

৭ম জাতীয় সংসদের শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি কর্তৃক অনুষ্ঠিত বৈঠকের (১-২৫ তম) সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন।

১ম বৈঠকে:

১. আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে পরবর্তী বৈঠকের তারিখ সময় ও আলোচ্যসূচী নির্ধারণ করা হবে।

২য় বৈঠকে:

২. বৈঠকের যাবতীয় কাগজপত্র/তথ্যাদি নোটিশের সাথে বৈঠকের ৩/৪ দিন পূর্বে কমিটির মাননীয় সদস্যদের নিকট পৌঁছানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

৩. কমিটির মাননীয় সদস্যবৃন্দ কর্তৃক শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৩য় বৈঠকের শুধুমাত্র কমিটির গাইড লাইন্স নিয়ে আলোচনা করা হবে।

৩য় বৈঠকে:

৪. কমিটির পরবর্তী বৈঠকগুলোতে এক একটি কর্পোরেশন নিয়ে আলোচনা করতে হবে।

৫. পরবতী বৈঠক বিসিআইসি সম্পর্কে আলোচনা করতে হবে।

৪র্থ বৈঠকে:

৬. কমিটির মাননীয় সদস্যগণ আগামী মাসে ঘোড়াশাল সারকারখানা ও জিয়া সরারকারখানা পরিদর্শন করার সিদ্ধান্ত কমিটিতে গৃহীত হয়।

৫ম বৈঠকে:

৭. সাব-কমিটির রিপোর্ট স্থায়ী কমিটির পরবর্তী বৈঠকে পেশ করতে হবে।

৮. ২নং সাব-কমিটির রিপোর্ট পর্যায়ক্রমে স্থায়ী কমিটিতে পেশ করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৬ষ্ঠ বৈঠকে:

৯. ফস্টার হুইলার সংক্রান্ত নিম্নে বর্ণিত সকল কাগজপত্র পরবর্তী বৈঠকে উপস্থাপন করতে হবে:

ক. ফস্টার হুইলারকে রেসপনসিভ না করার পরও কি কারণে তাকে ঠিকাদার হিসেবে নিয়োগ করা হয়;

খ. ফস্টার হুইলারের সাথে জিয়া ফার্টিলাইজার কোং লিঃ এ সকল চুক্তি এবং সে চুক্তিগুলো আওতাবহির্ভূত অনিয়ম সংক্রান্ত;

গ. ফস্টার হুইলারের অনিয়ম সংক্রান্ত তদন্ত করার জন্য যে সকল কমিটি গঠন করে তদন্ত করা হয়েছিল সে রিপোর্টগুলো;

ঘ. আইসিসি কোর্টে মামলা ও তার মীমাংসা সংক্রান্ত কার্যক্রম করা হয়েছিল সেই কমিটির তদন্ত রিপোর্ট;

ঙ. শিল্প মন্ত্রণালয়ের তখনকার যুগ্ম-সচিবের নের্তৃত্বে যে কমিটি গঠন করা হয়েছিল সেই কমিটির তদন্ত রিপোর্ট;

চ. আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটির রিপোর্ট;

ছ. তখনকার সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি এবং স্থায়ী কমিটির উপ-কমিটির রিপোর্ট; এবং

জ. তখনকার মাননীয় রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অনুমোদিত সার সংক্ষেপ।

১০. (ক) অনতিবিলম্বে ভূয়াপুর-তারাকান্দি সড়কটির কর্তৃত্ব বিসিআইসি থেকে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করতে হবে; (খ) যমুনা সার কারখানার উৎপাদিত সার উত্তর অঞ্চলে প্রেরণের জন্য যোগাযোগ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বন্যায় ভেঙ্গে যাওয়া ভূয়াপুর-তারাকান্দি সড়কটি অনতিবিলম্বে মেরামত করতে হবে।

৭ম বৈঠকে:

১১. জিয়া ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিঃ সম্পর্কে প্রাপ্ত অভিযোগের প্রেক্ষিতে তৎকালীন মন্ত্রণালয়ের রিপোর্টের উপর সাব-কমিটি যে রিপোর্ট দিয়েছে এ দুইটি রিপোর্টের ভিত্তিতে এই স্থায়ী কমিটি আলোচনান্তে তার উপর একটি প্রতিবেদন মাননীয় স্পীকারের নিকট প্রেরণ করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৮ম বৈঠকে:

১২. শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক সিরাজগঞ্জ ইন্ডাষ্ট্রিয়াল পার্ক স্থাপন করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

১৩. সাভারের কাছে তেঁতুল ঝরা ইউনিয়নে বরাদ্দকৃত ১৯ একর জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করে আরো প্রায় ২০০ একর জমি অধিগ্রহণ করে "গার্মেন্টস পল্লী" করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

১৪. নারায়ণগঞ্জের হোসিয়ারি পল্লী সম্প্রসারণ করার লক্ষ্যে আরো জমি অধিগ্রহণ করে হোসিয়ারী শিল্পের জন্য অবকাঠামো গড়ে তুলতে হবে;

১৫. বিসিক কর্তৃক ঢাকার নিকটবর্তী স্থানে বিসিক এস্টেট গড়ে তুলতে হবে;

১৬. যে সেমস্ত জেলাগুলিতে বিসিক এস্টেট এর অবকাঠামো গঠন করা হয়েছে সে সমস্ত জেলায় ক্ষুদ্র শিল্প গঠন করার জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় অর্থ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা যাতে সহজভাবে ব্যাংকিং ঋণ পেতে পারে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৯ম বৈঠকে:

১৭. কাফকো সম্পর্কে সার্বিক তদন্তের জন্য মাননীয় সভাপতি দেওয়ান ফরিদ গাজীকে আহ্বায়ক করে চার সদস্যবিশিষ্ট একটি ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১০ম বৈঠকে:

১৮. সাব-কমিটির রিপোর্ট স্থায়ী কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হয় এবং এ সংক্রান্ত সুপারিশমালা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে প্রেরণ করতে হবে;

১৯. বাংলাদেশের রুগ্ন শিল্প ও শাহজালাল ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরী সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পরবর্তী বৈঠকে করতে হবে।

১১তম বৈঠকে:

২০. রুগ্ন শিল্পের ব্যাপারে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহের কতটুকু বাস্তবায়ন হয়েছে আগামী বৈঠকে তার উপর একটি রিপোর্টি প্রদান করতে হবে।

২১. যারা ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যাংকের টাকা নিয়ে আত্মসাৎ করেছে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

১২তম বৈঠকে:

২২. মাননীয় সদস্য জনাব হাফিজ আহমদ মজুমদারকে আহ্বায়ক, মাননীয় সদস্য জনাব এ, কে, এম, মোশারফ হোসেন এবং জনাব এ, কে, এম, রহমত উল্লাহ-কে সদস্য করে একটি সাব-কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত সাব-কমিটি শিল্পকে সহায়তা দানের জন্য প্রচলিত ব্যাংকিং আইনকে সংশোধন, অধিকতর কার্যকর করা এবং কেএনএম-কে ভায়াবল করার জন্য সুপারিশ প্রদান করবে।

২৩. রপ্তানী মূল্যে ফার্নিশ অয়েল কেএনএম-কে সরবরাহ করার জন্য পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনকে অনুরোধ জানাতে হবে।

১৩তম বৈঠকে:

২৪. বিসিক ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতে ব্যাংকের বিদ্যমান সুদের হার কমানোর একটি প্রস্তাব প্রণয়ন করবে;

২৫. বিসিকের মূল্যায়ন সত্ত্বেও ব্যাংক কেন ঋণ প্রদানে অনিচ্ছুক সে বিষয়ে বিসিক কর্তৃক একটি প্রতিবেদন তৈরীপূর্বক বৈঠকে পেশ করতে হবে।

২৬. লুধিয়ানার অনুরূপ মডেলে একটি সাইকেল শিল্প এস্টেট গড়ে তোলার সম্ভাবনা সর্ম্পকে একটি বাস্তব সমীক্ষা প্রতিবেদন তৈরী করার জন্য বিসিককে দায়িত্ব দেয়া হয়।

২৭. প্রস্তাবিত গার্মেন্টস পল্লী সাভারে না করে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের পার্শ্বে কোন স্থানে স্থাপন করার বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১৪তম বৈঠকে:

২৮. ব্যাংক ঋণের সুদের হার কমানোর বিষয়ে আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠক করে তার আলোকে কমিটিতে কাগজপত্র পেশ করতে হবে;

২৯. ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে বিসিক এর মাধ্যমে না গিয়ে সরাসরি ব্যাংক-ক্লায়েন্টের ভিত্তিতে গ্রহণ করা;

৩০. লুধিয়ানার সাইকেল শিল্প দেখার জন্য এক্সপার্ট টীমের সঙ্গে একজন উদ্যোক্তা এবং কমিটির মাননীয় সদস্য জনাব মোঃ গোলাম হোসেন ভারত সফর করবেন।

৩১. সাভারে অগ্রসরমান গামের্ন্টস পল্লী প্রকল্পটি বাধাগ্রস্ত না করে, তার পাশাপাশি ঢাকা-চট্টগ্রাম মহা সড়কের পাশে অনুরূপ একটি গার্মেন্ট পল্লী স্থাপনের পদক্ষেপ নেওয়া;

Dhaka University Institutional Repository

৩২. বিসিক এবং সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক দ্বৈতভাবে ট্যাক্স আদায় কার্যক্রম বন্ধ করার পদক্ষেপ নেওয়া;

৩৩. শিল্প খাতের বিদ্যুৎ রেট সাধারণ রেটের চেয়ে আলাদা করার পদক্ষেপ নেওয়া;

৩৪. বিএসটিআই এর সরকারী অনুদান ১৯৯৩-৯৪ অর্থ বছরের তুলনায় কোনভাবেই যেন কমে না যায় তার জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়কে বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো;

৩৫. জনসাধারণ যাতে পেট্রোল পাম্প থেকে সঠিক পরিমাণে পেট্রোল সংগ্রহ করতে পারে তার জন বিএসটিআই এর সক্রিয় ভূমিকা পালন করা;

৩৬. শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির বিগত ১৮-০৫-৯৯ তারিখে সভায় গৃহীত সুপারিশসমূহের বাস্তবায়ন;

৩৭. প্রধান কাঁচামাল বাঁশ ও কাঠের উপর আরোপিত রয়্যালটি যুক্তিসঙ্গতভাবে হ্রাসপূর্বক পুনঃনির্ধারণ।

৩৮. মন্ডের গুণগত মান উন্নয়নকল্পে বর্তমান ড্রাই পদ্ধতি পরিবর্তন করা।

১৫তম বৈঠকে:

৩৯. ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে সুদের হার কমানোর বিষয়টি আগামী অর্থ বছরের বাজেট প্রণয়নের পূর্বেই চূড়ান্ত করতে হবে;

৪০. আগামী অর্থ বছরের শুরুতেই একজন মাননীয় সংসদ সদস্যসহ পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট ১টি টিম কর্তৃক ভারতের লুধিয়ানার সাইকেল শিল্প পরিদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে;

৪১. বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল সংস্থার অধীন বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের (প্রধান কার্যালয়সহ) বর্তমান জনবল সম্পর্কে ১টি প্রতিবেদন কমিটিতে উপস্থাপন করতে হবে।

৪২. চিটিগাং স্টীল মিলসহ বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান অলাভজনক হওয়ার কারণ এবং তার সমাধানে কর্তৃপক্ষের সুপারিশ কমিটিতে পেশ করতে হবে;

৪৩. কমিটির আগামী বৈঠকে মন্ত্রণালয় এবং তাঁর অধীনস্থ অধিদপ্তর/পরিদপ্তরের অর্গানোগ্রাম ও কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

১৬তম বৈঠকে:

৪৪. ক্ষুদ্র শিল্প বিকাশের জন্য সুদের হার কমিয়ে শতকরা ১০ ভাগ নির্ধারণ করতে হবে;

৪৫. কৃষিভিত্তিক শিল্পের জন্যও ব্যাংক ঋণের সুদের হার শতকরা ১০ ভাগ নির্ধারণ করতে হবে;

Dhaka University Institutional Repository

৪৬. শিল্প মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম, লোকবল, মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম, শিল্পনীতি ও আনুষাঙ্গিক বিষয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা করে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবসহ একটি রিপোর্ট পেশের জন্য ৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি সাব-কমিটি গঠন করা হয়;

৪৭. কমিটির আগামী বৈঠকে ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন এবং এনজিও সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

১৭তম বৈঠকে:

৪৮. কমিটি সর্বসম্মতিক্রমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রাণ নাশের হত্যা প্রচেষ্টার জন্য ঘৃণা ও নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণ করে;

৪৯. সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে ক্রয়ের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের উৎপাদিত পণ্য খরিদ করতে হবে। অর্থাৎ সরকারের ১৯৮৬ সনের ক্রয় নীতিমালা অনুযায়ী খরিদ করতে হবে যা সরকারের সকল সংস্থার জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য;

৫০. সরকারকে দেশের উৎপাদিত সার আন্তর্জাতিক বাজার মূল্যে বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা করতে হবে অথবা বিসিআইসিকে প্রয়োজনীয় ভর্তুকী দিতে হবে;

৫১. কেএনএম এবং অন্যান্য পেপার মিল সম্পর্কে কমিটির পরবর্তী বৈঠকে আলোচনা হবে;

৫২. সুবিধামত সময়ে কমিটি এসপিপিএম, কেপিএম এবং কেএনএম পরিদর্শন করবে।

১৮তম বৈঠকে:

৫৩. গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধিজনিত ১৬৫ কোটি টাকা সরকার বিসিআইসিকে প্রধান করবে অথবা চলতি বছর থেকে বিসিআইসি'র সার-কারখানাগুলো গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধির আওতা বহির্ভূত থাকবে;

৫৪. খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস সম্পর্কে বিসিআইসি'র চেয়ারম্যান কর্তৃক উত্থাপিত সুপারিশসমূহ কমিটি কর্তৃক গৃহীত হয়;

৫৫. নর্থ বেঙ্গল পেপার মিলস সম্পর্কে বিসিআইসি'র চেয়ারম্যান কর্তৃক উত্থাপিত সুপারিশসমূহ কমিটি কর্তৃক গৃহীত হয়;

৫৬. সিলেট পাল্প এন্ড পেপার মিলস সম্পর্কে বিসিআইসি'র চেয়ারম্যান কর্তৃক উত্থাপিত সুপারিশসমূহ কমিটি কর্তৃক গৃহীত হয়;

৫৭. কর্ণফুলী পেপার মিলস সম্পর্কে বিসিআইসি'র চেয়ারম্যান কর্তৃক উত্থাপিত সুপারিশসমূহ কমিটি কর্তৃক গৃহীত হয়;

Dhaka University Institutional Repository

৫৮. শিল্প মন্ত্রণালয় প্রত্যেকটি পেপার মিলস সম্পর্কে স্থায়ী কমিটি কর্তৃক গৃহীত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠক করবে এবং সুপারিশগুলো বাস্তবায়নের জন্য যথাসাধ্য চাপ সৃষ্টি করবে।

৫৯. পেপার মিলগুলো সম্পর্কে আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠকের আলোচনার ভিত্তিকে শিল্প মন্ত্রণালয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট উত্থাপনের জন্য একটি সার-সংক্ষেপ তৈরী করে তা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পাঠাবে।

১৯তম বৈঠকে:

৬০. ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করে লোকসানী প্রতিষ্ঠানসমূহকে দ্রুত লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করার বিষয়ে বিএসএফআইসি এবং বিএসইসি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৬১. বিভিন্ন মন্ত্রণালয় জিওবি'র অর্থায়নে সরকারী প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত পণ্য যাতে ক্রয় করে সে বিষয়ে অন্যান্য মন্ত্রণালয়কে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা জারীর বিষয়ে শিল্প মন্ত্রণালয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সাথে যোগাযোগপূর্বক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

৬২. পর্যায়ক্রমে চিনিকলগুলোর বিএমআরই করা এবং উৎপাদন লক্ষমাত্রা অর্জনের জন্য কর্পোরেশন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

৬৩. চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন স্থায়ী কমিটি কর্তৃক চিনিকলগুলো পর্যায়ক্রমে পরিদর্শনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৬৪. বিএসইসি আওতাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির সমস্যাদি চিহ্নিত করে কিভাবে উহাকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করা যায় সে সম্পর্কে সুপারিশ প্রদানের জন্য একটি সাব-কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কমিটির সদস্যরা হলেন: দেওয়ান ফরিদ গাজী, আহবায়ক; জানাব মোঃ গোলাম হোসেন, সদস্য; জনাব এ.কে.এম মোশাররফ হোসেন, সদস্য।

৬৫. যৌথ উদ্যোগে অথবা নিজস্ব অর্থায়নে অনতিবিলম্বে চিটাগাং স্টিল মিল চালুকরণের বিষয়ে শিল্প মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

২০তম বৈঠকে:

৬৬. কমিটির পরবর্তী বৈঠকে বিসিক কর্তৃপক্ষের উপস্থিতিতে বেসিক ব্যাংকের কার্যক্রমের উপর আলোচনাক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

৬৭. পেটেন্ট ও ডিজাইন অফিস এবং ট্রেড মার্ক রেজিস্ট্রির আইনসমূহের আধুনিকায়নের জন্য সংশোধিত খসড়া বিল পরবর্তীতে মন্ত্রণালয় স্থায়ী কমিটিতে উপস্থাপন করবে।

Dhaka University Institutional Repository

৬৮. দেশের একমাত্র বৃহৎ স্টীল মিলস লিঃ হিসেবে চিটাগাং স্টীল মিলস চালু করার ব্যাপারে শিল্প মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

৬৯. ইস্পাত ও প্রকৌশল সংস্থার বর্তমান চেয়ারম্যানকে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ প্রদানের বিষয়ে মন্ত্রণালয় বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

২১তম বৈঠকে:

৭০. কমিটি বিএসটিআই এর অনিয়ম ও দুর্নীতি তদন্তের জন্য মাননীয় সভাপতিকে আহ্বায়ক ও মাননীয় সদস্য মিসেস শাহানাজ সরদার এবং জনাব মোঃ গোলাম হোসেনকে সদস্য করে তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি সাব-কমিটি গঠন করে। উক্ত সাব-কমিটি বিএসটিআই এর সার্বিক কার্যক্রম তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করবে।

৭১. বিটাক এর অনুমোদিত জনবল বৃদ্ধি করতে হবে। বিটাক এর জন্য সরকারী অনুদান বাড়াতে হবে। বিটাক এর কর্মদক্ষতা বাড়ানোর জন্য আধুনিক প্রযুক্তির সাথে সঙ্গতি রেখে কম্পিউটার প্রযুক্তি সুম্পৃক্ত করে বিএমআরই করতে হবে। বিটাক কর্তৃক প্রস্তুতকৃত যন্ত্রপাতির গুণগত মান প্রচারণার মাধ্যমে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানকে অবহিত করার জন্য ব্রোসিয়ার ছাপাতে হবে।

৭২. বয়লার এ্যাক্ট ও বয়লার রুলস সংশোধন ও আধুনিকীকরণের খসড়া প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে স্থায়ী কমিটিতে পেশ করতে হবে। প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়ের জনবল বৃদ্ধি করতে হবে।

৭৩. বেসিক ব্যাংক এর ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের লোনের সুদের হার ১২% এ কমিয়ে আনার বিষয়ে জানুয়ারী মাসের মধ্যে আলোচনা করে একটি প্রতিবেদন স্থায়ী কমিটির সভায় পেশ করতে হবে।

৭৪. শিল্প মন্ত্রণালয়ের কার্যপরিধি ও লোকবল পর্যালোচনা করে সুপারিশ প্রণয়নের জন্য গঠিত সাব-কমিটিকে মন্ত্রণালয় দ্রুত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সরবরাহ করে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করবে।

২২তম বৈঠকে:

৭৫. কমিটিতে প্রেরিত বিলের প্রস্তাবিত সংশোধনীসহ বিলটি রিড্রাফট করতে হবে;

৭৬. স্থায়ী কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত আকারে মহান সংসদে বিলটি পাস করার জন্য কমিটি সর্বসম্মত সুপারিশ করে।

Dhaka University Institutional Repository

২৩তম বৈঠকে:

৭৭. কমিটির পরবর্তী সভায় ইতিপূর্বে অনুষ্ঠিত ২২টি সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির উপর মন্ত্রণালয় একটি প্রতিবেদন দাখিল করবে;

৭৮. বিআইএম এর সার্বিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের জন্য কমিটির নিম্নলিখিত সদস্যদের সমন্বয়ে একটি সাব-কমিটি গঠন করা হয়:

(১) জনাব মোঃ গোলাম হোসেন, আহবায়ক।

(২) মিসেস শাহনাজ সরদার, সদস্য।

সাব-কমিটির কাজে সার্বিক সহায়তা প্রদান করবেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব জনাব মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান। উক্ত সাব-কমিটি আগামী এক মাসের মধ্যে বিআইএম এর সার্বিক ব্যবস্থা কি অবস্থায় আছে, এর সমস্যা কি এবং কিভাবে এর উন্নতি করা যায় সে সম্পর্কে তদন্তপূর্বক প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট মুল কমিটিতে পেশ করবে।

৭৯. পিডিবি, ডেসা ও আরইবিকে নিজস্ব অর্থায়নে ইনসুলেটর ক্রয় করার সময় বিআইএসএফ এর উৎপাদিত ইনসুলেটর ক্রয় করতে হবে।

৮০. টেবিলওয়্যারের ন্যায় বিআইএসএফ এর স্যানিটারী ওয়্যারের উপর হতে ৫% সম্পূরক কর মওকুফের জন্য সুপারিশ করা হচ্ছে।

৮১. বিআইএসএফ এর স্যানিটারী ওয়্যারের মডেল পরিবর্তন করে আকর্ষণীয় করতে হবে। একই সাথে প্রতিযোগীতামূলক বাজারের চাহিদা অনুযায়ী যুগোপযোগী ডিজাইন ও আকারে উহা উৎপাদন ও বাজারজাত করতে হবে।

২৪তম বৈঠকে:

৮২. মাননীয় সদস্য জনাব গোলাম হোসেনের ডিলারশীপ বাতিল করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ বিসিআইসি'র চেয়ারম্যান গ্রহণ করবে।

৮৩. সংসদের আগামী অধিবেশনে শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির একটি প্রতিবেদন উপস্থাপনের লক্ষ্যে প্রতিবেদনের খসড়া কমিটির বিবেচনার জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় আগামী বৈঠকে পেশ করবে।

৮৪. কমিটির সদস্যবৃন্দ সিলেট সিমেন্ট ফ্যাক্টরী, ছাতক পেপার মিল ও ফেঞ্চুগঞ্জ সার কারখানার বর্তমান অবস্থা দেখার জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন করবেন।

Dhaka University Institutional Repository

২৫তম বৈঠকে:

৮৫. খসড়া রিপোর্টটি চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে একটি বৈঠক আহ্বান করতে হবে।

৮৬. স্থায়ী কমিটির বিগত পাঁচ বছরের সার্বিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন আসন্ন জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করতে হবে।

৮৭. স্থায়ী কমিটি আগামী ৮ ও ৯ই জুন/২০০১ সিলেটের পাল্প ও পেপার মিল, ছাতক সিমেন্ট কারখানা এবং ফেঞ্চুগঞ্জ সারকারখানা পরিদর্শন করবে।

খ. সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন:

বাংলাদেশের দারিদ্র বিমোচন এবং অবকাঠামোগত উন্নয়নের লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধিনস্থ কারখানাসমূহে ব্যবহারের জন্য আমদানীকৃত কাচাঁমাল ও অন্যান্য জিনিসপত্রের উপর ধার্যকৃত কর বৈষম্য সম্পর্কে তদন্ত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করে। কমিটির এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নাধীন।

বিসিআইসি ও বিএসইসি এবং এর অধিনস্থ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের অতিরিক্ত জনবল ও অব্যবস্থাপনা ইত্যাদি সম্পর্কে তদন্ত করে এই সব প্রতিষ্ঠানসমূহ যাতে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হতে পারে তার সুপারিশ প্রদানসহ সাব-কমিটির রিপোর্ট পর্যায়ক্রমে স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণ করার জন্য সাব-কমিটি গঠন করা হয়। বিএসইসি'র আওতাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির সমস্যাসমূহ পর্যালোচনা করে এর থেকে উত্তরণের জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশ সম্বলিত একটি পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট প্রণয়ন করা। তবে বিষয়টি বাস্তবায়নাধীন এবং শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধিনস্থ বিএসটিআই-এর সার্বিক কর্মকাণ্ডসহ এর অনিয়ম ও দূর্নীতি সম্পর্কে তদন্তপূর্বক মূল কমিটিতে রিপোর্ট উপস্থাপনের জন্য সাব-কমিটি গঠন করা হয়। তবে বিষয়টি বাস্তবায়িত।

১৭,৫০০ মেট্রিক টন ক্ষমতাসম্পন্ন একটি সারকারখানা নির্মাণ করতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কত ব্যয় হয়েছে এবং দেশের অভ্যন্তরে একই ক্ষমতাসম্পন্ন বিভিন্ন সারকারখানা নির্মাণ করতে কত ব্যয় হয়েছে ইত্যাদির উল্লেখপূর্বক ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং রিপোর্ট পেশের পদক্ষেপ গ্রহণকরে। একজন বিশেষজ্ঞের মতামত প্রয়োজন হওয়ায় বিষয়টি তদন্তের জন্য গঠিত সাব- কমিটির কার্যক্রম স্থগিত রাখা হয়।

প্রচলিত ব্যাংকিং আইনকে সংশোধন করে দেশের শিল্পসমূহকে সাহায্য করার জন্য এবং অধিকতর কার্যকর করার জন্য সুপারিশ প্রদান। যেমন- খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলকে কিভাবে অধিকতর কার্যকরী

Dhaka University Institutional Repository

করা যায়, সে ব্যাপারে সুপারিশ প্রদানের জন্য সাব-কমিটি গঠন। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম, লোকবল, মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন বিভাগের কার্যক্রম, শিল্পনীতি ও আনুষঙ্গিক বিষয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা পূর্বক রিপোর্ট বৈঠকে পেশ করার জন্য সাব-কমিটি গঠন। বিষয়টি বাস্তবায়নাধীন।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধিনস্থ বিআইএম-এর সার্বিক ব্যবস্থাপনা কি অবস্থায় আছে, এর সমস্যা কি এবং কিভাবে এর উন্নতি করা যায়, সে সম্পর্কে তদন্তপূর্বক প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কে শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি সুপারিশ পেশ করে। বিষয়টি বাস্তবায়নাধীন।

শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/প্রতিষ্ঠান সম্পৃক্ত থাকায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এককভাবে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে অপারগ হয়। কোন কোন সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে কারিগরী ও প্রযুক্তিগত কারণও বর্তমান থাকায় এইসব সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। তাই ৮৮টি সিদ্ধান্তের মধ্যে ৪৮টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। যা বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশের শিল্পায়নের পথে বিরাট প্রতিবন্ধকতা।

Dhaka University Institutional Repository

যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি

যোগাযোগ ব্যবস্থাকে গুরুত্ব না দেয়ার কারণে বাংলাদেশ পিছিয়ে আছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর বাংলাদেশের উন্নয়ন এবং জাতির উন্নয়ন নির্ভর করছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের উপর দেশকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দেশ স্থিতিশীল করা, শিল্পায়িত করা এবং এর বিকাশ সাধন করা সম্ভব। বাংলাদেশে যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বিনিয়োগকারী দেশী, প্রবাসী এবং বিদেশীদের উৎসাহ প্রদানে, যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য দেশের প্রশাসনিক ক্ষেত্রকে দুর্নীতি মুক্ত রাখতে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সুপারিশ পেশ করতে হবে এবং এই খাতে বিনিয়োগ প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের উপায়সহ সামগ্রীক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়কে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠনমূলক পরামর্শ ও সুপারিশ প্রদানের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে এবং দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভাগ ও অধিদপ্তরসমূহের কাজের পরিধি ব্যাপক।

যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ১৬/১১/১৯৯৭ তারিখের ৭ম অধিবেশনে মাননীয় প্রধান হুইপ জনাব আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ্-এর প্রস্তাবক্রমে যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি শেখ ফজলুল করিম সেলিম, ১২৫-গোপালগঞ্জ-২ কে সভাপতি করে কমিটি গঠিত হয়।

সারণি : ৫.২১

যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	সদস্যগণের নাম	পদবী	নির্বাচনী এলাকা
০১	শেখ ফজলুল করিম সেলিম	সভাপতি	১২৫-গোপালগঞ্জ-২
০২	জনাব আনোয়ার হোসেন	সদস্য	১২৭-ঝালকাঠি-১
০৩	জনাব এস.এম মোস্তফা রশিদী (সুজা)	সদস্য	১০২-খুলনা-৪
০৪	জনাব মোস্তাফিজুর রহমান	সদস্য	১০-দিনাজপুর-৫
০৫	খান টিপু সুলতান	সদস্য	৮৯-যশোর-৫
০৬	আলহাজ্ব মকবুল হোসেন	সদস্য	১৮৮-ঢাকা-৯
০৭	জনাব মোঃ মকবুল হোসেন	সদস্য	৭৪-মেহেরপুর-২
০৮	জনাব মোঃ নাজিম উদ্দিন আলম	সদস্য	১২০-ভোলা-৪
০৯	এ্যাডভোকেট এম.রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু	সদস্য	৫৮-নাটোর-২
১০	জনাব মোঃ শহিদুল ইসলাম	সদস্য	৮৩-ঝিনাইদহ-৩

সূত্র: বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, সপ্তম জাতীয় সংসদের প্রথম থেকে তেইশতম অধিবেশনের কার্যবাহের সারাংশ।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি : ৫.২২

যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি

স্থায়ী কমিটির বিবরণ	যোগাযোগ মন্ত্রণালয়
কমিটি গঠনের তারিখ	১৬/১১/১৯৯৭
কমিটি পূর্ণগঠনের তারিখ	১২/০৫/১৯৯৮ এবং ২৫/০১/২০০০
কমিটির বৈঠকের সংখ্যা	৩৫
কমিটির ১ম বৈঠকের তারিখ	৩১/১২/১৯৯৭
কমিটির শেষ বৈঠকের তারিখ	১২/০৭/২০০১
সাব-কমিটি গঠনের সংখ্যা	০৯
সাব-কমিটি বৈঠকের সংখ্যা	-
আইন সংশোধন সংখ্যা	-
কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে বিলম্বের মেয়াদ	১ বছর ৪ মাস ১৮ দিন
সিদ্ধান্ত গ্রহণের সংখ্যা	৯৪
মোট বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত সংখ্যা	১১
বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্তের সংখ্যা	৩৫
প্রক্রিয়াধীন সিদ্ধান্তের সংখ্যা	৪৮
অবাস্তবায়িত সিদ্ধান্তের সংখ্যা	-
সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের পথে প্রতিবন্ধকতা	-

সূত্র: যোগাযোগ মন্ত্রণালয় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির প্রতিবেদন।

সারণি ৫.২২ এ দেখা যায়, যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি মাননীয় সংসদ নেতার অনুমতিক্রমে তাহার পক্ষে মাননীয় প্রধান হুইপ জনাব আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ-এর প্রস্তাবক্রমে ১২/০৫/১৯৯৮ তারিখে সংসদের ৮ম অধিবেশনে পুনরায় শেখ ফজলুল করিম সেলিম, ১২৫-গোপালগঞ্জ-২ কে সভাপতি করে যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ১০ জন সদস্য সমন্বয়ে পুণঃগঠিত হয়।[১৭৭] এবং ২৫/০১/২০০০ তারিখে পুনরায় পূনর্গঠিত হয়। যোগযোগ ও সংস্থাসমূহকে বিশদভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে কিভাবে আরোও গতিশীল করা যায় সে উদ্দেশ্যে কমিটি কর্তৃক ৯টি সাব-কমিটি গঠিত হয়।

১৭৭. অন্যান্য সদস্যরা হলেন- জনাব আনোয়ার হোসেন, জনাব এস.এম মোস্তফা রশিদী (সুজা), জনাব মোস্তাফিজুর রহমান, খান টিপু সুলতান, আলহাজ্ব মকবুল হোসেন, জনাব মোঃ মকবুল হোসেন, জনাব মোঃ নাজিম উদ্দিন আলম, এ্যাডভোকেট এম.রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু, জনাব মোঃ শহিদুল ইসলাম।

Dhaka University Institutional Repository

কমিটি ৩১/১২/১৯৯৭ তারিখ হতে ১২/০৭/২০০১ তারিখ পর্যন্ত ৩৫টি বৈঠকে মিলিত হয় এবং ৯৪টি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এসব গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে ১১টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়েছে এবং বাকী ৪৮টি সিদ্ধান্ত প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সাব-কমিটি গঠন:

১নং সাব-কমিটি গঠন: ১নং সাব-কমিটি ০৪/০৮/১৯৯৮ তারিখে গঠন করা হয় বাংলাদেশ রেলওয়ের জমি অবৈধ দখল সংক্রান্ত বিষয় তদন্ত করে মূল কমিটিতে রিপোর্ট প্রদান করার জন্য। আবার ২৫/০৯/২০০০ তারিখে ১নং সাব-কমিটি পুনর্গঠিত হয় উপরোক্ত কাজ সম্পাদনের জন্য।

২নং সাব-কমিটি গঠন: ২নং সাব-কমিটি গঠন করা হয় বাংলাদেশ রেলওয়ের ১০টি এমজি ডিজেল ইলেকট্রিক লোকমোটিভ আমদানী টেন্ডার সংক্রান্ত বিষয় অনিয়ম হয়েছে কিনা; নীতিমালা লংঘিত হয়েছে কিনা এবং রেলওয়ের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হয়েছে কিনা; সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় তদন্ত করবে এবং মূল কমিটিতে রিপোর্ট প্রদান করবে।

৩নং সাব-কমিটি গঠন: বিআরটিসি-এর কার্যক্রম পর্যালোচনা করে এ সংস্থাকে যাতে আরো গতিশীল ও লাভজনক করা যায় সে উদ্দেশ্যে একটি প্রতিবেদন মূল কমিটির কাছে পেশ করবে।

৪নং সাব-কমিটি গঠন: বঙ্গবন্ধু সেতু রক্ষণাবেক্ষণ ও টোল আদায়ের জন্য নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানের চুক্তির অন্তর্ভূক্ত ব্যাংক গ্যারান্টি, ইন্স্যুরেন্স, আরবিটেশন, টোল ফ্রড ইত্যাদি বিষয়সহ টোল আদায়ে অনিয়মের অভিযোগ তদন্ত করে একটি প্রতিবেদন মূল কমিটির কাছে পেশ করবে।

৫নং সাব-কমিটি গঠন: এডিশনাল চীফ ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার আজাদুর রহমানের বিরুদ্ধে অভিযোগসমূহের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যালোচনাপূর্বক একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন ও স্থায়ী কমিটির নিকট পেশ করা।

৬নং সাব-কমিটি গঠন: সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অধীন আর আর এমপি-৩ প্রকল্পের আওতায় ঢাকা-সিলেট সড়ক পুনর্বাসন ও ফিডার রোড টাইপ-এ উন্নয়ন কাজের পূনর্বাসন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজ করার ইচ্ছা পোষণকারী বেসরকারী সংস্থা ভিএডি কর্তৃক আনীত মূল্যায়ন কাজে অনিয়মের অভিযোগ পর্যালোচনা করে মূল কমিটির কাছে একটি প্রতিবেদন পেশ করবে।

Dhaka University Institutional Repository

৭নং সাব-কমিটি গঠন: মেঘনা ও মেঘনা-গোমতী সেতুর টোল আদায়ের ইজারাকাল অতিবাহিত হওয়ার পরও ইজারাদার টোল আদায় অব্যাহত থাকার বিষয়।

৮নং সাব-কমিটি গঠন: প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পরিচালকের নিকট থেকে ১৩/১১/২০০০ তারিখে সড়ক ও রেলপথ বিভাগের সচিবের বরাবরে প্রেরিত পত্রের বিষয়বস্তুর আলোকে অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী জনাব ফজলুল হকের বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ তদন্ত করে মূল কমিটির নিকট একটি প্রতিবেদন পেশ করবে।

৯নং সাব-কমিটি গঠন: যমুনা একসেস রোড প্রকল্পের অনিয়মের বিষয়ে প্রাপ্ত অভিযোগ তদন্ত করে মূল কমিটির নিকট একটি তদন্ত প্রতিবেদন পেশ করবে।

ক. সিদ্ধান্ত গ্রহণ:

যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নরূপ:

১ম বৈঠকে:

১. বাংলাদেশ রেলওয়ে এবং বিআরটিসির মোট সম্পদের পরিমাণ ও লোকসানের যাবতীয় তথ্য কমিটিতে উপস্থাপন করা হবে।

২য় বৈঠকে:

২. লেমিনেটেড লাইসেন্সের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ছাড়ের নিমিত্তে অর্থ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হবে।

৩. জাতীয় পরিবহণ নীতি প্রণয়ণকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৪. বিআরটিএ'কে একটি কার্যকর সংস্থা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে একে সঠিক ক্ষমতা প্রদান করতে হবে।

৩য় বৈঠকে:

৫. প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনজন অধ্যাপক নিয়ে তদন্ত কমিটি গঠন করে ঢাকা-সিলেট আর,আর,এম,পি-থ্রী, ফিডার রোড ইটার কনসার্ট এবং এস,এম,ইকে এর অভিযোগ তদন্ত

Dhaka University Institutional Repository

করে কমিটি মন্তব্য করবে। এ বিষয়ে যোগাযোগ মন্ত্রণালয় ত্বরিৎ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং কমিটি এক সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট পেশ করবে।

৬. জিওবি এর টাকায় যে সকল সড়ক হবে সেগুলো কমিটির বৈঠকে সুপারিশ অনুযায়ী হবে।

৪র্থ বৈঠকে:

৭. পরবর্তী বৈঠকের পূর্বেই রেলওয়ের বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিত কার্যপত্র কমিটির নিকট সরবরাহের ব্যবস্থা নিতে হবে।

৮. রেলওয়ের যে সকল জমি বেদখল হয়ে আছে তার বিস্তারিত বিবরণসহ কিভাবে তা পুনরুদ্ধার করা যায় সে ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবসহ কার্যপত্র পেশ করতে হবে।

৯. খুলনায় রেলওয়ের জমির উপর যে সকল মার্কেট উচ্ছেদ চলছে সে বিষয়টি আপাততঃ স্থগিত রাখতে হবে।

৫ম বৈঠকে:

১০. রেলওয়ে সম্পত্তির অবৈধ দখল তদন্তের জন্য নিম্নলিখিত মাননীয় সদস্যদেরকে নিয়ে একটি উপ-কমিটি গঠন করা হয়:

উপ-কমিটি:

১। এস.এম মোস্তফা রশিদী (সুজা), আহ্বায়ক

২। আলহাজ্ব মকবুল হোসেন, সদস্য

৩। এ্যাডভোকেট এম. রুহুল কুদ্দুস তালুকদার (দুলু), সদস্য

১১. ১০টি এম.জি ডিজেল ইলেকট্রিক লোকমেটিভ সংগ্রহ টেন্ডার সংক্রান্ত বিষয়ে তদন্তের জন্য নিম্নলিখিত মাননীয় সদস্যদেরকে নিয়ে একটি সংসদীয় উপ-কমিটি গঠন করা হয়।

১। জনাব মোস্তাফিজুর রহমান, আহ্বায়ক

২। জনাব মকবুল হোসেন, সদস্য

৩। জনাব নাজিম উদ্দিন আলম, সদস্য

৬ষ্ঠ বৈঠকে:

১২. বন্যার পানি সরে গেলে ক্ষয়ক্ষতির সঠিক প্রতিবেদন তৈরী করতে হবে।

১৩. কাপালিয়া ব্রীজটির নির্মাণের কাজ শুরু করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

১৪. উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ে অগ্রাধিকার ক্রমিক নম্বর ৭ থেকে আরও উপরে নির্ধারণের জন্য কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করতে হবে।

১৫. আগামী সভায় বিআরটিসিকে আলোচ্যসূচী ভূক্ত করতে হবে।

৭ম বৈঠকে:

১৬. The Jamuna Multipurpose Authority (Amendment) Bill, 1998 আলোচনার জন্য আগামী ৬ অক্টোবর, ১৯৯৮ তারিখে আরও একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।

১৭. ৪ঠা আগস্ট, ৯৮ তারিখে গঠিত উপ-কমিটির সাচিবিক দায়িত্ব সংসদ সচিবালয় পালন করবে।

১৮. ৪ঠা আগস্ট, ৯৮ তারিখে গঠিত উপ-কমিটির প্রতিবেদন প্রদানের মেয়াদ আরও দুই মাস বৃদ্ধি করা হল।

৮ম বৈঠকে:

১৯. The Jamuna Multipurpose Authority (Amendment) Bill, 1998 ১৪ অক্টোবর, ৯৮ তারিখে অনুষ্ঠিত বৈঠকে বিল সম্পর্কে চূড়ান্ত মতামত প্রদান করা হবে।

৯ম বৈঠকে:

২০. The Jamuna Multipurpose Authority (Amendment) Bill, 1998 Composition of the Authority তে মাননীয় সংসদ সদস্যগণের মধ্য থেকে দুইজন মাননীয় সদস্যকে উপদেষ্টা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

২১. বিআরটিসি'র কার্যক্রম পর্যালোচনার জন্য দু'জন মাননীয় সদস্যকে নিয়ে উপ-কমিটি গঠন করা হয়।

(১) খান টিপু সুলতান, আহ্বায়ক;

(২) আলহাজ্ব মকবুল হোসেন, সদস্য;

(৩) জনাব মোঃ শহিদুল ইসলাম।

১০ম বৈঠকে:

২২. কমিটির মাননীয় সদস্যগণের প্রস্তাবিত প্রকল্পগুলোর অগ্রগতি নিয়ে পরবর্তী সভায় আলোচনা করা হবে।

Dhaka University Institutional Repository

২৩. পরবর্তী বৈঠকে বঙ্গবন্ধু সেতুর ঠিকাদারকে ৫৯১.৩৫ কোটি টাকা অতিরিক্ত বিল দাবী এবং টোল আদায়ে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানের অনিয়ম সংক্রান্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে।

১১তম বৈঠকে:

২৪. মাননীয় সভাপতি বলেন, সময়ের অভাবে আজকের বৈঠকের কাজ অসমাপ্ত থাকলো। আগামী বৈঠকে বঙ্গবন্ধু সেতুর আর্থিক অনিয়ম সম্পর্কে আরও আলোচনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১২তম বৈঠকে:

২৫. রেলওয়ে সংক্রান্ত ১নং উপ-কমিটির মেয়াদ ৩ মাস বৃদ্ধি করা হয় এবং ২নং উপ-কমিটির মেয়াদ ২ মাস বৃদ্ধি করা হয়। ৩নং উপ-কমিটির মেয়াদ (বি,আর,টি,সি) ৩ মাস বৃদ্ধি করা হয়।

২৬. বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নেগোসিয়েশন করে বিষয়টি সুরাহা করার প্রক্রিয়া চলতে থাকবে। অতিরিক্ত দাবীর বিষয়ে চূড়ান্ত নিস্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত ৩টি বিদেশী নির্মাণ ঠিকাদার (হুন্দাই) ইঞ্জিঃ, হ্যামভোয়, সামওয়ান) প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশ সরকারের কোন ঠিকাদারী কাজে সম্পৃক্ত না করার বিষয়ে কমিটি সুপারিশ প্রদান করে।

১৩তম বৈঠকে:

২৭. যমুনা বঙ্গবন্ধু সেতু রক্ষণাবেক্ষণ ও টোল আদায়ের জন্য নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানের চুক্তি বাস্তবায়ন নাকরণ এবং টোল আদায়ে অনিয়ম বিষয়টির উপর আগামী বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা হবে। এর পূর্বে যমুনা সেতুর রক্ষণাবেক্ষণ ও টোল আদায় সংক্রান্ত যাবতীয় চুক্তি ও নেগোসিয়েশনের কাগজপত্র সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কমিটির মাননীয় সদস্যদের নিকট সরবরাহ করতে হবে।

২৮. কমিটির আগামী বৈঠকে যমুনা সেতু বিভাগের প্রাক্তন সচিব আব্দুল মুয়ীদ চৌধুরীকে উপস্থিত থাকতে হবে।

১৪তম বৈঠকে:

২৯. যমুনা বঙ্গবন্ধু সেতু রক্ষণাবেক্ষণ ও টোল আদায়ের জন্য নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানের চুক্তি বাস্তবায়ন প্রসঙ্গ এবং টোল আদায়ে অনিয়ম বিষয়টির উপর আগামী বৈঠকে বিস্তারিত

Dhaka University Institutional Repository

আলোচনা হবে। এর পূর্বে যমুনা সেতুর রক্ষণাবেক্ষণ ও টোল আদায় সংক্রান্ত যাবতীয় চুক্তি ও নেগোসিয়েশনের কাগজপত্র সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কমিটির মাননীয় সদস্যদের নিকট সরবরাহ করার পূর্ব সিদ্ধান্ত বহাল থাকবে।

১৫তম বৈঠকে:

৩০. যমুনা বঙ্গবন্ধু সেতু রক্ষণাবেক্ষণ ও টোল আদায়ের জন্য নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানের চুক্তি বাস্তবায়ন প্রসঙ্গ আগামী বৈঠকে আলোচনা করা হবে।

৩১. ৩নং উপ-কমিটির মেয়াদ (বি,আর,টি,সি সংক্রান্ত) আরও এক মাস অর্থাৎ আগামী ৩০/০৯/৯৯ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

৩২. বি,আর,টি,এ প্রসঙ্গে যে কোন পরিস্থিতিতে রাস্তা খোলা রাখা এবং নির্বিঘ্নে যানবাহন চলাচল নিশ্চিত করতে সামগ্রিক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার, বাস মালিক সমিতি ও পরিবহন ইউনিয়নের প্রতিনিধি এবং জেলা পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে পরবর্তীতে একটি যৌথ সভা আহ্বায়ন করা হবে।

১৬তম বৈঠকে:

৩৩. যমুনা বঙ্গবন্ধু সেতু রক্ষণাবেক্ষণ ও টোল আদায়ের জন্য নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানের চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত ব্যাংক গ্যারান্টি ইন্স্যুরেন্স ও আরবিট্রেশন, টোলফ্রড ইত্যাদি বিষয়সহ টোল আদায়ে অনিয়মের অভিযোগ তদন্ত করে আগামী ১ মাসের মধ্যে রিপোর্ট প্রদানের জন্য একটি উপ-কমিটি (৪র্থ উপ-কমিটি) গঠন করা হয়।

(১) আলহাজ্ব মকবুল হোসেন, আহ্বায়ক;
(২) জনাব মোঃ মকবুল হোসেন, সদস্য;
(৩) জনাব মোঃ শহিদুল ইসলাম, সদস্য।

১৭তম বৈঠকে:

৩৪. বিআরটিসি সম্পর্কে গঠিত উপ-কমিটির মাননীয় সদস্যদের কলকাতা ও বোম্বে সফরের সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়নের জন্য সংসদ সচিবালয় থেকে মন্ত্রণালয়ে চিঠি লিখতে হবে। প্রস্তাবিত সফরের পর উপ-কমিটি কর্তৃক একটি সাপ্লিমেন্টারী রিপোর্ট মূল কমিটিতে বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করবে।

Dhaka University Institutional Repository

৩৫. ৪নং উপ-কমিটির চাহিদা মোতাবেক প্রয়োজনীয় যাবতীয় কাগজ-পত্র কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জরুরী ভিত্তিতে সরবরাহ করতে হবে এবং ৪নং উপ-কমিটির মেয়াদ আরো ২ মাস বৃদ্ধি করা হয়।

৩৬. ৪নং উপ-কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী বঙ্গবন্ধু সেতুর তিন শিপটে আদায়কৃত টোলের বিবরণ প্রতিটি শিপটের দায়িত্ব পালনের আধা ঘন্টার মধ্যে ফ্যাক্স এর মাধ্যমে সচিবের দপ্তরে প্রেরণ করতে হবে। আগামী এ মাসের টোল আদায়ের বিবরণ কমিটির পরবর্তী বৈঠকে উপস্থাপন করতে হবে।

৩৭. বাংলাদেশ রেলওয়ের সম্পত্তি কোথায়, কিভাবে অবৈধ দখলদারের দখলে আছে এবং উক্ত সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে তার বিস্তারিত তথ্য সম্বলিত একটি জেলাওয়ারী প্রতিবেদন করতে হবে।

৩৮. পদ্মা সেতুর সম্ভাব্যতা যাচাই এবং ডিজাইন তৈরির কাজ বিনা টেন্ডারে কিভাবে একটি কোম্পানীকে দেয়া হয়েছে তা আগামী বৈঠকে জানাতে হবে।

৩৯. যে সকল বিষয়ের উপর মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি তদন্ত করার জন্য নির্দেশ দিয়েছে সেগুলোর তদন্ত কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত অনুমিত হিসাব-কমিটি কর্তৃক যাতে তদন্ত করা না হয় সে জন্য মাননীয় সভাপতির স্বাক্ষরে মাননীয় স্পীকারকে একটি চিঠি দিতে হবে।

৪০. ১৯৯৬ থেকে ১৯৯৯ সালের মধ্যে সড়ক ও জনপথ বিভাগের কি পরিমাণ জমি কার নামে লীজ দেয়া হয়েছে এবং কি পরিমাণ জমি অবৈধ দখলে আছে তার একটি তালিকা আগামী বৈঠকে উপস্থাপন করতে হবে।

৪১. উপ-কমিটি-১ এবং উপ-কমিটি-২ কর্তৃক তাদের রিপোর্ট আগামী এক মাসের মধ্যে প্রদান করতে হবে।

৪২. এডিশনাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার আজাদুর রহমানের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তপূর্বক আগামী এক মাসের মধ্যে একটি রিপোর্ট মূল কমিটিতে পেশ করার জন্য খান টিপু সুলতানকে আহ্বায়ক এবং জনাব এস,এম, মোস্তফা রশিদী (সুজা) ও জনাব মোঃ নাজিম উদ্দিন আলমকে সদস্য করে একটি উপ-কমিটি গঠন করা হয়।

১৮তম বৈঠকে:

৪৩. গৃহীত ২নং সাব-কমিটির রিপোর্ট পরবর্তীতে কমিটিতে পর্যালোচনা করা হবে;
বিআরটিসি-এর বিষয়ে গঠিত ৩নং সাব-কমিটির কলকাতা-বোম্বে সফর শেষে সাপ্লিমেন্টারী রিপোর্টসহ পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট প্রাপ্তির পর পর্যালোচনা করা হবে।

৪৪. ৫নং সাব-কমিটির মেয়াদ ৩১ জানুয়ারী ২০০০ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৪৫. পরবর্তী মালিক সমিতি ও শ্রমিক সংগঠনের ২জন করে প্রতিনিধিকে আমন্ত্রণ জানানো হবে।

৪৬. ধলেশ্বরী-২ সেতুর ব্যাপারে বিস্তারিত প্রতিবেদন পরবর্তী বৈঠকে উপস্থাপন করতে হবে।

১৯তম বৈঠকে:

৪৭. ৫নং সাব-কমিটির মেয়াদ ৩১ মার্চ ২০০০ পর্যন্ত এবং ১নং ও ৪নং সাব-কমিটির মেয়াদ ৩০ জুন ২০০০ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হবে।

৪৮. সড়ক ও পরিবহন মালিক সমিতি ও সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের নের্তৃবৃন্দের সাথে আলাপ আলোচনার প্রেক্ষিতে যে সকল সুপারিশ/প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে অনুষ্ঠিত বৈঠকে যে সকল প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছে সে বিষয়ে যোগাযোগ মন্ত্রণালয় অতি অল্প সময়ের মধ্যে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠক করে বৈঠকের কার্যবিবরণী স্থায়ী কমিটিতে উত্থাপন করবে।

২০তম বৈঠকে:

৪৯. আগামী ৩রা এপ্রিল আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠক হবে। মন্ত্রণালয়ের সচিব আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠকের পর বিষয়গুলো কমিটির বৈঠকে উপস্থাপন করবেন।

৫০. আর,আর,এম,পি-৩ প্রকল্প প্রসঙ্গে প্রাপ্ত অভিযোগের বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য নিম্নরূপ সদস্য সমন্বয়ে ৬নং সাব-কমিটি গঠন করা হয়:

(১) জনাব এস,এম মোস্তফা রশিদী (সুজা), আহ্বায়ক

(২) খান টিপু সুলতান, সদস্য

(৩) জনাব মোঃ নাজিম উদ্দিন আলম, সদস্য।

উক্ত সাব-কমিটি আগামী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে অভিযোগ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে একটি রিপোর্ট কমিটিতে উপস্থাপন করবে। সাব-কমিটির রিপোর্ট আসা পর্যন্ত আর,আর,এম,পি-৩ এর রুটিন ওয়ার্ক চালু থাকবে।

২১তম বৈঠকে:

৫১. সংশোধিত আকারে সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়–

(১) ৬নং সাব-কমিটিকে আরো ১৫ দিন সময় বর্ধিত করা হয়।

(২) যোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী মহোদয়কে স্থায়ী কমিটির পরবর্তী বৈঠকসমূহে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে।

Dhaka University Institutional Repository

(৩) বঙ্গবন্ধু সেতুতে যানবাহন পারাপারের সঠিক হিসাব সংরক্ষণের জন্য অবিলম্বে অন-লাইন কম্পিউটার ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

(৪) মেঘনা ও মেঘনা-গোমতী ব্রীজসহ সড়ক ও জনপথ বিভাগের সকল ব্রীজ ও ফেরীঘাটের ইজারা সংক্রান্ত অনিয়ম এবং মেয়াদ উত্তীর্ণ ইজারার বিষয়ে তথ্য উদ্ঘাটন পূর্বক রিপোর্ট প্রদানের জন্য মাননীয় সদস্য, খান টিপু সুলতানকে আহ্বায়ক ও অন্য ৪জন সদস্য সমন্বয়ে ৭নং সাব-কমিটি গঠন করা হয়।

২২তম বৈঠকে:

৫২. মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব মোঃ জুলফিকার আলী ভুট্টোর অকাল মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হয় এবং তার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে তার শোক সন্তপ্ত পরিবার বর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করে স্থায়ী কমিটির তরফ থেকে একটি শোকবার্তা প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৫৩. ৬নং সাব-কমিটির রিপোর্ট, ৫নং সাব-কমিটির রিপোর্ট ও ২নং সাব-কমিটির রিপোর্ট আগামী বৈঠকে আলোচিত হবে।

২৩তম বৈঠকে:

৫৪. ৫নং সাব-কমিটির রিপোর্টের উপর আলোচনা পরবর্তী বৈঠকে আলোচনার জন্য মূলতবী থাকবে।

৫৫. ১, ৪ ও ৭ নং সাব-কমিটির মেয়াদ আরো এক মাস করে বৃদ্ধি করা হয়।

২৪তম বৈঠকে:

৫৬. ৫নং সাব-কমিটির রিপোর্ট সংখ্যাগরিষ্ট সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে রিপোর্টটি গৃহীত হল না মর্মে বিষয়টি এখানেই নিষ্পত্তি হয়।

৫৭. ৬নং সাব-কমিটির আহ্বায়কের পদ থেকে মাননীয় সদস্য এস,এম, মোস্তফা রশিদী (সুজা) এর পদত্যাগ গৃহীত হয়।

৫৮. ৪নং সাব-কমিটির মেয়াদ আরও ৩ মাস বৃদ্ধি করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

২৫তম বৈঠকে:

৫৯. ২নং সাব-কমিটি কর্তৃক পেশকৃত রিপোর্টটি কমিটির পরবর্তী বৈঠকে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে।

৬০. দ্বিতীয় ধলেশ্বরী সেতু নির্মাণে অনিয়ম সম্পর্কে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিবেদন সড়ক ও রেলপথ বিভাগ কমিটির পরবর্তী বৈঠকে পেশ করবে।

৬১. যে সকল সাব-কমিটির আহ্বায়কগণ পদত্যাগ করেছেন, সে সকল সাব-কমিটির আহ্বায়কের পদত্যাগ ও নতুন আহ্বায়ক নির্বাচনের বিষয়ে কমিটির পরবর্তী বৈঠকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

২৬তম বৈঠকে:

৬২. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হত্যার উদ্দেশ্যে যে জঘন্য ষড়যন্ত্র/প্রচেষ্টা করা হয় তার নিন্দা জানিয়ে এবং দোষী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের সুপারিশসহ একটি নিন্দা প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করা হয়।

২৭তম বৈঠকে:

৬৩. রাইটস ইন্ডিয়ান ২য় প্রস্তাব মোতাবেক ১০টি লোকোমেটিভ সংগ্রহের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারের ২২ কোটি টাকা আত্মসাতের সঙ্গে জড়িত দুর্নীতিগ্রস্থ ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে বিষয়টি স্পেশাল অডিট করার জন্য সিএজির দপ্তরে প্রেরণ করতে হবে।

৬৪. দ্বিতীয় ধলেশ্বরী সেতু নির্মাণে অনিয়ম সম্পর্কিত বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর দোষী কর্মকর্তার বিরুদ্ধে যোগাযোগ মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৬৫. মাননীয় সদস্য খান টিপু সুলতানকে ৭ নং সাব-কমিটির আহ্বায়ক পদে পুনর্বহাল করা হয়। মাননীয় সদস্য আলহাজ্ব মকবুল হোসেনকে মাননীয় সদস্য জনাব মোস্তফা রশিদী (সুজা) এর স্থলে আহ্বায়ক এবং মাননীয় সদস্য জনাব মোস্তাফিজুর রহমান ও এ্যাডভোকেট এম. রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলুকে সদস্য করে ১নং সাব-কমিটি পুনর্গঠিত করা হয়।

৬৬. ভারতীয় ট্রান্সপোর্ট টেকনোলজি পরিদর্শনের লক্ষ্যে যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি কর্তৃক গঠিত ৩নং সাব-কমিটির মাননীয় সদস্যদের মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রীর নের্তৃত্বে ভারত সফরের বিষয়ে যোগাযোগ মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

Dhaka University Institutional Repository

২৮তম বৈঠকে:

৬৭. সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা-ঘাট, সেতু-কালর্ভাট, রেলওয়ে স্বল্প সময়ের মধ্যে নির্মাণ/ পুণঃ নির্মাণ করার জন্য যোগাযোগ মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৬৮. কালীগঞ্জ থেকে জীবন-নগরগামী হাইওয়ের বেইলী ব্রীজটি দ্রুত নির্মাণ কররা জন্য যোগাযোগ মন্ত্রণালয় অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৬৯. বিআরটিএ প্রসঙ্গে স্থায়ী কমিটির ১৯তম বৈঠকের সিদ্ধান্তের আলোকে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার কার্যবিবরণীতে আরেকটি আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠক করে মালিকদের দাবী-দাওয়া বিষয়ক সুপারিশ অন্তর্ভুক্ত করে পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

৭০. দ্বিতীয় ধলেশ্বরী সেতু নির্মাণ অনিয়ম প্রসঙ্গে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের পরিচালকের ১৩/১১/২০০০ তারিখের চিঠি এবং পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের ভিত্তিতে তদন্ত করার জন্য তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি সাব-কমিটি নিম্নরূপ:

১। আলহাজ্ব মকবুল হোসেন

২। খান টিপু সুলতান

৩। জনাব মোঃ শহীদুল ইসলাম

এ সাব-কমিটি ধলেশ্বরী সেতু নির্মাণের সাথে সম্পৃক্ত অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী জনাব ফজলুল হকের বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ তদন্ত করে দেখবে। তবে স্থায়ী কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে যে তদন্ত কার্যক্রম গ্রহণ করছে তা অব্যাহত থাকবে।

২৯তম বৈঠকে:

৭১. গত বৈঠকের ৩নং সিদ্ধান্তের সাথে মাননীয় সদস্য খান টিপু সুলতান কর্তৃক প্রস্তাবিত যশোর জেলার ৭টি বেইলী ব্রীজ দ্রুত মেরামত করার জন্য যোগাযোগ মন্ত্রণালয় অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৭২. বিআরটিএ প্রসঙ্গে স্থায়ী কমিটির ১৯তম বৈঠকের সিদ্ধান্তের আলোকে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার কার্যবিবরণীতে আরেকটি আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠক করে মালিকদের দাবী-দাওয়া বিষয়ক সুপারিশ এবং সরকারের সাথে বিভিন্ন সময়ে সম্পাদিত চুক্তির বাস্তবায়ন সম্পর্কিত প্রতিবেদন অন্তর্ভুক্ত করে তা আগামী বৈঠকে পেশ করতে হবে।

৭৩. দ্বিতীয় ধলেশ্বরী সেতু নির্মাণের অনিয়ম, তার সাথে সম্পৃক্ত অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী জনাব ফজলুল হক এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ এবং পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের বিষয়ে ৮নং সাব-কমিটি ও যোগাযোগ মন্ত্রণালয় তদন্ত করে তাদের নিজ নিজ প্রতিবেদন আগামী

Dhaka University Institutional Repository

বৈঠকে পেশ করবে। উভয় প্রতিবেদনের ভিত্তিতে পরবর্তীতে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

৩০তম বৈঠকে:

৭৪. ৮নং সাব-কমিটির মেয়াদ আরও ১ মাস বর্ধিত করা হয়। সাব-কমিটির রিপোর্ট প্রাপ্তির পর মন্ত্রণালয়ের রিপোর্টটিসহ বিষয়টি সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

৭৫. যমুনা একসেস রোড প্রকল্পের অনিয়মের বিষয়ে প্রাপ্ত অভিযোগ তদন্ত করে এক মাসের মধ্যে রিপোর্ট প্রদানের জন্য মাননীয় সদস্য জনাব মোস্তাফিজুর রহমানকে আহ্বায়ক এবং খান টিপু সুলতান, জনাব মোঃ মকবুল হোসেন, জনাব মোঃ নাজিম উদ্দিন আলম ও এ্যাডভোকেট এম রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলুকে সদস্য করে ৯ নম্বর সাব-কমিটি গঠন করা হয়।

৭৬. আগামী বৈঠকে তার অবৈধভাবে বাড়ী ও গাড়ী ব্যবহারের বিষয়ে সড়ক ও রেলপথ বিভাগ বিস্তারিত প্রতিবেদন পেশ করবে।

৭৭. আগামী বৈঠকে সড়ক ও রেলপথ বিভাগ বিস্তারিত প্রতিবেদন পেশ করবে।

৩১তম বৈঠকে:

৭৮. ঝিনাইদাহ জেলার কালিগঞ্জ রোডের গাছ কেটে ফেলা সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ের মতামতসহ আগামী বৈঠকে পেশ করতে হবে।

৭৯. ২য় ধলেশ্বরী সেতু নির্মাণে অনিয়মের বিষয়ে তদন্তের জন্য গঠিত ৮নং সাব-কমিটি ও যমুনা একসেস সংযোগ সড়ক প্রকল্পের অনিয়মের বিষয়ে তদন্তের জন্য গঠিত ৯নং সাব-কমিটির মেয়াদ আরও ১মাস বর্ধিত করা হয়।

৮০. যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি কর্তৃক (রেলওয়ের ১০টি লোকমোটিভ ইঞ্জিন ক্রয়ের অনিয়মের বিষয়ে) গঠিত ২নং সাব-কমিটির রিপোর্ট এর উপর বিস্তারিত আলোচনা করে দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে পরবর্তী বৈঠকে আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে।

৮১. সম্প্রতি দেশের অভ্যন্তরে রেল লাইনের স্লিপার উঠানোর ফলে যে সকল অন্তর্ঘাতমূলক ঘটনা ঘটেছে তার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে নিন্দা জ্ঞাপনসহ আইনানুগ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ, প্রদান করতে হবে, মৃত ব্যক্তিবর্গের জন্য শোক প্রস্তাব গ্রহণ এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৩২তম বৈঠকে:

৮২. ঝিনাইদহ জেলার কালিগঞ্জ রোডের চারশত বছরের পুরাতন গাছ কেটে ফেলা প্রসঙ্গে সড়ক ও রেলপথ বিভাগ কর্তৃক প্রতিবেদন পেশের সময়সীমা আগামী সভা পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়।

৮৩. ৯নং সাব-কমিটির সুপারিশ সর্বসম্মতভাবে কমিটিতে গৃহীত হয় এবং সুপারিশের ভিত্তিতে অভিযোগ নিস্পত্তি করা হয়।

৮৪. যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি কর্তৃক (রেলওয়ের ১০টি লোকমোটিভ ক্রয়ে অনিয়মের প্রেক্ষিতে) গঠিত ২নং সাব-কমিটির রিপোর্টের উপর আলোচনা স্থগিত রাখা হয়।

৮৫. ৮নং সাব-কমিটির রিপোর্ট কমিটিতে গৃহীত হয় এবং উহার সুপারিশের আলোকে বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৮৬. বঙ্গবন্ধু সেতু রক্ষণাবেক্ষণ ও টোল আদায়ে অনিয়মের অভিযোগ সংক্রান্ত ৪নং সাব-কমিটির রিপোর্ট গৃহীত হয় এবং উক্ত সাব-কমিটির সুপারিশসমূহ মন্ত্রণালয়কে অতিশীঘ্র বাস্তবায়ন করার জন্য কমিটির পক্ষ থেকে সুপারিশ করা হয়।

৮৭. আগামী বৈঠকে যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি কর্তৃক (মেঘনা ও গোমতি সেতু সম্পর্কিত) গঠিত ৭নং সাব-কমিটির রিপোর্ট কমিটিতে উপস্থাপন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৩৩তম বৈঠকে:

৮৮. ঢাকা যানবাহন সমন্বয় বোর্ড বিল, ২০০১ স্থায়ী কমিটি কর্তৃক সংশোধিত আকারে বিলটি পাস করার সুপারিশ করা হয়।

৩৪তম বৈঠকে:

৮৯. ঝিনাইদহ জেলার কালিগঞ্জ রোডের চারশত বছরের পুরাতন গাছ কেটে ফেলা প্রসঙ্গে যে প্রতিবেদন পেশ করা হয়, তাতে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় বিষয়টি এখানেই নিস্পত্তি করা হয়।

৯০. সাব-কমিটির রিপোর্ট পেশ করার জন্য ২৫শে মে পর্যন্ত সময় বর্ধিত করা হল।

৯১. যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির শুরু থেকে আজ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত বৈঠকের কার্যবিবরণীগুলো একত্রিত করে আগামী সংসদ অধিবেশনে তা পেশ করার নিমিত্তে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং কমিটির পরবর্তী বৈঠকে এর অগ্রগতি সম্পর্কে কমিটিকে অবহিত করবে।

Dhaka University Institutional Repository

৩৫তম বৈঠকে:

৯২. সরকারী মামলার তদবীরের দায়িত্ব যার উপর থাকে, তাকে আরও তৎপর হতে হবে এবং যদি প্রয়োজন হয়, তাহলে সরকারী উকিলের অতিরিক্ত প্রয়োজনীয় প্রাইভেট উকিল সরকারের অনুমতি নিয়ে নিয়োগ দিতে হবে।

৯৩. সাব-কমিটির রিপোর্ট পেশ করার জন্য আগামী ১০ জুন পর্যন্ত সময় বর্ধিত করা হলো।

৯৪. সংসদ সচিবালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ খসড়া রিপোর্টটি প্রস্তুত করে কমিটির পরবর্তী বৈঠকে পেশ করবে।

যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির (যমুনা সেতু বিভাগ সম্পর্কিত) গৃহীত সিদ্ধান্ত:

১২তম বৈঠকে:

১. বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নেগোসিয়েশন করে বিষয়টি সুরাহ করার প্রক্রিয়া চলতে থাকবে।

২. অতিরিক্ত দাবীর বিষয়ে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত ৩টি বিদেশী নির্মাণ ঠিকাদার (হুন্দাই, হ্যামভোয়া ও সামওয়ান) প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশ সরকারের কোন ঠিকাদারী কাজে সম্পৃক্ত না করার বিষয়ে কমিটি সুপারিশ প্রদান করে।

১৩তম বৈঠকে:

৩. বিষয়টির উপর আগামী বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা হবে। এর পূর্বে যমুনা সেতুর রক্ষণাবেক্ষণ ও টোল আদায় সংক্রান্ত যাবতীয় চুক্তি ও নেগোসিয়েশনের কাগজপত্র সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কমিটির মাননীয় সদস্যদের নিকট সরবরাহ করতে হবে।

১৪তম বৈঠকে:

৪. বিষয়টির উপর আগামী বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা হবে। এর পূর্বে যমুনা সেতুর রক্ষণাবেক্ষণ ও টোল আদায় সংক্রান্ত যাবতীয় চুক্তি ও নেগোসিয়েশনের কাগজপত্র সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কমিটির মাননীয় সদস্যদের নিকট সরবরাহ করার পূর্ব সিদ্ধান্ত বহাল থাকবে।

Dhaka University Institutional Repository

১৬তম বৈঠকে:

৫. যমুনা বঙ্গবন্ধু সেতু রক্ষণাবেক্ষণ ও টোল আদায়ের জন্য নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানের চুক্তিতে অন্তর্গত ব্যাংক গ্যারান্টি ইন্সুরেন্স ও আর্বিটেশন টোলফ্রড ইত্যাদি বিষয়সহ টোল আদায়ে অনিয়মের অভিযোগ তদন্ত করে আগামী এক মাসের মধ্যে রিপোর্ট প্রদানের জন্য একটি উপ-কমিটি (৪র্থ উপ-কমিটি) গঠন করা হয়:

১। আলহাজ্ব মকবুল হোসেন, আহ্বায়ক

২। জনাব মোঃ মকবুল হোসেন, সদস্য

৩। জনাব মোঃ শহিদুল ইসলাম, সদস্য।

১৭তম বৈঠকে:

৬. ৪নং উপ-কমিটির চাহিদা মোতাবেক প্রয়োজনীয় যাবতীয় কাগজপত্র কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জরুরী ভিত্তিতে সরবরাহ করতে হবে এবং ৪নং উপ-কমিটির মেয়াদ আরো ২ মাসের জন্য বৃদ্ধি করা হয়।

৭. ৪নং উপ-কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী বঙ্গবন্ধু সেতুর তিন শিফটে আদায়কৃত টোলের বিবরণ প্রতিটি শিফটের দায়িত্ব পালনের আধ ঘন্টার মধ্যে ফ্যাক্সের মাধ্যমে সচিবের দপ্তরে প্রেরণ করতে হবে। আগামী এক মাসের টোল আদায়ের বিবরণ কমিটির পরবর্তী বৈঠকে উপস্থাপন করতে হবে।

৮. পদ্মা সেতু সম্ভাব্যতা যাচাই এবং ডিজাইন তৈরীর কাজ বিনা টেন্ডারে কিভাবে একটি কোম্পানীকে দেয়া হয়েছে তা আগামী বৈঠকে জানাতে হবে।

২১তম বৈঠকে:

৯. বঙ্গবন্ধু সেতুতে যানবাহন পারাপারের সঠিক হিসাব সংরক্ষণের জন্য অবিলম্বে অন-লাইন কম্পিউটার ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

খ. সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন:

বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে। যেমন:

১. বাংলাদেশ রেলওয়ের জমি অবৈধ দখল সংক্রান্ত বিষয় তদন্ত করে আবার ২৫/০৯/২০০০ তারিখে ১নং সাব-কমিটি পুণর্গঠিত হয় মূল কমিটিতে রিপোর্ট প্রদান করার জন্য।

Dhaka University Institutional Repository

২. বাংলাদেশ রেলওয়ে ১০টি এমজি ডিজেল ইলেকট্রিক লোকমোটিভ আমদানী টেন্ডার সংক্রান্ত বিষয় অনিয়ম হয়েছে কিনা; নীতিমালা লঙ্ঘিত হয়েছে কিনা এবং রেলওয়ের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হয়েছে কিনা সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় তদন্ত করার জন্য কমিটি পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং এই উদ্দেশ্যে একটি সাব-কমিটি গঠন করে।

৩. বিআরটিসি-এর কার্যক্রম পর্যালোচনা করে এ সংস্থাকে যাতে আরো গতিশীল ও লাভজনক করা যায় সে উদ্দেশ্যে সুপারিশ পেশের জন্য সাব-কমিটি গঠন করে।

৪. বঙ্গবন্ধু সেতু রক্ষণাবেক্ষণ ও টোল আদায়ের জন্য নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানের চুক্তির অন্তর্ভূক্ত ব্যাংক গ্যারান্টি, ইন্স্যুরেন্স, আরবিটেশন, টোল ফ্রড ইত্যাদি বিষয়সহ টোল আদায়ে অনিয়মের অভিযোগ তদন্ত করে মূল কমিটিতে একটি প্রতিবেদন পেশের জন্য সাব-কমিটি গঠন করে।

৫. এডিশনাল চীফ ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার আজাদুর রহমানের বিরুদ্ধে অভিযোগসমূহের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যালোচনাপূর্বক একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন ও স্থায়ী কমিটির নিকট পেশ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

৬. সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অধীন আর,আর,এম,পি-৩ প্রকল্পের আওতায় ঢাকা-সিলেট সড়ক পুণর্বাসন ও ফিডার রোড টাইপ-এ উন্নয়ন কাজের পূণর্বাসন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজ করার ইচ্ছা পোষণকারী বেসরকারী সংস্থা ভিএডি কর্তৃক আনীত মূল্যায়ন কাজে অনিয়মের অভিযোগ তদন্ত করা হয়। এবং সামগ্রিক অবস্থা পর্যালোচনা করে মূল কমিটির কাছে একটি প্রতিবেদন পেশ করার জন্য সাব-কমিটি কাজ করে।

৭. মেঘনা ও মেঘনা-গোমতী সেতুর টোল আদায়ের ইজারাকাল অতিবাহিত হওয়ার পরও ইজারাদার টোল আদায় অব্যাহত থাকার বিষয় তদন্ত করার জন্য একটি সাব-কমিটি গঠন করা হয়।

৮. প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পরিচালকের নিকট থেকে ১৩/১১/২০০০ তারিখে সড়ক ও রেলপথ বিভাগের সচিবের বরাবরে প্রেরিত পত্রের বিষয়বস্তুর আলোকে অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী জনাব ফজলুল হকের বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ তদন্ত করে মূল কমিটির নিকট তদন্ত রিপোর্ট পেশ করার জন্য একটি সাব-কমিটি গঠন করে।

৯. যমুনা একসেস রোড প্রকল্পের অনিয়মের বিষয়ে প্রাপ্ত অভিযোগ তদন্ত করে মূল কমিটির নিকট একটি তদন্ত রিপোর্ট পেশ করার জন্য একটি সাব-কমিটি গঠন করে।

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভাগ ও অধিদপ্তরসমূহের কাজের পরিধি ব্যাপক হওয়ায় ঐ সব বিভাগ, অধিদপ্তর ও সংস্থাসমূহকে পর্যবেক্ষণে রেখে বিশদভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আরো গতিশীল করার জন্য যাগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ৯টি সাব-কমিটি গঠন করে। কমিটির ৯৪টি সুপারিশের মধ্যে মাত্র ১১টি সুপারিশ বাস্তবায়িত হয়েছে, ৩৫টি বাস্তবায়নাধীন এবং ৪৮টি সুপারিশ প্রক্রিয়াধীন থেকে যায়। এর ফলে দুর্নীতি যেমন দেখা যাবে তেমনি দেশবাসী অনেক সুযোগ সুবিধা থেকেও বঞ্চিত হবে। কমিটি অভিযুক্ত প্রকৌশলীদের বিরুদ্ধে তদন্ত করে রিপোর্ট পেশের মাধ্যমে শাস্তি প্রদানের সুপারিশ করলেও সমাজে কোন দৃষ্টান্ত সৃষ্টি হয়নি।

সপ্তম পার্লামেন্টের বিভিন্ন কমিটিসমূহের কার্যকারিতা মূল্যায়নঃ

বর্তমান বিশ্বে আইন প্রণয়ন ও সরকারের দায়িত্বশীলতা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কমিটি ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। জাতীয় সংসদের যে সব স্থায়ী কমিটি নিজ নিজ ক্ষেত্রে মূলতঃ সরকারের জবাবদিহিতা[১৭৮] নিশ্চিত করে থাকে সেই সব কমিটিকে দুটো শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যেমন-

ক) অর্থ ও হিসাব বিষয়ক স্থায়ী কমিটি।

খ) মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি।

গবেষক অত্র অভিসন্দর্ভে ৪টি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি নিয়ে আলোচনা করায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিসমূহের কার্যকারিতা মূল্যায়নের চেষ্টা করা হল।

মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ক্ষেত্রে কার্যকর নের্তৃত্ব ও নিরপেক্ষতার অভাব দূর করার জন্য সপ্তম জাতীয় সংসদে কার্যপ্রণালী বিধি সংশোধনের মাধ্যমে মন্ত্রী নন এমন সংসদ সদস্য কমিটির সভাপতি করা হয়। পঞ্চম জাতীয় সংসদে মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি ছিলেন মন্ত্রী। মন্ত্রী সভাপতি থাকায় তিনি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত কোন অভিযোগ বা অনিয়মের কথা শুনতে বা গ্রহণ করতে অনীহা প্রকাশ করতেন। ১৯৯৭ সালে স্পীকার হুমায়ুন রশীদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে ৮মে, বৃহস্পতিবার সকালে সংসদ ভবনে অনুষ্ঠিত সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি সম্পর্কিত মন্ত্রীর পরিবর্তে কোন সংসদ সদস্যকে চেয়ারম্যান করার বিধি সম্বলিত নতুন বিধান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সভায় আওয়ামীলীগ সদস্য আ,খ,ম জাহাঙ্গীর হোসেনের প্রস্তাবক্রমে সংসদের কার্যক্রমে সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২৪৭ বিধির স্থলে নতুন বিধি সংযোজন করে কার্যপ্রণালী বিধি সংশোধনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এই প্রস্তাবে বলা হয় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সদস্য সংখ্যা ১০ জন থাকবে।

১৭৮. মিয়া, খোন্দকার আবদুল হক, *সংসদীয় রীতি পদ্ধতি*, অপ্রকাশিত গ্রন্থ,পৃ.৪১৫

Dhaka University Institutional Repository

সভাপতিসহ কমিটির সদস্যগণ সংসদ কর্তৃক নিযুক্ত হবেন, তবে কোন মন্ত্রী কমিটির সভাপতি হবেন না। সভাপতি নির্বাচিত হবার পর কেহ মন্ত্রী হলে মন্ত্রী নিযুক্ত হবার সাথে সাথে তিনি সভাপতির পদ হারাবেন। তবে সংসদ সদস্য হয়ে থাকলে মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী বা উপমন্ত্রী কমিটির সদস্য হবেন, সংসদ সদস্য না হলেও তারা কমিটির সদস্য হতে পারবেন, সভার কার্যক্রমে যোগ দিবেন কিন্তু ভোট দিতে পারবেন না। কোন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী বা উপমন্ত্রী না থাকলে ঐ মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটিতে সংসদ নেত্রী প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রী পরিষদের অন্য কোন সদস্যকে মনোনয়ন দিবেন। সংসদ সদস্য হলে কমিটিতে তার ভোটাধিকার থাকবে অন্যথায় নয়।[১৭৯] ১০ জুন ১৯৯৭ সালে কার্যপ্রণালী বিধি সংশোধন করা হয় এবং সংশোধিত বিধি কার্যকর হয় উক্ত দিবস হতে।[১৮০]

সরকারী জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে চাইলে জাতীয় সংসদের অর্থ ও হিসাব বিষয়ক কমিটিসমূহের যেমন- (১) সরকারি হিসাব-কমিটি, (২) সরকারি প্রতিষ্ঠান কমিটি, (৩) অনুমিত হিসাব-কমিটি মত মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি সভাপতি মনোনয়নের ক্ষেত্রে বৃটেন ও ভারতের মত বিরোধী রাজনৈতিক দলের জ্যেষ্ঠ সংসদ সদস্য মনোনীত করার অলিখিত আইনকে গ্রহণ করা যায়। সপ্তম জাতীয় সংসদে কৃষি ও সংস্কৃত মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি বিরোধী রাজনৈতিক দল থেকে মনোনয়ন করা হলেও জাতীয় সংসদের অর্থ ও হিসাব বিষয়ক কমিটির সভাপতি বিরোধী রাজনৈতিক দল থেকে মনোনয়ন করা হয়নি।

কমিটি ব্যবস্থা কার্যকর করতে হলে কমিটিসমূহের অনিয়মিত বৈঠক করার প্রবণতা দূর করতে হবে। কার্যপ্রণালী বিধির ২৪৮ বিধিতে উল্লেখ রয়েছে মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি মাসে অন্ততঃপক্ষে একটি বৈঠকে মিলিত হবে। সপ্তম জাতীয় সংসদে অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি প্রতি মাসে একটি বৈঠক করতে সক্ষম হলেও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ৬০টি বৈঠকের স্থলে মাত্র ২০টি বৈঠকে মিলিত হয়। শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ৬০টি বৈঠকের স্থলে মাত্র ২৫টি বৈঠকে মিলিত হয় এবং যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ৬০টি বৈঠকের স্থলে মাত্র ৩৫টি বৈঠকে মিলিত হয়। এই অনিয়মিত বৈঠক সংসদীয় কমিটির কার্যকারিতার পক্ষে একটি বড় বাধা।

১৭৯.দৈনিক সংবাদ,ঢাকা,৯মে,শুক্রবার, ১৯৯৭সাল।
১৮০.বাংলাদেশ গেজেট অতিরিক্ত সংখ্যা ১০ জুন,১৯৯৭।

Dhaka University Institutional Repository

বিলম্বে কমিটি গঠনও কমিটিসমূহের সিদ্ধান্ত কার্যকর হওয়ার ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করে। অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ও যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি জাতীয় সংসদ গঠিত হওয়ার ১ বছর ৪ মাস ১৮ দিন পরে গঠিত হয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ও শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি জাতীয় সংসদ গঠিত হওয়ার ১ বছর ১০ মাস ১৪ দিন পরে গঠিত হয়।

এইসব কমিটিতে কোন কোন সংসদ সদস্য নিয়মিত অনুপস্থিত থাকেন। আবার কোন কোন সদস্য বিরতি দিয়ে দিয়ে অনুপস্থিত থাকেন। সদস্যদের কমিটিতে অনুপস্থিতি কমিটিসমূহ কার্যকর না হওয়ার ক্ষেত্রে একটি বড় বাধা।

কমিটি ব্যবস্থা কার্যকর না হওয়ার অন্যতম কারণ হল কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়ন করতে না পারা। এই সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন করা না করা মন্ত্রণালয়ের উপর নির্ভর করে। সপ্তম জাতীয় সংসদে অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির গৃহীত ২১১টি সুপারিশের মধ্যে মন্ত্রণালয় বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়েছে মাত্র ৮৬টি সুপারিশ।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৮৫টি সুপারিশের মধ্যে মন্ত্রণালয় বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়েছে মাত্র ৫০টি সুপারিশ। শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৮৮টি সুপারিশের মধ্যে মন্ত্রণালয় বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়েছে মাত্র ৪০টি সুপারিশ। যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ৫১টি সুপারিশের মধ্যে মন্ত্রণালয় বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়েছে মাত্র ১৩টি সুপারিশ।

সপ্তম জাতীয় সংসদে আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ১২৫টি সিদ্ধান্ত প্রক্রিয়াধীন রয়ে গেছে। শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৪৮টি সিদ্ধান্ত প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৩৫টি সিদ্ধান্ত প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৪৮টি সিদ্ধান্ত প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

সপ্তম জাতীয় সংসদে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং সংস্থার সংশ্লিষ্টতা থাকায় সমন্বয়ের অভাবে শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৪৮টি সিদ্ধান্ত প্রক্রিয়াধীন আছে।

Dhaka University Institutional Repository

সরকারের জবাবদিহিতা সম্পর্কিত দায়িত্বকে মন্ত্রণালয়ের পর্যবেক্ষণমূলক দায়িত্ব হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। যেমন-

১) আইনের বলবৎকরণ পর্যালোচনা।

২) মন্ত্রণালয়ের কাজ পর্যালোচনা।

৩) মন্ত্রণালয়ের কার্যকলাপ বা অনিয়ম ও গুরুতর অভিযোগ তদন্ত করা।

৪) কমিটি কর্তৃক যথোপযুক্ত বলে বিবেচিত কমিটির আওতাভূক্ত অন্য কোন বিষয় পরীক্ষা প্রভৃতি অন্তর্ভূক্ত। এইসব দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে কমিটি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে থাকে। কিন্তু অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সুপারিশ বড় ধরনের ঋণ খেলাপী বা শেয়ার মার্কেট জালিয়াতি কেলেংকারীর সাথে জড়িত ব্যক্তিদের নিকট থেকে অর্থ আদায় বা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়ে গেছে।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রাণালী বিধি ২৪৮ বিধিতে মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিগুলোকে প্রদত্ত অধিকাংশ ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে সংসদের উপর ঐ কমিটিগুলোর নির্ভরশীলতার মাত্রা খুবই সামান্য হলেও সংসদে উত্থাপিত বিল শুধুমাত্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণ করা হয়। এছাড়া অন্য কোন বিষয় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণ করা হয় না। এক্ষেত্রে জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির কিছু কিছু দূর্বলতার কারণে সংসদের স্থায়ী কমিটিগুলো যথাযথ কার্যকারিতা প্রদর্শনে ব্যর্থ হয়।

উপসংহার: উল্লেখিত বিষয়সমূহের উপস্থিতির কারণে সংসদীয় কমিটির সদস্যগণ নির্বাহী বিভাগের কর্মকাণ্ড তদারকিতে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে পারে না। আবার জাতীয় সংসদে কমিটির রিপোর্ট আলোচনায় কোন সংসদীয় প্রথার অনুপস্থিতিজনিত কারণে কমিটি প্রয়োজনীয় কার্যকারিতা প্রদর্শন করতে পারে না। তবে অধিকাংশ সংসদ সদস্যের মত অনুযায়ী জাতীয় সংসদের সংসদীয় কমিটির সদস্যদের মধ্যে ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ে থাকে। সর্বপরি বলা যায়, জাতীয় সংসদের কমিটি ব্যবস্থাকে কার্যকর করতে হলে সরকারী ও বিরোধী রাজনৈতিক দলের সংসদ সদস্যদের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা থাকতে হবে এবং সংসদীয় গণতন্ত্রকে ফলপ্রসূ করার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ হতে হবে। জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির দূর্বলতা দূরীকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

বাংলাদেশে সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থা (২০০১-২০০৬)

ভূমিকাঃ

বৃটিশ-ভারত শাসন আমলের সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্রের চর্চা এদেশের মানুষের মনে সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতি দূর্ণিবার আকর্ষণ সৃষ্টি করে। কালের পরিক্রমায় বাংলাদেশের মানুষের এই গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ দেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়। সরকার ও বিরোধী দলের বিরোধিতাপূর্ণ রাজনীতি থেকে বের হয়ে সংসদীয় গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠানীকরণে সংসদকে পুরোপুরি কার্যকর করা এবং সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতি জনগণের আস্থা অর্জন অতিব গুরুত্বপূর্ণ। এর সাথে প্রয়োজন শক্তিশালী সংসদ সচিবালয় এবং তার কর্মদক্ষতা। গণ সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ বাংলাদেশ সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় তারই ধারাবাহিকতায় সপ্তম সংসদীয় সরকার পাঁচ বছর মেয়াদ পূর্তিতে ক্ষমতা ছেড়ে দিলে ২০০১ সালের ১৫ জুলাই বিচারপতি লতিফুর রহমানকে প্রধান উপদেষ্টারূপে শপথ গ্রহণ করান রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদ। তাঁর পরামর্শক্রমে অপর ১০ জন উপদেষ্টা নিযুক্ত করেন রাষ্ট্রপতি। দেশের বুদ্ধিজীবী, চিকিৎসক, শিল্পপতি, আইনজীবী, বিচারক ও প্রশাসকদের মধ্য থেকে ১০ জনকে নিয়োগ করা হয়।

বিচারপতি লতিফুর রহমান ২০০১ সালের ১ অক্টোবর নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেন এবং সুষ্ঠ ও অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশনকে আংশিক পুনর্বিন্যস্ত করেন। জেলা-উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের এবং সচিবালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের রাতারাতি বদলি করেন। অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার অভিযান সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করেন। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণপূর্বক সুষ্ঠভাবে ভোট অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। যেমন- রাজনৈতিক মামলা ক্ষতিয়ে দেখার উদ্দেশ্যে বিচারপতিদের নের্তৃত্বে কমিশন গঠন করেন। আইন-শৃঙ্খলা তদারকি ও অস্ত্র উদ্ধারের উদ্দেশ্যে কমিটি গঠন করা হয়। টেন্ডার, নিয়োগ-বদলি সম্পর্কিত বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় এবং নির্বাচনের পূর্বে সামরিক বাহিনী মোতায়েন করা হয় সারা দেশব্যাপী।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি : ৬.১

বিচারপতি জনাব মোহাম্মদ লতিফুর রহমানের নের্তৃত্বে গঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের তথ্যচিত্র

ক্রমিক নং	প্রধান উপদেষ্টার নাম	মন্ত্রণালয় বা দপ্তর
০১	বিচারপতি জনাব লতিফুর রহমান	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, নির্বাচন কমিশন, সচিবালয় এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত বিষয় সম্পর্কিত বিভাগ।
	উপদেষ্টামন্ডলীর নাম	**মন্ত্রণালয় বা দপ্তর**
১)	ব্যারিস্টার ইশতিয়াক আহমেদ	আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
২)	বিচারপতি বিমলেন্দু বিকাশ রায়	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন, সমবায়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
৩)	মেজর জেনারেল (অবঃ) মইনুল হোসেন চৌধুরী	শিল্প, বাণিজ্য, ডাক ও টেলি যোগাযোগ মন্ত্রণালয়
৪)	মোহাম্মদ হাফিজ উদ্দিন খান	অর্থ, পরিকল্পনা, পাট ও বস্ত্র মন্ত্রণালয়
৫)	সৈয়দ মঞ্জুর এলাহী	কৃষি, মৎস্য ও পশুপালন এবং শিপিং মন্ত্রণালয়
৬)	ব্রিঃ (অবঃ) আব্দুল মালেক	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ এবং ধর্ম মন্ত্রণালয়
৭)	এ.এস.এম শাহজাহান	শিক্ষা, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, যুব ও ক্রিড়া মন্ত্রণালয়
৮)	আব্দুল মুয়ীদ চৌধুরী	তথ্য, গৃহায়ন, গণপূর্ত, খাদ্য, বন ও পরিবেশ এবং ভূমি মন্ত্রণালয়
৯)	রোকেয়া রহমান	মহিলা ও শিশু, সমাজ কল্যাণ, শ্রম ও জনশক্তি এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
১০)	এ.কে.এম আমিনুল ইসলাম চৌধুরী	জ্বালানী, বিদুৎ ও খনিজ সম্পদ, যোগাযোগ এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

Source: Nizam Ahmed, ***Non-Party Caretaker Government in Bangladesh Experience and Prospect,*** Dhaka: The University Press Limited, 2004, Bangladesh, P.182-183.

সারণি ৬.১ এ দেখা যাচ্ছে যে, সাবেক বিচারপতি জনাব মোহাম্মদ লতিফুর রহমান প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োগ লাভ করেন। তার পরামর্শক্রমে আরও দশজন উপদেষ্টা রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করেন। উপদেষ্টাগণ নিজ নিজ ক্ষেত্রে কৃতি ব্যক্তিত্ব ও বিশিষ্ট নাগরিক ছিলেন। উপদেষ্টা হিসেবে ব্যারিস্টার ইশতিয়াক আহমেদ, বিচারপতি বিমলেন্দু বিকাশ রায়, মেজর জেনারেল (অবঃ) মইনুল হোসেন চৌধুরী, সাবেক সিএন্ডএজি মোহাম্মদ হাফিজ উদ্দিন খান, ব্যবসায়ী সৈয়দ মঞ্জুর

Dhaka University Institutional Repository

এলাহী, ব্রিঃ (অবঃ) আব্দুল মালেক, সাবেক সচিব (পুলিশ প্রধান) এ.এস.এম শাহজাহান, সাবেক সচিব আব্দুল মুয়ীদ চৌধুরী, নারী উদ্যোক্তা রোকেয়া রহমান, ইঞ্জিনিয়ার এ.কে.এম আমিনুল ইসলাম চৌধুরী ছিলেন।

বিচারপতি মোহাম্মদ লতিফুর রহমান মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, নির্বাচন কমিশন, সচিবালয় এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত বিষয় সম্পর্কিত মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন। ব্যারিস্টার ইশতিয়াক আহমেদ আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের; বিচারপতি বিমলেন্দু বিকাশ রায় স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন, সমবায়, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের; মেজর জেনারেল (অবঃ) মইনুল হোসেন চৌধুরী শিল্প, বাণিজ্য, ডাক ও টেলি যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের; মোহাম্মদ হাফিজ উদ্দিন খান অর্থ, পরিকল্পনা, পাট ও বস্ত্র মন্ত্রণালয়ের; সৈয়দ মঞ্জুর এলাহী কৃষি, মৎস্য ও পশুপালন এবং শিপিং মন্ত্রণালয়ের; ব্রিঃ (অবঃ) আব্দুল মালেক স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ এবং ধর্ম মন্ত্রণালয়ের; এ.এস.এম শাহজাহান শিক্ষা, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, যুব ও ক্রিড়া মন্ত্রণালয়ের; আব্দুল মুয়ীদ চৌধুরী তথ্য, গৃহায়ন, গণপূর্ত, খাদ্য, পরিবেশ ও বন এবং ভূমি মন্ত্রণালয়ের; রোকেয়া রহমান মহিলা ও শিশু, সমাজ কল্যাণ, শ্রম ও জনশক্তি এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের; এ.কে.এম আমিনুল ইসলাম চৌধুরী জ্বালানী, বিদুৎ ও খনিজ সম্পদ, যোগাযোগ এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন।

২০০১ সালের ১ অক্টোবর জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে বেগম খালেদা জিয়ার নের্তৃতে চারদলীয় ঐক্যজোট ২১৬টি আসন লাভ করে সরকার গঠন করে। বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ লাভ করে মাত্র ৬২টি আসন। ২০০১ সালের ১০ অক্টোবর বেগম খালেদা জিয়ার নের্তৃতে চারদলীয় ঐক্যজোটের শপথ গ্রহণের মধ্য দিয়ে বিচারপতি লতিফুর রহমানের নের্তৃত্বে গঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মেয়াদ শেষ হয়।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি : ৬.২

অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ২০০১ সালের ১ অক্টোবর নির্বাচনে অংশ গ্রহণকারী বিভিন্ন রাজনৈতিক দল/জোট/স্বতন্ত্র মনোনীত প্রার্থীদের সংখ্যা, প্রাপ্ত আসন সংখ্যা, মনোনীত প্রার্থী কর্তৃক প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা, প্রাপ্ত ভোটের শতকরা হার, ইত্যাদি বিবরণী নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

ক্রঃ নং	রাজনৈতিক দল/ জোট/স্বতন্ত্র	দলের প্রতীক	মনোনীত প্রার্থীর সংখ্যা	প্রাপ্ত আসন সংখ্যা	মনোনীত সকল প্রার্থী কর্তৃক প্রাপ্ত ভোট	প্রাপ্ত ভোটের শতকরা হার
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	ধানের শীষ	২৫২	১৯৩	২,২৮,৩৩,৯৭৮	৪০.৯৭
২	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	নৌকা	৩০০	৬২	২,২৩,৬৫,৫১৬	৪০.১৩
৩	ইসলামী জাতীয় ঐক্য ফ্রন্ট	লাঙ্গল	২৮১	১৪	৪০,৩৮,৪৫৩	৭.২৫
৪	জামায়াত-ই-ইসলামী বাংলাদেশ	দাড়ি পাল্লা	৩১	১৭	২৩,৮৫,৩৬১	৪.২৮
৫	বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি (এন-এফ)	ধানের শীষ (এন-এফ)	১১	৪	৬,২১,৭৭২	১.১২
৬	ইসলামী ঐক্য জোট	ধানের শীষ (মিনার)	৭	২	৩,৭৬,৩৪৩	০.৬৮
৭	কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ	গামছা	৩৯	১	২,৬১,৩৪৪	০.৪৭
৮	জাতীয় পার্টি (মঞ্জু)	বাই সাইকেল	১৪০	১	২,৪৩,৬১৭	০.৪৪
৯	স্বতন্ত্র	-	৪৮৬	৬	২২,৬২,০৭৩	৪.০৬
		মোট =	-	৩০০	-	-

Source: Bangladesh Election Commission*: Statiscal Report, 8th Jatiyo sangsad Election 2001.*

সারণি ৬.২ এ দেখা যাচ্ছে যে, অষ্টম জাতীয় সংসদের নির্বাচনে ৫৪টি রাজনৈতিক দল/জোট অংশগ্রহণ করে। দলীয় মনোনয়ন প্রাপ্ত ১৪৫৩ জন এবং নির্দলীয় ৪৮৬ জন অর্থাৎ মোট ১৯৩৯ জন প্রার্থী এ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। নির্বাচনে ৭৫.৫৯% ভোটার ভোটদান করেন। নির্বাচনে মাত্র ৮টি রাজনৈতিক দল বা জোট সংসদে প্রতিনিধিত্ব লাভ করে। মোট প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা ৫,৬১,৪৫,৭০৭ জন। প্রদত্ত বৈধ ভোটের সংখ্যা ৫,৫৭,৩৬,৬২৫টি। বাতিল ভোটের সংখ্যা ৪,৪৯,০৮২টি।

বাংলাদেশ জাতীয়বাদী দল (বিএনপি) ২৫২টি আসনে প্রার্থী মনোনয়ন দেয়।[২২৮] এ নির্বাচনে বি.এন.পি ১৯৩টি আসন পায় এবং ৪০.৯৭% ভোট লাভ করে। এ নির্বাচনে ধানের শীষ এই দলের নির্বাচনী প্রতীক ছিল। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ (বিএএল) প্রত্যেকটি ৩০০ আসনে প্রার্থী মনোনয়ন

২২৮. Bangladesh Election Commission*: Statiscal Report, 8th Jatiyo sangsad Election 2001.*

Dhaka University Institutional Repository

দেয়।[২২৯] নির্বাচনে বিএএল ৬২টি আসন পায় এবং ৪০.১৩% ভোট লাভ করে। অন্যান্য বারের ন্যায় এ নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রতীক ছিল নৌকা। জামায়াত-ই-ইসলামী বাংলাদেশ (জেআইবি) নির্বাচনে ৩১টি আসনে মনোনয়ন দেয়। এ নির্বাচনে শতকরা হিসেবে প্রাপ্ত ভোটের ৪.২৮% ভোট লাভ করে।[২৩০] আসন পায় ১৭টি। ইসলামী জাতীয় ঐক্য ফ্রন্ট (আইজেওএফ) ২৮১টি আসনে প্রার্থী মনোনয়ন দেয়। নির্বাচনে দলটি ৭.২৫% ভোট লাভ করে এবং আসন পায় ১৪টি। এ নির্বাচনেও দলটির প্রতীক ছিল লাঙ্গল। বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি (জেপি) (এন এফ) ১১আসনে প্রার্থী মনোনয়ন দেয় এবং বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি (জেপিএন এফ) শতকরা হিসেবে প্রাপ্ত ভোটের ১.১২% ভোট লাভ করে এবং ৪টি আসন পায়। ইসলামী ঐক্য জোট (আইওজে) ৭ আসনে প্রার্থী মনোনয়ন দেয় এবং শতকরা হিসেবে প্রাপ্ত ভোটের ০.৬৮% ভোট লাভ করে এবং ২টি আসন পায়। কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ ৩৯ আসনে প্রার্থী মনোনয়ন দেয় এবং কেএসজেএল নির্বাচনে শতকরা হিসেবে প্রাপ্ত ভোটের ০.৪৭% ভোট লাভ করে এবং আসন পায় ১টি। জাতীয় পার্টি (জেপি-ম) (মঞ্জু) ১৪০ আসনে প্রার্থী মনোনয়ন দেয় এবং ১টি মাত্র আসন পায়। নির্বাচনে শতকরা হিসেবে প্রাপ্ত ভোটের ০.৪৪% ভোট লাভ করে।[২৩১]

নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীতাকারী ৪৮৬ জন নির্দলীয় প্রার্থী নির্বাচনে শতকরা হিসেবে প্রাপ্ত ভোটের ৪.০৬% ভোট লাভ করেন এবং আসন পায় ৬টি। এই নির্বাচনে ইসলামী জাতীয় ঐক্য ফ্রন্ট (আইজেওএফ) ২৮১ জন প্রার্থীর মধ্যে ২২৮ জন প্রার্থী জামানত হারায়। বাংলাদেশ কমিউনিষ্ট পার্টি ৬৪ জন প্রার্থীর মধ্যে ৬৪ জন প্রার্থীই জামানত হারায়। বাংলাদেশ গনফোরাম পার্টি ১৭ জন প্রার্থীর মধ্যে ১৭ জন প্রার্থীই জামানত হারায়। জাতীয় পার্টির (মঞ্জু) ১৪০ জন প্রার্থীর মধ্যে ১৩৬ জন প্রার্থী জামানত হারায়। জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল ৭৬জন প্রার্থীর মধ্যে ৭৪ জন প্রার্থীই জামানত হারায়। বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ-খালেকুজ্জামান) ৩৭জন প্রার্থীর মধ্যে ৩৭ জনই জামানত হারায়। বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলনের ৩০জন প্রার্থীর মধ্যে ৩০ জন প্রার্থীই জামানত হারায়। এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ২জন প্রার্থী জামানত হারায়। বিএনপির ৭জন প্রার্থী জামানত হারায়। রাজনৈতিক দলগুলোর দলগত অবস্থান নিম্নে আলোচনা করা হল:

---

২২৯. Bangladesh Election Commission*: Statiscal Report, 8th Jatiyo sangsad Election 2001.*

২৩০. *Ibit*

২৩১. *Ibit*

Dhaka University Institutional Repository

সারণি : ৬.৩

অষ্টম জাতীয় সংসদে রাজনৈতিক দলগুলোর দলগত অবস্থান

ক্রমিক নং	রাজনৈতিক দল	প্রাপ্ত আসন সংখ্যা
০১	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	১৯৩
০২	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ (বিএএল)	৬২
০৩	জামায়াত-ই-ইসলাম (জেআইবি)	১৭
০৪	ইসলামী জাতীয় ঐক্য ফ্রন্ট (আইজেওএফ)	১৪
০৫	জাতীয় পার্টি (জেপিএন-এফ)	০৪
০৬	ইসলামী ঐক্যজোট (আইওজে)	০২
০৭	জাতীয় পার্টি (জেপি -ম)	০১
০৮	কৃষক-শ্রমিক জনতা লীগ (কেএসজেএল)	০১
০৯	স্বতন্ত্র	০৬
	মোট =	**৩০০**

সূত্র: বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, ১লা অক্টোবর, ২০০১

সারণি ৬.৩ এ দেখা যায়, অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি ১৯৩ আসনে জয়লাভ করে। বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ ৬২টি আসনে জয়ী হয়ে সংসদের বৃহত্তম বিরোধী দল হিসেবে সংসদে ফিরে আসে। জামায়াত-ই-ইসলাম লাভ করে ১৭টি আসন, ইসলামী জাতীয় ঐক্য ফ্রন্ট লাভ করে ১৪টি, জাতীয় পার্টি (এন-এফ) ৪টি আসন, ইসলামী ঐক্য জোট ২টি আসন, জাতীয় পার্টি (ম) ১টি, কৃষক-শ্রমিক-জনতা লীগ ১টি এবং স্বতন্ত্র লাভ করে ৬টি আসন।

Dhaka University Institutional Repository

সারনি : ৬.৪

অষ্টম জাতীয় সংসদে রাজনৈতিক দলগুলোর দলগত অবস্থানের বার চার্ট।

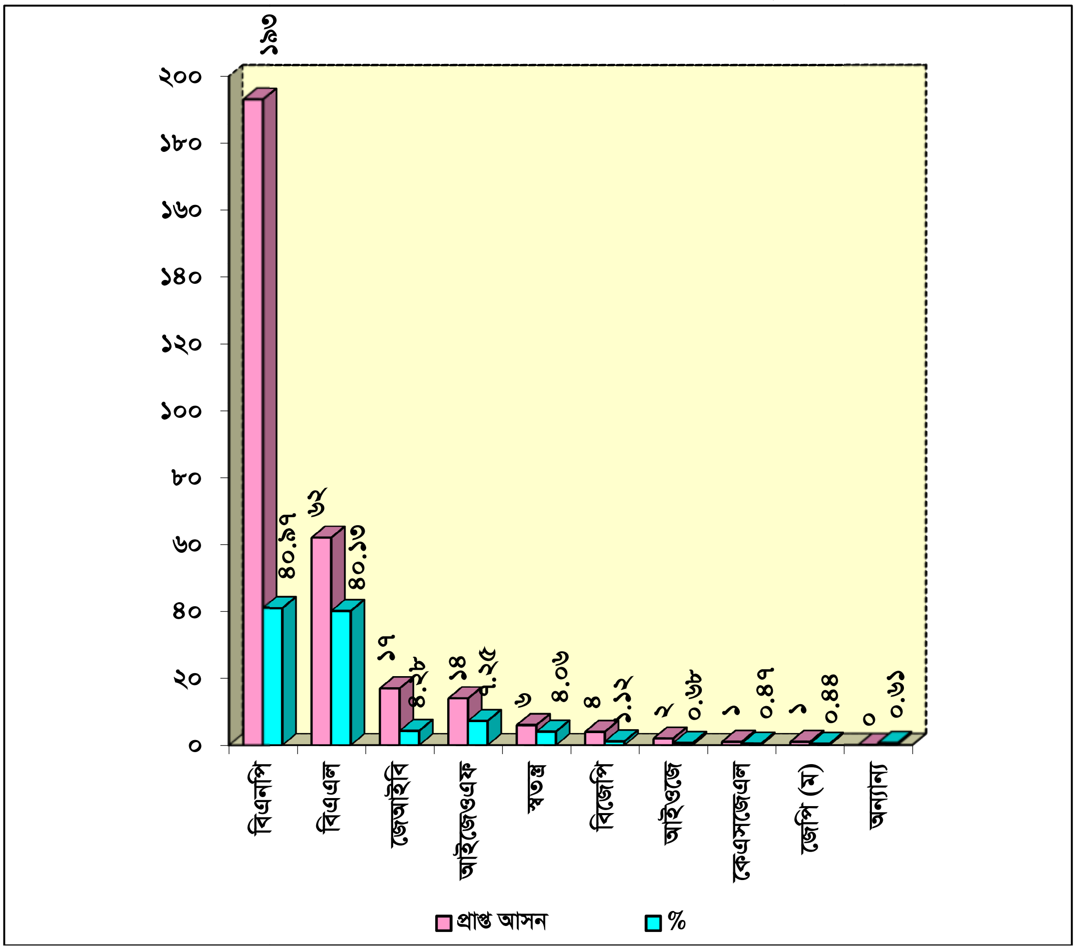

সূত্র : নির্বাচন কমিশন,২০০১।

সংক্ষিপ্তরূপ:

বিএএল	: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
বিএনপি	: বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টি
জেপি (ম)	: জাতীয় পার্টি (মঞ্জু)
জেআইবি	: জামাত-ই-ইসলামী বাংলাদেশ
আইওজে	: ইসলামী ঐক্য জোট
আইজেওএফ	: ইসলামী জাতীয় ঐক্য ফ্রন্ট
কেএসজেএল	: কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ

Dhaka University Institutional Repository

সারণি : ৬.৫

অষ্টম জাতীয় সংসদের অধিবেশন সংক্রান্ত তথ্যাবলী

অধিবেশন	প্রথম বৈঠক	শেষ বৈঠক	কার্যবিন্যাস		মোট কার্য দিবস
			সরকারী কার্যাবলী	বেসরকারী কার্যাবলী	
প্রথম	২৮-১০-০১	০২-১২-০১	১৬	০৩	১৯দিন
দ্বিতীয়	৩১-০১-০২	১০-০৪-০২	৩১	০৬	৩৭ দিন
তৃতীয়	০৪-০৬-০২	১৫-০৭-০২	২৩	০১	২৪ দিন
চতুর্থ	১২-০৯-০২	১৭-০৯-০২	০৩	০১	৪ দিন
পঞ্চম	১৪-১১-০২	২৭-১১-০২	০৮	০২	১০ দিন
ষষ্ঠ	২৬-০১-০৩	১১-০৩-০৩	২০	০৪	২৪ দিন
সপ্তম	০৮-০৫-০৩	১৩-০৫-০৩	০৩	০১	৪ দিন
অষ্টম	১০-০৬-০৩	১৫-০৭-০৩	২৪	০১	২৫ দিন
নবম	১১-০৯-০৩	১৮-০৯-০৩	০৪	০২	৬ দিন
দশম	১৬-১১-০৩	১৯-১১-০৩	০৪	০০	৪ দিন
একাদশ	১৮-০১-০৪	১৭-০৫-০৪	৩৪	০৯	৪৩ দিন
দ্বাদশ	০৯-০৬-০৪	১৪-০৭-০৪	২১	০১	২৫ দিন
ত্রয়োদশ	১২-০৯-০৪	১৬-০৯-০৪	০৩	০১	৪ দিন
চতুর্দশ	২৮-১০-০৪	০২-১২-০৪	০৮	০৩	১১ দিন
পঞ্চদশ	৩১-০১-০৫	১৫-০৩-০৫	১৮	০৪	২২ দিন
ষষ্ঠদশ	১২-০৫-০৫	১৭-০৫-০৫	০৩	০১	৪ দিন
সপ্তদশ	০৭-০৬-০৫	১০-০৭-০৫	২১	০১	২২ দিন
অষ্টাদশ	০৮-০৯-০৫	২১-০৯-০৫	০৭	০২	৯ দিন
উনিষতম	২০-১১-০৫	২৪-১১-০৫	০৪	০১	৫ দিন
বিশতম	২৩-০১-০৬	২৮-০২-০৬	১৮	০২	২০ দিন
একুশতম	২৭-০৪-০৬	০৯-০৫-০৬	০৫	০২	৭ দিন
বাইশতম	০৭-০৬-০৬	১২-০৭-০৬	২৫	০১	২৬ দিন
তেইশতম	১০-০৯-০৬	০৪-১০-০৬	১৫	০৩	১৮ দিন
		মোট	**৩২১**	**৫২**	**৩৭৩ দিন**

সূত্র: বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, *অষ্টম জাতীয় সংসদের প্রথম থেকে তেইশতম অধিবেশনের (২৮-১০-২০০১ হতে ০৪-১০-২০০৬) কার্যবাহের সারাংশ।*

সারণি ৬.৫ এ দেখা যাচ্ছে যে, অষ্টম জাতীয় সংসদের মোট ২৩টি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় এবং এই অধিবেশনের মোট কার্যদিবস ছিল ৩৭৩ দিন। অধিবেশন শুরু হয় ২৮-১০-২০০১ তারিখে এবং

Dhaka University Institutional Repository

অধিবেশন শেষ হয় ০৪-১০-২০০৬ তারিখে। সরকারী কার্যাবলীর জন্য বরাদ্দ ছিল ৩২১ দিন এবং বেসরকারী কার্যাবলীর জন্য ৫২ দিন বরাদ্দ ছিল।

সারণি : ৬.৬

অষ্টম জাতীয় সংসদের অধিবেশন, সময়, উপস্থিতি, উত্থাপিত ও পাসকৃত বিলের সংখ্যা দেখান হল

অধিবেশন	অধিবেশন কাল	অধিবেশনে দিবস সংখ্যা	অধিবেশন মোট ঘন্টা	সরকারি বিলের নোটিশ সংখ্যা	সংসদে উত্থাপিত সরকারি বিল	সংসদ কর্তৃক পাসকৃত বিল (সর)	বেসরকারি বিলের নোটিশ সংখ্যা	সংসদে উত্থাপিত (বেসরকারি বিল)	সংসদ কর্তৃক পাসকৃত বিল (বে.সর)
প্রথম	২৮ অক্টোবর থেকে ২ ডিসেম্বর, ২০০১	১৯	৫৯.৫৯	৫	৫	৫	২১	-	
দ্বিতীয়	৩১ জানুয়ারী থেকে ১০ এপ্রিল, ২০০২	৩৭	১২৪.০০	১১	১১	১১	১৩	৮	১
তৃতীয়	৪ জুন থেকে ১৫ জুলাই, ২০০২	২৪	৭৯.২৩	১১	৭	৭	৩	-	
চতুর্থ	১২ সেপ্টেম্বর থেকে ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০০২	০৪	১৯.০৩	২	২	২	-	-	
পঞ্চম	১৪ নভেম্বর থেকে ২৭ নভেম্বর, ২০০২	১০	২২.০৮	১৩	১৩	১৩	৪	২	
ষষ্ঠ	২৬ জানুয়ারী থেকে ১১ মার্চ, ২০০৩	২৪	৯১.১৯	১৩	১৩	১৩	৪	১	
সপ্তম	৮ মে থেকে ১৩ মে, ২০০৩	০৪	১৪.৩৮	৭	৭	২	১	১	
অষ্টম	১০ জুন থেকে ১৫ জুলাই, ২০০৩	২৫	৯২.১২	১৩	১৭	২১	১	-	
নবম	১১ সেপ্টেম্বর থেকে ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০০৩	০৬	২৩.২১	৪	৪	৩	-	-	
দশম	১৬ নভেম্বর থেকে ১৯ নভেম্বর, ২০০৩	০৪	১০.৪৮	৪	৪	১	-	-	
একাদশ	১৮ জানুয়ারী থেকে ১৭ মে, ২০০৪	৪৩	১২৬.১৪	১৫	১৫	১৪	২	১	
দ্বাদশ	৯ জুন থেকে ১৪ জুলাই, ২০০৪	২৫	৯৮.০৮	১২	১২	৯	-	-	
ত্রয়োদশ	১২ সেপ্টেম্বর থেকে ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০০৪	০৪	১৪.৪৪	৫	২		-	-	
চতুর্দশ	২৮ অক্টোবর থেকে ০২ ডিসেম্বর, ২০০৪	১১	২৮.৪০	৫	৮	৭	২	১	
পঞ্চদশ	৩১ জানুয়ারী থেকে ১৫ মার্চ, ২০০৫	২২	৭২.৪৪	৬	৬	১৩	২	-	
ষষ্ঠদশ	১২ মে থেকে ১৭ মে, ২০০৫	৪	০৯.৫৮		-	১	-	-	

Dhaka University Institutional Repository

অধিবেশন	অধিবেশন কাল	অধিবেশনে দিবস সংখ্যা	অধিবেশন মোট ঘন্টা	সরকারি বিলের নোটিশ সংখ্যা	সংসদে উত্থাপিত সরকারি বিল	সংসদ কর্তৃক পাসকৃত বিল (সর)	বেসরকারি বিলের নোটিশ সংখ্য	সংসদে উত্থাপিত (বেসরকারি বিল)	সংসদ কর্তৃক পাসকৃত বিল (বে.সর)
সপ্তদশ	৭ জুন থেকে ১০ জুলাই, ২০০৫	২২	৬৪.৫২	৬	৬	৫	-	-	
অষ্টাদশ	৮ সেপ্টেম্বর থেকে ২১ সেপ্টেম্বর, ২০০৫	০৯	২৪.৫৮	১২	১২	৯	-	-	
উনিষতম	২০ নভেম্বর থেকে ২৪ নভেম্বর, ২০০৫	০৫	১৩.৫৩	৪	৩		-	-	
বিশতম	২৩ জানুয়ারী থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০০৬	২০	৮১.৫৯	১৪	১৫	১৫	-	-	
একুশতম	২৭ এপ্রিল থেকে ৯ মে, ০৬	০৭	২৬.৫৫	৫	৫	৫	-	-	
বাইশতম	৭ জুন থেকে ১২ জুলাই, ০৬	২৬	৮১.৪৮	১৬	১৪	১৩	-	-	
তেইশতম	১০ সেপ্টেম্বর থেকে ৪ অক্টোবর, ২০০৬	১৮	৫৭.৪৬	১২	১২	১৫	-	-	
মোট = ২৩টি		**৩৭৩দিন**	**১২৩৯.৫০**	**১৯৫**	**১৯৩**	**১৮৪**	**৫৪**	**১৪**	**১**

সূত্র: বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, *অষ্টম জাতীয় সংসদের প্রথম থেকে তেইশতম অধিবেশনের (২৮-১০-২০০১ হতে ০৪-১০-২০০৬) কার্যবাহের সারাংশ।*

সারণি ৬.৬ এ দেখা যাচ্ছে যে, অষ্টম জাতীয় সংসদে ২৩টি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় এবং অধিবেশনকালীন সময়ে ১২৩৯.৫০ ঘন্টা সময় ব্যয় হয়। সরকারি বিলের নোটিশ পাওয়া যায় ১৯৫টি, সংসদে উত্থাপিত হয় ১৯৩টি বিল এবং ১৮৪টি সরকারি বিল পাশ হয়। অপরদিকে, সংসদে বেসরকারী বিলের নোটিশ পাওয়া যায় ৫৪টি, সংসদে উত্থাপিত হয় ১৪টি বিল এবং ১টি মাত্র বেসরকারি বিল পাশ হয়। অষ্টম জাতীয় সংসদে মোট ১৮৫টি আইন পাশ হয়।

বিরোধী দলের গৌরবময় ভূমিকাকে উজ্জ্বল রাখার উদ্দেশ্যে যখন-তখন যে কোন ইস্যুতে ওয়াকআউট করা উচিত নয়। সরকারকে সাংবিধানিক পথে পরিচালিত করার জন্য বিরোধী দলকে সক্রিয় ও সচেতন হতে হবে। বিরোধী দলের প্রথম ও প্রধান কাজ হলো রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও তার সমাধান খুঁজে বের করা। বিরোধীতার জন্য বিরোধীতা করা বিরোধীদলের জন্য অগৌরবের যা তাদের ভূমিকাকে অকার্যকর করে। অষ্টম জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের ওয়াকআউটের তথ্যচিত্র নিম্নে উপস্থাপন করা হল:

Dhaka University Institutional Repository

সারণি : ৬.৭

অষ্টম জাতীয় সংসদের দল অনুযায়ী ওয়াকআউটের তথ্য চিত্র (দিন ও বার)

অধিবেশন	বিএএল	কেএসজেএল	জেপি(এ)	স্বতন্ত্র	বিকল্প	মোট
প্রথম	-	-	-	-	-	-
দ্বিতীয়	-	২ দিন ২ বার	-	১ দিন ১ বার	-	২ বার
তৃতীয়	৪ দিন ৪ বার	-	১ দিন ১ বার	-	-	৫ বার
চতুর্থ	২ দিন ৩ বার	-	-	-	-	৩ বার
পঞ্চম	৫ দিন ৬ বার	-	-	-	-	৬ বার
ষষ্ঠ	৮ দিন ১১ বার	৩ দিন ৩ বার	১ দিন ১ বার	-	-	১১ বার
সপ্তম	১ দিন ১ বার	-	-	-	-	১ বার
অষ্টম	৫ দিন ৬ বার	১ দিন ১ বার	-	১ দিন ১ বার	-	৮ বার
নবম	-	১ দিন ১ বার	-	-	-	১ বার
দশম	-	-	১ দিন ১ বার	-	-	১ বার
একাদশ	-	৪ দিন ৪ বার	২ দিন ২ বার	-	-	৬ বার
দ্বাদশ	৯ দিন ১০ বার	১ দিন ১ বার	-	১ দিন ১ বার		১২ বার
ত্রয়োদশ	২ দিন ২ বার	-	-	-		২ বার
চতুর্দশ	৪ দিন ৫ বার	-	-	-	১ দিন ১ বার	৬ বার
পঞ্চদশ	-	১ দিন ১ বার	-	-	-	১ বার
ষষ্ঠদশ	-	-	-	-	-	-
সপ্তদশ	-	-	-	-	-	-

Dhaka University Institutional Repository

অধিবেশন	বিএএল	কেএসজেএল	জেপি(এ)	স্বতন্ত্র	বিকল্প	মোট
অষ্টাদশ	-	-	-	-	-	-
উনিশতম	-	-	-	-	-	-
বিশতম	৪ দিন ৪ বার	-	-	-	-	৪ বার
একুশতম	৪ দিন ৪ বার	-	-	-	-	৪ বার
বাইশতম	৭ দিন ৯ বার	১ দিন ১ বার	-	-	-	১০ বার
তেইশতম	৯ দিন ৯ বার	১ দিন ১ বার	২ দিন ২ বার	-	-	১২ বার
মোট	**৬৪ দিন ৭৪ বার**	**১৫ দিন ১৫ বার**	**৭ দিন ৭ বার**	**৩ দিন ৩ বার**	**১ দিন ১ বার**	**৯৫ বার**

সূত্র: অষ্টম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন হতে তেইশতম অধিবেশন (২৮-১০-২০০১ হতে ০৪-১০-২০০৬) পর্যন্ত দৈনন্দিন বুলেটিন। আরো দেখুন: আকবর, মোঃ আলী, *বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের ওয়াকআউট ও বয়কট*, সংসদ সচিবালয়, ঢাকা: ২০০৮, পৃষ্ঠা ৩৮।

সারণি ৬.৭ এ দেখা যাচ্ছে যে, অষ্টম জাতীয় সংসদে প্রধান বিরোধী দল জাতীয় সংসদের ১ম অধিবেশন থেকে ২৩তম অধিবেশন পর্যন্ত সময়ে ৩৭৩ কার্যদিবসের মধ্যে মাত্র ১৫০ কার্যদিবস সংসদে উপস্থিত ছিলেন। এ সময়ে প্রধান বিরোধী দল ৬৪ দিনে ৭৪ বার সংসদে ওয়াকআউট করেন এবং বিরোধী দল সম্মিলিতভাবে ৯৫বার সংসদে ওয়াকআউট করেন।

বিভিন্ন জাতীয় ইস্যুতে ও সংকট মোকাবিলায় বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সমঝোতা ও ঐক্য সৃষ্টি হওয়া উচিত। যার নজির পঞ্চম জাতীয় সংসদে সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী আইন পাশের সময় সৃষ্টি হয়েছিল। বিরোধী দল কর্তৃক দুর্যোগকালীন সময় সহযোগিতা একযোগে কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি করে। সরকারকে দুর্যোগ মোকাবিলার তাগিদ দেয়। তৎকালীন বিরোধী দল ১৯৯১ সালে দেশের উত্তর অঞ্চলের দূর্ভিক্ষ-কবলিত এলাকায় সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছিলেন। কাজেই সংসদীয় সরকারকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে ধর্মঘট, দুর্বার গণআন্দোলন, গণবিক্ষোভ, সংসদ বর্জনের পরিবর্তে সরকারি দল ও বিরোধী দলকে সংসদীয় গণতন্ত্রের সমস্যার সমাধানের জন্য সংসদীয় রীতিনীতি অনুশীলনের মধ্য দিয়ে দায়িত্বশীলতা ও সমঝোতাপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। অষ্টম জাতীয় সংসদের প্রধান বিরোধী দলের সংসদ বর্জনের তথ্যচিত্র উপস্থাপন করা হল:

Dhaka University Institutional Repository

সারণি : ৬.৮

অষ্টম জাতীয় সংসদে প্রধান বিরোধী দল কর্তৃক সংসদ বর্জনের তথ্য চিত্র

অধিবেশন	অষ্টম সংসদের মোট কার্যদিবস	সংসদ বর্জন (দিন) প্রধান বিরোধী দল (আওয়ামী লীগ)
প্রথম	১৯	১৯
দ্বিতীয়	৩৭	৩৭
তৃতীয়	২৪	১৮
চতুর্থ	০৪	-
পঞ্চম	১০	-
ষষ্ঠ	২৪	০১
সপ্তম	০৪	-
অষ্টম	২৫	১৫
নবম	০৬	০৬
দশম	০৪	০৪
একাদশ	৪৩	৪২
দ্বাদশ	২৫	০৪
ত্রয়োদশ	০৪	০১
চর্তুদশ	১১	০১
পঞ্চদশ	২২	২২
ষষ্ঠদশ	০৪	০৪
সপ্তদশ	২২	২২
অষ্টাদশ	০৯	০৯
ঊনিশতম	০৫	০৫
বিশতম	২০	১০
একুশতম	০৭	-
বাইশতম	২৬	০২
তেইশতম	১৮	০১
মোট	**৩৭৩দিন**	**২২৩ দিন**

সূত্র: অষ্টম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন হতে তেইশতম অধিবেশন (২৮-১০-২০০১ হতে ০৪-১০-২০০৬) *পর্যন্ত দৈনন্দিন বুলেটিন।* আরো দেখুন: আকবর, মোঃ আলী, *বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের ওয়াকআউট ও বয়কট*, সংসদ সচিবালয়, ঢাকা: ২০০৮।

সারণি ৬.৮ এ দেখা যাচ্ছে যে, অষ্টম জাতীয় সংসদে প্রধান বিরোধী দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সর্বমোট ৩৭৩ কার্যদিবসের মধ্যে ২২৩ কার্যদিবস জাতীয় সংসদ বর্জন করেন। নির্বাচনে কারচুপির

Dhaka University Institutional Repository

অভিযোগ এনে তাঁরা প্রথম অধিবেশন থেকে তৃতীয় অধিবেশন (২৪-০৬-২০০২) পর্যন্ত ৭৪ কার্যদিবস পরে সংসদে যোগদান করেন। চতুর্থ অধিবেশন থেকে ষষ্ঠ অধিবেশন পর্যন্ত ৪৭ কার্যদিবসের মধ্যে ৪৬ কার্যদিবস পর্যন্ত প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ সংসদে উপস্থিত থাকে। তবে ষষ্ঠ অধিবেশনকালীন সময়ে তাঁরা ২৪ কার্যদিবসের মধ্যে ২৩ কার্যদিবস উপস্থিত থাকলেও ১টি কার্যদিবস সংসদ বর্জন করে। অষ্টম অধিবেশন থেকে তেইশতম অধিবেশন পর্যন্ত ১৪৮ কার্যদিবস তাঁরা সংসদ বর্জন করেন। তবে চতুর্থ, পঞ্চম, সপ্তম এবং একবিংশ অধিবেশনে প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ কোন কার্য দিবস বর্জন করে নাই।

সারণি : ৬.৯

অষ্টম জাতীয় সংসদে গঠিত কমিটিসমূহের খতিয়ান (২০০১-২০০৬)

অষ্টম জাতীয় সংসদ	কমিটির ধরন	কমিটির সংখ্যা
স্থায়ী কমিটি	সংসদীয় স্থায়ী কমিটি	১১টি
	মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৩৭টি
এডহক কমিটি (অস্থায়ী কমিটি)	বাছাই কমিটি	-
	বিশেষ কমিটি	-
	মোট=	**৪৮টি**

সূত্র: বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, *অষ্টম জাতীয় সংসদের প্রথম থেকে তেইশতম অধিবেশনের (২৮-১০-২০০১ হতে ০৪-১০-২০০৬) কার্যবাহের সারাংশ।*

সারণি ৬.৯ এ দেখা যাচ্ছে যে, অষ্টম জাতীয় সংসদের ১১টি সংসদীয় কমিটির মধ্যে প্রথম অধিবেশনে ৫টি এবং সপ্তম অধিবেশনে ৬টি সংসদীয় স্থায়ী কমিটি গঠিত হয়। সপ্তম অধিবেশনে ৫টি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠিত হয় এবং অষ্টম অধিবেশনে ৩৪টি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠিত হয়। ত্রয়োদশ অধিবেশনে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় একীভূত হয় এবং খাদ্য ও দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় একীভূত হয় এবং মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সংখ্যা হয় ৩৭টি।

Dhaka University Institutional Repository

কমিটি গঠন:

অষ্টম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে ৫টি সংসদীয় স্থায়ী কমিটি গঠিত হয়েছিল। কার্যপ্রণালী বিধির ২১৯ বিধি অনুসারে জনাব স্পীকার ১৫ সদস্য বিশিষ্ট ১টি কার্য - উপদেষ্টা কমিটি মনোনীত করেন। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন ব্যারিস্টার মুহম্মদ জমির উদ্দিন সরকার, মাননীয় স্পীকার।[২৩২]

জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২৪৯ বিধি অনুসারে সংসদ কমিটি স্পীকার মনোনীত করেন। এর সভাপতি ছিলেন খোন্দকার দেলোয়ার হোসেন, চীপ হুইপ। এই কমিটি অষ্টম অধিবেশনে পুনর্গঠিত হয়। এই কমিটির সদস্য সংখ্যা ১২জন।

কার্যপ্রণালী বিধির ২৪০ বিধি অনুসারে প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ নেতার অনুমতিক্রমে তাঁর পক্ষে চীপ হুইপ খন্দকার দেলোয়ার হোসেন এর প্রস্তাবক্রমে ১০ সদস্য বিশিষ্ট বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়। এর সভাপতি ছিলেন ব্যারিস্টার মুহম্মদ জমির উদ্দিন সরকার, মাননীয় স্পীকার।

কার্যপ্রণালী বিধির ২২২ বিধি অনুসারে ১০ সদস্য বিশিষ্ট বেসরকারী সদস্যদের বিল এবং বেসরকারী সদস্যদের সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়। জনাব অব্দুল মান্নান এর সভাপতি ছিলেন।

কার্যপ্রণালী বিধির ২৬৪ বিধি অনুসারে ১২ সদস্য বিশিষ্ট কার্যপ্রণালী-বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়। এর সভাপতি ছিলেন ব্যারিস্টার মুহম্মদ জমির উদ্দিন সরকার, মাননীয় স্পীকার।[২৩৩] এয়োদশ অধিবেশনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ নেতার অনুমতিক্রমে তাঁর পক্ষে হুইপ মোঃ আশরাফ হোসেন এর প্রস্তাবক্রমে এই কমিটি পুনর্গঠিন করা হয়।

অষ্টম জাতীয় সংসদের সপ্তম অধিবেশনকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ নেতার অনুমতিক্রমে তাঁর পক্ষে চীপ হুইপ খন্দকার দেলোয়ার হোসেন এর প্রস্তাবক্রমে কার্যপ্রণালী বিধির ২৩১, ২৩৪, ২৩৬, ২৩৯, ২৪৫, ২৫৭ বিধি অনুসারে ৬টি সংসদীয় স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়।

---

২৩২. বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ বির্তক, খণ্ড-১, সংখ্যা-২, রবিবার, ৪ নভেম্বর, ২০০১।

২৩৩. বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ বির্তক, খণ্ড-১, সংখ্যা-৩, সোমবার, ৫ নভেম্বর, ২০০১। আরোও দেখুন, *বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, অষ্টম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের (২৮-১০-০১ হতে ০২-১২-০১) কার্যবাহের সারাংশ, পৃষ্ঠা ২২-২৭ পর্যন্ত।*

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় সংসদের কার্য প্রণালী বিধির ২৩১ বিধি অনুসারে ১০ সদস্য বিশিষ্ট পিটিশন কমিটি গঠিত হয় এবং এর সভাপতি ছিলেন ব্যারিস্টার মুহম্মদ জমির উদ্দিন সরকার, মাননীয় স্পীকার। এয়োদশ অধিবেশনে মাননীয় স্পীকার কর্তৃক এই কমিটি পুনর্গঠিন করা হয়।

জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২৩৪ বিধি অনুসারে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়। এর সভাপতি ছিলেন এডভোকেট হারুন-আল-রশিদ। ত্রয়োদশ অধিবেশনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ নেতার অনুমতিক্রমে তাঁর পক্ষে হুইপ মোঃ আশরাফ হোসেন এর প্রস্তাবক্রমে এই কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

কার্যপ্রণালী বিধির ২৩৬ বিধি অনুসারে ১০ সদস্য বিশিষ্ট অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়। এর সভাপতি ছিলেন সৈয়দ মেহেদী আহমেদ রুমী। এয়োদশ অধিবেশনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ নেতার অনুমতিক্রমে তাঁর পক্ষে হুইপ মোঃ আশরাফ হোসেন এর প্রস্তাবক্রমে এই কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

কার্যপ্রণালী বিধির ২৩৯ বিধি অনুসারে ১০ সদস্য বিশিষ্ট সরকারী প্রতিষ্ঠান কমিটি গঠন করা হয়। জনাব আবদুল আলিম এর সভাপতি ছিলেন। ত্রয়োদশ অধিবেশনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ নেতার অনুমতিক্রমে তাঁর পক্ষে হুইপ মোঃ আশরাফ হোসেন এর প্রস্তাবক্রমে এই কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২৪৫ বিধি অনুসারে ৮ সদস্য বিশিষ্ট সরকারী প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়। সভাপতি ছিলেন জনাব আব্দুস সুবহান। ত্রয়োদশ অধিবেশনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ নেতার অনুমতিক্রমে তাঁর পক্ষে হুইপ মোঃ আশরাফ হোসেন এর প্রস্তাবক্রমে এই কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।
জাতীয় সংসদের কার্য প্রণালী বিধির ২৫৭ বিধি অনুসারে ১০ সদস্য বিশিষ্ট লাইব্রেরী কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন জনাব মোঃ আখতার হামিদ সিদ্দিকী, মাননীয় ডেপুটি স্পীকার।[২৩৪] এয়োদশ অধিবেশনে মাননীয় স্পীকার কর্তৃক এই কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

২৩৪. বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ বির্তক, খণ্ড-৭, সংখ্যা-৩, সোমবার, ১২ মে, ২০০৩। আরোও দেখুন, *বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, অষ্টম জাতীয় সংসদের সপ্তম অধিবেশনের (৮-৫-০৩ হতে ১৩-৫-০৩) কার্যবাহের সারাংশ।*

Dhaka University Institutional Repository

সারণি : ৬.১০[২৩৫]

সংসদীয় স্থায়ী কমিটি ব্যবস্থায় সরকার দলীয় ও বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্যদের অনুপাত।

ক্রমিক নং	স্থায়ী কমিটির নাম	৮ম জাতীয় সংসদ		
		সরকারী দল	প্রধান বিরোধী দল	অন্যান্য রাজনৈতিক দল
১।	কার্য-উপদেষ্টা কমিটি	১১০%	৩০%	১০%
২।	কার্য-প্রণালী বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৮০%	৩০%	১০%
৩।	বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৮০%	২০%	
৪।	পিটিশন কমিটি	৭০%	২০%	১০%
৫।	লাইব্রেরী কমিটি	৭০%	২০%	১০%
৬।	সংসদ কমিটি	৮০%	৩০%	১০%
৭।	বেসরকারী সদস্যদের বিল ও সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৭০%	২০%	১০%
৮।	সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১১০%	৩০%	১০%
৯।	সরকারী প্রতিষ্ঠান কমিটি	৮০%	২০%	-
১০।	অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৭০%	২০%	১০%
১১।	সরকারী প্রতিশ্রুতি কমিটি	৭০%	১০%	-

সূত্র: বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, *অষ্টম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন হতে ত্রয়োবিংশ অধিবেশনের (২৮/১০/২০০১ হতে ০৪/১০/২০০৬) কার্যবাহের সারাংশ*

সারণি ৫.১০ তে দেখা যায় যে, কার্য-উপদেষ্টা কমিটির সদস্যদের মধ্যে সরকারী দলের ১১০%, প্রধান বিরোধী দলের ৩০%, অন্যান্য রাজনৈতিক দলের ১০% সদস্য ছিলেন। কার্য-প্রণালী বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে সরকারী দলের ৮০%, প্রধান বিরোধী দলের ৩০%, অন্যান্য রাজনৈতিক দলের ১০% সদস্য ছিলেন। বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে সরকারী দলের ৮০%, প্রধান বিরোধী দলের ২০%। পিটিশন কমিটিতে সরকারী দলের ৭০%, প্রধান বিরোধী দলের ২০%, অন্যান্য রাজনৈতিক দলের ১০% সদস্য ছিলেন। লাইব্রেরী কমিটিতে সরকারী দলের ৭০%, প্রধান বিরোধী দলের ২০%, অন্যান্য রাজনৈতিক দলের ১০% সদস্য ছিলেন। সংসদ কমিটিতে সরকারী দলের ৮০%, প্রধান বিরোধী দলের ৩০%, অন্যান্য রাজনৈতিক দলের ১০% সদস্য ছিলেন। বেসরকারী সদস্যদের বিল ও সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে সরকারী দলের ৭০%, প্রধান বিরোধী দলের ২০%, অন্যান্য রাজনৈতিক দলের ১০% সদস্য ছিলেন। সরকারী হিসাব সম্পর্কিত

২৩৫. বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, *অষ্টম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন হতে ত্রয়োবিংশ অধিবেশনের (২৮/১০/২০০১ হতে ০৪/১০/২০০৬) কার্যবাহের সারাংশ*

Dhaka University Institutional Repository

স্থায়ী কমিটিতে সরকারী দলের ১১০%, প্রধান বিরোধী দলের ৩০%, অন্যান্য রাজনৈতিক দলের ১০% সদস্য ছিলেন। সরকারী প্রতিষ্ঠান কমিটিতে সরকারী দলের ৮০%, প্রধান বিরোধী দলের ২০%। অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে সরকারী দলের ৭০%, প্রধান বিরোধী দলের ২০%, অন্যান্য রাজনৈতিক দলের ১০% সদস্য ছিলেন। সরকারী প্রতিশ্রুতি কমিটিতে সরকারী দলের ৭০%, প্রধান বিরোধী দলের ১০% সদস্য ছিলেন।

অষ্টম জাতীয় সংসদের সপ্তম অধিবেশনে ৫টি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠিত হয়েছিল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ-নেতার অনুমতিক্রমে, তাঁর পক্ষে চীপ হুইপ খোন্দকার দেলোয়ার হোসেন-এর প্রস্তাবক্রমে, কার্যপ্রণালী-বিধির ২৪৭ বিধি অনুসারে নিম্নলিখিত কমিটিগুলো গঠিত হয়:

১০ সদস্য বিশিষ্ট আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন খন্দকার মাহবুব উদ্দিন আহমাদ।

১০ সদস্য বিশিষ্ট ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন আল্লামা দেলোওয়ার হোসাইন সাঈদী।

১০ সদস্য বিশিষ্ট প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন লেঃ জেঃ (অবঃ) মোঃ মাহবুবুর রহমান।

১০ সদস্য বিশিষ্ট মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন জনাব মোঃ মোজাহার হোসেন।[২৩৬]

১০ সদস্য বিশিষ্ট বস্ত্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন অধ্যাপক এম, এ, মতিন।

অষ্টম জাতীয় সংসদের অষ্টম অধিবেশনে ৩৪টি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি[২৩৭] গঠিত হয়েছিল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ-নেতার অনুমতিক্রমে, তাঁর পক্ষে চীপ হুইপ খোন্দকার দেলোয়ার হোসেন-এর প্রস্তাবক্রমে, কার্যপ্রণালী-বিধির ২৪৬ ও ২৪৮ বিধিতে বর্ণিত কমিটি নিয়োগ ও কমিটির দায়িত্ব পালনকল্পে ২৪৭ বিধি অনুযায়ী নিম্নোক্ত মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিসমূহ গঠিত হয়:

---

২৩৬. *বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ বির্তক*, খণ্ড-৭, সংখ্যা-৩ (২), সোমবার, ১২ মে, ২০০৩। *আরোও দেখুন*, *বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, অষ্টম জাতীয় সংসদের সপ্তম অধিবেশনের (৮-৫-০৩ হতে ১৩-৫-০৩) কার্যবাহের সারাংশ*

২৩৭. বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ বির্তক, খণ্ড-৮, সংখ্যা-২৫, মঙ্গলবার, ১৫ জুলাই, ২০০৩। আরোও দেখুন, *বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, অষ্টম জাতীয় সংসদের অষ্টম অধিবেশনের (১০-০৬-০৩ হতে ১৫-০৭-০৩) কার্যবাহের সারাংশ।*

Dhaka University Institutional Repository

১০ সদস্য বিশিষ্ট পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন।

১০ সদস্য বিশিষ্ট সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন অধ্যাপক শহীদুল ইসলাম।

১০ সদস্য বিশিষ্ট সংস্থাপন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন সরদার সাখাওয়াত হোসেন বকুল।

১০ সদস্য বিশিষ্ট যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন জনাব জয়নুল আবদীন ফারুক।

১০ সদস্য বিশিষ্ট খাদ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন আলহাজ্ব মোশাররফ হোসেন মংগু।

১০ সদস্য বিশিষ্ট দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন জনাব মোঃ শাহজাহান।

১০ সদস্য বিশিষ্ট অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন জনাব মুশফিকুর রহমান।

১০ সদস্য বিশিষ্ট ভূমি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন এডভোকেট মাহবুবুর রহমান।

১০ সদস্য বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন জনাব মোঃ আঃ মান্নান তালুকদার।

১০ সদস্য বিশিষ্ট পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন জনাব এম, আকবর আলী।

১০ সদস্য বিশিষ্ট নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন জনাব গোলাম মোঃ সিরাজ।

১০ সদস্য বিশিষ্ট সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন জনাব আব্দুল হাই।[২৩৮]

---

২৩৮. *বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ বিতর্ক*, খণ্ড-৮, সংখ্যা-২৫, মঙ্গলবার, ১৫ জুলাই, ২০০৩।

Dhaka University Institutional Repository

১০ সদস্য বিশিষ্ট বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন আলহাজ্ব মোঃ নুরুল ইসলাম মনি। সপ্তম জাতীয় সংসদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিকে অষ্টম জাতীয় সংসদে বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি নামকরণ করা হয়।

১০ সদস্য বিশিষ্ট যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন সৈয়দ মনজুর হোসেন।

১০ সদস্য বিশিষ্ট ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন জনাব জি, এম, ফজলুল হক।

১০ সদস্য বিশিষ্ট শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন জনাব মোঃ আহসানুল হক মোল্লা।

১০ সদস্য বিশিষ্ট পাট মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন মুফতী ফজলুল হক আমিনী।

১০ সদস্য বিশিষ্ট বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন জনাব রেদোয়ান আহমেদ।

১০ সদস্য বিশিষ্ট পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন জনাব এবাদুর রহমান চৌধুরী।

১০ সদস্য বিশিষ্ট মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন আলহাজ্ব সালা্হ উদ্দিন আহ্মেদ।[২৩৯]

১০ সদস্য বিশিষ্ট গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন জনাব শাহজাহান চৌধুরী।

১০ সদস্য বিশিষ্ট তথ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন জনাব এ,কে,এম, সেলিম রেজা হাবিব।

১০ সদস্য বিশিষ্ট কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন জনাব আঃ মান্নান।

২৩৯. *প্রাগুক্ত।*

Dhaka University Institutional Repository

১০ সদস্য বিশিষ্ট শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন জনাব সামসুল আলম প্রামাণিক।

১০ সদস্য বিশিষ্ট বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন আলহাজ্ব অধ্যাপক কাজী গোলাম মোর্শেদ।

১০ সদস্য বিশিষ্ট শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন মেঃ জেঃ (অবঃ) মাহমুদুল হাসান।

১০ সদস্য বিশিষ্ট স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন মেঃ (অবঃ) আব্দুল মান্নান।

১০ সদস্য বিশিষ্ট স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন জনাব মোঃ মসিউর রহমান।

১০ সদস্য বিশিষ্ট বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন জনাব মোঃ নাজিম উদ্দিন আলম।

১০ সদস্য বিশিষ্ট পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন ব্যারিস্টার জিয়াউর রহমান খান।

১০ সদস্য বিশিষ্ট বিদ্যুৎ জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন জনাব মোঃ সহিদুল ইসলাম।

১০ সদস্য বিশিষ্ট মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন হাজী মোঃ মোজাম্মেল হক।

১০ সদস্য বিশিষ্ট প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন জনাব নজির হোসেন।

১০ সদস্য বিশিষ্ট প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন জনাব মোঃ হেলালুজ্জামান তালুকদার লালু।[২৪০]

এয়োদশ অধিবেশনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ নেতার অনুমতিক্রমে তাঁর পক্ষে হুইপ মোঃ আশরাফ হোসেন এর প্রস্তাবক্রমে এই ৩৯টি কমিটিকে পুনর্গঠন করা হয়।

২৪০. *বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ বির্তক*, খণ্ড-৮, সংখ্যা-২৫, মঙ্গলবার, ১৫ জুলাই, ২০০৩।

Dhaka University Institutional Repository

এয়োদশ অধিবেশনে ১৬/০৯/২০০৪ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ নেতার অনুমতিক্রমে তাঁর পক্ষে হুইপ মোঃ আশরাফ হোসেন এর প্রস্তাবক্রমে, জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধির ২৪৬ ও ২৪৮ বিধিতে বর্ণিত কমিটি নিয়োগ ও কমিটির দায়িত্ব পালনকল্পে ২৪৭ বিধি অনুযায়ী ১২/০৫/২০০৩ তারিখে গঠিত বস্ত্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি এবং ১৫/০৭/২০০৩ তারিখে সংসদের বৈঠকে গঠিত ও ১৮/০৯/২০০৩ তারিখের বৈঠকে পুর্নগঠিত পাট মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি বিলুপ্ত করে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়।

এছাড়াও এয়োদশ অধিবেশনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ নেতার অনুমতিক্রমে তাঁর পক্ষে হুইপ মোঃ আশরাফ হোসেন এর প্রস্তাবক্রমে, জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধির ২৪৬ ও ২৪৮ বিধিতে বর্ণিত কমিটি নিয়োগ ও কমিটির দায়িত্ব পালনকল্পে ২৪৭ বিধি অনুযায়ী ১৫/০৭/২০০৩ তারিখে সংসদের বৈঠকে গঠিত খাদ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি বিলুপ্ত করে খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠিন করা হয়।

সারণি : ৬.১১

মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত কমিটি ব্যবস্থায় সরকার দলীয় ও বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্যদের অনুপাত

ক্রঃ নং	স্থায়ী কমিটি নাম	৮ম জাতীয় সংসদ		
		সরকারী দল	প্রধান বিরোধী দল	অন্যান্য রাজনৈতিক দল
০১	অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৭০%	২০%	১০%
০২	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৮০%	২০%	-
০৩	আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৮০%	২০%	-
০৪	সংস্থাপন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৮০%	২০%	-
০৫	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৬০%	২০%	২০%
০৬	ভূমি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৭০%	২০%	১০%
০৭	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৭০%	২০%	১০%
০৮	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৮০%	২০%	
০৯	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৭০%	১০%	২০%
১০	সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৭০%	২০%	১০%

Dhaka University Institutional Repository

ক্রঃ নং	স্থায়ী কমিটি নাম	৮ম জাতীয় সংসদ		
		সরকারী দল	প্রধান বিরোধী দল	অন্যান্য রাজনৈতিক দল
১১	বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৬০%	২০%	২০%
১২	যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৮০%	২০%	-
১৩	ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৮০%	২০%	-
১৪	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৮০%	২০%	-
১৫	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৭০%	২০%	১০%
১৬	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৮০%	২০%	-
১৭	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৭০%	২০%	১০%
১৮	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৭০%	২০%	১০%
১৯	তথ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৭০%	২০%	১০%
২০	কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৭০%	২০%	১০%
২১	শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৯০%	১০%	
২২	বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৮০%	২০%	-
২৩	শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৮০%	১০%	১০%
২৪	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৮০%	২০%	-
২৫	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৮০%	১০%	১০%
২৬	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৬০%	২০%	২০%
২৭	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৮০%	২০%	-
২৮	বিদ্যুৎ জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৮০%	২০%	-
২৯	মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৭০%	২০%	১০%
৩০	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৭০%	২০%	১০%
৩১	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৭০%	২০%	১০%

Dhaka University Institutional Repository

ক্রঃ নং	স্থায়ী কমিটি নাম	৮ম জাতীয় সংসদ		
		সরকারী দল	প্রধান বিরোধী দল	অন্যান্য রাজনৈতিক দল
৩২	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৬০%	২০%	২০%
৩৩	যুব ও ক্রীড়া বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৮০%	২০%	-
৩৪	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৮০%	২০%	-
৩৫	খাদ্য ও দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৮০%	১০%	১০%
৩৬	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৮০%	১০%	১০%
৩৭	পার্বত্য চট্টগ্রাম মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি।	৮০%	১০%	১০%

সূত্রঃ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, অষ্টম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন হতে ত্রয়োবিংশ অধিবেশনের (২৮-১০-২০০১ হতে ০৪-১০-২০০৬) কার্যবাহের সারাংশ।

সারণি ৬.১১ তে দেখা যাচ্ছে যে, ১৯টি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে সরকারী দলের সদস্যদের অনুপাত ছিল ৮০%, প্রধান বিরোধী দলের সদস্যদের অনুপাত ছিল ২০%। ১৩টি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে সরকারী দলের সদস্যদের অনুপাত ছিল ৭০%, প্রধান বিরোধী দলের সদস্যদের অনুপাত ছিল ২০%, অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সদস্যদের অনুপাত ছিল ১০%। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ও ধর্ম মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি এই ৪টি কমিটিতে সরকারী দলের সদস্যদের অনুপাত ছিল ৬০%, প্রধান বিরোধী দলের সদস্যদের অনুপাত ছিল ২০% এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সদস্যদের অনুপাত ছিল ২০%। কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে সরকারী দলের সদস্যদের অনুপাত ছিল ৯০%, প্রধান বিরোধী দলের সদস্যদের অনুপাত ছিল ১০%।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি : ৬:১২

অষ্টম জাতীয় সংসদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ১ম অধিবেশন হতে ২৩তম অধিবেশন পর্যন্ত প্রতিশ্রুতিসমূহের অগ্রগতি সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন

ক্রমিক নং	মন্ত্রণালয়/ সংস্থার নাম	মোট প্রতিশ্রুতির সংখ্যা	প্রক্রিয়াধীন	বাস্তবায়নাধীন	আংশিক বাস্তবায়িত	বাস্তবায়িত	অবাস্তবায়িত	স্থগিত
১।	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়	১	-	১	-	-	-	-
২।	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	৩	-	-	-	৩	-	-
৩।	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	২	-	-	-	২	-	-
৪।	ভূমি মন্ত্রণালয়	১	-	-	-	১	-	-
৫।	মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়	১	-	১	-	-	-	-
৬।	যোগাযোগ মন্ত্রণালয়	২০	৪	১	৫	৯	১	-
৭।	স্থানীয় সরকার	১	-	-	-	১	-	-
	মোট	২৯	৪	৩	৫	১৬	১	-
	%		১৩.৭৯	১০.৩৪	১৭.২৪	৫৫.১৭	৩.৪৫	

সূত্র: *অষ্টম জাতীয় সংসদের সরকারী প্রতিশ্রুতি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির রিপোর্ট*, ফেব্রুয়ারী, ২০০৬।

সারণি ৬.১২ এ দেখা যাচ্ছে যে, ৮ম জাতীয় সংসদে প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ৭টি মন্ত্রণালয় সম্পর্কে মোট প্রতিশ্রুতির সংখ্যা ২৯টি, এর মধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে ১৬টি, আংশিক বাস্তবায়িত হয়েছে ৫টি, বাস্তবায়নাধিন ৩টি, বাস্তবায়ন হয় নাই ১টি এবং প্রক্রিয়াধীন রয়েছে ৪টি প্রতিশ্রুতি। যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক সর্বাধিক সংখ্যক প্রতিশ্রুতি থাকলেও অর্থ মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয় ও বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কোন প্রতিশ্রুতি নেই।

তবে নিম্ন লিখিত মন্ত্রণালয়/বিভাগের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কোন প্রতিশ্রুতি নেই।

১। অর্থ বিভাগ; ২। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ; ৩। অভ্যন্তরীন সম্পদ বিভাগ; ৪। আইন, বিচার, সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়; ৫। কৃষি মন্ত্রণালয়; ৬। খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়; ৭। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় মন্ত্রণালয়; ৮। জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ; ৯। ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়; ১০। তথ্য মন্ত্রণালয়; ১১। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়; ১২। নির্বাচন কমিশন সচিবালয়; ১৩। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়; ১৪। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়; ১৫। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ; ১৬। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়; ১৭। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়; ১৮। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়; ১৯। প্রাথমিক ও

Dhaka University Institutional Repository

গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়; ২০। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়; ২১। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়; ২২। বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ণ বিভাগ; ২৩। বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়; ২৪। বিদ্যুৎ বিভাগ; ২৫। বে-সামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়; ২৬। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়; ২৭। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়; ২৮। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়; ২৯। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়; ৩০। শিক্ষা মন্ত্রণালয়; ৩১। শিল্প মন্ত্রণালয়; ৩২। সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়; ৩৩। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়; ৩৪। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়; ৩৫। সংস্থাপন মন্ত্রণালয়; ৩৬। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

সারণি : ৬.১৩

অষ্টম জাতীয় সংসদে নিম্নলিখিত মন্ত্রণালয়/বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপ-মন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিসমূহের বাস্তবায়ন প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ

ক্রমিক নং	মন্ত্রণালয়/ সংস্থার নাম	মোট প্রতিশ্রুতির সংখ্যা	প্রক্রিয়াধীন	বাস্তবায়নাধীন	আংশিক বাস্তবায়িত	বাস্তবায়িত	অবাস্তবায়িত	স্থগিত
১।	অর্থ বিভাগ	১১	-	৬	২	১	২	-
২।	আইন, বিচার, সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১৯	-	১২	১	৬	-	-
৩।	কৃষি মন্ত্রণালয়	৩	-	-	৩	-	-	-
৪।	খাদ্য ও দুযোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়	৬	-	৩	-	-	-	-
৫।	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	১৪	২	৪	৫	৩	-	-
৬।	জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	১৫	৩	১	৪	২	৫	-
৭।	ডাক ও টেলি যোগাযোগ মন্ত্রণালয়	১৬১	২১	৬৪	১৪	৪৮	৫	-
৮।	তথ্য মন্ত্রণালয়	১৮	-	১৩	-	৫	-	-
৯।	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	২	-	-	-	১	১	
১০।	নির্বাচন কমিশন সচিবালয়	১	-	-	-	১	-	-
১১।	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়	৪	-	১	১	২	-	-
১২।	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	৩৮	-	২	-	৩৫	-	১
১৩।	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	১১০	৩৮	৫২	৬	১৪	-	-
১৪।	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	৫	-	-	-	৫	-	-
১৫।	প্রবসী কল্যান ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	৩	-	-	-	৩	-	-

Dhaka University Institutional Repository

১৬।	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	১৭	৭	৪	২	৩	-	১
১৭।	বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	২১	-	৩	৮	৩	১৩	-
১৮।	বিদ্যুৎ বিভাগ	৬৮	-	৪৮	-	২০	-	-
১৯	বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্র.	৪৭	৯	১৮	-	১৩	৭	-
২০	ভূমি মন্ত্রণালয়	২১	-	১	-	২০	-	-
২১।	মৎস ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়	৯	-	৩	-	৪	-	-
২২।	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৯	-	৩	-	৪	১	১
২৩।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	২৬	১৪	৯	২	১	-	-
২৪।	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	৪	-	-	-	৩	-	-
২৫।	যোগাযোগ মন্ত্রণালয়	৭৩	২৩	২৪	৮	১৮	-	-
২৬।	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	২	২	-	-	-	২	-
২৭।	শিক্ষা মন্ত্রণালয়	৪১	৭	১১	৪	৮	২	৯
২৮।	শিল্প মন্ত্রণালয়	১৫	-	৩	-	৬	৬	-
২৯।	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৫	১	-	-	-	-	-
৩০।	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	১৩৬	৭৬	১৮	৯	২৮	৫	-
৩১।	সংস্থাপন মন্ত্রণালয়	৩	-	৩	-	-	-	-
৩২।	স্থানীয় সরকার বিভাগ	৯৭	৪	৫৭	১	৩০	৫	-
৩৩।	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	৪৬	৬	৩	১৮	১৯	-	-
	মোট =	**১০৫০**	**২১৩**	**৩৬৬**	**৮৮**	**৩০৬**	**৫৪**	**১২**

সূত্র: *অষ্টম জাতীয় সংসদের সরকারী প্রতিশ্রুতি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির রিপোর্ট*, ফেব্রুয়ারী, ২০০৬।

সারণি ৬.১৩ এ দেখা যাচ্ছে যে, ৩৩টি মন্ত্রণালয়ের/বিভাগের ১০৫০টি প্রতিশ্রুতির মধ্যে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে ২১৩টি, বাস্তবায়নাধীন রয়েছে ৩৬৬টি, আংশিক বাস্তবায়িত হয়েছে ৮৮টি, বাস্তবায়িত হয়েছে ৩০৬টি, অবাস্তবায়িত রয়েছে ৫4টি, স্থগিত রয়েছে ১২টি।

৮ম জাতীয় সংসদের অর্থমন্ত্রী ১ম অধিবেশন হতে ২৩তম অধিবেশন পর্যন্ত সর্বমোট ১১টি প্রতিশ্রুতি দেয়। তার মধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে ১টি, আংশিক বাস্তবায়িত হয়েছে ২টি, বাস্তবায়নাধিন রয়েছে ৬টি, অবাস্তবায়িত হয়েছে ২টি প্রতিশ্রুতি।

Dhaka University Institutional Repository

৮ম জাতীয় সংসদের যোগাযোগ মন্ত্রী ১ম অধিবেশন হতে ২৩তম অধিবেশন পর্যন্ত সর্বমোট ৭৩টি প্রতিশ্রুতি দেয়। তন্মধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে ১৮টি, আংশিক বাস্তবায়িত হয়েছে ৮টি, বাস্তবায়নাধীন রয়েছে ২৪টি এবং প্রক্রিয়াধীন রয়েছে ২৩টি।

৮ম জাতীয় সংসদের শিল্প মন্ত্রী ১ম অধিবেশন হতে ২৩তম অধিবেশন পর্যন্ত সর্বমোট ১৫টি প্রতিশ্রুতি দেয়। তন্মধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে ৬টি, বাস্তবায়নাধিন রয়েছে ৩টি এবং অবাস্তবায়িত রয়েছে ৬টি।

৮ম জাতীয় সংসদের বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ১ম অধিবেশন হতে ২৩তম অধিবেশন পর্যন্ত সর্বমোট ২১টি প্রতিশ্রুতি দেয়। তন্মধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে ৩টি, আংশিক বাস্তবায়িত হয়েছে ৮টি, বাস্তবায়নাধিন রয়েছে ৩টি এবং অবাস্তবায়িত রয়েছে ৭টি।

নিম্নলিখিত মন্ত্রণালয়/বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর/উপ-মন্ত্রীর কোন প্রতিশ্রুতি নেই:
অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ; অভ্যন্তরীন সম্পদ বিভাগ; পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়; পরিকল্পনা বিভাগ; পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ; পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়; প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়; বাণিজ্য মন্ত্রণালয়; বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ণ বিভাগ; সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি : ৬.১৪

আইন প্রণয়ণে কমিটির ভূমিকা ও কার্যকারিতা

কমিটির কার্যকারিতা	৮ম জাতীয় সংসদ
সরকারি বিলের ক্ষেত্রেঃ	
নোটিশ সংখ্যা	১৯৫
বিল উত্থাপন	১৯৩
বিল পাশের সংখ্যা	১৮৪
সরকারী বিল কমিটিতে পাঠানোর সংখ্যাঃ	
স্থায়ী কমিটি	১১২
বিল পাশের সংখ্যা কমিটিতে যাওয়া ছাড়াই	৭২
বিল সম্বন্ধে কমিটির রিপোর্ট	১১২
বেসরকারী বিলের ক্ষেত্রেঃ	
নোটিশ সংখ্যা	৫৪
বিল উত্থাপন	১৪
বিল পাশের সংখ্যা	১
বেসরকারি বিল ও সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে পাঠানোর সংখ্যাঃ	৩২
বিল সম্বন্ধে কমিটির রিপোর্ট	১৪

সূত্রঃ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, *অষ্টম জাতীয় সংসদের প্রথম থেকে তেইশতম অধিবেশনের (২৮-১০-২০০১ হতে ০৪-১০-২০০৬) কার্যবাহের সারাংশ।*

সারণি ৬.১৪ এ দেখা যাচ্ছে যে, অষ্টম জাতীয় সংসদে ২৩টি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অধিবেশনকালীন সময়ে সরকারি বিলের নোটিশ পাওয়া গেছে ১৯৫টি, সংসদে উত্থাপিত হয় ১৯৩টি বিল। সংসদে পাশ হয় ১৮৪টি বিল। স্থায়ী কমিটিতে যায় ১১২টি বিল। কমিটিতে যাওয়া ছাড়া পাশ হয় ৭২টি বিল। অপরদিকে, বেসরকারি বিলের নোটিশ পাওয়া গেছে ৫৪টি। বেসরকারি বিল ও সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে যায় ৩২টি বিল। সংসদে উত্থাপিত হয় ১৪টি বিল। জাতীয় সংসদে ১টি বিল পাশ হয়। কমিটি রিপোর্ট পেশ করে ১৪টি বিলের। অষ্টম জাতীয় সংসদে সরকারি বিল ১৮৪টি, বেসরকারি বিল ১টি, মোট ১৮৫টি আইন পাশ হয়।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি : ৬.১৫

৮ম জাতীয় সংসদে গঠিত কমিটিসমূহের ভূমিকা ও কার্যকারিতা সম্পর্কে আলোকপাত করা হল

৮ম জাতীয় সংসদে গঠিত স্থায়ী কমিটির অনুষ্ঠিত বৈঠকের সংখ্যা, সাব-কমিটি গঠনের সংখ্যা, সাব-কমিটির অনুষ্ঠিত বৈঠকের সংখ্যা, সংসদে উপস্থাপিত রিপোর্টের সংখ্যা ও সংসদের বাহিরে অনুষ্ঠিত বৈঠকের সংখ্যা সম্পর্কিত তথ্যাদি উপস্থাপন করা হল।

ক্রঃ নং	মূল কমিটির নাম	মূল কমিটি বৈঠকের সংখ্যা	সাব কমিটি গঠনের সংখ্যা	সাব কমিটি বৈঠকের সংখ্যা	সংসদে উপস্থাপিত রিপোর্টের সংখ্যা	সংসদের বাহিরে অনুষ্ঠিত বৈঠকের সংখ্যা
০১	কার্য-উপদেষ্টা কমিটি	৩৪	-	-	-	-
০২	কার্যপ্রণালী-বিধি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১১	০১	০২	০১	০১
০৩	বিশেষ অধিকার সম্পার্কিত স্থায়ী কমিটি	০১	০১	০১	-	-
০৪	পিটিশন কমিটি	০২	-	-	০১	০১
০৫	লাইব্রেরী কমিটি	০১	-	-	-	-
০৬	বেসরকারী সদস্যদের বিল ও বেসরকারী সদস্যদের সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সম্পর্কিত কমিটি	৩৩	০১	০৫	০৫	-
০৭	সংসদ কমিটি	১৯	০৮	৫৪	-	-
০৮	সরকারী প্রতিষ্ঠান কমিটি	৪৯	০২	০২	০২	০২
০৯	সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৪৬	০৯	৪৮	০১	০৫
১০	অনুমতি হিসাব সম্পর্কিত কমিটি	২৭	১০	৬০	০২	০৬
১১	সরকারী প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত কমিটি	৩৭	০১	০২	০১	০১
১২	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৩২	০৫	৪৬	০১	০৬
১৩	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২২	০৪	৫	-	০৩
১৪	আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৪৮	-	-	০১	-
১৫	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৩৩	-	-	০৩	০১
১৬	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১৫	০২	০৫	-	০৫
১৭	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৭	০৩	০১	০১	০৪
১৮	সংস্থাপন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২১	০২	-	-	-
১৯	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৩১	০৪	২২	০১	-
২০	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২০	০৩	০৪	০১	-
২১	খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১৭	০২	০২	০১	০৪
২২	অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২১	-	-	০১	০৯
২৩	ভূমি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৫	০৪	০৯	০১	০১
২৪	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৩	০২	০৫	০১	০৩

Dhaka University Institutional Repository

ক্রঃ নং	মূল কমিটির নাম	মূল কমিটি বৈঠকের সংখ্যা	সাব কমিটি গঠনের সংখ্যা	সাব কমিটি বৈঠকের সংখ্যা	সংসদে উপস্থাপিত রিপোর্টের সংখ্যা	সংসদের বাহিরে অনুষ্ঠিত বৈঠকের সংখ্যা
২৫	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২০	-	-	০১	-
২৬	নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৩১	০১	০৫	০১	০৩
২৭	সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৬	০২	০৬	০১	-
২৮	বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১৭	০১	-	০১	০১
২৯	যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১৭	৫	১০	০১	০২
৩০	ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৫	০১	০৫	০২	০১
৩১	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২০	০১	০৪	০১	০১
৩২	বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৬	০৫	১৮	-	-
৩৩	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২২	০২	০৫	০১	-
৩৪	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১৬	০৩	১১	০১	০৪
৩৫	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৮	০৪	৩৬	-	০৭
৩৬	তথ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২০	০১	-	০১	-
৩৭	কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৩৯	০৩	০৪	০১	০২
৩৮	শিক্ষা মন্ত্রণায়ল সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৩৫	০১	১০	০১	-
৩৯	বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৭	০৭	১১	০১	০৩
৪০	শিল্প মন্তণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৩৪	০৭	১৮	০১	০৮
৪১	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	১৬	০২	০৩	-	-
৪২	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৩৮	০৫	০৮	০১	-
৪৩	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৮	০৯	১৫	০১	০৭
৪৪	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৩	০১	৩	০১	০১
৪৫	বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ সম্পর্কিত স্থায়ী	৪৩	০৬	১৩	০১	-
৪৬	মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২৭	০৩	০৭	০১	০১
৪৭	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৩০	০১	০৫	০১	-
৪৮	প্রাথমিক ও গণ শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	৩৯	-	-	০১	০২
	মোট =	**১২৪২**	**১৩৪**	**৪৭০**	**৪৭**	**৯৫**

মূল কমিটির সংখ্যা - ৪৮টি

সাব-কমিটির সংখ্যা	-	১৩৪টি
স্থায়ী কমিটির মোট বৈঠক	-	১২৪২টি
সাব-কমিটির মোট বৈঠক	-	৪৭০টি
সংসদে উপস্থাপিত রিপোর্টের সংখ্যা	-	৪৭টি
সংসদের বাহিরে অনুষ্ঠিত বৈঠকের সংখ্যা	-	৯৫টি

সারণি ৬.১৫ তে দেখা যাচ্ছে যে, অষ্টম জাতীয় সংসদে গঠিত মূল কমিটির সংখ্যা ৪৮ টি। এর মধ্যে ১১টি সংসদীয় স্থায়ী কমিটি এবং ৩৭টি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি। উক্ত কমিটিগুলো ১২৪২টি বৈঠকে মিলিত হয়। এছাড়াও কমিটিগুলো সংসদের বাইরে ৯৫টি বৈঠকে মিলিত হয়। এই কমিটিগুলো ১৩৪টি সাব-কমিটি গঠন করে এবং সাব-কমিটিগুলো ৪৭০টি বৈঠকে মিলিত হয়। সংসদীয় ১১টি স্থায়ী কমিটি ১৩টি প্রতিবেদন সংসদে উপস্থাপন করে। মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ৩৪টি প্রতিবেদন সংসদে উপস্থাপন করে।

তবে কার্য-উপদেষ্টা কমিটি, বিশেষ অধিকার কমিটি, লাইব্রেরী কমিটি ও সংসদ কমিটি কোন রিপোর্ট সংসদে উপস্থাপন করেনি। মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির মধ্যে মোট ৬টি কমিটি, যেমন- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি; বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি; সংস্থাপন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি; বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি; গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি কোন প্রতিবেদন সংসদে উপস্থাপন করেনি।

মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত ৩৭টি কমিটির মধ্য ৪টি কমিটি যথা:

১) অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি;

২) বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি;

৩) শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি এবং

৪) যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ভূমিকা ও কার্যকারিতা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি

অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ৮ম জাতীয় সংসদে ১৫/০৭/২০০৩ তারিখে কার্যপ্রণালী-বিধির ২৪৭ বিধি অনুসারে ২৪৬ ও ২৪৮ বিধিতে বর্ণিত দায়িত্ব পালনকল্পে ১০ সদস্য বিশিষ্ট অর্থ মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়।

সারণি : ৬.১৬

অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সদস্যবৃন্দ

ক্রমিক নং	সদস্যগণের নাম	পদবী	নির্বাচনী এলাকা
০১	জনাব মুশফিকুর রহমান	সভাপতি	২৪৫-ব্রাহ্মণবাড়ীয়া-৪
০২	মোঃ সাইফুর রহমান	সদস্য	২২৮-সিলেট-১
০৩	মোহাম্মদ ছায়েদুল হক	সদস্য	২৪২-ব্রাহ্মণবাড়ীয়া-১
০৪	এ.এম রিয়াছাত আলী বিশ্বাস	সদস্য	১০৭-সাতক্ষীরা-৩
০৫	মোঃ আজিজুর রহমান চৌধুরী	সদস্য	১১-দিনাজপুর-৬
০৬	গাজী মোঃ শাহজাহান	সদস্য	২৮৯-চট্টগ্রাম-১১
০৭	মোঃ হাবিবুল ইসলাম হাবিব	সদস্য	১০৫-সাতক্ষীরা-১
০৮	এস.এ.এম.এস কিবরিয়া	সদস্য	২৪০-হবিগঞ্জ-৩
০৯	আব্দুল খালেক	সদস্য	২৪৭-ব্রাহ্মণবাড়ীয়া-৬
১০	মোঃ মসিউর রহমান রাঙ্গা	সদস্য	১৯-রংপুর-১

সূত্র: *বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ বিতর্ক*, খণ্ড-১৩, সংখ্যা-৭, বৃহস্পতিবার, ১৬ই সেপ্টেম্বর, ২০০৪।

সারণি ৬.১৬ এ দেখা যাচ্ছে যে, বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি ছিলেন জনাব মুশফিকুর রহমান। মোঃ সাইফুর রহমান, মোহাম্মদ ছায়েদুল হক, এ.এম রিয়াছাত আলী বিশ্বাস, মোঃ আজিজুর রহমান চৌধুরী, গাজী মোঃ শাহজাহান, মোঃ হাবিবুল ইসলাম হাবিব, এস.এ.এম.এস কিবরিয়া, আব্দুল খালেক, মাঃ মসিউর রহমান রাঙ্গা ছিলেন সদস্য।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি : ৬.১৭

অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির কার্যকারিতার তথ্য চিত্র

স্থায়ী কমিটির বিবরণ	অর্থ মন্ত্রণালয়
কমিটি গঠনের তারিখ	১৫/০৭/২০০৩
কমিটি পূর্ণগঠনের তারিখ	১৬/০৯/২০০৪
কমিটির বৈঠকের সংখ্যা	২১
কমিটির ১ম বৈঠকের তারিখ	২০/০৮/২০০৩
কমিটির শেষ বৈঠকের তারিখ	০১/০৮/২০০৬
সাব-কমিটি গঠনের সংখ্যা	-
সাব-কমিটি বৈঠকের সংখ্যা	-
আইন সংশোধন সংখ্যা	-
কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে বিলম্বের মেয়াদ	১ বছর ৮ মাস ১৭ দিন
সিদ্ধান্ত গ্রহণের সংখ্যা	১৪২
মোট বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত সংখ্যা	
বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্তের সংখ্যা	১৪২
প্রক্রিয়াধীন সিদ্ধান্তের সংখ্যা	
অবাস্তবায়িত সিদ্ধান্তের সংখ্যা	
আংশিক বাস্তবায়িত	

সূত্র: *অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির প্রতিবেদন*, ২০০৬।

সারণি ৬.১৭ এ দেখা যায়, অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ১৫-০৭-২০০৩ তারিখে গঠিত হওয়ার পর পরবর্তীতে ১৬/০৯/২০০৪ তারিখে উক্ত মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটিকে পূর্ণগঠন করা হয়। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন জনাব মুশফিকুর রহমান, ২৪৫-ব্রাহ্মণবাড়ীয়া-৪। জাতীয় সংসদ গঠিত হওয়ার ১ বছর ৮মাস ১৭দিন পর কমিটি গঠিত হয়। ২০-০৮-২০০৩ তারিখ হতে ০১-০৮-২০০৬ তারিখ পর্যন্ত ২১টি বৈঠকে মিলিত হয় এবং ১৪২টি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। কিন্তু সবগুলো সিদ্ধান্তই বাস্তবায়নাধিন রয়েছে।

ক. সিদ্ধান্ত গ্রহণ:

অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির বৈঠকের সিদ্ধান্তসমূহ:

প্রথম বৈঠকে:

১. অর্থ মন্ত্রণালয় যাবতীয় কার্যক্রমের উপর একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন আগামী সভায় পেশ করবে;

Dhaka University Institutional Repository

২. সম্পদ সংগ্রহ, সীমিত সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ইত্যাদি বিষয়ের উপর পরবর্তীতে আলোচনা করা হবে;

৩. দারিদ্র্যতা নিরসন, কৌশলপত্র চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে গঠিত টাস্কফোর্সের সাথে স্থায়ী কমিটির একটি বৈঠকের আয়োজন করা হবে। টাস্কফোর্সের সাথে ২/৩ জন স্থায়ী কমিটির সদস্যকে সম্পৃক্তকরণ করা যেতে পারে।

তৃতীয় বৈঠকে:

৪. বিগত দ্বিতীয় বৈঠকের কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা হয়;

৫. আর্থিক খাত সংস্কারের ফলে কর্মসংস্থানের উপর কোন প্রভাব যাতে না পড়ে সেদিকে সংশ্লিষ্ট সকলকে দৃষ্টি রাখতে হবে;

৬. বেসরকারী ব্যাংকগুলোর সুদের হার শীঘ্রই কমিয়ে আনার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;

৭. গৃহ নির্মান ঋণদাণ সংস্থার কার্যক্রম সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন পরবর্তী বৈঠকে দাখিল করতে হবে;

৮. মাইক্রো লেভেলে বিনিয়োগের হার সম্পর্কে অর্থ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হবে;

৯. পরবর্তীতে বেসরকারী ব্যাংকের কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করা হবে।

চতুর্থ বৈঠকে:

১০. বিগত ২০-১২-২০০৩ খ্রিস্টাব্দ তারিখে অনুষ্ঠিত তৃতীয় বৈঠকের কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ করা হয়;

১১. বিভিন্ন ধরনের সিনথেটিক কাপড়ের উপর বিভিন্ন হারে কর ধার্যের পরিবর্তে একই হারে কর ধার্যের ব্যাপারে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে;

১২. "জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা" কমিটির পরবর্তী বৈঠকের আলোচ্য সূচীতেও অন্তর্ভুক্ত থাকবে;

১৩. চট্টগ্রাম কাস্টমস হাউজের রাজস্ব আদায়ের কার্যক্রম সরজমিনে দেখার জন্য কমিটি আগামী এপ্রিল মাসের কোন এক সময় পরিদর্শনে যাবে;

১৪. স্থায়ী কমিটির মাননীয় সদস্যগণ যাদের নাম পরবর্তীতে মাননীয় সভাপতি ঠিক করে দিবেন তারা ইংল্যান্ড/অস্ট্রেলিয়ার রাজস্ব সংক্রান্ত কার্যক্রম সরজমিনে দেখতে যাবেন এবং এ ব্যাপারে মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন;

Dhaka University Institutional Repository

১৫. মাননীয় সদস্য জনাব এ, এম, রিয়াছাত আলী বিশ্বাস-এর নির্বাচনী এলাকার ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের কর প্রদানের জটিলতার বিষয়টি সমাধানের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

পঞ্চম বৈঠকে:

১৬. বিগত ২২-০২-২০০৪ খ্রিস্টাব্দ তারিখে অনুষ্ঠিত চতুর্থ বৈঠকের কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়;

১৭. কমিটি পরবর্তী বৈঠকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ১০০ জন আইনবিদ, ১০০ জন প্রকৌশলী ও স্থপতি, ১০০ জন ডাক্তার, ১০০ জন চার্টার্ড একাউন্টেন্ট, ১০০ জন ঠিকাদার, ১০০ জন ডেভেলপার এবং ১০০ জন বায়িং হাউজ ব্যবসায়ীর নামের তালিকা প্রণয়ন করে পেশ করবে;

১৮. রাজস্ব বিভাগের মমামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে হাইকোর্টেও একটি স্পেশাল বেঞ্চ স্থাপনের বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়কে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য জোর সুপারিশ করা হলো;

১৯. গুঁড়ো দুধ এবং সয়াবিন তেল আমদানীকারকদের ইনভয়েসের মূল্যসহ একটি তালিকা কমিটির পরবর্তী বৈঠকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড পেশ করবে।

ষষ্ঠ বৈঠকে:

২০. বিগত ৩০-০৩-২০০৪ খ্রিস্টাব্দ তারিখে অনুষ্ঠিত পঞ্চম বৈঠকের কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়;

২১. কমিটি পরবর্তী সভার আলোচ্যসূচীতে ট্যাক্স অম্বুডসম্যান সংক্রান্ত বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত হবে;

২২. কমিটি পরবর্তীতে প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিষয় আলোচ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করে আলোচনা করবে;

২৩. স্ক্যানার মেশিনটি যাতে দ্রুত ক্রয় করা হয় সে ব্যাপারে অর্থ মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

সপ্তম বৈঠকে:

২৪. বিগত ২৬-০৬-২০০৪ খ্রিস্টাব্দ তারিখে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ বৈঠকের কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়;

Dhaka University Institutional Repository

২৫. বিগত ০৯-০৫-২০০৪ ও ১০-০৫-২০০৪ খ্রিস্টাব্দ তারিখে চট্টগ্রাম কাস্টমস্ হাউজ ও বন্ড কমিশনারের কার্যালয় সরেজমিনে পরিদর্শন শেষে সেখানে অনুষ্ঠিত বৈঠকের কার্যবিবরণী উপস্থাপনের বিষয়টি কমিটির পরবর্তী বৈঠকের আলোচ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত হবে;

২৬. কমিটিতে পরবর্তীতে বেসরকারী ব্যাংকের কার্যক্রম সম্পর্কে আরো বিস্তারিত আলোচনা করা হবে;

২৭. স্থায়ী কমিটি পরবর্তীতে কোন সুবিধাজনক সময়ে চট্টগ্রাম ও খুলনার কর অঞ্চল সরেজমিনে পরিদর্শন ও পরিদর্শন শেষে সেখানে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হবে। পরিদর্শনকালে কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে উক্ত কমিটির সচিব এবং সংশ্লিষ্ট কমিটি শাখা;

২৮. আলোচ্যসূচী (ঘ) On creation of Tax Ombudsman কমিটির পরবর্তী বৈঠকের আলোচ্য সূচীর অন্তর্ভুক্ত হবে।

অষ্টম বৈঠকে:

২৯. ৭ম বৈঠকের কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে নিশ্চিতকরণ করা হয়;

৩০. পরবর্তীতে ১৯৯৬ সালের শেয়ার বাজার বিপর্যয় সম্পর্কিত তদন্ত প্রতিবেদন-এর সারাংশ এবং এই প্রতিবেদনের ভিত্তিতে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে সে সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন এবং অর্গানোগ্রাম এসইসি পেশ করবে;

৩১. অদ্যকার বৈঠকে এসইসি যে সমস্ত সুপারিশ পেশ করেছে এর উপর একটি প্রতিবেদন পরবর্তীতে মন্ত্রণালয় কমিটির নিকট পেশ করবে;

৩২. এসইসি ও এনবিআর-এর মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য জরুরী ভিত্তিতে স্পেশাল বেঞ্চ গঠন করার ব্যাপারে মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

৩৩. চট্টগ্রাম কাস্টমস হাউজ ও বন্ড কমিশনারেট-এর উপর উপস্থাপিত প্রতিবেদনের উপর কি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে সে সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন কমিটির পরবর্তী বৈঠকে এনবিআর পেশ করবে;

৩৪. মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব মোঃ আজিজুর রহমান-এর প্রস্তাব মত তার নির্বাচনী এলাকায় রাজস্ব আদায়ের স্বার্থে একটি করিডোর স্থাপন ও হিলি বন্দরকে পূর্ণাঙ্গ স্থল বন্দরে রূপান্তরিত করার ব্যাপারে একটি প্রতিবেদন কমিটির পরবর্তী বৈঠকে মন্ত্রণালয় পেশ করবে।

Dhaka University Institutional Repository

নবম বৈঠকে:

৩৫. বিগত ১৩-১০-২০০৪ খ্রিস্টাব্দ তারিখে অনুষ্ঠিত ৮ম বৈঠকের কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে নিশ্চিতকৃত হয়;

৩৬. বিলটির Printing mistakes সংশোধনপূর্বক পুণরায় circulate করে কমিটির পরবর্তী বৈঠকে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর উপস্থিতিতে এর উপর আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে।

৩৭. বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক মানি সর্টিং মেশিন ক্রয়ের উপর একটি প্রতিবেদন কমিটির পরবর্তী বৈঠকে মন্ত্রণালয় পেশ করবে।

৩৮. কমিটির ৪র্থ বৈঠকের সিদ্ধান্ত মোতাবেক কমিটি কর্তৃক অষ্ট্রেলিয়া/ইংল্যান্ড-এর আর্থিক ব্যবস্থাপনা দেখার জন্য সে দেশ সফরের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

১০ম বৈঠকে:

৩৯. বিগত ২৭-১১-২০০৪ খ্রিস্টাব্দ তারিখে অনুষ্ঠিত ৯ম বৈঠকের কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে নিশ্চিতকৃত হয়;

৪০. বাংলাদেশ ব্যাংক লিজিং কোম্পানীগুলোর সমস্যা সমাধানে আরও সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে;

৪১. ভবিষ্যতে বাংলাদেশ ব্যাংক মানি সর্টিং মেশিন ক্রয়ে আরো বেশী সতর্কতা অবলম্বন করবে;

৪২. কমিটি সুবিধাজনক কোন এক সময় হিলি স্থল বন্দর ও অচিন্তপুরে গবাদিপশুর করিডোর স্থাপনের স্থান সরেজমিনে পরিদর্শন করবে। এ ব্যাপারে এনবিআর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের সংশ্লিষ্ট কমিটি শাখা;

৪৩. কমিটির চতুর্থ বৈঠকের সিদ্ধান্ত মোতাবেক কমিটি কর্তৃক অষ্ট্রেলিয়া/ইংল্যান্ড-এর আর্থিক ব্যবস্থাপনা দেখার জন্য সে দেশ সফরের ব্যাপারে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল তা দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১১তম বৈঠকে:

৪৪. বিগত ০৫-০১-২০০৫ খ্রিস্টাব্দ তারিখে অনুষ্ঠিত ১০ম বৈঠকের কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে নিশ্চিতকরণ করা হয়;

Dhaka University Institutional Repository

৪৫. মানি সর্টিং মেশিন ক্রয়ের ব্যাপারে যেহতু সর্বনিম্ন দরদাতার নিকট থেকে ঠেন্ডার ডকুমেন্ট অনুসারে দুটি মেশিন ক্রয় করা হয়েছে সেহেতু বাকী মেশিনগুলো ক্রয়ে আলোচ্য অনুচ্ছেদের আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যাবস্থা গ্রহণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংককে পরামর্শ দেয়া হল।

৪৬. পিআরএসপি'র লক্ষ্য অর্জন এবং দেশে সঠিক পরিসংখ্যানের জন্য বিএসবি'কে শক্তিশালী সংস্থা হিসেবে গড়ে তুলতে পরামর্শ দেয়া হলো।

১২তম বৈঠকে:

৪৭. বিগত ২৩-০৩-২০০৫ খ্রিস্টাব্দ তারিখে অনুষ্ঠিত ১১তম বৈঠকের কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে নিশ্চিতকরণ করা হয়;

৪৮. "The International Financial Organisation (Amendment) Bill, 2004 এর পরিবর্তে 2005" প্রতিস্থাপনসহ সংশোধিত আকারে "The International Financial Organisation (Amendment) Bill, 2004" কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

১৩তম বৈঠকে:

৪৯. বিগত ৩০-০৪-২০০৫ তারিখে অনুষ্ঠিত ১২তম বৈঠকের কার্যবিবরণীর সংশোধনী না থাকায় তা সর্বসম্মতিক্রমে নিশ্চিতকরণ করা হয়;

৫০. এনবিআর-এর রিফর্মের উপর একটি প্রতিবেদন বিশেষ করে কম্পিউটারাইজেশনের জন্য বর্তমানে কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে তা উল্লেখপূর্বক কমিটির পরবর্তী বৈঠকে একটি প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য এনবিআর-এর চেয়ারম্যান-কে অনুরোধ জানানো হয়;

৫১. এনবিআর স্ক্যানার মেশিন ক্রয় অগ্রগতি সম্পর্কে বিস্তারিত প্রতিবেদন কমিটির পরবর্তী বৈঠকে উপস্থাপন করবে;

৫২. কমিটি কর্তৃক খুলনা কর অঞ্চল, চট্টগ্রাম কর অঞ্চল, হিলি স্থল বন্দর পরিদর্শন এবং লন্ডন সফরের প্রতিবেদন নিয়ে কমিটির পরবর্তী বৈঠকের আলোচ্য সূচীভুক্ত করে তা নিয়ে আলোচনা করা হবে।

৫৩. মাননীয় সদস্য মোঃ মসিউর রহমান রাঙ্গার প্রস্তাব অনুযায়ী রংপুর বুড়িমারী স্থলবন্দর ও রংপুর কর অঞ্চল এই কমিটির পক্ষ থেকে বাজেট অধিবেশনের পর সুবিধাজনক সময়ে পরিদর্শন করা হবে;

৫৪. মানি সর্টিং মেশিন ক্রয়ের সর্বশেষ অবস্থা একটি প্রতিবেদন কমিটির পরবর্তী বৈঠকে বাংলাদেশ ব্যাংক পেশ করবে;

Dhaka University Institutional Repository

৫৫. আখাউড়া স্থলবন্দর পরিদর্শন করে-এর উন্নয়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা এনবিআর গ্রহণ করবে।

১৪ম বৈঠকে:

৫৬. বিগত ২০-০৬-২০০৫ খ্রিস্টাব্দ তারিখে অনুষ্ঠিত ১৩তম বৈঠকের কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে নিশ্চিতকরণ করা হয়;

৫৭. কর ন্যায়পাল বিল, ২০০৫ সর্বসম্মতিক্রমে কমিটি কর্তক অনুমোদিত হয়;

৫৮. কমিটি কর্তৃক অষ্ট্রেলিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকার রাজস্ব কার্যক্রম সরেজমিনে দেখার ব্যাপারে অর্থ মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১৫তম বৈঠকে:

৫৯. বিগত ০৫-০৭-২০০৫ খ্রিস্টাব্দ তারিখে অনুষ্ঠিত ১৪তম বৈঠকের কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে নিশ্চিতকরণ করা হয়;

৬০. খুলনা কর অঞ্চল পরিদর্শন প্রতিবেদন, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার কর অঞ্চল পরিদর্শন প্রতিবেদন, হিলি স্থল বন্দর ও অচিন্তপুর সীমান্ত ফাঁড়ি পরিদর্শন প্রতিবেদন কমিটি কর্তৃক গৃহীত হয় এবং এই সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডসহ সংশ্লিষ্টরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৬১. কমিটি পরবর্তী সুবিধাজনক সময়ে ভোমড়া, বেনাপোল, সুন্দরবন স্থলবন্দর এবং টেকনাফ স্থলবন্দর সরেজমিনে পরিদর্শন করবে;

৬২. কমিটি বিগত সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কে কোন কার্যপত্র অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরণ না করায় ক্ষোভ প্রকাশ করে এবং ভবিষ্যতে মন্ত্রণালয়কে সময়মত কার্যপত্র প্রেরণে তৎপর হওয়ার জন্য বলে;

৬৩. বিগত বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কমিটি কর্তৃক অষ্ট্রেলিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকার রাজস্ব কার্যক্রম সরেজমিনে দেখার ব্যাপারে যে সিদ্ধান্ত হয়েছিল তা দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১৬তম বৈঠকে:

৬৪. বিগত ৩০-০৮-২০০৫ খ্রিস্টাব্দ তারিখে অনুষ্ঠিত ১৫তম বৈঠকের কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে নিশ্চিতকরণ করা হয়;

Dhaka University Institutional Repository

৬৫. স্ক্যানার মেশিন সংগ্রহের সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন কমিটির পরবর্তী বৈঠকে এনবিআর পেশ করবে;

৬৬. স্থল বন্দর উন্নয়নের বিষয়টি অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে আনার জন্য নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় সভা করে এর অগ্রগতি প্রতিবেদন পরবর্তী মন্ত্রণালয় কমিটির নিকট পেশ করবে;

৬৭. কমিটি কর্তৃক অষ্ট্রেলিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকার রাজস্ব কার্যক্রম সরেজমিনে দেখার বিষয়টি দ্রুত বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ গ্রহণ করবে।

৬৮. আইন মন্ত্রণালয়ের কোন প্রতিনিধি উপস্থিত না থাকায় আলোচ্যসূচী ৩(গ) The Negotiable Instruments (Amendment) Bill, 2005 পরীক্ষাপূর্বক সংসদে রিপোর্ট প্রদানের জন্য কমিটির পরবর্তী বৈঠকের আলোচ্যসূচীতে অর্ন্তভুক্ত হবে;

৬৯. কমিটি পরবর্তী সুবিধাজনক সময়ে জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের শুল্ক বিভাগ সরেজমিনে পরিদর্শন করবে।

১৭তম বৈঠকে:

৭০. বিগত ০৪-১০-২০০৫ খ্রিস্টাব্দ তারিখে অনুষ্ঠিত ১৬তম বৈঠকের কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে নিশ্চিতকরণ করা হয়;

৭১. স্থল বন্দর উন্নয়নের জন্য নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় কি কার্যক্রম গ্রহণ করেছে সেই বিষয়ে বিস্তারিতভাবে অবহিত হওয়ার জন্য কমিটি পরবর্তী বৈঠকে উক্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়কে আমন্ত্রন জানানো হবে;

৭২. কমিটি The Negotiable Instruments (Amendment) Bill, 2005 সংসদের পরবর্তী অধিবেশনে উত্থাপনের জন্য অনুমোদন প্রদান করে;

৭৩. বাংলাদেশ ব্যাংক সিকিউরড নোট ছাপানোর ব্যাপারে দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে;

৭৪. কমিটির সদস্যবৃন্দ পরবর্তী কোন এক সুবিধাজনক সময়ে সিকিউরিটি প্রিটিং প্রেস পরিদর্শনে যাবে;

৭৫. ভবিষ্যতে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের কার্যক্রম নিয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা করা হবে;

৭৬. আলোচ্যসূচী ৩(চ) কমিটির পরবর্তী বৈঠকের আলোচ্যসূচীতে অন্তর্ভূক্ত হবে।

Dhaka University Institutional Repository

১৮তম বৈঠকে:

৭৭. বিগত ১৭-০১-২০০৬ খ্রিস্টাব্দ তারিখে অনুষ্ঠিত ১৭তম বৈঠকের কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে নিশ্চিতকরণ করা হয়;

৭৮. জরুরী ভিত্তিতে দক্ষ জনশক্তি প্রস্তুত করা প্রয়োজন, যাতে রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংকগুলোর জনশক্তির অভাবে কার্যক্রম ব্যাহত না হয়। সেজন্য নতুন recruitment-এর জন্য জরুরী ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কমিটি জোর সুপারিশ করছে;

৭৯. বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য সরকারী, আধা-সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কাছে ব্যাংকের পাওনা পরিশোধ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ করা হলো;

৮০. কমিটি কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অস্ট্রেলিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের বিষয়টি আগামী এপ্রিল মাসের মধ্যে বাস্তবায়নের জন্য অর্থ বিভাগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৮১. অর্থ মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ ব্যাংক পূর্ববর্তী বৈঠকের সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কে আরও বিস্তারিতভাবে কমিটির পরবর্তী বৈঠকে পেশ করবে।

১৯তম বৈঠকে:

৮২. বিগত ১২-০৩-২০০৬ খ্রিস্টাব্দ তারিখে অনুষ্ঠিত ১৮তম বৈঠকের কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে নিশ্চিতকরণ করা হয়।

৮৩. বেসরকারী কমার্শিয়াল ব্যাংকসমূহের সুদের হার বৃদ্ধির ফলে আমাদের অর্থনীতিতে এর কি প্রতিক্রিয়া হয়েছে এবং তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর ঋণের উপর সুদের হার কত তা উল্লেখপূর্বক একটি প্রতিবেদন কমিটির পরবর্তী বৈঠকে বাংলাদেশ ব্যাংক পেশ করবে;

৮৪. মাননীয় সদস্য গাজী মোঃ শাহজাহান-এর নের্তৃত্বে সুবিধাজনক সময়ে কক্সবাজার কর অঞ্চলের কাস্টমস ও ভ্যাট এর কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন ও পরিদর্শন শেষে সেখানকার কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠক করে একটি প্রতিবেদন স্থায়ী কমিটির নিকট পেশ করবে;

৮৫. স্থায়ী কমিটি পূর্বে গৃহীত সিদ্ধান্তানুযায়ী আগামী ২৬-০৪-২০০৬ খ্রিস্টাব্দ তারিখে সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস অব বাংলাদেশ পরিদর্শনে যাবে;

৮৬. চলতি বছরের রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয় ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড জোর প্রচেষ্টা চালাবে;

৮৭. স্থায়ী কমিটি কর্তৃক অস্ট্রেলিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের বিষয়টির সুরাহার জন্য মাননীয় অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রীর সাথে আলাপ করে আগামী

Dhaka University Institutional Repository

২৭-০৪-২০০৬ খ্রিস্টাব্দ তারিখে সংসদে স্থায়ী কমিটির সাথে বৈঠকের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন;

৮৮. বিগত বছর কোন মন্ত্রণালয়ের কতজন কর্মকর্তা বিদেশ সফর করেছেন সে সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন কমিটির পরবর্তী বৈঠকে অর্থ মন্ত্রণালয় পেশ করবে;

৮৯. অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির মাননীয় সদস্যগনের এলাকার উন্নয়নের জন্য ২ কোটি টাকা করে দেয়ার ব্যাপারে মাননীয় অর্থ মন্ত্রী যে অঙ্গীকার করেছিলেন তা বিভিন্ন বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের মাধ্যমে সমন্বয় করে চলতি মাসের মধ্যে এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

৯০. কমিটি দেশের বিভিন্ন কর অঞ্চলের সমস্যাসমূহ সরেজমিনে দেখে যে সুপারিশসমূহ করেছিল তা বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন কমিটির পরবর্তী বৈঠকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড পেশ করবে;

২০তম বৈঠকে:

৯১. বিগত ১৮-০৪-২০০৬ খ্রিস্টাব্দ তারিখে অনুষ্ঠিত ১৯তম বৈঠকের কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে নিশ্চিতকরণ করা হয়;

৯২. মাইক্রো ক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি বিল, ২০০৬ সংশোধিত আকারে কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হয়;

৯৩. সংসদের চলতি অধিবেশনেই কমিটির পক্ষ থেকে এই বিলের উপর রিপোর্ট হাউজে উপস্থাপন করা হবে;

৯৪. কমিটি কর্তৃক অষ্ট্রেলিয়া সফরের বিষয়ে ইআরডি অতিসত্বর প্রয়োজনীয় ব্যাবস্থা গ্রহণ করবে।

২১তম বৈঠকে:

৯৫. বিগত ০৬-০৭-২০০৬ খ্রিস্টাব্দ তারিখে অনুষ্ঠিত ২০তম বৈঠকের কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে নিশ্চিতকরণ করা হয়;

৯৬. পঞ্চগড়ের বাংলাবান্ধা, রাজশাহীর সোনা মসজিদ স্থল বন্দর মাননীয় সদস্য জনাব মোঃ আজিজুর রহমান চৌধুরীর নের্তৃত্বে এবং সিলেটের তামাবিল স্থলবন্দর মাননীয় সদস্য জনাব আব্দুল খালেক-এর নের্তৃত্বে কমিটি পরিদর্শনে যাবে। এ ব্যাপারে এনবিআর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

Dhaka University Institutional Repository

৯৭. স্ক্যানার মেশিন ক্রয়ের বিষয়টি ত্বরান্বিত করার ব্যাপারে এনবিআর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

৯৮. চট্টগ্রাম পোর্ট কর্তৃপক্ষ ৪৫ দিন অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে কাস্টমস হাউজকে রিলিজ লেটার প্রদান করবে এবং পণ্য ল্যান্ড হওয়ার সাথে সাথে কাস্টসকে অবহিত করবে;

৯৯. দ্রুত পণ্য খালাসের জন্য পোর্ট কর্তৃপক্ষ ও কাস্টমস কর্তৃপক্ষকে যৌথভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

১০০. কাস্টমের মামলাগুলো দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য স্পেশাল বেঞ্চ গঠনের জন্য কমিটির সুপারিশ One stop এ একটি সমাধান করার প্রস্তাব করেন;

১০১. চট্টগ্রাম কাস্টমসের ল' অফিসারের পদ পূরণসহ একটি আইন অনুবিভাগ সৃষ্টি করার সুপারিশ করে;

১০২. কাস্টমসের মামলাগুলো সলিসিটারের মাধ্যমে না গিয়ে সরাসরি এটর্নী জেনারেলের মাধ্যমে উপস্থাপন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অর্থ মন্ত্রণালয় গ্রহণ করতে পারে;

১০৩. পিএসআই-এর সাথে কাস্টম হাউজের কোথায় কোথায় অসামঞ্জস্যতা রয়েছে এবং তা দূরীকরণের উপায় কি তার উপর একটি লিখিত প্রতিবেদন চট্টগ্রাম কাস্টম হাউজ, কমিটির নিকট পেশ করবে;

১০৪. কোন কোন পণ্যের ক্ষেত্রে কোয়ান্টিটি ভ্যালু নির্ধারণ করা যায় তার উপর একটি লিখিত প্রতিবেদন চট্টগ্রাম কাস্টম হাউজ, কমিটির নিকট পেশ করবে;

১০৫. সমুদ্র পথে চোরাচালান বন্ধের জন্য কাস্টম হাউজকে দুটি জাহাজ প্রদান এবং দ্রুত পণ্য খালাসের জন্য একটি স্ক্যানিং মেশিন স্থাপনের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

১০৬. কাস্টমস কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য পর্যায়ক্রমে বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে;

১০৭. প্রি-শিপমেন্ট ইন্সপেকশন, সিইপিজেড এবং অকশন এই ৩টি বিষয়ে একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন চট্টগ্রাম কাস্টমস হাউজ, কমিটির নিকট পেশ করবে;

১০৮. খুলনা কর অঞ্চলের ৩টি রেঞ্জ ও সাতক্ষীরাসহ ১৮টি সার্কেলের জন্য মোট ২১টি কম্পিউটার প্রদানের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড গ্রহণ করবে;

১০৯. খুলনা কর অঞ্চলের আওতাধীন যশোর রেঞ্জ, সাতক্ষীরা রেঞ্জ ও প্রশাসনিক জেলাসমূহের ৯টি সার্কেলের জন্য যানবাহন বরাদ্দের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড গ্রহণ করবে;

Dhaka University Institutional Repository

১১০. কর আদায়ের ব্যবস্থা জোরদারকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনে ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড গ্রহণ করবে;

১১১. জনগণকে কর প্রদানে উদ্বুদ্ধ করার জন্য রেডিও, টিভিসহ বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে বিষয়টি তুলে ধরার জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

১১২. কাস্টমস বন্ড কমিশনারেটের কার্যালয়, চট্টগ্রামকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক যানবাহন প্রদানের জন্য মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

১১৩. রেভিনিউ আদায় সংক্রান্ত বিষয়টি যেহেতু কাস্টমসের সাথে সম্পর্কযুক্ত তাই এটি বন্ড কমিশনারেটের কাছে না রেখে তারা যদি কোন সুনির্দিষ্ট সমস্যা চিহ্নিত করতে পারে তাহলে তা কাস্টমসের নিকট হস্তান্তর করে দিবে। এ জন্য যাতে কোন ফ্যাক্টরীর মালিক বা কোন রপ্তানীকারক কোন প্রকার অসুবিধার সম্মুখীন না হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

১১৪. Export ফ্যাক্টরীগুলোতে বন্ড লাইসেন্স ইস্যু আরো সহজীকরণ করতে হবে;

১১৫. Home consumption-এর পণ্য নিরুৎসাহিত করতে হবে তবে জনগণের মৌলিক চাহিদার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত পণ্যের ব্যাপারে ছাড় দেয়া যেতে পারে;

১১৬. অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে সম্পর্কিত সকল মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য একটি বিশেষ বেঞ্চ গঠনের ব্যাপারে অর্থ মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১১৭. চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের কর অঞ্চলের সার্বিক ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য কম্পিউটার, নিজস্ব কর ভবন, প্রাধিকার অনুযায়ী যানবাহন, ভ্যাট ও কর বিভাগকে একত্রীকরণ, ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ, অসামঞ্জস্যতা দূরীকরণের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

১১৮. কক্সবাজারের কর অঞ্চলের ক্ষেত্রসমূহ বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে সেখানকার কর কর্মকর্তাদের আরো বেশী তৎপর হতে হবে।

১১৯. হিলি স্থলবন্দরের ওয়ে ব্রীজ মেশিনটি অবিলম্বে মেরামতের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা জাতীয় রাজস্ব বোর্ড গ্রহণ করবে;

১২০. হিলি স্থলবন্দরের মাধ্যমে আমদানী রপ্তানীকৃত পণ্যবাহী ট্রাকসমূহের সুষ্ঠভাবে যাতায়াত এবং ট্রাকসমূহ দ্বারা যাতে যানজটের সৃষ্টি না হয় তার জন্য অত্র বন্দরের বিদ্যমান প্রশস্ত রাস্তাগুলি জরুরী ভিত্তিতে আরও প্রশস্ত ও সংস্কার করা প্রয়োজন।

১২১. হিলি স্থলবন্দরের জন্য রাজস্ব সুষ্ঠভাবে আদায়ের স্বার্থে সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের জন্য উল্লেখিত প্রকল্পের আওতায় অফিস ভবন, বাসভবন, রেষ্ট হাউজ ও গুদাম ঘর নির্মাণ করার ব্যাপারে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে;

Dhaka University Institutional Repository

১২২. নিত্য প্রয়োজনীয় ৭৬ ক্যাটাগরীর পণ্য আমদানীর উপর নিষেধাজ্ঞ প্রত্যাহারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা জাতীয় রাজস্ব বোর্ড গ্রহণ করবে।

১২৩. হিলি স্থলবন্দর আন্তর্জাতিক রুট হওয়ায় দেশের ভাবমূর্তি রক্ষার্থে ও যাত্রীদের সুবিধার্থে অবিলম্বে যাত্রী ছাউনি ও টয়লেটের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। দেশের দূরবর্তী স্থানে ছাত্র-ছাত্রী ও যাত্রীদের রেলে চলাচলের সুবিধার্থে হিলি রেল ষ্টেশন আন্তঃনগর ট্রেনসমূহের ষ্টপেজ থাকা একান্ত প্রয়োজন;

১২৪. আমদানী-রপ্তানীকারক ও অন্যান্য ব্যবসায়ীদের সুবিধার্থে আর্থিক লেন-দেনের জন্য হিলি স্থলবন্দরে সোনালী ব্যাংকের পাশাপাশি জনতা ব্যাংকের শাখা খোলা প্রয়োজন;

১২৫. আমদানীতব্য মালামাল অগ্নির হাত থেকে রক্ষার জন্য হিলিতে ফায়ার সার্ভিস ষ্টেশন স্থাপন করা আশু প্রয়োজন।

১২৬. বুড়িমারী স্থল বন্দরের ওয়ে ব্রীজ মেশিন অবিলম্বে স্থাপনের নিমিত্তে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

১২৭. বুড়িমারী স্থল বন্দরের মাধ্যমে আমদানী রপ্তানীকৃত পণ্যবাহী ট্রাকসমূহের সুষ্ঠভাবে যাতায়াত এবং ট্রাকসমূহ চলাচলে যাতে যানজটের সৃষ্টি না হয় সেজন্য অত্র বন্দরের বিদ্যমান অপ্রশস্ত রাস্তা জরুরী ভিত্তিতে প্রশস্ত, মেরামত ও সংস্কার করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা মন্ত্রণালয় গ্রহণ করবে;

১২৮. বুড়িমারী স্থল বন্দরের জন্য অবকাঠামো নির্মাণ করার নিমিত্ত উক্ত স্থল বন্দরের জন্য অধিগ্রহণকৃত ২.০০ (দুই) একর ভূমিতে অফিস ভবন নির্মাণ, ওয়্যার হাউজ নির্মাণ, কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আবাসিক ভবন নির্মাণ ও গুদামসহ অবকাঠামো নির্মাণ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা জাতীয় রাজস্ব বোর্ড গ্রহণ করবে;

১২৯. বুড়িমারী স্থল বন্দরসহ সারাদেশে স্থল বন্দরগুলির অবকাঠামোগত উন্নয়নের লক্ষ্যে স্থল বন্দরগুলি নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয় থেকে মুক্ত করে অর্থ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ অর্থ মন্ত্রণালয় গ্রহণ করবে;

১৩০. বর্তমান নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য আমদানীর উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা জাতীয় রাজস্ব বোর্ড গ্রহণ করবে;

১৩১. বুড়িমারী স্থল বন্দরে আমদানী ও রপ্তানীকারকদের সুবিধার্থে তথা সময়ের অপচয় ও আর্থিক লেনদেন সহজ করার জন্য বুড়িমারী স্থল বন্দরে সোনালী ব্যাংকের শাখা স্থাপনের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড গ্রহণ করবে;

Dhaka University Institutional Repository

১৩২. বুড়িমারী স্থল বন্দরে টেলিফোন এক্সচেঞ্জ স্থাপনের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড গ্রহণ করবে;

১৩৩. রংপুর কর অঞ্চল এবং উক্ত অঞ্চলের আওতাধীন সব কয়টি সার্কেল অফিসসমূহে কম্পিউটার সরবরাহ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা জাতীয় রাজস্ব বোর্ড গ্রহণ করবে।

১৩৪. রংপুর কর অঞ্চলের আওতাধীন প্রশাসনিক জেলাসমূহের সার্কেল অফিসের জন্য প্রাধিকার অনুযায়ী যানবাহন সরবরাহের ব্যাপারে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে;

১৩৫. কর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য আবাসিক সমস্যা নিরসনের জন্য রংপুর শহরস্থ কর বিভাগের ভূমিতে ভবন নির্মাণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা জাতীয় রাজস্ব বোর্ড গ্রহণ করবে;

১৩৬. জনগণকে কর প্রদানে উদ্বুদ্ধ করার জন্য রেডিও, টিভিসহ বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে প্রচারকার্য জোরদার করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা জাতীয় রাজস্ব বোর্ড গ্রহণ করবে;

১৩৭. টেকনাফ শুল্ক গুদাম ভবনটি জরুরী ভিত্তিতে মেরামত করা প্রয়োজন;

১৩৮. পণ্যের ওজন মাপার জন্য এ বন্দরে একটি আধুনিক/কম্পিউটারাইজড স্ক্যান মেশিন সরবরাহ করা প্রয়োজন;

১৩৯. বন্দরের কাজ কর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের আমদানী রপ্তানীর লেনদেনের সুবিধার্থে টেকনাফ স্থলবন্দরে সোনালী ব্যাংকের একটি বুথ খোলার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন;

১৪০. জেটিতে মাল উঠানো ও নামানোর সুবিধার জন্য একটি বড় ক্রেনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন;

১৪১. এই বন্দরে কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য আবাসনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন;

১৪২. সহকারী কর কমিশনারের কাজের সুবিধার জন্য তার অত্যন্ত পুরাতন গাড়ীর পরিবর্তে প্রাপ্যতা অনুযায়ী একটি নতুন গাড়ীর ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

খ. সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নঃ

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর দেশ ও জাতির উন্নয়ন নির্ভর করছে। এজন্য প্রয়োজন সরকারের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধনের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা। অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গতি সঞ্চারিত করার জন্য গঠনমূলক পরামর্শ ও সুপারিশ প্রদানের মাধ্যমে অর্থ মন্ত্রণালয়কে সহায়তা করে থাকে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক গতিশীলতা বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জনের ক্ষেত্রে অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ভূমিকা অপরিসীম। অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ উল্লেখযোগ্যঃ

Dhaka University Institutional Repository

১. অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি কর্তৃক বেসরকারী ব্যাংকগুলোর সুদের হার শীঘ্রই কমিয়ে আনার পদক্ষেপ গ্রহণের সিদ্ধন্ত নেয়া হয়। বেসরকারী কমার্শিয়াল ব্যাংকসমূহের সূদের হার বৃদ্ধির ফলে আমাদের অর্থনীতিতে এর কি প্রতিক্রিয়া হয়েছে এবং তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর ঋণের উপর সুদের হার কত তা উল্লেখপূর্বক একটি প্রতিবেদন কমিটির পরবর্তী বৈঠকে বাংলাদেশ ব্যাংকের পেশ করার বিষয়টি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

২. এসইসি ও এনবিআর-এর মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে হাইকোর্টের একটি স্পেশাল বেঞ্চ স্থাপনের বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়কে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ বিষয়টি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

৩. ১৯৯৬ সালের শেয়ার বাজার বিপর্যয় সম্পর্কিত তদন্ত প্রতিবেদন-এর সারাংশ এবং এই প্রতিবেদনের ভিত্তিতে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে সে সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন এবং অর্গানোগ্রাম এসইসি কর্তৃক পেশ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। শেয়ার মার্কেট সম্পর্কে এসইসি যে সমস্ত সুপারিশ পেশ করেছে এর উপর একটি প্রতিবেদন অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির নিকট পেশ করার বিষয়টি বাস্তবায়নাধীন।

৪. কমিটি দেশের বিভিন্ন কর অঞ্চল যেমন খুলনা কর অঞ্চল, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার কর অঞ্চল, রংপুর কর অঞ্চল পরিদর্শন শেষে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং বিষয়টি বাস্তবায়নাধীন রয়েছেঃ

- অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি কর্তৃক অষ্ট্রেলিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকার রাজস্ব কার্যক্রম সরেজমিনে দেখার ব্যাপারে যে সিদ্ধান্ত হয়েছিল তা দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- এই সব অঞ্চলের সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ, সার্বিক ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য কম্পিউটার, নিজস্ব কর ভবন, প্রাধিকার অনুযায়ী যানবাহন, ভ্যাট ও কর বিভাগকে একত্রীকরণ, কর আদায়ের ব্যবস্থা জোরদার করণের লক্ষ্যে প্রয়োজনে ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ, কর অঞ্চলের ক্ষেত্রসমূহ বৃদ্ধি, জনগণকে কর প্রদানে উদ্বুদ্ধ করার জন্য রেডিও, টিভিসহ বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে বিষয়টি তুলে ধরার জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বলে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। অসামঞ্জস্যতা দূরীকরণের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বলে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। কমিটি দেশের বিভিন্ন কর অঞ্চল, যেমন- খুলনা কর অঞ্চল, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার কর অঞ্চল, রংপুর কর

Dhaka University Institutional Repository

অঞ্চল এর সমস্যাসমূহ সরেজমিনে দেখে বিভিন্ন সুপারিশ করে এবং তা সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন কমিটির পরবর্তী বৈঠকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক পেশ করা।

৫. ৮ম জাতীয় সংসদের অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি চট্টগ্রাম কাস্টমস হাউস সরেজমিনে পরিদর্শন শেষে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং বিষয়টি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে:

৬. পিএসআই-এর সাথে কাস্টমস হাউজের কোথায় কোথায় অসামঞ্জস্যতা রয়েছে এবং তা দূরীকরণের উপায় কি তার উপর একটি লিখিত প্রতিবেদন চট্টগ্রাম কাস্টম হাউজের কমিটির নিকট পেশ করার সিদ্ধান্ত ।

৭. ৮ম জাতীয় সংসদের অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি কর্তৃক বিগত ১০-০৫-২০০৪ তারিখে অনুষ্ঠিত চট্টগ্রামস্থ কাস্টমস বন্ড কমিশনারেটের কার্যালয় সরজমিনে পরিদর্শন শেষে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং বিষয়টি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে:

(ক) Export Oriented ফ্যাক্টরীগুলোতে বন্ড লাইসেন্স ইস্যু আরো সহজীকরণ করতে হবে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে সম্পর্কিত সকল মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য একটি বিশেষ বেঞ্চ গঠনের ব্যাপারে অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৮. ৮ম জাতীয় সংসদের অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি হিলি স্থল বন্দর এবং বুড়িমারী স্থল বন্দর পরিদর্শন শেষে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং বিষয়টি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে:

- হিলি স্থল বন্দর এবং বুড়িমারী স্থল বন্দরের জন্য অবকাঠামো নির্মাণ করার নিমিত্ত উক্ত স্থল বন্দরের জন্য অধিগ্রহণকৃত ভূমিতে অফিস ভবন নির্মাণ, ওয়্যার হাউজ নির্মাণ, কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আবাসিক ভবন নির্মাণ ও গুদামসহ অবকাঠামো নির্মাণ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক গ্রহণ করা।
- স্থল বন্দর উন্নয়নের বিষয়টি অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে আনার জন্য নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় সভা করে এর অগ্রগতি প্রতিবেদন পরবর্তীতে মন্ত্রণালয় কমিটির নিকট পেশ করা।

অতএব দেখা যায় কমিটির উল্লেখিত অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ন সুপারিশ বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের ১৫-০৭-২০০৩ তারিখের ৮ম অধিবেশনে মাননীয় সংসদ নেতার পক্ষে চীপ হুইপ-এর প্রস্তাবক্রমে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২৪৭ বিধি অনুসারে ২৪৬ ও ২৪৮ বিধিতে বর্ণিত কমিটি নিয়োগ, কমিটি গঠন ও কমিটির দায়িত্ব পালনকল্পে আলহাজ্ব মোঃ নুরল ইসলাম মনি, ১১১-বরগুনা-২ কে সভাপতি করে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠিত হয়। সপ্তম জাতীয় সংসদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিকে অষ্টম জাতীয় সংসদে বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি নামকরন করা হয়।

সারণি : ৬.১৮

বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠন

ক্রমিক নং	সদস্যগণের নাম	পদবী	নির্বাচনী এলাকা
০১	আলহাজ্ব মোঃ নুরল ইসলাম মনি	সভাপতি	১১১-বরগুনা-২
০২	ড. আব্দুল মঈন খান	সদস্য	১৯৮-নরসিংদী-২
০৩	আ.ন.ম এহছানুল হক	সদস্য	২৬০-চাঁদপুর-১
০৪	কাজী সালিমুল হক	সদস্য	৯২-মাগুরা-২
০৫	ধীরেন্দ্র নাথ সাহা	সদস্য	৯৩-নড়াইল-১
০৬	মির্জা আজম	সদস্য	১৪৩-জামালপুর-৩
০৭	ড. সৈয়দ মকবুল হোসেন	সদস্য	২৩৩-সিলেট-৬
০৮	বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী (বীর উত্তম)	সদস্য	১৪০-টাঙ্গাইল-৮
০৯	এম.এম আমিন উদ্দিন	সদস্য	৮৮-যশোর-৪
১০	মজিবুর রহমান ফকির	সদস্য	১৫১-ময়মনসিংহ-৩

সূত্রঃ *বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ বিতর্ক*, খণ্ড- ৮, সংখ্যা- ২৫, মঙ্গলবার, ১৫ জুলাই, ২০০৩।

সারণি ৬.১৮ এ দেখা যাচ্ছে যে, বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি ছিলেন আলহাজ্ব মোঃ নুরল ইসলাম মনি। ড. আব্দুল মঈন খান, আ.ন.ম এহছানুল হক, কাজী সালিমুল হক, ধীরেন্দ্র নাথ সাহা, মির্জা আজম, ড. সৈয়দ মকবুল হোসেন, বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী (বীর উত্তম), এম.এম আমিন উদ্দিন, মজিবুর রহমান ফকির ছিলেন সদস্য।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি : ৬.১৯

বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির কার্যকারিতার তথ্য চিত্র

স্থায়ী কমিটির বিবরণ	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
কমিটি গঠনের তারিখ	১৫/০৭/২০০৩
কমিটি পূর্ণগঠনের তারিখ	১৮/০৯/২০০৩ ১৬/০৯/২০০৪
কমিটির বৈঠকের সংখ্যা	১৫
কমিটির ১ম বৈঠকের তারিখ	০৫/০৮/২০০৩
কমিটির শেষ বৈঠকের তারিখ	২১/০৩/২০০৬
সাব-কমিটি গঠনের সংখ্যা	০২
সাব-কমিটি বৈঠকের সংখ্যা	-
আইন সংশোধন সংখ্যা	-
কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে বিলম্বের মেয়াদ	১ বছর ৮ মাস ১৭ দিন
সিদ্ধান্ত গ্রহণের সংখ্যা	৫৮
মোট বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত সংখ্যা	২৭
বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্তের সংখ্যা	
প্রক্রিয়াধীন সিদ্ধান্তের সংখ্যা	৩১
অবাস্তবায়িত সিদ্ধান্তের সংখ্যা	
আংশিক বাস্তবায়িত	

সূত্র: বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির প্রতিবেদন, ২০০৬।

সারণি ৬.১৯-এ দেখা যায়, অষ্টম জাতীয় সংসদের ১৫/০৭/২০০৩ তারিখে বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত কমিটি গঠিত হয়। কমিটি গঠিত হওয়ার পর ১৮/০৯/২০০৩ তারিখ ও ১৬/০৯/২০০৪ তারিখে পূনর্গঠিত হয়। জাতীয় সংসদ গঠিত হওয়ার ১ বছর ৮মাস ১৭দিন পর বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত কমিটি গঠিত হয়। ০৫-০৮-২০০৩ইং তারিখ হইতে ২১-০৩-২০০৬ইং তারিখ পর্যন্ত এই কমিটি মোট ১৫টি বৈঠকে মিলিত হয়। প্রথম, দশম ও পনেরতম বৈঠকে কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি। অন্যসব বৈঠকে মোট ৫৮টি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গৃহীত সিদ্ধান্তগুলোর মধ্যে বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত ২৭টি, প্রক্রিয়াধীন সিদ্ধান্ত ৩১টি।

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা আধুনিক নভোথিয়েটার (সাবেক বঙ্গবন্ধু নভোথিয়েটার) প্রকল্প বাস্তবায়নে বিগত সরকারের সময় সৃষ্ট অনিয়ম, দুর্নীতি এবং সময়মত প্রকল্প বাস্তবায়ন না হওয়ার বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তদন্ত রিপোর্ট প্রদানের জন্য নিম্নোক্ত ৩ সদস্য বিশিষ্ট ১নং সাব-কমিটি গঠন করা হয়।

ক্রমিক নং	সদস্যগনের নাম	পদবী
১।	আলহাজ্ব মোঃ নরুল ইসলাম মনি	আহবায়ক
২।	জনাব আ.ন.ম. এহসানুল হক	সদস্য
৩।	কাজী সলিমুল হক	সদস্য

a. কমিটি ৬ সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট পেশ করবে;

b. মন্ত্রণালয় তদন্ত কাজে কমিটিকে সহায়তা প্রদান করবে;

c. মন্ত্রণালয় কর্তৃক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে কমিটির সাক্ষাতের ব্যাপারে বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের চাহিদা এবং চাহিদা পূরণের উপায় সম্বলিত একটি প্রস্তাব প্রস্তুতকরণ;

d. বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি'র মামনীয় সভাপতিকে আইসিটি সম্পর্কিত জাতীয় টাস্কফোর্সে-এর সদস্য করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় প্রস্তাব পাঠাবে;

e. প্লানিং কমিশন সচিবের সঙ্গে বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিব আলাপ করে মালয়েশিয়ার মাল্টিমিডিয়া সুপার করিডোর পরিদর্শনের ফান্ড সংগ্রহের ব্যাপারে কার্যকরি পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

f. জুন/২০০৪ মাসের কোন একটি বৃহস্পতিবারকে ঢাকাস্থ আইটি ইনকিউবেটর পরিদর্শনের জন্য দিন ও সময় ধার্যকরণ।

g. বি.সি.এস.আই-এর উদ্ভাবিত পদ্ধতির উপর একটি Brochure প্রকাশকরণ এবং ব্যবসায়ীদের মাঝে ব্যাপক প্রচারের জন্য মেলার আয়োজনকরণ।

h. পরমাণু শক্তি কমিশন এবং বি.সি.এস.আই.আর থেকে প্রাপ্ত অভিযোগগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে কমিটির পরবর্তী বৈঠকে রিপোর্ট উপস্থাপন।

i. আলোচ্যসূচী (গ), (ঙ) এবং (চ) পরবর্তী বৈঠকে আলোচনার জন্য স্থানান্তরিত।

Dhaka University Institutional Repository

সম্প্রতি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত 'দূর্নীতির মাধ্যমে গবেষণা কর্মসূচিতে বরাদ্দকৃত ১৮ কোটি টাকা লুটপাট' বিষয় সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য নিম্নেবর্ণিত মাননীয় সদস্যগণের সমন্বয়ে ২নং সাব-কমিটি গঠন করা হয়।

ক্রমিক নং	সদস্যদের নাম	পদবী	নির্বাচনী এলাকা
০১	কাজী সালিমুল হক	আহ্বায়ক	৯২-মাগুরা-২
০২	জনাব ধীরেন্দ্র নাথ সাহা	সদস্য	৯৩-নড়াইল-১
০৩	জনাব এম.এম. আমিন উদ্দিন	সদস্য	৮৮-যশোর-৪
০৪	জনাব মজিবুর রহমান ফকির	সদস্য	১৫১-ময়মনসিংহ-৩

ক. সিদ্ধান্ত গ্রহণ:

বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির বৈঠকের সিদ্ধান্তসমূহ:

দ্বিতীয় বৈঠকে:

১. কমিটির বিগত বৈঠকের কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ করা হয়;

২. ঢাকা আধুনিক নভোথিয়েটার প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত নথিপত্র জব্দ করে দূর্নীতি দমন ব্যুরো বিষয়টি তদন্ত করছে এবং এ মুহূর্তে মন্ত্রণালয়ের কাছে যেহেতু কোন নথিপত্র নেই, সেহেতু বিষয়টি সম্পর্কে মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় নথিপত্র ফেরৎ পাওয়ার পরে পরবর্তীতে আলোচনা করা হবে;

৩. ঢাকা মহানগরীর শোভা বর্ধনে সহায়ক, নান্দনিক ও সহজে বিদেশীদের আকৃষ্ট করা যায় এবং জমি প্রাপ্তি সাপেক্ষে ঢাকার অদূরে কালিয়াকৈরে নতুন একটি হাইটেক পার্ক স্থাপনকল্পে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। মন্ত্রণালয় এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে;

৪. বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতিকে পদাধিকার বলে আইসিটি সম্পর্কিত জাতীয় টাস্কফোর্সের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করার বিষয়ে কমিটির পক্ষ থেকে এবং মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবরে সুপারিশ প্রেরণ করা হবে;

৫. বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সরকারের একমাত্র বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি ভিত্তিক মন্ত্রণালয় হওয়ায় তথ্য প্রযুক্তির এই যুগে কম্পিউটার প্রদান বা প্রযুক্তিগত যে কোন দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য এই মন্ত্রণালয়কে এককভাবে দায়িত্ব প্রদান করার জন্য কমিটির পক্ষ থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বরাবরে সুপারিশ প্রেরণ করা হবে;

৬. সংসদীয় স্থায়ী কমিটির একটি প্রতিনিধি দলকে মালয়েশিয়ার মাল্টিমিডিয়া সুপার করিডোর, যেটি বিশ্বের মধ্যে একটি অন্যতম আইটি কেন্দ্র, পরিদর্শনে যাওয়ার জন্য একটি প্রস্তাব

Dhaka University Institutional Repository

মাননীয় স্পীকারের নিকট প্রেরণের জন্য কমিটির পক্ষ থেকে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়;

৭. মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে সরকার ও সরকারের বাইরে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে সভা, সেমিনার, ওয়ার্কশপের মাধ্যমে বিশেষজ্ঞদের মতামত গ্রহণ এবং "ঙ" এ বর্ণিত বিষয়সহ শিক্ষা এবং টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য যে সব মন্ত্রণালয়ের সাথে অত্র মন্ত্রণালয়ের কাজ সরাসরি সম্পর্কিত বা Overlap করছে সে বিষয়গুলি যে এ মন্ত্রণালয়ের অধীনে হওয়া উচিত সে সম্পর্কে সরকারকে আগ্রহী করে তোলা বা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে পরামর্শ প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে; মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে একটি কম্পিউটার প্রেজেন্টশনের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় গোচরীভুত করার কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে;

৮. পাবলিক পরীক্ষাসমূহে কম্পিউটার বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর অপশনাল সাবজেক্টের ন্যায় মূল নম্বরের সাথে যোগ করার জন্য এ কমিটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিকট সুপারিশ প্রদান করবে;

৯. "কারিগরিশিক্ষা বোর্ড" এবং তার কারিকুলাম প্রণয়ন ইত্যাদি বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের আওতায় আনার জন্য এ কমিটি সুপারিশ করছে, এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ মন্ত্রণালয় গ্রহণ করবে;

১০. পরিকল্পনা কমিশন ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে এই মন্ত্রণালয়ের জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধি এবং বিদেশী অর্থ প্রাপ্তির ব্যাপারে সহযোগিতার জন্য এ কমিটি সুপারিশ করছে।

১১. কমিটির পরবর্তী বৈঠকগুলোতে পর্যায়ক্রমে পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সদস্য, আইসিটি সম্পর্কিত জাতীয় টাস্কফোর্সের সম্মানিত সদস্যবৃন্দকে আমন্ত্রণ জানানো হবে;

১২. মন্ত্রণালয় স্থায়ী কমিটির মাননীয় সদস্যবৃন্দকে ঢাকাস্থ আইটি ইনকিউবেটর পরিদর্শনের জন্য আমন্ত্রন জানাবে;

১৩. কমিটির পরবর্তী বৈঠকের দিন/তারিখ পরবর্তী সময়ে জানানো হবে।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ বৈঠকে:

১৪. জেনেভায় অনুষ্ঠিত আইসিটি সম্মেলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যুগান্তকারী বক্তব্য বিশ্বব্যাপী প্রসংসিত হওয়ায় কমিটিতে গৃহীত ধন্যবাদ প্রস্তাবটি মাননীয় মন্ত্রীর নের্তৃত্বে কমিটির সদস্যগণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সমীপে পৌঁছে দেবেন;

১৫. এ্যাকশন প্লান-এর ব্যাপারে বিভিন্ন সেক্টরের মতামত সংগ্রহ করার পর পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের এ্যাকশন প্লান-এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে একটি সময় উপযোগী বাস্তব সম্মত এ্যাকশন প্লান তৈরী করতে হবে;

১৬. দুর্নীতি দমন বিভাগ বিগত দুই বছর যাবৎ আটককৃত কাগজপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে কী নির্যাস পেল এবং সে বিষয়ে তারা কী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তা জানার জন্য চিঠি লিখতে হবে। এবং আগামী ১৫ দিনের মধ্যে দুর্নীতি দমন বিভাগ থেকে আটককৃত কাগজপত্র ফেরত এনে তার কপি সংসদ সচিবালয় পাঠাতে হবে এ ব্যাপারে মন্ত্রণালয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে;

১৭. সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে লোকাল সফটওয়্যার প্রোডাক্ট ক্রয় ও ব্যবহারের বিষয়ে অগ্রাধিকার দেয়ার জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে।

পঞ্চম বৈঠকে:

১৮. বিগত বৈঠকসমূহে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি আগামী বৈঠকে কার্যপত্র উপস্থাপন।

১৯. বি.সি.এস.আই.আর-এর কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার নিমিত্তে বিষয়টি পরবর্তী বৈঠকে পুনরায় উপস্থাপনপূর্বক প্রয়োজনীয় আলোচনা শেষে সুপারিশ প্রণয়ন করা হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

২০. ঢাকা আধুনিক নভোথিয়েটার (সাবেক বঙ্গবন্ধু নভোথিয়েটার) প্রকল্প বাস্তবায়নে বিগত সরকারের সময় সৃষ্ট অনিয়ম, দুর্নীতি এবং সময়মত প্রকল্প বাস্তবায়ন না হওয়া প্রসঙ্গে যাবতীয় কাগজপত্র পরবর্তী বৈঠকে উপস্থাপন এবং প্রয়োজনে দুর্নীতি দমন ব্যুরোর ডিজিকে বৈঠকে উপস্থিত থাকার আহবান জনানো হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

২১. তথ্য প্রযুক্তিনীতি এবং এ্যাকশন প্লান বাংলাদেশ সম্পর্কে আলোচনা পরবর্তী বৈঠকে স্থানান্তরিত করা হয়।

ষষ্ঠ বৈঠকে:

২২. দুর্নীতি দমন ব্যুরো থেকে জব্দকৃত নথি সংগ্রহের দায়িত্ব পালনে অবহেলা এবং কমিটিতে অসত্য তথ্য পরিবেশন করার বিষয়ে সচিব মহোদয় ইনভেস্টিগেশন করে দায়ী

Dhaka University Institutional Repository

ব্যক্তি/ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে কমিটি আগামী মিটিং-এ রিপোর্ট উপস্থাপন করবে।

২৩. ঢাকা আধুনিক নভোথিয়েটার (সাবেক বঙ্গবন্ধু নভোথিয়েটার) প্রকল্প বাস্তবায়নে বিগত সরকারের সময় সৃষ্ট অনিয়ম, দুর্নীতি এবং সময়মত প্রকল্প বাস্তবায়ন না হওয়ার বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তদন্ত রিপোর্ট প্রদানের জন্য নিম্নোক্ত তিন সদস্য বিশিষ্ট ১নং সাব-কমিটি গঠন করা হয়। সদস্যদের নাম–

১.	কাজী সামিমুল হক	আহ্বায়ক	৯২ মাগুরা-২
২.	জনাব আ,ন,ম এহছানুল হক	সদস্য	২৬০ চাঁদপুর-১
৩.	জনাব এম,এম, আমিন উদ্দিন	সদস্য	৮৮ যশোর-৪

a. কমিটি ৬ সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট পেশ করবে;

b. মন্ত্রণালয় তদন্ত কাজে কমিটিকে সহায়তা প্রদান করবে;

c. মন্ত্রণালয় কর্তৃক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে কমিটির সাক্ষাতের ব্যাপারে বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের চাহিদা এবং চাহিদা পূরণের উপায় সম্বলিত একটি প্রস্তাব প্রস্তুতকরণ;

d. বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি'র মাননীয় সভাপতিকে আইসিটি সম্পর্কিত জাতীয় টাস্কফোর্সের সদস্য করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় প্রস্তাব পাঠাবে।

e. প্লানিং কমিশন সচিবের সঙ্গে বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিব আলাপ করে মালয়েশিয়ার মাল্টিমিডিয়া সুপার করিডোর পরিদর্শনের ফান্ড সংগ্রহের ব্যাপারে কার্যকরি পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

f. জুন/২০০৪ মাসের কোন একটি বৃহস্পতিবারকে ঢাকাস্থ আইটি ইনকিউবেটর পরিদর্শনের জন্য দিন ও সময় ধার্যকরণ।

g. বি.সি.এস.আই-এর উদ্ভাবিত পদ্ধতির উপর একটি Brochure প্রকাশকরণ এবং ব্যবসায়ীদের মাঝে ব্যাপক প্রচারের জন্য মেলার আয়োজনকরণ।

h. পরমাণু শক্তি কমিশন এবং বি.সি.এস.আই.আর থেকে প্রাপ্ত অভিযোগগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে কমিটির পরবর্তী বৈঠকে রিপোর্ট উপস্থাপন।

i. আলোচ্যসূচী (গ), (ঙ) এবং (চ) পরবর্তী বৈঠকে আলোচনার জন্য স্থানান্তরিত।

সপ্তম বৈঠকে:

২৪. সংসদীয় কমিটি এবং কমিটির সাথে কর্মকর্তাগণ কেউ distorted নিউজের সাথে যুক্ত নয়। ভবিষ্যতে যাতে নিউজ distort না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

২৫. বিগত বৈঠকের কার্যবিবরণী সংশোধনী সাপেক্ষে সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।

২৬. পরমাণু শক্তি কমিশন এবং বি.সি.এস.আই.আর থেকে প্রাপ্ত অভিযোগগুলো সচিব মহোদয় তদন্ত করে রিপোর্ট পেশ করবেন।

২৭. কমিটির পরবর্তীতে অনুষ্ঠিতব্য বৈঠক সাভারের পরমাণু শক্তি গবেষণা কেন্দ্রে অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

অষ্টম বৈঠকে:

২৮. বিগত ৭ম বৈঠকের কার্যবিবরণী অনুমোদিত হয়।

২৯. বিগত ২ বছরে বিসিসি'র আয় ও ব্যয়ের হিসাব সম্পর্কিত একটি প্রতিবেদন কমিটি আগামী বৈঠকে উপস্থাপন।

৩০. ইন্টারনেটে অশ্লীল ছবি বন্ধ করার নীতিমালা প্রণয়নের ব্যাপারে মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরীক্ষা-নিরীক্ষাকরণ।

৩১. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামসহ কম্পিউটার বিতরণের তালিকা আগামী বৈঠকে উপস্থাপন।

৩২. ১নং সাব-কমিটি ২১-০৪-২০০৪ তারিখে অনুষ্ঠিত কমিটির ৬ষ্ঠ বৈঠকে নভোথিয়েটারের বিষয় তদন্তের জন্য গঠিত সাব-কমিটি নিম্নরূপে পুনর্গঠন করা হয়:

নবম বৈঠকে:

৩৩. বিগত ৮ম বৈঠকের কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে নিশ্চিত করা হয়।

৩৪. যে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার বিতরণ করা হয়েছে সে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামের তালিকা আগামী বৈঠকে উপস্থাপন করতে হবে।

৩৫. ২২৬ জন তরুন বিজ্ঞানী কি কি নতুন বিষয় উদ্ভাবন করেছে এবং সে সবের মানোন্নয়ন করা হয়েছে কিনা সে সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য আগামী বৈঠকে উপস্থাপন করতে হবে।

৩৬. বিজ্ঞান জাদুঘরের কার্যক্রমের প্রচার বৃদ্ধিকরণের সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১১তম বৈঠকে:

৩৭. বিগত ১০ম বৈঠকের কার্যবিবরণী সর্বসম্মতভাবে নিশ্চিতকরণ করা হয়।

৩৮. ২০০৫ সালের জুন মাসের মধ্যে সমুদ্র গবেষণা ইনস্টিটিউট এর জন্য জমি অধিগ্রহণের কাজ শেষ করে ইনস্টিটিউটটি প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৩৯. “জাতীয় সমুদ্র গবেষণা ইনস্টিটিউট” প্রকল্পের মেয়াদ ২০০৫ সালে শেষ হওয়ার কথা থাকলেও প্রকল্পটি এখনও শুরু হতে পারেনি বিধায় প্রকল্পটির মেয়াদ আরো ৩ বছর বর্ধিতকরণের জন্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে প্রস্তাব উপস্থাপন করতে হবে।

৪০. কম্পিউটার কাউন্সিলের বাজেট বৃদ্ধি করার বিষয়ে মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৪১. প্রতি বছর যাতে কম্পিউটার কাউন্সিলের কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠিত হয় সে বিষয়ে মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৪২. ‘কম্পিউটার বিতরণ’ প্রকল্প গ্রহণকালে টার্মস এন্ড কনিডশন কি ছিল এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বাইরে কিভাবে এবং কোন নীতিমালার ভিত্তিতে কম্পিউটার বিতরণ করা হয়েছে সে সম্পর্কে কমিটির আগামী বৈঠকে তথ্য উপস্থাপন করতে হবে।

৪৩. বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং এর বিভিন্ন দপ্তর/পরিদপ্তরে কি ধরনের কতগুলো গাড়ী রয়েছে, গাড়ীগুলো কখন ক্রয় করা হয়েছে, কারা গাড়ীগুলো ব্যবহার করেন এবং তারা উক্ত গাড়ী ব্যবহারের অধিকারী কিনা? গাড়ীগুলোর মধ্যে কতগুলো ব্যবহার উপযোগী? কেউ একাধিক গাড়ী ব্যবহার করে কিনা? ইত্যাদি তথ্য আগামী বৈঠকে উপস্থাপন করতে হবে।

৪৪. কমিটির মাননীয় সদস্যগণকে ‘ব্যান্সডক’ কর্তৃক প্রকাশিত যাবতীয় প্রকাশনার কপি প্রদান করতে হবে।

৪৫. বি.সি.এস.আই.আর-এর নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করে মন্ত্রণালয় কর্তৃক সময় বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১২তম বৈঠকে:

৪৬. বিগত ১১তম বৈঠকের কার্যবিবরণী সংশোধিত আকারে সর্বসম্মতভাবে নিশ্চিতকরণ করা হয়।

৪৭. ই-গভর্নেন্স কার্যক্রম আইসিটি মন্ত্রাণালয়কে সম্পৃক্ত করে বাস্তবায়ন করার জন্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক সরকারের কাছে প্রস্তাব উপস্থাপন করতে হবে।

৪৮. বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং এর বিভিন্ন দপ্তর/পরিদপ্তরে কি ধরনের কতগুলো গাড়ী রয়েছে, গাড়ীগুলো কখন ক্রয় করা হয়েছে, কারা গাড়ীগুলো ব্যবহার করেন এবং তারা উক্ত গাড়ী ব্যবহারের অধিকারী কিনা, গাড়ীগুলোর মধ্যে কতগুলো ব্যবহার উপযোগী, কেউ একাধিক গাড়ী ব্যবহার করে কিনা, ইত্যাদি সম্পর্কে মন্ত্রণালয় কর্তৃক পূর্ণাঙ্গ

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য সম্বলিত প্রতিবেদন উপস্থাপন করতে হবে। বিষয়টি বৈঠকের আলোচ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

১৩ম বৈঠকে:

৪৯. বিগত ২০-০৪-২০০৫ তারিখ অনুষ্ঠিত ১২তম বৈঠকের কার্যবিবরণী সংশোধনীসহ সর্বসম্মতভাবে নিশ্চিতকরণ করা হয়।

৫০. মন্ত্রণালয় এবং এর অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার অকেজো গাড়ীর তালিকা এবং গাড়ী ব্যবহারকারীর নাম উল্লেখপূর্বক তালিকা সংশোধনের পর পরবর্তী বৈঠকে মন্ত্রণালয় কর্তৃক উপস্থাপনকরণ এবং আলোচনা;

৫১. অকেজ গাড়ী ফেরত দিয়ে মন্ত্রণালয় কর্তৃক ফেরৎ receipt কমিটিতে উপস্থাপনকরণ।

৫২. মাননীয় মন্ত্রী ও সচিবের উপস্থিতিতে 'জাতীয় জীব প্রযুক্তি ইনস্টিটিউট' সম্পর্কে আলোচনা করে resolution গ্রহণের জন্য বিষয়টির উপর পরবর্তী বৈঠকে আলোচনাকরণ।

৫৩. মন্ত্রণালয়ের অনুষ্ঠানে কমিটির মাননীয় সদস্যকে আমন্ত্রন না জানানোর বিষয়টি আলোচ্যসূচীভুক্ত করে আলোচনাকরণ।

৫৪. আলোচ্যসূচী ৩(ঘ) বাংলাদেশ জাতীয় বিজ্ঞান ও কারিগরি তথ্য ও বিতরণ কেন্দ্র সম্পর্কে আলোচনা এবং মালয়েশিয়ার সুপার করিডোর পরিদর্শন সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা; পরবর্তী বৈঠকে স্থানান্তরিত।

১৪তম বৈঠকে:

৫৫. বিগত ১৩তম বৈঠকের কার্যবিবরণী সর্বসম্মতভাবে নিশ্চিতকরণ করা হয়।

৫৬. ২০০৪-২০০৫ অর্থ বছর এবং চলতি অর্থ বছরে (বছর-ওয়ারী) বিভিন্ন সংগঠনকে প্রদত্ত অনুদান সংক্রান্ত নিম্নোক্ত তথ্যাবলী আগামী ১৫ দিনের মধ্যে সংসদ সচিবালয়ে প্রেরণ করতে হবে:

- যে সমস্ত সংগঠনকে অনুদান প্রদান করা হয়েছে সে সব সংগঠনের নাম ঠিকানাসহ তালিকা;
- অনুদানপ্রাপ্ত সংগঠনের প্রধান কর্তা ব্যক্তিদের নাম, ঠিকানাসহ তালিকা;
- অনুদানের চেক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে যিনি গ্রহণ করেছেন তার নাম ও ঠিকানা এবং যে কাগজে স্বাক্ষর করে গ্রহণ করেছেন তার ফটোকপি;
- অনুদান প্রদানের criteria এর বিবরণ;

Dhaka University Institutional Repository

- সুপারিশকারী কমিটিসমূহের তালিকা (কর্মকর্তাদের নাম ও পদবীসহ) এবং তাদের কতটি মিটিং কখন কোথায় হয়েছে এবং সর্বশেষ তাদের প্রদত্ত সিদ্ধান্তসমূহ;
- অনুদান প্রদানের বিষয়ে যুগ্ম সচিবের নের্তৃতে গঠিত তদন্ত কমিটির রিপোর্ট;
- কতগুলো সংগঠন গবেষণা রিপোর্ট জমা দিয়েছে, আর কতগুলো সংগঠন গবেষণা রিপোর্ট জমা দেয়নি, তার তালিকা;
- গবেষণা ফলাফলের উপর ভিত্তি করে ইতিপূর্বে কোন কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে কিনা তার বিবরণ।

৫৭. ভবিষ্যতে মন্ত্রণালয় এবং এর অধিনস্থ সংস্থাসমূহের প্রত্যেকটি সরকারি অনুষ্ঠানে যেখানে প্রযোজ্য সেখানে কমিটির মাননীয় সদস্যগণকে আমন্ত্রণ জানাতে হবে।

৫৮. মন্ত্রণালয় এবং এর অধীনস্থ সংস্থাসমূহের বিভিন্ন মুদ্রণ সংক্রান্ত নিম্নোক্ত তথ্যাবলী মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরবর্তী বৈঠকে উপস্থাপন করতে হবে।

- ছাপার কাজ কোথা থেকে করা হয়ে থাকে;
- টেন্ডারের মাধ্যমে মুদ্রণের যেসব কাজ করা হয়েছে এবং টেন্ডার ছাড়া (যদি থাকে) যা মুদ্রণ করা হয়েছে তার বিবরণ;
- ২০০৪-২০০৫ অর্থ-বছর এবং চলতি অর্থ-বছরে যে সব মুদ্রণ কাজ হয়েছে তা উল্লেখপূর্বক কত কপি ছাপা হয়েছে, কোন প্রতিষ্ঠান এসব কাজ করেছে তার বিস্তারিত তথ্য;
- ছাপার বিষয়বস্তু ভিত্তিক বছরে কত টাকার বিল পরিশোধ করা হয়েছে তার বিবরণ;

খ. সিদ্ধান্ত গ্রহণঃ

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে গুরুত্ব না দেয়ার কারণে বাংলাদেশ পিছিয়ে আছে। বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে বাংলাদেশের উন্নয়নের উপর এ জাতির উন্নয়ন নির্ভর করছে। এজন্য প্রয়োজন আইটি সেক্টরকে সামনে নিয়ে আসা। দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটাতে, দেশের প্রশাসনিক ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন সাধনের মাধ্যমে সন্ত্রাস দূরীকরণ ও দুর্নীতি দূরীকরণ সম্ভব এবং শিক্ষিত বেকার সমস্যার দ্রুত সমাধান করার জন্য তাদেরকে কাজের সন্ধান দিয়ে আইটি খাতই পারে দেশ ও জাতিকে বাঁচাতে এবং দেশকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমৃদ্ধ করতে। বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির কাজ দেশকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমৃদ্ধ করার জন্য, আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে, রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে, প্রশাসনিক ক্ষেত্রে, শিক্ষা ও ব্যবসা বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে গতি সঞ্চার করার জন্য গঠনমূলক পরামর্শ ও সুপারিশ প্রদানের মাধ্যমে অত্র মন্ত্রণালয়কে সহায়তা করা

Dhaka University Institutional Repository

এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নসহ সার্বিক উন্নয়নের গতি তরান্বিত করা।

দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি কর্তৃক নেয়া নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ উল্লেখযোগ্য:

১. ঢাকা আধুনিক নভোথিয়েটার প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত নথিপত্র জব্দ করে দুর্নীতি দমন ব্যুরো বিষয়টি তদন্ত করছে এবং এ মুহূর্তে মন্ত্রণালয়ের কাছে যেহেতু কোন নথিপত্র নেই, সেহেতু বিষয়টি সম্পর্কে মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় নথিপত্র সংগ্রহ করে স্থায়ী কমিটিকে দেয়ার জন্য বারবার বলা হলেও মন্ত্রণালয় হতে বার বার জানানো হচ্ছে দুর্নীতি দমন ব্যুরো নথিপত্র দিচ্ছে না অথচ দুর্নীতি দমন ব্যুরো নথিপত্র ফেরৎ দেয়ার জন্য চিঠি লেখা সত্ত্বেও মন্ত্রণালয় নথিপত্র সংগ্রহে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। দুর্নীতি সম্পর্কিত সমস্ত কাগজপত্রের কোন কপি না রেখে দুর্নীতি দমন ব্যুরোকে দেয়া হয়েছে। বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

২. ঢাকা মহানগরীর শোভা বর্ধনে সহায়ক, নান্দনিক ও সহজে বিদেশীদের আকৃষ্ট করা যায় এমন এবং জমি প্রাপ্তি সাপেক্ষে ঢাকার অদূরে কালিয়াকৈরে নতুন একটি হাইটেক পার্ক স্থাপনকল্পে সুপারিশ করা হয় কিন্তু এর বাস্তবায়ন সম্পর্কে কোন কিছু জানা যায়নি। মালয়েশিয়া বাংলাদেশের গাজীপুরে হাইটেক পার্কে বিনিয়োগে আগ্রহ প্রকাশ করে। তাঁরা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বিধানের আশ্বাস চেয়ে প্রস্তাব পাঠায়, কিন্তু বিষয়টি বাংলাদেশের কাছে স্পষ্ট না হওয়ায় প্রস্তাবটি স্পষ্টকরণ করে পুনরায় প্রস্তাব পাঠাতে বলা হলেও স্পষ্টকরণ সম্পর্কিত প্রস্তাব পাওয়া যায়নি। বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

৩. এছাড়া সংসদীয় কমিটির মালয়েশিয়া সুপার করিডোর পরিদর্শনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া সত্ত্বেও মন্ত্রণালয় কোন কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় অসন্তোষ প্রকাশ করে কমিটি। বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

৪. পরিকল্পনা কমিশন, অর্থ মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে এই মন্ত্রণালয়ের জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধি এবং বিদেশী অর্থ প্রাপ্তির ব্যাপারে সহযোগিতার জন্য বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি সুপারিশ করেছে। বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

৫. সম্প্রতি পত্রিকায় প্রকাশিত দুর্নীতির মাধ্যমে গবেষণা কর্মসূচীতে বরাদ্দকৃত ১৮(অঠারো) কোটি টাকা লুটপাট সম্পর্কিত তথ্য চেয়ে পাঠালে সংসদীয় কমিটিকে মন্ত্রণালয় তথ্য দিতে অপারগতা প্রকাশ করে এবং জানানো হয় তথ্য সিডি বা ফ্লপিতে সংরক্ষণ করা হয়না।

Dhaka University Institutional Repository

এরপর কমিটি কম্পউটারের হার্ডডিক্স থেকে তথ্য নিয়ে পাঠাতে বললে বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিব কমিটিকে অবহিত করেন যে কম্পিউটারের হার্ডডিক্স নষ্ট হয়ে গেছে। পত্রিকায় প্রকাশিত দুর্নীতির সাথে জড়িত আলোচিত ব্যক্তি মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি হিসেবে সংসদীয় কমিটির বৈঠকে যোগদান করলে কমিটির সভাপতি অসন্তোষ প্রকাশ করেন। উক্ত বৈঠকে মাননীয় মন্ত্রী অসুস্থ থাকায় অনুপস্থিত থাকেন এবং সচিব মহোদয়ের পক্ষে পত্রিকায় প্রকাশিত দুর্নীতির সাথে জড়িত আলোচিত ব্যক্তি উপস্থিত হন। বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

আমাদের সামুদ্রিক যে সম্পদ রয়েছে সেগুলো যদি অনুসন্ধান করে আহরণ করা না হয় তাহলে দেশের জন্য তা ক্ষতিকর হবে। আমাদের চাষযোগ্য জমির পরিমাণ কম হওয়ায় সামুদ্রিক যে সম্পদ রয়েছে তা আহরণ করা প্রয়োজন। “জাতীয় সমুদ্র গবেষণা ইনস্টিটিউট” প্রকল্পের মেয়াদ ২০০5 সালে শেষ হওয়ার কথা। কিন্তু প্রকল্পটি শুরু করতে না পারায় প্রকল্পটির মেয়াদ আরো ৩ বছর বাড়ানোর জন্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে প্রস্তাব উস্থাপন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। অতএব দেখা যায় কমিটির উল্লেখিত অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ন সুপারিশ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের ১৫-০৭-২০০৩ তারিখের ৮ম অধিবেশনে মাননীয় সংসদ নেতার পক্ষে চীপ হুইপ-এর প্রস্তাবক্রমে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধির ২৪৭ বিধি অনুসারে ২৪৬ ও ২৪৮ বিধিতে বর্ণিত কমিটি নিয়োগ, কমিটি গঠন ও কমিটির দায়িত্ব পালনকল্পে জনাব মেজর জেনালের (অবঃ) মাহমুদুল হাসান, এমপি, ১৩৭-টাঙ্গাইল-৫ কে সভাপতি করে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠিত হয়।

সারণি : ৬.২০

শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠন

ক্রমিক নং	সদস্যগণের নাম	পদবী	নির্বাচনী এলাকা
০১	মেজর জেনারেল (অবঃ) মাহমুদুল হাসান	সভাপতি	১৩৭-টাঙ্গাইল-৫
০২	জনাব মতিউর রহমান নিজামী	সদস্য	৬৮-পাবনা-১
০৩	গোলাম মোঃ সিরাজ	সদস্য	৪০-বগুড়া-৫
০৪	মোঃ শামসুর রহমান শরীফ	সদস্য	৭১-পাবনা-৪
০৫	এম.এম শাহীন	সদস্য	২৩৫-মৌলভীবাজার-২
০৬	মোঃ আব্দুল মোত্তালিব আকন্দ	সদস্য	৩২-গাইবান্ধা-৪
০৭	মোঃ আলী আসগর লবি	সদস্য	১০০-খুলনা-২
০৮	মোঃ শহিদুল আলম তালুকদার	সদস্য	১১৪-পটুয়াখালী-২
০৯	শাহ্ নুরুল কবীর (শাহীন)	সদস্য	১৫৬-ময়মনসিংহ-৮
১০	মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল	সদস্য	১৯৪-গাজীপুর-২

সূত্র: বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ বিতর্ক, খণ্ড-৮, সংখ্যা-২৫, মঙ্গলবার, ১৫ জুলাই, ২০০৩।

সারণি : ৬.২১

শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির কার্যকারিতার তথ্য চিত্র

স্থায়ী কমিটির বিবরণ	শিল্প মন্ত্রণালয়
কমিটি গঠনের তারিখ	১৫/০৭/২০০৩
কমিটি পূনর্গঠনের তারিখ	১৬/০৯/২০০৪
কমিটির বৈঠকের সংখ্যা	৩১
কমিটির ১ম বৈঠকের তারিখ	২৮/০৮/২০০৩
কমিটির শেষ বৈঠকের তারিখ	০৯/০৫/২০০৬
সাব-কমিটি গঠনের সংখ্যা	০৭

Dhaka University Institutional Repository

স্থায়ী কমিটির বিবরণ	শিল্প মন্ত্রণালয়
সাব-কমিটি বৈঠকের সংখ্যা	-
আইন সংশোধন সংখ্যা	-
কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে বিলম্বের মেয়াদ	১ বছর ৮ মাস ১৭ দিন
সিদ্ধান্ত গ্রহণের সংখ্যা	১৪৫
মোট বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত সংখ্যা	১০২
বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্তের সংখ্যা	
প্রক্রিয়াধীন সিদ্ধান্তের সংখ্যা	৪৩
অবাস্তবায়িত সিদ্ধান্তের সংখ্যা	-
আংশিক বাস্তবায়িত	-

সূত্র: শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির প্রতিবেদন, ২০০৬

সারণি ৬.২১ এ দেখা যায়, শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ১৫-০৭-২০০৩ তারিখে গঠিত হওয়ার পর ১৬-০৯-২০০৪ইং তারিকে পুনর্গঠিত হয়। জাতীয় সংসদ গঠিত হওয়ার ১ বছর ৮মাস ১৭দিন পর বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত কমিটি গঠিত হয়। ২৮-০৮-২০০৩ তারিখ থেকে ০৯-০৫-২০০৬ তারিখ পর্যন্ত মোট ৩১টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে ১৪৫টি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৪৫টি সিদ্ধান্তের মধ্যে ১০২টি বাস্তবায়িত হয়েছে, অপর ৪৩টি সিদ্ধান্ত প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও বন্ধ হয়ে যাওয়া শিল্প কারখানা পুনঃচালুকরণ এবং কিছু প্রতিষ্ঠানে বিরাজমান অনিয়ম তদন্তের জন্য মোট ৭টি সাব-কমিটি গঠন করা হয়।

১নং সাব-কমিটি:

ক্রঃ নং	সদস্যগণের নাম	পদবী	নির্বাচনী এলাকা
০১	জনাব গোলাম মোঃ সিরাজ	আহ্বায়ক	৪০-বগুড়া-৫
০২	জনাব মোঃ আব্দুল মোত্তালিব আকন্দ	সদস্য	৩২-গাইবান্ধা-৪
০৩	শাহ্ নূরুল কবীর (শাহীন)	সদস্য	১৫৬-ময়মনসিংহ-৮
০৪	জনাব মোঃ শহিদুল আলম তালুকদার	সদস্য	১১৪-পটুয়াখালী-২

কার্যপরিধি: ১নং সাব-কমিটি চিনিকলসমূহ পরিদর্শন করে কিভাবে চিনিকলগুলোর উৎপাদন বাড়ানো যায় এবং লোকসান কমিয়ে মিলগুলোকে লাভজনক করা যায় সে বিষয়ে সুপারিশালা প্রণয়ন করে একটি প্রতিবেদন এই বিজ্ঞপ্তি জারীর ১৫ দিনের মধ্যে মূল কমিটির নিকট পেশ করবে।

Dhaka University Institutional Repository

২নং সাব-কমিটি:

ক্রঃ নং	সদস্যগণের নাম	পদবী	নির্বাচনী এলাকা
০১	শাহ্ নূরুল কবীর (শাহীন)	আহ্বায়ক	১৫৬-ময়মনসিংহ-৮
০২	ইঞ্জিনিয়ার এল.কে সিদ্দিকী	সদস্য	২৮০-চট্টগ্রাম-২

কার্যপরিধি: ২নং সাব-কমিটি চিটাগাং কেমিক্যাল কমপ্লেক্স চালুর লক্ষ্যে দায়দেনা নিরূপণ করে প্রাথমিকভাবে কত টাকার প্রয়োজন হবে তা নির্ধারণের জন্য সরেজমিনে তদন্তপূর্বক এবং এর উৎপাদিত পণ্য কোথায় কোথায় বাজারজাত করা যাবে তার পরামর্শ প্রদানসহ একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন এ বিজ্ঞপ্তি জারীর ৩০ দিনের মধ্যে মূল কমিটির নিকট পেশ করতে হবে।

৩নং সাব-কমিটি:

ক্রঃ নং	সদস্যগণের নাম	পদবী	নির্বাচনী এলাকা
০১	জনাব গোলাম মোঃ সিরাজ	আহ্বায়ক	৪০-বগুড়া-৫
০২	জনাব মোঃ আব্দুল মোত্তালিব আকন্দ	সদস্য	৩২-গাইবান্ধা-৪
০৩	শাহ্ নূরুল কবীর (শাহীন)	সদস্য	১৫৬-ময়মনসিংহ-৮
০৪	জনাব মোঃ শহিদুল আলম তালুকদার	সদস্য	১১৪-পটুয়াখালী-২

পুনর্গঠন:

ক্রঃ নং	সদস্যগণের নাম	পদবী	নির্বাচনী এলাকা
০১	জনাব গোলাম মোঃ সিরাজ	আহ্বায়ক	৪০-বগুড়া-৫
০২	জনাব মোঃ শামসুর রহমান শরীফ	সদস্য	৭১-পাবনা-৪
০৩	শাহ্ নূরুল কবীর (শাহীন)	সদস্য	১৫৬-ময়মনসিংহ-৮
০৪	জনাব মোঃ শহিদুল আলম তালুকদার	সদস্য	১১৪-পটুয়াখালী-২

কার্যপরিধি: ৩নং সাব-কমিটি চিনিকলসমূহের উপর ১নং সাব-কমিটি গ্রুপ (খ), (গ) ও (ঘ) কর্তৃক পেশকৃত পরিদর্শন প্রতিবেদনের আলোকে বাস্তবভিত্তিক চূড়ান্ত সুপারিশ প্রস্তুত করে আগামী বৈঠকের ৫ দিন পূর্বে প্রতিবেদন পেশ করবে।

৪নং সাব-কমিটি:

ক্রঃ নং	সদস্যগণের নাম	পদবী	নির্বাচনী এলাকা
০১	জনাব মোঃ শহিদুল আলম তালুকদার	আহ্বায়ক	১১৪-পটুয়াখালী-২
০২	জনাব মোঃ আশরাফ হোসেন	সদস্য	১০১-খুলনা-৩

Dhaka University Institutional Repository

কার্যপরিধিঃ ৪নং সাব-কমিটি খুলনা নিউজ প্রিন্ট মিলস লিঃ এবং নর্থ বেঙ্গল পেপার মিলস্ লিঃ সহ অন্যান্য কাগজ কলে ব্যবহারের জন্য সম্পূর্ণরূপে পাট ব্যবহার করে মন্ড তৈরীর উপর সরজমিনে তদন্তপূর্বক একটি পূর্ণাঙ্গ প্রফাইল/প্রতিবেদন বিজ্ঞপ্তি জারীর ৪৫ দিনের মধ্যে মূল কমিটির নিকট পেশ করবে।

৫নং সাব-কমিটিঃ

ক্রঃ নং	সদস্যগণের নাম	পদবী	নির্বাচনী এলাকা
০১	শাহ্ নূরুল কবীর (শাহীন)	আহ্বায়ক	১৫৬-ময়মনসিংহ-৮
০২	জনাব মোঃ আব্দুল মোত্তালিব আকন্দ	সদস্য	৩২-গাইবান্ধা-৪

কার্যপরিধিঃ ৫নং সাব-কমিটি বিসিকের গোড়াপত্তন থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত যে সমস্ত বিধিবহির্ভূত ভাবে নিয়োগ, পদোন্নতি ও অনিয়ম হয়েছে তার যাবতীয় তথ্য উদ্ঘাটন, প্রতিকার এবং শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করবে। তাছাড়া বিসিকের ৬৭ কোটি টাকা ঘাটতির কারণ ও এর প্রতিকার সম্পর্কেও সুপারিশ করবে এবং সাব-কমিটি ৬০ দিনের মধ্যে মূল কমিটির নিকট পেশ করবে।

৬নং সাব-কমিটিঃ

ক্রঃ নং	সদস্যগণের নাম	পদবী	নির্বাচনী এলাকা
০১	জনাব গোলাম মোঃ সিরাজ	আহ্বায়ক	৪০-বগুড়া-৫
০২	জনাব মোঃ শামসুর রহমান শরীফ	সদস্য	৭১-পাবনা-৪
০৩	জনাব এম.এম শাহিন	সদস্য	২৩৫-মৌলভীবাজার-২
০৪	শাহ্ নূরুল কবীর (শাহীন)	সদস্য	১৫৬-ময়মনসিংহ-৮

কার্যপরিধিঃ ৬নং সাব-কমিটি বাংলাদেশে শিল্পে বিনিয়োগকারী দেশী, প্রবাসী এবং বিদেশীদের উৎসাহ প্রদান ও শিল্পে বিনিয়োগ প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের উপায়সহ সামগ্রীক শিল্প বিকাশের লক্ষ্যে বিভিন্ন সেক্টর সরজমিনে তদন্ত করে একটি প্রতিবেদন এই বিজ্ঞপ্তি জারীর ১৫ দিনের মধ্যে মূল কমিটির নিকট পেশ করবে।

৭নং সাব-কমিটিঃ

ক্রঃ নং	সদস্যগণের নাম	পদবী	নির্বাচনী এলাকা
০১	জনাব মোঃ আব্দুল মোত্তালিব আকন্দ	আহ্বায়ক	৩২-গাইবান্ধা-৪
০২	জনাব মোঃ শামসুর রহমান শরীফ	সদস্য	৭১-পাবনা-৪
০৩	জনাব মোঃ শহিদুল আলম তালুকদার	সদস্য	১১৪-পটুয়াখালী-২

Dhaka University Institutional Repository

পুনর্গঠন:

ক্রঃ নং	সদস্যগণের নাম	পদবী	নির্বাচনী এলাকা
০১	জনাব মোঃ শহিদুল আলম তালুকদার	আহ্বায়ক	১১৪-পটুয়াখালী-২
০২	জনাব মোঃ শামসুর রহমান শরীফ	সদস্য	৭১-পাবনা-৪
০৩	জনাব এম.এম শাহিন	সদস্য	২৩৫-মৌলভীবাজার-২

কার্যপরিধি: ৭নং সাব-কমিটি বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম)-এর ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক জনাব মোঃ নিজাম উদ্দিনের বিরুদ্ধে আনীত দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, অর্থ আত্মসাৎ ও অনিয়ম সম্পর্কে প্রাপ্ত অভিযোগ তদন্ত করে সুপারিশসহ একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন কমিটি গঠিত হওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে মূল কমিটির নিকট পেশ করবে।

ক. সিদ্ধান্ত গ্রহণ:

শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির বৈঠকের সিদ্ধান্তসমূহ:

প্রথম বৈঠকে:

১. বিস্তারিতভাবে আলোচনার সুবিধার্থে কমিটির পরবর্তী বৈঠকসমূহে একেক দিন নির্দিষ্ট একটি সেক্টর দপ্তরের বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে;

২. কমিটির পরবর্তী বৈঠকে বিআইএম সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার ব্যাপারে আলোচ্যসূচীতে অর্ন্তভুক্ত করা হবে।

দ্বিতীয় বৈঠকে:

৩. কমিটির পরবর্তী বৈঠক আগামী ২২-১০-০৩ খ্রিস্টাব্দ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে;

৪. কমিটির পূর্ববর্তী বৈঠকে খাদ্য ও চিনি শিল্প সংস্থার কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করা হবে;

৫. বিআইএম-এর সার্বিক কর্মকাণ্ডের উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা বিআইএম-এর পক্ষ থেকে মন্ত্রণালয় উপস্থাপন করতে হবে;

তৃতীয় বৈঠকে:

৬. আগামী সেশন থেকে যাতে বিআইএম এক্সিকিউটিভ এমবিএ কোর্স খুলতে পারে সে ব্যাপারে মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

৭. রংপুর চিনিকলকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরকল্পে পরীক্ষামূলকভাবে যাতে আর একবার সুযোগ প্রদান করা হয় সেজন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পূর্বতন সিদ্ধান্ত বহাল রাখার

Dhaka University Institutional Repository

নিমিত্তে সংশ্লিষ্ট বিভাগ কর্তৃক জরুরী ভিত্তিতে একটি রেজুলেশন প্রস্তুত করে তা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মাননীয় অর্থমন্ত্রীর নিকট প্রেরণ করা;

৮. চট্টগ্রাম অঞ্চলিক অফিসের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ প্রকল্পে কিছু অনিয়মের প্রসঙ্গে মহাপরিচালক কর্তৃক পেশকৃত অভিযোগটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে কমিটির পরবর্তী বৈঠকে মন্ত্রণালয় একটি প্রতিবেদন উপস্থাপন করবে।

চতুর্থ বৈঠকে:

৯. বি.সি.আই.সি'র কার্যক্রম সম্পর্কে পুনরায় পরবর্তী বৈঠকে সঠিকভাবে কার্যপত্র উপস্থাপন করতে হবে;

১০. মাননীয় সদস্য জনাব মোঃ আব্দুল মোত্তালিব আকন্দ ও জনাব শাহ্ নূরুল কবির (শাহীন) এর নির্বাচনী এলাকার ডিলারদের সার বিতরণ কার্যক্রম তদন্ত সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

১১. জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সার সংগ্রহ ও বিতরণ নিশ্চিত করার বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য বিসিআইসি কর্তৃক জেলা পর্যায়ে সার মনিটরিং কমিটিকে তাগিদ দিতে হবে এবং জেলা সার মনিটরিং কমিটি বিগত দিনের পারফরমেন্স দেখে যাতে ডিলার নিয়োগ করেন সে বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য বিসিআইসি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

১২. বাংলাদেশে নতুন শিল্প স্থাপনে শিল্প মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা কি সে সম্পর্কে কমিটির একটি প্রতিবেদন উপস্থাপন করতে হবে;

১৩. আগামী বৈঠকে বিসিক এর কার্যক্রম, টাইলস ফ্যাক্টরী এবং বিগত দিনে কমিটির আগামী বৈঠকে মাননীয় সদস্যগণ যে সকল তথ্য জানাতে চেয়েছিলেন তা নিয়ে আলোচনা করা হবে।

পঞ্চম বৈঠকে:

১৪. কমিটি কর্তৃক অতিসত্বর চিনিকল এলাকাসমূহ পরিদর্শনের ব্যাপারে মন্ত্রণালয়-এর পক্ষ থেকে পদক্ষেপ নেয়া হবে;

১৫. একজন সংসদ সদস্যের নের্তৃত্বে দু'জন কর্মকর্তার সমন্বয়ে গঠিত কমিটি কর্তৃক ক্রমান্বয়ে চিনিকলগুলো পরিদর্শনকালে সেখানে বিদ্যমান দোষ-ত্রুটি, অদক্ষতা, অনিয়ম ও দুর্নীতি ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় তদন্তপূর্বক অত্র কমিটির পরবর্তী বৈঠকে রিপোর্ট পেশ করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

১৬. বি.সি.আই.সি'র আওতাধীন বন্ধ মিলগুলো চালুকরণ এবং পরিচালিত কারখানাগুলো কার্যকরভাবে চালানো ও উন্নয়নের লক্ষে আগামী সভায় শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরামর্শ সম্বলিত একটি প্রতিবেদন পেশ করতে হবে;

১৭. খুলনা নিউজ প্রিন্ট মিলটি পুনরায় চালু করার উদ্দেশ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়ের নিকট লীজ প্রদানকৃত সুন্দরবনের অংশ বিশেষ বন এবং পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের আওতা বর্হিভূত রাখার নিমিত্তে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

১৮. বি.সি.আই.সি'র আওতাধীন কোন্ কোন্ মিল কখন, কিভাবে ছেড়ে দিতে হয়েছে তার সার্বিক প্রেক্ষাপট সম্বলিত একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়কে আগামী বৈঠকে পেশ করতে হবে।

১৯. কাঁচা পাট থেকে মন্ড তৈরী করে কাগজ উৎপাদনের লক্ষ্যে অতীতে গৃহীত প্রকল্প এবং পরীক্ষামূলকভাবে তার কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর এক বছরের মধ্যেই কেন সেটি বন্ধ হয়ে গেল সে সম্পর্কে আগামী বৈঠকে মন্ত্রণালয়কে একটি প্রতিবেদন পেশ করতে হবে;

২০. আলোচ্যসূচীর যে সব বিষয় আলোচিত হয়নি সেগুলোর উপর পরবর্তী বৈঠকে আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে;

২১. কমিটির পরবর্তী বৈঠক আগামী ১১-০১-২০০৪ তারিখ সকাল ১১-০০ ঘটিকায় অনুষ্ঠিত হবে।

ষষ্ঠ বৈঠকে:

২২. বিসিক-এর ৬৭ কোটি টাকা ঘাটতি কিভাবে এল তার স্টেটমেন্ট আগামী বৈঠকে পেশ করতে হবে;

২৩. বিসিক-এর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জি.পি. ফান্ডের টাকা কিভাবে, কেন খরচ করা হচ্ছে সে সম্পর্কে আগামী বৈঠকে মন্ত্রণালয়কে একটি প্রতিবেদন পেশ করতে হবে;

২৪. বিসিক-এর লোকসানের কারণ এবং শিল্প প্লট সম্পর্কিত বিস্তারিত প্রতিবেদন পেশ করতে হবে। ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নতি ও বিকাশের জন্য সাজেশন দিতে হবে;

২৫. বিসিক শিল্প নগরীতে কোন ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠা করা যায় তার টেকনিক্যাল দিক, মেশিনারিজ ও ফাইনান্সিয়াল অবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে উদ্যোক্তাকে গাইড লাইন প্রদান সম্পর্কিত প্রতিবেদন পেশ করতে হবে;

২৬. চিনি উৎপাদন ও মজুদকালীন সময়ে চিনি আমদানী বন্ধ রাখার জন্য অত্র কমিটির তরফ থেকে একটি জোরালো সুপারিশ ক্যাবিনেটে পাঠাতে হবে;

Dhaka University Institutional Repository

২৭. সাব-কমিটিসমূহের আহবায়ক কর্তৃক চিনিকলসমূহ পরিদর্শন রিপোর্ট আগামী সভায় পেশ করা হবে;

২৮. কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা সেটা মনিটরিং করার জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে;

২৯. আলোচ্যসূচীভূক্ত যেসব বিষয় আলোচিত হয়নি, সেগুলো পরবর্তী বৈঠকে আলোচিত হবে;

৩০. আসন্ন সংসদ অধিবেশন সমাপ্তির ৭ দিন পর কমিটির পরবর্তী বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।

সপ্তম বৈঠকে:

৩১. কমিটি চিটাগাং কেমিক্যাল কমপ্লেক্সটি চালুর পক্ষে নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে;

৩২. চিটাগাং কেমিক্যাল কমপ্লেক্সটি চালুর ব্যাপারে দায়-দেনা নিরূপণ করে প্রাথমিকভাবে কত টাকার প্রয়োজন হবে তা নিরূপণ করার জন্য সাব-কমিটি গঠিত হয়;

৩৩. কমিটি পরবর্তী বৈঠকে চিনিকলগুলোর উপর সাব-কমিটির পেশকৃত প্রতিবেদন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে;

৩৪. আলোচ্যসূচী (গ) ও (ঘ) পরবর্তী বৈঠকে আলোচ্যসূচীতে আলোচনার জন্য অর্ন্তভুক্ত হবে;

৩৫. কমিটির পরবর্তী বৈঠক আগামী ১৩-০৩-২০০৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে।

অষ্টম বৈঠকে:

৩৬. বিসিআইসি পেপার মিলের কাঁচামাল হিসেবে পাটের ব্যবহারের উপর একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন কমিটির পরবর্তী বৈঠকে পেশ করবে;

৩৭. চিনিকলগুলোর উপর ১নং বিভিন্ন গ্রুপ কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে এ উদ্দেশ্যে গঠিত ৩নং সাব-কমিটি মূল কমিটির বৈঠকের ৫ দিন পূর্বে তাদের প্রতিবেদন পেশ করবে;

৩৮. অদ্যকার বৈঠকের আলোচ্যসূচী (গ) বিসিক-এর ৬৭ কোটি টাকা ঘাটতি কিভাবে হলো, তার উপর প্রতিবেদন উপস্থাপন ও আলোচনা;

৩৯. বিসিক শিল্প নগরীতে ১০০% ক্ষুদ্র শিল্প করার উপর বিসিক কর্তৃক প্রতিবেদন পেশ ও আলোচনা;

৪০. চিনি কলগুলোর উপর গঠিত সাব-কমিটির সুপারিশ পেশ ও এর উপর আলোচনা;

৪১. মাননীয় হুইপ জনাব মোঃ আশরাফ হোসেন এমপির আবেদনের প্রেক্ষিতে বিসিআইসির আওতাধীন খুলনা নিউজ প্রিন্ট মিলস লিঃ ও খুলনা হার্ডবোর্ড মিলস্ লিঃ চালুকরণের ব্যাপারে মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রতিবেদন পেশ;

Dhaka University Institutional Repository

৪২. কর্ণফুলি রেয়ন এন্ড কেমিক্যালস লিঃ এর কেমিক্যাল প্লান্ট কেপিআরসি কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে পূর্বের ন্যায় চালুকরণের উপর মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রতিবেদন পেশ।

নবম বৈঠকে:

৪৩. খুলনা হার্ডবোর্ড মিলস্ লিঃ পুনরায় চালুর লক্ষ্যে এটিকে প্রাইভেটাইজেশন বোর্ড থেকে দ্রুত ছাড় করানোর ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যাবস্থা মন্ত্রণালয় গ্রহণ করবে;

৪৪. খুলনা নিউজ প্রিন্ট মিলস্ লিঃ এবং নর্থবেঙ্গল পেপার মিলস্ লিঃ অন্যান্য কাগজ কলে মন্ড তৈরীতে সম্পূর্ণরূপে পাট ব্যবহারের উপর একটি পূর্ণাঙ্গ প্রজেক্ট প্রোফাইল পেশ করার জন্য ১৬নং অনুচ্ছেদের আলোকে শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত ৪নং সাব-কমিটি গঠন করা হয়। সাব-কমিটি গঠিত হওয়ার ৪৫ দিনের মধ্যে তাদের প্রতিবেদন মূল কমিটির নিকট পেশ করবে;

৪৫. ২নং সাব-কমিটির আহ্বায়কের আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত কমিটির প্রতিবেদন দাখিলের সময়সীমা আরো ১ মাস বর্ধিত করা হয়;

৪৬. আলোচ্যসূচী (ঘ) কমিটির পরবর্তী বৈঠকে আলোচ্যসূচী তে অর্ন্তভুক্ত হবে;

দশম বৈঠকে:

৪৭. ২নং সাব-কমিটি কর্তৃক উত্থাপিত রিপোর্টের ভিত্তিতে চিটাগাং কেমিক্যাল কমপ্লেক্স পুনরায় চালু করার লক্ষ্যে কি ধরনের কতজন কর্মকর্তা কর্মচারী একান্ত আবশ্যক, এ জন্য বছরে কত টাকা খরচ হবে, কারখানা সংস্কারের জন্য কত টাকা প্রয়োজন হবে এর বিশদ বিবরণ সম্বলিত একটি প্রজেক্ট প্রফাইল তৈরী করে সিসিসি'র কমিটির আগামী বৈঠকে পেশ করবে।

৪৮. বিসিকের ৬৭ কোটি টাকার ঘাটতি এবং অন্যান্য অনিয়মের কারণ উদ্ঘাটনের জন্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত তদন্ত কমিটির পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন স্থায়ী কমিটির আগামী বৈঠকে মন্ত্রণালয় পেশ করবে;

৪৯. চিনি শিল্প সম্পর্কে গঠিত ৩নং সাব-কমিটি তাদের প্রতিবেদনে যে সব সুপারিশ করেছে, সেসব সুপারিশ কতখানি যৌক্তিক এবং তা বাস্তবায়ন সম্ভব কি না, চিনিকল সংস্থা সেগুলোর প্রত্যেকটি বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা করে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে কমিটির আগামী বৈঠকে লিখিত মতামত পেশ করবে।

৫০. ৩নং সাব-কমিটির চূড়ান্ত প্রতিবেদনে যে তিনটি মিলকে গুড় উৎপাদনের জন্য রূপান্তরিত করার কথা বলা হয়েছে সেই সমস্ত মিলের এমডি'দেরকে কমিটির পরবর্তী বৈঠকে উপস্থিত থাকার বিষয়টি মন্ত্রণালয় নিশ্চিত করবে।

৫১. এলবার্ট ডেভিট-এর উপর মন্ত্রণালয় থেকে যে প্রতিবেদন পেশ করা হয়েছে তা কমিটির পরবর্তী বৈঠকের আলোচ্যসূচীতে অন্তর্ভূক্ত হবে।

Dhaka University Institutional Repository

১১তম বৈঠকে:

৫২. বিগত ২৫-০৫-২০০৪ তারিখের অনুষ্ঠিত দশম বৈঠকের কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে নিশ্চিতকরণ করা হয়;

৫৩. চিটাগাং কেমিক্যাল কমপ্লেক্স পুণরায় চালুকরণের ব্যাপারে গঠিত শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত ২নং সাব-কমিটির চূড়ান্ত প্রতিবেদনের আলোকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত প্রজেক্ট প্রোফাইল অনুমোদিত হয়;

৫৪. চিটাগাং কেমিক্যাল কমপ্লেক্সটি পুণরায় চালু করার ব্যাপারে কমিটি কর্তৃক সুপারিশ করা হয়। এ ব্যাপারে স্থায়ী কমিটির পক্ষ থেকে একটি সার-সংক্ষেপ কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে;

৫৫. আলোচ্যসূচী (খ) এবং (ঘ) পরবর্তী বৈঠকের আলোচ্যসূচীর অন্তর্ভূক্ত হবে এবং আলোচ্যসূচী (ঘ) পরবর্তী বৈঠকের ২নং আলোচ্যসূচীর অন্তর্ভূক্ত হবে।

১২তম বৈঠকে:

৫৬. বিগত ২৯-০৬-২০০৪ তারিখে অনুষ্ঠিত ১১তম বৈঠকের কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে নিশ্চিতকরণ করা হয়;

৫৭. আখ রিচার্স ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত উন্নত বীজ ও প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কিত একটি প্রতিবেদন কমিটির পরবর্তী বৈঠকে মাননীয় কৃষি প্রতিমন্ত্রী উপস্থাপন করবেন;

৫৮. বিসিক-এর গোড়াপত্তন থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত যে সমস্ত বিধি বহির্ভূতভাবে নিয়োগ, পদোন্নতি ও অনিয়ম হয়েছে, তার যাবতীয় তথ্য উদ্ঘাটন, প্রতিকার ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ এবং বিসিক-এর ৬৭ কোটি টাকা ঘাটতির কারণ ও এর প্রতিকার সম্পর্কেও সুপারিশ করার জন্য ১৪নং অনুচ্ছেদের আলোকে শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৫নং সাব-কমিটি গঠন করা হয়। সাব-কমিটি গঠিত হওয়ার ২ মাসের মধ্যে প্রতিবেদন মূল কমিটির নিকট পেশ করবে;

১৩তম বৈঠকে:

৫৯. বিগত ২৫-০৭-২০০৪ তারিখে অনুষ্ঠিত ১২তম বৈঠকের কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে নিশ্চিতকরণ করা হয়;

৬০. ৪নং সাব-কমিটির প্রতিবেদনের উপর মন্ত্রণালয় কমিটির পরবর্তী বৈঠকে একটি প্রতিবেদন পেশ করবে;

৬১. আলোচ্যসূচী (খ) এবং (ঘ) কমিটির পরবর্তী বৈঠকের আলোচ্যসূচীর অন্তর্ভূক্ত হবে।

Dhaka University Institutional Repository

১৪তম বৈঠকে:

৬২. বিগত ২৯-০৯-২০০৪ তারিখে অনুষ্ঠিত ১৩তম বৈঠকের কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে নিশ্চিতকরণ করা হয়;

৬৩. ৫নং সাব-কমিটির প্রতিবেদন পেশের সময়সীমা ৩০ শে নভেম্বর/২০০৪ খ্রিঃ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়;

৬৪. নর্থ বেঙ্গল পেপার মিলস লিঃ বেসরকারী উদ্যোক্তাদের সাথে যৌথ ব্যবস্থাপনায় চালু করার ব্যাপারে মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে;

৬৫. পেটেন্ট ডিজাইন ও ট্রেড মার্কস অধিদপ্তরের কার্যক্রম আরও জোরদার করার ব্যাপারে মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১৫তম বৈঠকে:

৬৬. বিগত ১৪-১০-২০০৪ তারিখে অনুষ্ঠিত ১৪তম বৈঠকের কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে নিশ্চিতকরণ করা হয়;

৬৭. আলোচ্যসূচী (খ) চিনি শিল্প সম্পর্কে গঠিত ৩নং সাব-কমিটি কর্তৃক উপস্থাপিত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রতিবেদন উপস্থাপনের উপর অসমাপ্ত আলোচনা পরবর্তী বৈঠকের আলোচ্যসূচীতে অন্তর্ভূক্ত হবে;

৬৮. বিএসটিআই তাদের ভবিষ্যত পরিকল্পনা কি, এর সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ কি কি এবং এর উন্নয়নের জন্য কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন সে সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন কমিটির পরবর্তী বৈঠকে পেশ করবে এবং উল্লিখিত বিষয়টি কমিটির পরবর্তী বৈঠকে আলোচ্যসূচীতে অন্তর্ভূক্ত হবে।

১৬তম বৈঠকে:

৬৯. বিগত ২৩-১১-২০০৪ তারিখে অনুষ্ঠিত ১৫তম বৈঠকের কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে নিশ্চিতকরণ করা হয়;

৭০. বিএসটিআই কমিটির পরবর্তী বৈঠকে একটি পূর্ণাঙ্গ অর্গানোগ্রাম ও এর আর্থিক সংশ্লেষসহ প্রতিবেদন পেশ করবে;

৭১. আলোচ্যসূচী (গ) অ্যালবার্ট ডেভিট (বাংলাদেশ) লিঃ-এর উপর মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রতিবেদন পেশ ও এ সম্পর্কে আলোচনা কমিটির পরবর্তী বৈঠকের আলোচ্যসূচীতে অন্তর্ভূক্ত হবে;

৭২. ৫নং সাব-কমিটির উপস্থাপিত প্রতিবেদন নিয়ে কমিটিতে পরবর্তীতে আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে।

Dhaka University Institutional Repository

১৭তম বৈঠকে:

৭৩. বিগত ১১-০১-২০০৫ তারিখে অনুষ্ঠিত ১৫তম বৈঠকের কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে নিশ্চিতকরণ করা হয়;

৭৪. বিএসটিআই কর্তৃক পেশকৃত অর্গানোগ্রাম ও সেটআপ মন্ত্রণালয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আগামী ০৩ মাসের মধ্যে কমিটির নিকট প্রতিবেদন পেশ করবে;

৭৫. মিষ্টিজাতীয় দ্রব্যে ঘন চিনির ব্যাপক ব্যবহার রোধকল্পে মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

৭৬. কমিটির পরবর্তী বৈঠক National Strategy for Accelerated Poverty Reduction নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে।

১৮তম বৈঠকে:

৭৭. বিগত ২৮-০২-২০০৫ তারিখে অনুষ্ঠিত ১৭তম বৈঠকের কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে নিশ্চিতকরণ করা হয়;

৭৮. পিআরএসপির উপর কমিটির মাননীয় সদস্যগণের কোন পরামর্শ থাকলে তা আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে লিখিতভাবে এই কমিটির সভাপতি বা কমিটির সচিব-এর নিকট প্রেরণ করবেন।

১৯তম বৈঠকে:

৭৯. বিগত ২১-০৪-২০০৫ তারিখে অনুষ্ঠিত ১৮তম বৈঠকের কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে নিশ্চিতকরণ করা হয়;

৮০. অনুচ্ছেদ ১০ অনুযায়ী একটি সাব-কমিটি গঠিত হবে;

৮১. আলোচ্যসূচী ৩(খ) ৫নং সাব-কমিটির উপস্থাপিত প্রতিবেদনের উপর অসমাপ্ত আলোচনা সমাপ্তকরণের লক্ষ্যে এবং আলোচ্যসূচী (গ) শিল্প সেক্টরে প্রবৃদ্ধি এবং উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতা সু-নির্দিষ্টকরণ ও সমাধানের উপায় সম্পর্কে আলোচনা কমিটির পরবর্তী বৈঠকের আলোচ্যসূচীতে অন্তর্ভূক্ত হবে।

Dhaka University Institutional Repository

২০তম বৈঠকে:

৮২. বিগত ০৪-০৫-২০০৫ তারিখে অনুষ্ঠিত ১৯তম বৈঠকের কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে নিশ্চিতকরণ করা হয়;

৮৩. স্পেশাল অডিট বোর্ড নিম্নলিখিত কাজগুলো করবে–

(ক) বিসিক-এর চাকুরীতে যে সমস্ত অনিয়ম রয়েছে, কাউকে চাকুরীচ্যুত না করে তা নিয়মিত করা এবং সিনিয়রিটি নির্ধারণ;

(খ) যে সমস্ত খাত/তহবিল থেকে টাকা বিধি বহির্ভূতভাবে তুলে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন প্রদান করা হয়েছে, সেই খাতে কিভাবে টাকা জমা করা যায় তা নির্ধারণ;

(গ) যে সমস্ত কর্মকর্তা আর্থিক অনিয়ম করেছে, তাদের দায়-দায়িত্ব নিরূপণ;

(ঘ) সরকার থেকে ভবিষ্যত তহবিলের ঘাটতি টাকার সংস্থান করার উপায় নিরূপণ;

৮৪. ১০৭ জন মাস্টার রোল কর্মচারীকে কর্মচ্যুত না করে প্রাইভেট শিল্প প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থানের জন্য বিসিক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

৮৫. অনুচ্ছেদ ১ অনুযায়ী সাব-কমিটি পুনর্গঠন করা হয়;

৮৬. মাননীয় সদস্য জনাব গোলাম মোঃ সিরাজ অনুচ্ছেদ ১৩-এ যে বক্তব্য রেখেছেন তার আলোকে মন্ত্রণালয় এবং মাননীয় সদস্য আব্দুল মোত্তালিব আকন্দ অনুচ্ছেদ-১৪ এবং মাননীয় সদস্য জনাব শামসুর রহমান শরীফ অনুচ্ছেদ-১৫ এ যে বক্তব্য রেখেছেন তার আলোকে পরবর্তী বৈঠকে বিসিআইসি এবং সুগার এন্ড ফুড ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন কমিটিকে অবহিত করবে;

৮৭. বিসিক-এর আর্থিক অনিয়ম সম্পর্কিত বিষয়সমূহ দেখার জন্য সিএজি কর্তৃক স্পেশাল অডিট বোর্ড গঠনের ব্যাপারে মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

২১তম বৈঠকে:

৮৮. বিগত ২৫-০৫-২০০৫ তারিখে অনুষ্ঠিত ২০তম বৈঠকের কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে নিশ্চিতকরণ করা হয়;

৮৯. কমিটি যাতে শিল্পোন্নত দেশের বিভিন্ন শিল্প কলকারখানা পরিদর্শনে যেতে পারে সে ব্যাপারে মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

৯০. বিসিক-এর চাকুরীর যে অনিয়ম হয়েছে তা কাউকে চাকুরীচ্যুত না করে নিয়মিতকরণ ও সিনিয়রিটি নির্ধারণের ব্যাপারে মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

Dhaka University Institutional Repository

৯১. আলোচ্যসূচী (খ) অনুযায়ী শিল্প সেক্টরে প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতা ও সমাধানের উপায় এ বিষয়টি সম্পর্কে ৬নং সাব-কমিটির প্রতিবেদন পাওয়ার পর এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে;

৯২. মার্কিন কংগ্রেসে উত্থাপিত "ইউএস ট্রেড এ্যাক্ট ২০০৫" বিলটি পাস করার জন্য মার্কিন কংগ্রেসম্যান ও সিনেটরদের নিকট পত্র প্রেরণের বিষয়টি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের বিষয় বিধায় এখান থেকে এ ধরনের চিঠি লেখা সম্ভব নয়;

৯৩. ৬নং সাব-কমিটি তাদের প্রতিবেদন পেশ করার জন্য আরও ১৫ দিন সময় বৃদ্ধি করার যে অনুরোধ জানিয়েছে তা মঞ্জুর করা হয়।

২২তম বৈঠকে:

৯৪. বিগত ২৫-০৬-২০০৫ তারিখে অনুষ্ঠিত ২১তম বৈঠকের কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে নিশ্চিতকরণ করা হয়;

৯৫. এ্যালবার্ট ডেভিড (বাংলাদেশ) লিঃ-এর পুঞ্জিভূত সমস্যার স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে ইমিকেবল সেটেলমেন্টের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এই লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় এবং বিসিআইসি সার্বিকভাবে সহায়তা প্রদান করবে;

৯৬. আলোচ্যসূচী (গ) বিসিআইসি'র অনিয়ম এবং ব্যবস্থাপনায় ত্রুটি বিচ্যুতি সম্পর্কে আলোচনা কমিটির পরবর্তী বৈঠকে স্থানান্তরিত হলো।

২৩তম বৈঠকে:

৯৭. বিগত ২৩-০৭-২০০৫ তারিখে অনুষ্ঠিত ২২তম বৈঠকের কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে নিশ্চিতকরণ করা হয়;

৯৮. এ্যালবার্ট ডেভিড (বাংলাদেশ) লিঃ-এর দীর্ঘদিনের পুঞ্জিভূত সমস্যার সুষ্ঠু ও ইমিকেবল সেটেলমেন্টের লক্ষ্যে জরুরী ভিত্তিতে আভ্যন্তরীণ ও দ্বিপক্ষীয় বৈঠক সম্পন্ন করে কমিটির পরবর্তী বৈঠক-এর অগ্রগতি প্রতিবেদন মন্ত্রণালয় পেশ করবে;

৯৯. বিএসটিআই-এর অনুমোদিত পণ্যের পূর্ণাঙ্গ তালিকাসহ অত্র প্রতিষ্ঠানের মোট জনবল এবং তাদের বেতন ভাতা বাবদ সরকারের কি পরিমাণ অর্থ ব্যয়িত হয়, সে বিষয়ে একটি প্রতিবেদন কমিটির পরবর্তী বৈঠকে বিএসটিআই পেশ করবে;

১০০. বিএসটিআই-এর প্রস্তাবিত অর্গানোগ্রাম যুক্তিসঙ্গতভাবে পুনর্বিন্যাস করতঃ সংশোধিত টিওএ্যান্ডই পরবর্তী বৈঠকে বিএসটিআই পেশ করবে;

Dhaka University Institutional Repository

১০১. বিআইএম-এর ভারপ্রাপ্ত মহা-পরিচালক জনাব নিজাম উদ্দিনের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগটি তদন্ত করে দেখার জন্য ২৩ ও ২৪নং অনুচ্ছেদের আলোকে সাব-কমিটি গঠিত হয়;

১০২. ৬নং সাব-কমিটির আহ্বায়ক-এর আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত সাব-কমিটির মেয়াদ আরও এক মাস বৃদ্ধি করা হয়;

১০৩. পাকশী পেপার মিলের সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা কমিটির পরবর্তী বৈঠকে আলোচ্যসূচীতে অন্তর্ভূক্ত হবে;

১০৪. পেটেন্ট ডিজাইন ও ট্রেড মার্ক অধিদপ্তরের কার্যক্রম জোরদার করার ব্যাপারে মন্ত্রণালয় কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে সে সম্পর্কে আলোচনা কমিটির পরবর্তী বৈঠকে স্থানান্তরিত করা হয়।

২৪তম বৈঠকে:

১০৫. বিগত ১৭-০৮-২০০৫ তারিখে অনুষ্ঠিত ২৩তম বৈঠকের কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে নিশ্চিতকরণ করা হয়;

১০৬. ৬ ও ৭নং সাব-কমিটির রিপোর্ট প্রদানের মেয়াদ আরও দুই মাস বৃদ্ধি করা হয়;

১০৭. আলোচ্যসূচী ৩(খ) কমিটির পরবর্তী বৈঠকের আলোচ্যসূচীতে অন্তর্ভূক্ত হবে;

১০৮. বিএসটিআই-এর সংশোধিত অর্গানোগ্রাম নিয়ে কমিটির পরবর্তী বৈঠকে আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে;

১০৯. যমুনা ব্রীজ-এর টোল প্রদান থেকে মাননীয় সংসদ-সদস্যগণকে অব্যাহতি দানের বিষয়টি বিবেচনার জন্য সংসদে প্রিভিলেইজ কমিটিতে রেফার করা হয়;

১১০. ৭নং সাব-কমিটির তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত বিআইএম-এর ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালকের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চাকুরীচ্যুত/বরখাস্ত, বদলী, কোন ধরনের হয়রানি বা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা যাতে করা না হয় সে ব্যাপারে মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

১১১. শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্বাচিত উদ্যোক্তার সাথে যৌথভাবে নর্থ বেঙ্গল পেপার মিলস লিমিটেড পুনঃচালু করার জন্য কাউন্সিল কমিটি ফর ইকনোমিক এ্যাফেয়ার্স কর্তৃক চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় কেবিনেট ডিভিশনকে অনুরোধ জনাবে;

১১২. মন্ত্রণালয় কমিটির পরবর্তী বৈঠকে নর্থ বেঙ্গল পেপার মিলস লিমিটেড পুনঃচালুকরণ সংক্রান্ত অগ্রগতি এবং বিস্তারিত প্রতিবেদন উপস্থাপন করবে;

Dhaka University Institutional Repository

১১৩. বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন (বিএসইসি)-এর তিনটি লাভজনক প্রতিষ্ঠান যথাক্রমে এটলাস বাংলাদেশ লিঃ, ন্যাশনাল টিউবস লিঃ ও ওসমানী গ্লাস ফ্যাক্টরী-এর সরকারী অংশের শেয়ার আপাততঃ না ছাড়ার বিষয়ে মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১১৪. শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি বিগত ২৪টি বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত প্রতিবেদন মন্ত্রণালয় কমিটির পরবর্তী বৈঠকে উপস্থাপন করবে।

২৫তম বৈঠকে:

১১৫. বিগত ০৩-১০-২০০৫ তারিখে অনুষ্ঠিত ২৪তম বৈঠকের কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে নিশ্চিতকরণ করা হয়;

১১৬. কমিটির চিটাগাং কেমিক্যাল কমপ্লেক্সটি পুনরায় অনতিবিলম্বে চালু করা জন্য সুপারিশ করছে। সরকার পক্ষ থেকে কারখানাটি চালুর ব্যাপারে অনুমোদন পাওয়ার পর বিসিআইসি প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করবে এবং সরকারের অনুমোদন পাওয়ার ব্যাপারে মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে;

১১৭. বিএসটিআই-এর পক্ষ থেকে যে অর্গানোগ্রাম তৈরী করা হয়েছে তাতে বর্তমানের চেয়ে অনেক বেশী জনবল দেখানো হয়েছে। তাই এটি আরও কমানো যায় কিনা মন্ত্রণালয় এটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখে তা বাস্তবায়নের কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

১১৮. আলোচ্যসূচী ৩(ঘ) নর্থ বেঙ্গল পেপার মিলস পুনঃচালুকরণ সম্পর্কে মন্ত্রণালয় কর্তৃক অগ্রগতি প্রতিবেদন উপস্থাপন ও আলোচনা কমিটির পরবর্তী বৈঠকের আলোচ্যসূচীর অন্তর্ভূক্ত হবে।

২৬তম বৈঠকে:

১১৯. বিগত ২৫-১০-২০০৫ তারিখে অনুষ্ঠিত ২৫তম বৈঠকের কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে নিশ্চিতকরণ করা হয়;

১২০. নর্থ বেঙ্গল পেপার মিলস লিঃ পুনঃচালুকরণ সম্পর্কে মন্ত্রণালয় কর্তৃক অগ্রগতি প্রতিবেদন উপস্থাপন ও আলোচনা কমিটির পরবর্তী বৈঠকের আলোচ্যসূচীর অর্ন্তভূক্ত হবে;

১২১. বিগত ১০-১৫ বৈঠকের গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত আলোচনা কমিটির পরবর্তী বৈঠকে স্থানান্তরিত হয়;

১২২. মাননীয় সদস্য জনাব মোঃ আব্দুল মোত্তালিব আকন্দ, মাননীয় সদস্য জনাব শাহ্ নুরুল কবীর (শাহীন) ও মাননীয় সদস্য জনাব মোঃ শহিদুল আলম তালুকদার কর্তৃক উত্থাপিত

Dhaka University Institutional Repository

তাদের নির্বাচনী এলাকার একই পরিবারের একাধিক সারের ডিলারশীপ থাকার দরুন উদ্ভূত বিভিন্ন সমস্যা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে তদন্তপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রকৃত ডিলারদের নাম, পরিচয় সম্বলিত তালিকা পরবর্তীতে মন্ত্রণালয় কমিটির নিকট পেশ করবে;

১২৩. কমিটির ২১তম বৈঠকের ২নং সিদ্ধান্তানুযায়ী কমিটির সদস্যবৃন্দ যাতে শিল্পোন্নত দেশের বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান সরজমিনে পরিদর্শনে যেতে পারে সে ব্যাপারে মন্ত্রণালয় ত্বড়িত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

২৭তম বৈঠকে:

১২৪. বিগত ০৪-১২-২০০৫ তারিখে অনুষ্ঠিত ২৬তম বৈঠকের কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে নিশ্চিতকরণ করা হয়;

১২৫. স্থায়ী কমিটির ১৪তম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নর্থ বেঙ্গল পেপার মিলস লিঃ বেসরকারী উদ্যোক্তাদের সাথে যৌথ ব্যবস্থাপনায় চালু করার ব্যাপারে মন্ত্রণালয় কর্তৃক উদ্যোগ গ্রহণের সিদ্ধান্ত যথারীতি বলবৎ থাকবে;

১২৬. ৬ ও ৭নং সাব-কমিটির মেয়াদ আরও এক মাস বৃদ্ধি করা হয়;

১২৭. এলবার্ট ডেভিট বাংলাদেশ লিঃ এর বিষয়ে উক্ত প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাননীয় সদস্য আলহাজ্ব শফি আহম্মদ চৌধুরীকে সর্বশেষ অবস্থা জানিয়ে মন্ত্রণালয় কর্তৃক পত্রদান করতে হবে।

২৮তম বৈঠকে:

১২৮. বিগত ২৯-১২-২০০৫ তারিখে অনুষ্ঠিত ২৭তম বৈঠকের কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে নিশ্চিতকরণ করা হয়;

১২৯. নর্থ বেঙ্গল পেপার মিল পুনঃচালু করার ব্যাপারে মন্ত্রণালয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

১৩০. সাব-কমিটি যাতে দ্রুত প্রতিবেদন পেশ করে সে জন্য কমিটির সচিব প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে;

১৩১. কমিটিতে পরবর্তী সিদ্ধান্ত গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত বিআইএম-এর মহাপরিচালকের সমস্ত নির্যাতনমূলক কর্মকাণ্ড স্থগিত থাকবে। সাব-কমিটির প্রতিবেদন না আসা পর্যন্ত যাতে বিআইএম-এর শান্তি বিরাজ করে সে ব্যাপারে মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

Dhaka University Institutional Repository

১৩২. বিআইএম-এর এলপিআর ভোগরত পরিচালক জনাব মোহাম্মদ সালেক, যিনি স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করেছেন, তার বেতন-ভাতা দেয়ার ব্যাপারে মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

১৩৩. স্থায়ী কমিটির সদস্যদের সাথে সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তাদের অন্তর্ভূক্ত করে দক্ষিণ কোরিয়া ও ইউরোপের যে কোন দেশ সফরের বিষয়ে মন্ত্রণালয় দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

২৯তম বৈঠকে:

১৩৪. বিগত ০৯-০৬-২০০৬ তারিখে অনুষ্ঠিত ২৮তম বৈঠকের কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে নিশ্চিতকরণ করা হয়;

১৩৫. বিটাকের কার্যক্রমের গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিবের নের্তৃত্বে কমিটি গঠন করে উক্ত কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে স্থায়ী কমিটির পরবর্তী বৈঠকে আলোচনাপূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে;

১৩৬. ৭নং সাব-কমিটি নিম্নোক্তভাবে পুনর্গঠন করা হয়:

ক্রঃ নং	সদস্যগণের নাম	সদস্য	নির্বাচী এলাকা
০১	জনাব মোঃ শহিদুল আলম তালুকদার	আহ্বায়ক	১১৪-পটুয়াখালী-৩
০২	জনাব মোঃ শামসুর রহমান শরীফ	সদস্য	৭১-পাবনা-৪
০৩	জনাব এম.এম শাহীন	সদস্য	২৩৫-মৌলভীবাজার-৩

১৩৭. সংসদের পরবর্তী অধিবেশন অত্র স্থায়ী কমিটির তরফ থেকে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন পেশের ব্যাপারে এই কমিটির সচিব প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

১৩৮. এলবার্ট ডেভিড বাংলাদেশ লিঃ-এর দীর্ঘদিনের পুঞ্জিভূত সমস্যার স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে উল্লিখিত বিষয়ে একটি সাব-কমিটি গঠন করার ব্যাপারে মন্ত্রণালয় আইন বিশেষজ্ঞগণের মতামত গ্রহণপূর্বক পরবর্তী বৈঠকে পেশ করবে।

৩০তম বৈঠকে:

১৩৯. বিগত ২৭-০৩-২০০৬ তারিখে অনুষ্ঠিত ২৯তম বৈঠকের কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে নিশ্চিতকরণ করা হয়;

১৪০. বিআইএম-এর (ভারপ্রাপ্ত) মহাপরিচালক জনাব মোঃ নিজাম উদ্দিনের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তের জন্য গঠিত ৭নং সাব-কমিটির চূড়ান্ত প্রতিবেদন স্থায়ী কমিটি কর্তৃক গৃহীত হয়;

Dhaka University Institutional Repository

১৪১. ৭নং সাব-কমিটির সুপারিশসমূহ অনতিবিলম্বে বাস্তবায়নের জন্য মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

১৪২. বিআইএম-এর (ভারপ্রাপ্ত) মহাপরিচালক জনাব মোঃ নিজাম উদ্দিনকে ৭২ ঘন্টার মধ্যে প্রত্যাহার, সাসপেন্ডসহ বিভাগীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ, এসিআর জালিয়াতির জন্য ফৌজদারী মামলা রুজু এবং তদস্থলে একজন নতুন মহাপরিচালক নিয়োগের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা মন্ত্রণালয় গ্রহণ করবে;

১৪৩. কমিটির পরবর্তী বৈঠকে ৭নং সাব-কমিটির সুপারিশ বাস্তাবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কে মন্ত্রণালয় প্রতিবেদন পেশ করবে।

৩১তম বৈঠকে:

১৪৪. বিগত ১৭-০৪-২০০৬ তারিখের অনুষ্ঠিত ৩০তম বৈঠকের কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে নিশ্চিতকরণ করা হয়;

১৪৫. ৭নং সাব-কমিটির সিদ্ধান্তানুযায়ী বিআইএম-এর মহাপরিচালক হিসেবে একজন যুগ্ম-সচিবকে অনতিবিলম্বে দায়িত্ব দেয়ার ব্যাপারে মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

১৪৬. এসএমই-এর উন্নয়নের নীতি কৌশল নিয়ে পরবর্তী কোন এক সময় কমিটিতে আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে।

খ. সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন:

শিল্পকে গুরুত্ব না দেয়ার কারণে বাংলাদেশ পিছিয়ে আছে। শিল্পের উন্নয়নের উপর বাংলাদেশের উন্নয়ন এবং জাতির উন্নয়ন নির্ভর করছে। দেশকে শিল্পায়িত করা এবং এর বিকাশ সাধন সম্ভব হলে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দেশ স্থিতিশীল হবে। বাংলাদেশে শিল্পে বিনিয়োগকারী দেশী, প্রবাসী এবং বিদেশীদের উৎসাহ প্রদান ও শিল্পে বিনিয়োগ প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের উপায়সহ সামগ্রীক শিল্প বিকাশের লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়কে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিকে শিল্প বিকাশের লক্ষ্যে বিভিন্ন সেক্টর সরজমিনে তদন্তপূর্বক সুপারিশমালা পেশ করে দেশকে শিল্পায়িত করার ক্ষেত্রে এবং শিল্প বিকাশের মধ্যদিয়ে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটাতে, দেশের প্রশাসনিক ক্ষেত্রকে শিল্পের উন্নয়নের জন্য দুর্নীতি মুক্ত রাখতে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সুপারিশ পেশ করতে হবে। দেশ শিল্পায়িত হলে বেকার সমস্যার দ্রুত সমাধান করা সম্ভব হবে। দেশ ও জাতি বাঁচতে পারবে এবং শিল্প দেশকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমৃদ্ধ করবে। শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি দেশকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমৃদ্ধ করার জন্য, আর্থ-

Dhaka University Institutional Repository

সামাজিক ক্ষেত্রে, প্রশাসনিক ক্ষেত্রে, ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে গতি সঞ্চার করার জন্য গঠনমূলক পরামর্শ ও সুপারিশ প্রদানের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করা আবশ্যক।

শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি চিনিকলসমূহ পরিদর্শন করে কিভাবে চিনিকলগুলোর উৎপাদন বাড়ানো যায় এবং লোকসান কমিয়ে মিলগুলোকে লাভজনক করা যায় সে বিষয়ে সুপারিশালা প্রণয়নের জন্য ১নং সাব কমিটি গঠন করে এবং এর উপর দায়িত্ব অর্পণ করে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে কমিটির সুপারিশ অপ্রকাশিত থাকায় বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ২নং সাব-কমিটি গঠন করে চিটাগাং কেমিক্যাল কমপ্লেক্স চালুর লক্ষ্যে দায়দেনা নিরূপণ করে প্রাথমিকভাবে কত টাকার প্রয়োজন হবে তা নির্ধারণের জন্য সরেজমিনে তদন্তপূর্বক এবং এর উৎপাদিত পণ্য কোথায় কোথায় বাজারজাত করা যাবে তার পরামর্শ প্রদানসহ একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন এ বিজ্ঞপ্তি জারীর ৩০ দিনের মধ্যে মূল কমিটির নিকট পেশ করার নির্দেশ দেয়া হলে সাব-কমিটি চিটাগাং কেমিক্যাল কমপ্লেক্স চালুর লক্ষ্যে সুপারিশ করে। সরকারের পক্ষ থেকে অনুমোদন পাওয়ার পর বিসিআইসি প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করবে। এবং সরকারের অনুমোদন পাওয়ার ব্যাপারে মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। কমিটির ২৫তম বৈঠকে বিশেষ আমন্ত্রিত অতিথি মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব এল কে সিদ্দিকীর উপস্থিতিতে কমিটি চিটাগাং কেমিক্যাল কমপ্লেক্স চালু করার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। কিন্তু আলোচনা চলাকালীন সময়ে কারখানাটি ৩১-১১-২০০৫ তারিখে সরকারী নির্দেশে বন্ধ হয়ে যায়। চিটাগাং কেমিক্যাল কমপ্লেক্স পুনঃচালুকরণের জন্য প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন চেয়ে শিল্প মন্ত্রণালয় হতে প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে। উক্ত প্রস্তাবে চিটাগাং কেমিক্যাল কমপ্লেক্স (সিসিসি) কারখানাটি নিজস্ব অর্থায়নে পুনঃচালুকরণ, যৌথ উদ্যোগে পরিচালনা, অথবা লীজ প্রদানের মাধ্যমে পুনঃচালু করার অনুমোদনের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বিষয়টি প্রক্রিয়াধিন রয়েছে।

শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি কর্তৃক গঠিত ৩নং সাব-কমিটি চিনিকলসমূহের উপর ১নং সাব-কমিটি গ্রুপ (খ), (গ) ও (ঘ) কর্তৃক পেশকৃত পরিদর্শন প্রতিবেদনের আলোকে বাস্তবভিত্তিক চূড়ান্ত সুপারিশ প্রস্তুত করে। কমিটি দেশে চিনির চাহিদা পূরণের জন্য বেসরকারি খাতে আমদানীকৃত Raw সুগার থেকে white ও Refined চিনি উৎপাদনের জন্য শিল্প স্থাপনের অনুমতি দান করে। দেশের বর্তমান ১৪টি চিনিকল তাদের বিপর্যস্ত অবস্থা অতিক্রম করে লাভজনক অবস্থায় আসতে সক্ষম হলে

সরকারি খাতে নতুন চিনিকল স্থাপন করা হবে বলে মত দেন। টিসিবি এবং বিসিআইসি দেশের জন্য চিনি শিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন পর্যন্ত সীমিত ও প্রয়োজনীয় চিনি আমদানী করবে, কমিটি কর্তৃক এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ৩নং সাব-কমিটি চিনি শিল্প সম্পর্কে তাদের প্রতিবেদনে যে সব সুপারিশ করেছে তা কতখানি যৌক্তিক এবং তা বাস্তবায়ন সম্ভব কিনা, চিনিকল সংস্থা সেগুলোর প্রত্যেকটি বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা পূর্বক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে মূল-কমিটিতে পেশ করার কথা বলেছে।

তবে আখ বিশেষজ্ঞদের মতে, দেশে উন্নত মানের আখ উৎপাদনের কোন কার্যক্রম না থাকায় এবং সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার মধ্যে সমন্বয়ের অভাবে আখ চাষ আজ উপেক্ষিত হয়ে পড়েছে, যার কারণে আখ চাষের পরিমাণ অনেক কমে গেছে এবং চিনি কলগুলোতে আখ সরবরাহের ক্ষেত্রে মারাত্মক সংকটের সৃষ্টি হয়েছে, ফলে একের পর এক চিনি কল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তাই দেশ চিনি আমদানী করতে বাধ্য হচ্ছে। এমতাবস্থায় তাদের হাতে থাকা আখ চাষের উন্নত প্রযুক্তির বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রতিটি চিনি কল ৪০ হাজার টন করে চিনি উৎপাদনে সক্ষম হবে। এছাড়া চিনি শিল্পের উন্নয়নের জন্য বাস্তবভিত্তিক পদক্ষেপের মাধ্যমে আখ ও চিনির মূল্য নির্ধারণ করতে হবে। উন্নত জাতের আখ চাষে কৃষককে উৎসাহিত করতে হবে। তাহলে ১৪টি চিনিকল তাদের বিপর্যস্ত অবস্থা কাটিয়ে উঠতে পারবে এবং দেশ চিনিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে বলে আখ বিশেষজ্ঞদের অভিমত ব্যক্ত করেন। শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সুপারিশ ও আখ বিশেজ্ঞদের অভিমতের পরিপ্রেক্ষিতে চিনি শিল্প সংস্থা চিনি শিল্পকে কঠোর ব্যয় সাশ্রয় ও লোকসান হ্রাসপূর্বক পর্যায়ক্রমে লাভজনক পর্যায়ে উন্নীত করতে সক্ষম হয়।

শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ৪নং সাব-কমিটি গঠন করে খুলনা নিউজ প্রিন্ট মিলস লিঃ এবং নর্থ বেঙ্গল পেপার মিলস্ লিঃ সহ অন্যান্য কাগজ কলে ব্যবহারের জন্য সম্পূর্ণরূপে পাট ব্যবহার করে মন্ড তৈরীর উপর সরজমিনে তদন্তপূর্বক একটি পূর্ণাঙ্গ প্রফাইল বা প্রতিবেদন তৈরীর নির্দেশ দেয়। পাট কাঁচা অবস্থায় পাওয়া যায় দেড় থেকে দুই মাস পর্যন্ত যেহেতু এটি একটি সিজোনাল ফসল। সবুজ পাট হতে মন্ড প্রস্তুত করে উন্নতমানের কাগজ প্রস্তুত করা ব্যক্তিমালিকানাধীন কাগজ মিলগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার ক্ষেত্রে কমিটি মত প্রকাশ করে।

কিন্তু কমিটির মাননীয় সভাপতি খুলনা নিউজ প্রিন্ট মিলে এবং অন্যান্য পেপার মিলে কাঁচামাল হিসেবে পাট ব্যবহার করা যাবে কিনা তা জানার জন্য ইন্ট্যারন্যাশনাল জুট স্টাডি গ্রুপের প্রজেক্টর লিডার ড. জি, মহিউদ্দিনকে আহ্বান জানানো হলে তিনি কম্পিউটার প্রজেক্টরের মাধ্যমে কমিটিকে

Dhaka University Institutional Repository

পাট ব্যবহার করে কাগজ তৈরির প্রক্রিয়া দেখান। প্রয়োজনীয় পাট প্রাপ্তির ক্ষেত্রে এবং পাট রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে কোনরূপ অসুবিধা না হওয়ার কথা বলেন। এই প্রেক্ষিতে কমিটির মাননীয় সভাপতি খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস লিমিটেড এবং নর্থ বেঙ্গল পেপার মিলস লিমিটেডসহ অন্যান্য কাগজকলে ব্যবহারে মন্ড তৈরির জন্য শুধুমাত্র পাট ব্যবহারের উপর পূর্ণাঙ্গ প্রজেক্ট প্রফাইল তৈরির লক্ষ্যে জনাব মোঃ শহিদুল আলম তালুকদার, এমপিকে আহ্বায়ক এবং জনাব মোঃ আশরাফ হোসেন, মাননীয় হুইপকে উপদেষ্টা করে দুই সদস্য বিশিষ্ট একটি সাব-কমিটি গঠন করেন। এবং উপদেষ্টা হিসেবে সব ধরনের সহায়তা সাব-কমিটিকে প্রদান করবেন আই,জে,এস,জি এর প্রজেক্ট লিডার ড. জি, মহিউদ্দিন এবং মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে সাব-কমিটিকে সহায়তা প্রদানের জন্য নিম্নলিখিত কর্মকর্তাগণকে মনোনয়ন দেয়া হয়ঃ

১. জনাব আজীজুল হক সিদ্দিক, পরিচালক (যুগ্ম-সচিব), বিসিআইসি;
২. জনাব মোঃ মনসুর আলী সিকদার, উপ সচিব (স্বস-১), শিল্প মন্ত্রণালয়;
৩. জনাব শামসুল হক, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, কর্ণফুলি পেপার মিলস লিঃ; এবং
৪. ক্যাপ্টেন (অবঃ) নওশের আলী, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস্ ও খুলনা হার্ডবোর্ড মিলস্।

১৯৯৪-৯৫ সালে কাঁচা পাট থেকে রাসায়নিক পদ্ধতিতে মন্ড ও কাগজ তৈরি করা হয়েছিল এবং এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যা পরিলক্ষিত হয়। যেমনঃ

(১) পাট গাছ ৭৫% থেকে ৮০% আদ্রতাসহ স্টোরিং করায় ফাংগাসে আক্রান্ত হয়ে পাটের ফাইবার নষ্ট হয়ে যায়।
(২) পেকটিনের পরিমাণ কাঁচা পাটে বেশী থাকায় মন্ড প্রসেসিং এর সময় ওয়সিং ধাপে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়।
(৩) বেশী পরিমাণ পেকটিন ও আদ্রতা থাকা কেমিক্যাল রিকভারী প্লান্টে বেলাক লিকার প্রসিসিং এ সমস্যা হয়।
(৪) উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পায়।

কিন্তু বর্তমানে যান্ত্রিক ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় Alkaline Peroxide Machanical Pulping পদ্ধতি বর্তমান বিশ্বে বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছে। ২০০১-২০০২ ও ২০০২-২০০৩ সালে বিসিআইসি ও Unido এর মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি মোতাবেক সবুজ পাটগাছ থেকে মন্ড উৎপাদনের জন্য একটি

Dhaka University Institutional Repository

প্রকল্পের কাজ বিসিআইসি'র কেপিএম লিঃ এ Common Fund for Community (CFC) ফ্রান্স সরকার, ইউরোপিয়ান কমিশন এবং বাংলাদেশ সরকারের যৌথ সহায়তায় পরিচালনা করা হয়।

সবুজ পাটগাছ থেকে মন্ড উৎপাদনে পূর্বের সমস্যাসমূহ পরিলক্ষিত হয়নি। বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইন্সটিটিউটের পরীক্ষা থেকে জানা যায় পাটের আদ্রতা ১৫% থেকে ২০% এর মধ্যে থাকলে মন্ড তৈরী সহজ এবং লাভজনক হয়। শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভায় পাট থেকে মন্ড তৈরীর ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা হলেও কমিটি এ বিষয়ে কোন সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করায় বিসিআইসি কোন কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেনি। ফলে দেশীয় কাঁচামাল ব্যবহার করে কাগজ উৎপাদন ব্যাহত হয়। এবং কাগজের ক্ষেত্রে আমদানী নির্ভরতা বেড়ে যায়। যা আমাদের দেশের জন্য কাম্য হতে পারে না। তবে বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন ও বিবেচনাধীন রয়েছে।

৫নং সাব-কমিটি বিসিক-এর গোড়াপত্তন থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত যে সমস্ত বিধি বহির্ভূতভাবে নিয়োগ, পদোন্নতি ও অনিয়ম হয়েছে, তার যাবতীয় তথ্য উদ্‌ঘাটন, প্রতিকার ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা এবং বিসিক-এর ৬৭ কোটি টাকা ঘাটতির কারণ ও এর প্রতিকার সম্পর্কেও সুপারিশ করার জন্য ১৪নং অনুচ্ছেদের আলোকে শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৫নং সাব-কমিটি গঠন করা হয়। সাব-কমিটি গঠিত হওয়ার ২ মাসের মধ্যে প্রতিবেদন মূল কমিটির নিকট পেশ করার নির্দেশ দেয়া হয়। নির্ধারিত সময়ে সাব-কমিটি তার সুপারিশসহ প্রতিবেদন কমিটির নিকট পেশ করার পর উক্ত প্রতিবেদনটি কমিটির ১৯তম ও ২০তম সভায় উপস্থাপিত হয় এবং ২০তম সভায় কিছু সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিসিকের আর্থিক অনিয়ম সম্পর্কিত বিষয়সমূহ দেখার জন্য সিএজি কর্তৃক স্পেশাল অডিট বোর্ড গঠনের ব্যাপারে শিল্প মন্ত্রণালয় সিএজি-এর দপ্তরকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

স্পেশাল অডিট বোর্ড নিম্নলিখিত কাজগুলো করবে-

(ক) বিসিক-এর চাকুরীতে যে সমস্ত অনিয়ম রয়েছে, কাউকে চাকুরীচ্যুত না করে তা নিয়মিত করা এবং সিনিয়রিটি নির্ধারণ করা।

(খ) যে সমস্ত খাত/তহবিল থেকে টাকা বিধি বহির্ভূতভাবে তুলে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন প্রদান করা হয়েছে, সেই খাতে কিভাবে টাকা জমা করা যায় তা নির্ধারণ;

(গ) যে সমস্ত কর্মকর্তা আর্থিক অনিয়ম করেছে, তাদের দায়-দায়িত্ব নিরূপণ;

(ঘ) সরকার থেকে ভবিষ্যত তহবিলের ঘাটতি টাকার সংস্থান করার উপায় নিরূপণ করা।

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়া ১০৭ জন মাস্টার রোল কর্মচারীকে কর্মচ্যুত না করে প্রাইভেট শিল্প প্রতিষ্ঠানে কর্মস্থানের জন্য বিসিক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে ইত্যাদি সুপারিশ সম্বলিত নির্দেশনা পত্রটি ০২-০৬-২০০৫ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে বিসিক-এ প্রেরণ করা হলে উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে বিসিক-এর বিভিন্ন পর্যায়ের সংক্ষুব্ধ কর্মকর্তারা ১২টি রীট পিটিশন দাখিল করলে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ শিল্প মন্ত্রণালয়ের উক্ত আদেশ স্থগিত করে বিসিককে জবাব দাখিলের জন্য আদেশ করে। এই সব রীট পিটিশন বর্তমানে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে শুনানীর অপেক্ষায় আছে। বিষয়টি আদালতের বিবেচ্য বিধায় এ বিষয়ে অন্য কোন প্রশাসনিক পদক্ষেপ/কার্যক্রম গ্রহণ সম্ভব হয়নি। বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

৬নং সাব-কমিটি বাংলাদেশে শিল্পে বিনিয়োগকারী দেশী, প্রবাসী এবং বিদেশীদের উৎসাহ প্রদান ও শিল্পে বিনিয়োগ প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের উপায়সহ সামগ্রীক শিল্প বিকাশের লক্ষ্যে বিভিন্ন সেক্টর সরজমিনে তদন্ত করে সুপারিশমালাসহ একটি প্রতিবেদন এই বিজ্ঞপ্তি জারীর ১৫ দিনের মধ্যে মূল কমিটির নিকট পেশ করার দায়িত্ব ৬নং সাব-কমিটির ছিল কিন্তু কমিটির সুপারিশসম্বলিত প্রতিবেদন অপ্রকাশিত থাকায় বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে

৭নং সাব-কমিটি কার্যপরিধি: বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম)-এর ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক জনাব মোঃ নিজাম উদ্দিনের বিরুদ্ধে আনীত দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, অর্থ আত্মসাৎ ও অনিয়ম সম্পর্কে প্রাপ্ত অভিযোগ তদন্ত করে সুপারিশসহ একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন কমিটি গঠিত হওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে মূল কমিটির নিকট পেশ করতে বলা হয়। সাব-কমিটি বিআইএম-এর ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক জনাব মোঃ নিজাম উদ্দিন-এর স্বজনপ্রীতি, নীতিবহির্ভূত কার্যক্রম, দায়িত্বহীন, আর্থিক অনিয়ম ও সর্বোপরি এসিআর টেম্পারিং, নম্বর পরিবর্তন ও পৃষ্ঠা পরিবর্তনের মাধ্যমে পদোন্নতি প্রদানের অভিযোগসমূহ প্রমাণিত হওয়ায় তাঁকে উক্ত পদ হতে অবিলম্বে অব্যাহতি প্রদান করার সুপারিশ করে। তাঁর বিরুদ্ধে প্রমাণিত অভিযোগগুলির বিষয়ে বিভাগীয় মামলা রুজুসহ আইনানুগভাবে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়কে পরামর্শ প্রদান করা হয়। এবং এ ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ তদন্তের স্বার্থে সরকারের একজন যুগ্ম-সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তাকে অথবা মন্ত্রণালয়ের একজন যুগ্ম-সচিবকে বিআইএম-এর মহাপরিচালকের পদের দায়িত্ব প্রদানের ব্যবস্থা নিতে শিল্প মন্ত্রণালয়কে পরামর্শ প্রদান করে।

Dhaka University Institutional Repository

কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে বিআইএম এর ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক জনাব নিজাম উদ্দিনকে সাময়িক বরখাস্তসহ তার বিরুদ্ধে মন্ত্রণালয় হতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় এবং বিআইএম এর জৈষ্ঠ্যতম অপর পরিচালককে ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালকের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। জনাব নিজাম উদ্দিন স্থায়ী কমিটির সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে মহামান্য হাইকোর্টে রীট দাখিল করিলে এবং মহামান্য হাইকোর্ট তার বিরুদ্ধে কার্যক্রম গ্রহণের স্থগিতাদেশ প্রদান করায় তার বিরুদ্ধে কোন ফৌজদারী কার্যক্রম বা বিভাগীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা যাচ্ছে না। তবে জনাব নিজাম উদ্দিনের বিরুদ্ধে মহামান্য সুপ্রীমকোর্টে আপীল বিভাগে আপীল দায়ের করা হয়েছে। জনাব নিজাম উদ্দিনের বিরুদ্ধে বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/প্রতিষ্ঠান সম্পৃক্ত থাকায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এককভাবে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে অপারগ হয়। কোন কোন সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে কারিগরী ও প্রযুক্তিগত কারণও বর্তমান থাকায় এইসব সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। তাই ১৪৫টি সিদ্ধান্তের মধ্যে ১০২টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়েছে এবং বাস্তবায়নাধীন রয়েছে ৪৩টি। যা বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে শিল্পায়নের পথে বিরাট প্রতিবন্ধকতা।

Dhaka University Institutional Repository

যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি

যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি মাননীয় চীফ হুইপ-এর প্রস্তাবক্রমে বিগত ১৫-০৭-২০০৩ তারিখে সংসদের ৮ম অধিবেশনে সৈয়দ মনজুর হোসেন, ৪৪-নবাবগঞ্জ-২ কে সভাপতি করে যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়।

সারণি : ৬.২২

যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি গঠন

ক্রমিক নং	সদস্যগণের নাম	পদবী	নির্বাচনী এলাকা
০১	সৈয়দ মনজুর হোসেন	সভাপতি	৪৪-নবাবগঞ্জ-২
০২	ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা	সদস্য	১৮০-ঢাকা-১
০৩	শেখ ফজলুল করিম সেলিম	সদস্য	২১৫-গোপালগঞ্জ-২
০৪	এ্যাডভোকেট মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	সদস্য	১০-দিনাজপুর-৫
০৫	জনাব আতাউর রহমান খান	সদস্য	২০৩-নারায়ণগঞ্জ-২
০৬	জনাব মোঃ হারুনুর রশিদ (হারুন)	সদস্য	৪৫-নবাবগঞ্জ-৩
০৭	আলহাজ্ব ডাঃ মোহাম্মদ আলী	সদস্য	১৬০-ময়মনসিংহের সহিত নেত্রকোণা
০৮	এ্যাডভোকেট মোঃ নাদিম মোস্তফা	সদস্য	৫৫-রাজশাহী-৪
০৯	জনাব মোঃ এ.কে.এম ফজলুল হক মিলন	সদস্য	১৯৫-গাজীপুর-৩
১০	জনাব মাহমুদুল হক (রুবেল)	সদস্য	১৪৮-শেরপুর-৩

সূত্র: বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ বিতর্ক, খণ্ড-৮, সংখ্যা-২৫, ১৫ জুলাই, ২০০৩।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি : ৬.২৩

যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির কার্যকারিতার তথ্য চিত্র

স্থায়ী কমিটির বিবরণ	যোগাযোগ মন্ত্রণালয়
কমিটি গঠনের তারিখ	১৫-০৭-২০০৩
কমিটি পূর্ণগঠনের তারিখ	১৬-০৯-২০০৪
কমিটির বৈঠকের সংখ্যা	১৫
কমিটির ১ম বৈঠকের তারিখ	২৩-০৮-২০০৩
কমিটির শেষ বৈঠকের তারিখ	২৪-০৫-২০০৬
সাব-কমিটি গঠনের সংখ্যা	০৫
সাব-কমিটি বৈঠকের সংখ্যা	১০
সাব-কমিটির সিদ্ধান্ত গ্রহণের সংখ্যা	৩০
কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে বিলম্বের মেয়াদ	১ বছর ৮ মাস ১৭ দিন
সিদ্ধান্ত গ্রহণের সংখ্যা	৯৬
মোট বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত সংখ্যা	
বাস্তবায়নাধীন সিদ্ধান্তের সংখ্যা	
প্রক্রিয়াধীন সিদ্ধান্তের সংখ্যা	৪০
অবাস্তবায়িত সিদ্ধান্তের সংখ্যা	৫৬
আংশিক বাস্তবায়িত	

সূত্রঃ *যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির প্রতিবেদন*, ২০০৬।

সারণি ৬.২৩-এ দেখা যায়, অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ১৫-০৭-২০০৩ তারিখে গঠিত হওয়ার পর ত্রয়োদশ অধিবেশনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ নেতার অনুমতিক্রমে তাঁর পক্ষে হুইপ মোঃ আশরাফ হোসেন এর প্রস্তাবক্রমে, জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধির ২৪৬ ও ২৪৮ বিধিতে বর্ণিত কমিটি নিয়োগ ও কমিটির দায়িত্ব পালনকল্পে ২৪৭ বিধি অনুযায়ী ১৬-০৯-২০০৪ তারিখে যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি পূনর্গঠিত করা হয়।

জাতীয় সংসদ গঠিত হওয়ার ১ বছর ৮মাস ১৭দিন পর বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত কমিটি গঠিত হয়। কমিটি ২৩-০৮-২০০৩ তারিখ হতে ২৪-০৫-২০০৬ তারিখ পর্যন্ত ১৫টি বৈঠকে মিলিত হয় এবং ৯৬টি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এর মধ্যে প্রক্রিয়াধীন সিদ্ধান্তের সংখ্যা ৪২টি এবং অবাস্তবায়িত সিদ্ধান্তের সংখ্যা ৫৪টি। কিছু বিষয় তদন্ত বা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সুপারিশ প্রদানের জন্য যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ৫টি সাব-কমিটি গঠন করে। উক্ত সাব-কমিটিগুলো ১০টি বৈঠকে মিলিত হয়ে ৩০টি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

Dhaka University Institutional Repository

যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সাব-কমিটির সিদ্ধান্তসমূহ:

১নং সাব-কমিটির প্রথম বৈঠকের সিদ্ধান্ত:

১. যমুনা রিসোর্ট লিঃ হতে সরকারের পাওনা আদায়ের লক্ষ্যে যমুনা সেতু কর্তৃপক্ষ ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করে সরকারের পাওনার সঠিক পরিমাণ নির্ধারণ এবং আদায়ের পন্থা সম্পর্কে শীঘ্রই একটি প্রতিবেদন প্রদান করবে।

২. যমুনা রিসোর্ট লিঃ-কে এ যাবৎ প্রদত্ত সকল পত্রপত্রাদি ও দলিলপত্রের কপি কার্যপত্রের সাথে দাখিল করতে হবে।

৩. কমিটির পরবর্তী বৈঠক আগামী ১০-০২-০৪ তারিখ সকাল ১০-০০ ঘটিকায় অনুষ্ঠিত হবে।

১নং সাব-কমিটির দ্বিতীয় বৈঠকের সিদ্ধান্ত:

৪. যমুনা সেতু কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গঠিত কমিটি যমুনা রিসোর্ট লিঃ হতে সরকারী পাওনার সঠিক পরিমাণ নির্ধারণ ও পাওনা আদায়ের সুস্পষ্ট পন্থা সম্বলিত একটি প্রতিবেদন এ কমিটির নিকট প্রদান করবেন।

৫. গঠিত কমিটির একজন উপযুক্ত সদস্যকে মামলার তদারকির দায়িত্ব প্রদান করতে হবে।

১নং সাব-কমিটির তৃতীয় বৈঠকের সিদ্ধান্ত:

৬. সরকারী পাওনা পরিশোধে ব্যর্থতার জন্য যমুনা রিসোর্ট লিঃ বরাবরে কারণ দর্শানো নোটিশ জারী করতে হবে। প্রয়োজনে শুনানী দিতে হবে। যমুনা সেতু কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে ত্বরিত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

৭. আগামী ১০-০৫-২০০৪ তারিখে ১নং সাব-কমিটির ৪র্থ বৈঠক আহ্বান করতে হবে। সংসদ সচিবালয় এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবে।

১নং সাব-কমিটির চতুর্থ বৈঠকের সিদ্ধান্ত:

৮. সাব-কমিটির তৃতীয় বৈঠকের সিদ্ধান্ত মতে যমুনা রিসোর্ট লিঃ হতে প্রাপ্ত জবাবের আলোকে প্রয়োজনীয় শুনানী নিতে হবে। শুনানীতে যমুনা রিসোর্ট লিমিটেড-এর চেয়ারম্যানকে আনুষ্ঠানিকভাবে অনুরোধ জানাতে হবে। যমুনা সেতু কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে ত্বরিত ব্যবস্থা নিবে।

৯. শুনানী ও আনুষ্ঠানিক আলোচনার ফলাফল জানাতে হবে। যমুনা সেতু কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবে।

Dhaka University Institutional Repository

১নং সাব-কমিটির পঞ্চম বৈঠকের সিদ্ধান্তঃ

১০. যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ ও যমুনা রিসোর্ট লিঃ-এর মধ্যকার অমীমাংসিত বিষয়সমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ১নং সাব-কমিটির প্রতিবেদনটি মূল কমিটি বৈঠকে উপস্থাপন করার জন্য সকল মাননীয় সদস্যদের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

২নং সাব-কমিটির ১ম বৈঠকের সিদ্ধান্তঃ

১১. ঢাকা শহরে সি,এন,জি চালিত ১৩,০০০ 4-স্ট্রোক থ্রি হুইলার বেবী টেক্সি কোন তারিখে কোন কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তে চলাচলের অনুমতি প্রদান করা হয়, সে সমস্ত সিদ্ধান্তের কপি মন্ত্রণালয় সাব-কমিটিকে সরবরাহ করবে।

১২. ১৩,০০০ 4-স্ট্রোক থ্রি হুইলার বেবী টেক্সি কোন কোন প্রতিষ্ঠানকে কোন কর্তৃপক্ষের লিখিত সিদ্ধান্তে আমদানীর অনুমতি প্রদান করা হয় তার কপি মন্ত্রণালয় কমিটিকে সরবরাহ করবে এবং আমদানীকৃত সি,এন,জি ক্যাব, ট্যাক্সি ক্যাব প্রস্তুতকারী দেশের প্রকৃত মূল্য কত এবং আমদানী শুল্ক কত।

১৩. ১৩,০০০ 4-স্ট্রোক থ্রি হুইলার বেবী টেক্সি কত কিস্তিতে আমদানী করা হয়েছে। এতে কোন তারিখে টেন্ডার করা হয়েছে, টেন্ডারের বিজ্ঞাপন ও শর্তাবলীসহ এ সংক্রান্ত কাগজপত্র মন্ত্রণালয় কমিটিকে সরবরাহ করবে।

১৪. ১,০০০ সি,এন,জি থ্রি হুইলার বেবী ট্যাক্সি কোন কর্তৃপক্ষের আদেশে কোন সংস্থা তালিকা প্রণয়ন করেছেন, তালিকাসহ আদেশের কপি কমিটিকে সরবরাহ করতে হবে।

১৫. ০২-১২-২০০৩ তারিখে দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির প্রেক্ষিতে কতগুলি আবেদন পাওয়া গেছে, মন্ত্রণালয় কমিটিকে তার তালিকা প্রদান করবে।

১৬. কোন সুনির্দিষ্ট নীতিমালায় সি,এন,জি চালিত 4-স্ট্রোক থ্রি হুইলারের রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে তার বিস্তারিত রেকর্ডপত্র মন্ত্রণালয় কমিটিকে সরবরাহ করবে।

১৭. কোন নীতিমালার ভিত্তিতে ঢাকা শহরে ট্যাক্সি ক্যাব, সি,এন,জি চালিত ট্যাক্সি ক্যাব কি পরিমাণে এবং কোন্ কোন্ তারিখে কোন্ কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তে আমদানী করা হয়েছে, তার কপি মন্ত্রণালয় কমিটিকে সরবরাহ করবে।

১৮. কোন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনে ট্যাক্সি ক্যাব, সি,এন,জি চালিত ট্যাক্সি ক্যাব রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে তার কপি মন্ত্রণালয় কমিটিকে অবহিত করবে।

Dhaka University Institutional Repository

১৯. মন্ত্রণালয়ের সচিব, যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), উপ-সচিব (পরিবহন) কর্মকর্তাবৃন্দের যৌথ স্বাক্ষরে উপরোল্লিখিত বিষয়গুলো সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন মন্ত্রণালয় কমিটিকে সরবরাহ করবে।

২নং সাব-কমিটির ২য় বৈঠকের সিদ্ধান্তঃ

২০. ৩৭,০০০ (সাইত্রিশ হাজার) অটোরিক্সার বিপরীতে ঢাকা মহানগরে মাত্র ১০,০০০ (দশ হাজার) 4-স্ট্রোক থ্রি হুইলার বেবী টেক্সি চলাচলের অনুমতির বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের সুস্পষ্ট যুক্তি/ব্যাখ্যা সরবরাহ করতে হবে;

২১. ১ম বৈঠকের ২৫(ঝ) সিদ্ধান্ত মোতাবেক একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ প্রতিবেদন কমিটিকে সরবরাহ করতে হবে;

২২. ১৫-০৬-২০০৪ তারিখে আগামী বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। বৈঠকের ৭ দিন পূর্বে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি সংক্রান্ত কার্যপত্র পাঠাতে হবে;

২৩. উত্তরা মোটর্স ও নিটল গ্রুপ ২নং সাব-কমিটির চাহিদা মতে 4-স্ট্রোক থ্রি হুইলার বেবী টেক্সি আমদানী ও বিক্রয় সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় রেকর্ডপত্র সরবরাহ করবে;

৩নং সাব-কমিটির প্রথম বৈঠকের সিদ্ধান্তঃ

২৪.সিএনজি স্টেশন স্থাপনের বিষয়ে বিভিন্ন পর্যায়ে যতগুলো আবেদন রেলওয়ে ও সওজ-এর বিভাজনসহ) জমা পড়েছিল, সে সমস্ত আবেদন বিশদ বিবরণসহ (দাগ নং, মৌজা, খতিয়ান নং) উপস্থাপন করতে হবে;

২৫.যতগুলো আবেদন পড়েছিল তন্মধ্যে যে Criteria তে যে সমস্ত আবেদন মঞ্জুর হলো সে সমস্ত আবেদন ও সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র আগামী বৈঠকে উপস্থাপন করতে হবে;

২৬.যাদের আবেদন মঞ্জুর হয়েছে তাদের আবেদন মঞ্জুর সংক্রান্ত অনুমোদন প্রক্রিয়ার যাবতীয় রেকর্ডপত্র উপস্থাপন করতে হবে;

২৭.১১-০৭-২০০৪ তারিখে কমিটির ২য় বৈঠক আহ্বান করতে হবে;

৪নং সাব-কমিটির প্রথম বৈঠকের সিদ্ধান্তঃ

২৮.সাব-কমিটির পরবর্তী বৈঠকে ৩১-১০-২০০৫ খ্রিঃ তারিখ সকাল ১১-০০ ঘটিকায় অনুষ্ঠিত হবে।

Dhaka University Institutional Repository

২৯.বাংলাদেশ রেলওয়ের উন্নয়নের জন্য অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে আগামী ২ অর্থবছরের জন্য স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্পসমূহের খসড়া প্রণয়ন করে বৈঠক অনুষ্ঠানের অন্ততঃ ৩ দিন পূর্বে সদস্যদের কাছে পৌঁছানোর জন্য বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৪নং সাব-কমিটির দ্বিতীয় বৈঠকের সিদ্ধান্ত:

৩০,বাংলাদেশ রেলওয়ের সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনার জন্য বৈঠকে উপস্থাপিত খসড়া সুপারিশমালাটি চূড়ান্ত করে আগামী ৭ (সাত) দিনের মধ্যে কমিটিতে প্রেরণের জন্য বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

ক. সিদ্ধান্ত গ্রহণ:

যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির বৈঠকের সিদ্ধান্তসমূহ:

প্রথম বৈঠকে:

১. আলোচ্যসূচীভূক্ত বিষয়ে মাননীয় সদস্যদের সকল প্রশ্নের জবাব এবং প্রতিবেদন কমিটির বৈঠকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ উপস্থাপন করবে।

২. কমিটির পরবর্তী বৈঠকে আগামী ০৬-০৯-২০০৩ খ্রিঃ তারিখ বিকাল ৫টায় অনুষ্ঠিত হবে।

৩. সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের সার্বিক কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

দ্বিতীয় বৈঠকে:

৪. বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার ০৭ (সাত) দিন পূর্বে কার্যপত্র মাননীয় সদস্যদের নিকট পৌঁছানোর নিমিত্তে সে অনুযায়ী যথাসময়ে মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংসদ সচিবালয়ে প্রেরণ করা;

৫. (ক) মেঘনা-দাউদকান্দি টোলপ্লাজায় টোল আদায়ের জন্য অসম্পূর্ণ টেন্ডার ডকুমেন্ট কে তৈরী করেছিল এবং কোন পর্যায়ে অনুমোদিত হয়েছিল, (খ) রক্ষণাবেক্ষণের ৩ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর উক্ত যন্ত্রপাতি গ্রহণ ও পরিচালনার জন্য কি ব্যবস্থা নির্ধারিত ছিল, (গ) রাজস্ব ক্ষতির পরিমাণ কত এবং উক্ত ক্ষতির জন্য দায়ী ব্যক্তি কারা, (ঘ) টোল কালেকশন মেশিনের জন্য ব্যয়িত সকল অর্থ রাষ্ট্রীয় অপচয় বা ক্ষতি কিনা-এই ৪টি সুনির্দিষ্ট বিষয় অতিরিক্ত সচিব যোগাযোগ মন্ত্রণালয় কর্তৃক তদন্তপূর্বক পত্র প্রাপ্তির ১ (এক) মাসের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন কমিটিকে পেশ করা;

Dhaka University Institutional Repository

৬. সারা দেশের সমস্ত টোলপ্লাজায় অনিয়ম দূরীকরণ, ব্যয় নির্ধারণ এবং রাজস্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়, সে বিষয়ে সুচিন্তিত মতামতসহ একটি পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক আগামী এক মাসের মধ্যে কমিটিতে পেশ করা;

৭. মাননীয় সদস্য আলহাজ্ব ডাঃ মোহাম্মদ আলী-এর ধুবাউড়া-তারাকান্দা সড়কের গওয়াতলা ব্রীজের কাজ সমাপ্ত করার জন্য মাননীয় সদস্যের সঙ্গে আলোচনাক্রমে চীফ প্রকৌশলী কর্তৃক কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ;

৮. মাননীয় সদস্য জনাব মাহমুদুল হক (রুবেল)-এর 'শেরপুর-শ্রীবর্দী-বকশীগঞ্জ' রাস্তাটি আঞ্চলিক মহাসড়কে অন্তর্ভূক্তকরণ এবং তাঁর এলাকার অসমাপ্ত তিনটি বেইলী ব্রীজের কাজ সমাপ্ত করার জন্য প্রধান প্রকৌশলী কর্তৃক কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ;

৯. অত্র কমিটি সদস্যদের কিছুটা অগ্রাধিকার দিয়ে তাঁদের স্ব স্ব এলাকার অন্ততঃ ২টি রাস্তা প্রকল্পভুক্ত করার বিষয়ে মাননীয় সদস্যদের সঙ্গে পরামর্শক্রমে সড়ক ও জনগণ অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী কর্তৃক পদক্ষেপ গ্রহণ;

১০. মিলিং মেশিনের মাধ্যমে নিজস্ব জনবল দিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে সওজ-এর আওতাধীন রাস্তাসমূহ রক্ষণাবেক্ষণ ও সংস্কারের নিমিত্তে সম্ভাব্য করণীয় সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনাক্রমে সড়ক ও জনপথ বিভাগের প্রধান প্রকৌশলী কর্তৃক পদক্ষেপ গ্রহণ;

১১. সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;

১২. সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন জোন, সার্কেল, বিভাগ ও উপ-বিভাগ-ওয়ারী লীজযোগ্য ও লীজ অযোগ্য জমির পরিমাণ, ইজারার ধরণ, বার্ষিক আয়ের পরিমাণ, বার্ষিক ভূমি উন্নয়ন কর প্রদানের পরিমাণ, অবৈধভাবে দখলকৃত জমির পরিমাণ এবং এতদ্সংক্রান্ত মামলাসমূহের হালনাগাদ তালিকা আগামী ২ (দুই) মাসের মধ্যে কমিটিতে পেশ করা;

১৩. মাননীয় সংসদ সদস্যদের দাবীর প্রেক্ষিতে প্রস্তাবিত ৮৭৫টি রাস্তা সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতায় রাখা এবং তার বিপরীতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করার নিমিত্তে অত্র কমিটির সুপারিশ সংসদ সচিবালয় কর্তৃক অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা;

১৪. রাস্তার প্রতিটি ব্রীজ-কালভার্টের সংযোগস্থলে রাস্তার উপরিভাগ সমতল করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

১৫. সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন প্রতিটি সড়কের ব্রীজ-কালভার্টের সংযোগস্থল চিহ্নিত করে রাস্তার উপরিভাগ সমান করার নিমিত্তে অতিসত্বর সওজ-এর প্রধান প্রকৌশলী কর্তৃক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা;

Dhaka University Institutional Repository

১৬. কমিটির পরবর্তী বৈঠক আগামী ১৫ই অক্টোবর, বুধবার অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত সভায় বিআরটিএ, ডিটিসিবি, বিআরটিসি এবং যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ এর কার্যক্রমের উপর আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে।

তৃতীয় বৈঠকে:

১৭. ঢাকা শহরের যানজট সৃষ্টিকারী অযান্ত্রিক যানবাহন চলাচল পর্যায়ক্রমে বন্ধ করতে হবে। এ বিষয়ে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের প্রয়োজন হলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। এ কারণে মধ্যে যাতে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি না হয় সেজন্য প্রচারের মাধ্যমে গণসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে।

১৮. যমুনা রিসোর্ট লিঃ-এর কার্যক্রম তদন্ত করার জন্য নিম্নোক্ত তিন সদস্য বিশিষ্ট সংসদীয় সাব-কমিটি গঠন করা হয়:

১. জনাব আতাউর রহমান খান	আহবায়ক	২০৩ নারায়ণগঞ্জ-২
২. জনাব মোঃ হারুনুর রশিদ (হারুন)	সদস্য	৪৫ নবাবগঞ্জ-৩
৩. মোঃ এ, কে, এম, ফজলুল হক মিলন	সদস্য	১৯৫ গাজীপুর-৩

কমিটির কার্যপরিধি নিম্নরূপ:

(ক) চুক্তি সম্পাদনে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করা হয়েছে কিনা তা নিরূপণ করা,

(খ) যমুনা রিসোর্ট লিঃ ও যমুনা সেতু কর্তৃপক্ষের সাথে সম্পাদিত চুক্তিতে সরকারের স্বার্থ যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে কিনা তা অনুসন্ধানপূর্বক মতামত প্রদান,

(গ) চুক্তি সম্পাদনে কোন অনিয়ম হয়ে থাকলে তার সাথে জড়িত কর্মকর্তা/কর্মচারী ও ব্যক্তিগণকে সনাক্তকরণ ও তাদের বিরুদ্ধে গৃহীতব্য ব্যবস্থা সম্পর্কে সুপারিশ প্রদান,

(ঘ) চুক্তি বাস্তবায়নে অনিয়ম বা ঘাটতি থাকলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ প্রদান,

(ঙ) চুক্তি বাস্তবায়নে সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়ে থাকলে ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ এবং তা আদায়ের পন্থার সুপারিশ প্রদান,

(চ) চুক্তির সার্বিক দিন পর্যালোচনান্তে ভবিষ্যৎ করণীয় দিক নির্দেশনা প্রদান।

উক্ত সাব-কমিটি বিষয়টি তদন্তপূর্বক একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিবেদন আগামী ১ (এক) মাসের মধ্যে মূল কমিটিতে প্রেরণ করবেন;

Dhaka University Institutional Repository

১৯. কমিটির পরবর্তী বৈঠক আগামী ০৭-১২-২০০৩ খ্রিঃ তারিখ রোজ রবিবার বিকাল ৩-০০ ঘটিকায় অনুষ্ঠিত হবে।

চতুর্থ বৈঠকে:

২০. ট্রাক ওভার লোডিং বন্ধের ব্যবস্থা করতে হবে এবং দেশের ৮টি গুরুত্বপূর্ণ যানবাহন ওভারলোডিং মাপযন্ত্র স্থাপন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

২১. বিআরটিএ সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের সাথে যোগাযোগ করে প্রতি ২ মাস অন্তর অবৈধ যানবাহন চলাচল রোধে এবং লাইসেন্স চেকিং-এর ব্যাপারে মোবাইল কোর্ট বসানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

২২. বিআরটিএ কর্তৃক গৃহীত সকল প্রকল্পের কার্যক্রম প্রতিবেদন আকারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কমিটির পরবর্তী বৈঠকে উপস্থাপন করবে;

২৩. ১৯৯৬ সাল থেকে বিআরটিএ-তে গঠিত দুর্নীতির ব্যাপারে মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে কমিটিকে অবহিত করতে হবে;

২৪. ১৯৯৬ সাল থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত বিআরটিএ-এর অডিট প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।

২৫. সিএনজি ক্রয় ও বিতরণের দুর্নীতি তদন্ত সম্পর্কে গঠিত সাব-কমিটি আগামী ১ মাসের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করবে;

২৬. নসিমন ও ভটভটি বন্ধের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

২৭. এলজিইডির মাধ্যমে মাননীয় সংসদ সদস্যের নির্বাচনী এলাকায় ৩ বছরের মধ্যে ১৫ কিলোমিটার করে রাস্তা নির্মাণ করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট প্রস্তাব নিমিত্ত প্রাক্কলন তৈরী পূর্বক সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী চাহিদাপত্র উপস্থাপন করবে;

২৮. রাস্তা তৈরীর টাকা বরাদ্দের ব্যাপারে কমিটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মাননীয় অর্থমন্ত্রীর নিকট অনুরোধ জানাবে;

২৯. কমিটির পরবর্তী বৈঠকে সড়ক ও জনপথ, বাংলাদেশ রেলওয়ে এবং বিআরটিসির উপর আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে;

৩০. আগামী ১৪-০২-২০০৪ইং তারিখ বিকাল ৩টায় কমিটির পরবর্তী বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম বৈঠকে:

৩১. আইনের সংশোধনী আনার ব্যাপারে কমিটিকে বেসরকারীভাবে নিয়োগকৃতদের জন্য একটি নীতিমালা প্রণয়নের জন্য মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়কে আহ্বায়ক করে একটি কমিটি গঠিত হবে।

৩২. কোন তদন্ত কমিটির রিপোর্ট মূল কমিটিতে পেশের পর সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত যাতে পত্রপত্রিকায় কোন সংবাদ না যায় সে ব্যাপারে সকলে সচেষ্ট থাকবে।

৩৩. বিআরটিসিকে কার্যকর এবং লাভজনকভাবে পরিচালিত করার লক্ষ্যে একটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ প্রস্তাব বিআরটিসি কমিটির নিকট পেশ করবে।

৩৪. বিআরটিএ-এর অর্ডিন্যান্স মোতাবেক বিআরটিএ-এর পরিচালকমণ্ডলী নিয়োগের নীতিমালা প্রস্তুত করে ১ মাসের মধ্যে একটি রিপোর্ট কমিটিতে পেশ করবে।

৩৫. ১ ও ২নং সাব-কমিটিকে ২০-০৩-২০০৪ইং পর্যন্ত সময় বর্ধিত করা হলো।

ষষ্ঠ বৈঠকে:

৩৬. রেলওয়ের মালিকানাধীন কোন জমি কি কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে, কোন জমি ভবিষ্যতে কোন কাজে ব্যবহৃত হবে এবং কি পরিমাণ জমি হস্তান্তর করা যাবে ইত্যাদি বৈঠকে পেশ করতে হবে। রেলওয়ে মহাপরিচালক এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবেন।

৩৭. অদ্যাবধি রেলের কত জমি অবৈধ দখল থেকে উদ্ধার হয়েছে এবং জারিয়া পূর্বধলা স্টেশনে রেলওয়ের জায়গা অবৈধ দখল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে কিনা ইত্যাদি জানতে হবে। রেলওয়ের মহাপরিচালক এ বিষয়ে জানাবেন;

৩৮. লাকসাম-ঢাকা পর্যন্ত সরাসরি কর্ড লাইন এবং টংগী জয়দেবপুরের মাঝে নতুন কন্টেইনার ডিপো স্থাপনের অগ্রগতি রেলের মহাপরিচালক আগামী বৈঠকে উপস্থাপন করবেন;

৩৯. ঢাকা-চট্টগ্রাম এবং ঢাকা-সিলেটের মধ্যে রাজধানী এক্সপ্রেস চালুর বিষয়ে ত্বরিত পদক্ষেপ নিতে হবে।

৪০. চট্টগ্রাম থেকে টেকনাফ পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণের অগ্রগতি জানাতে হবে। বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালক এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিবেন;

৪১. পিরিউডিক্যাল মেইনটেন্যান্সের আওতায় শ্যামগঞ্জ বিরিশিরি রাস্তাটি পুনঃনির্মাণের বিষয়ে অগ্রগতি আগামী বৈঠকে পেশ করতে হবে। প্রধান প্রকৌশলী সওজ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন;

Dhaka University Institutional Repository

৪২. মহাসড়কে ট্রাফিক প্রবাহ হ্রাস তথা রেলের রাজস্ব বৃদ্ধির স্বার্থে যে সমস্ত জায়গা/স্থান সংস্কার করা প্রয়োজন সেগুলোর জন্য রেলওয়ে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করবে;

৪৩. রেলওয়ের বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প এবং একনেকের অপেক্ষাধীন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি রেলওয়ের মহাপরিচালক আগামী বৈঠকে অবহিত করবেন;

৪৪. রোহনপুর থেকে রাজশাহী লাইন সংস্কার এবং দোহাজারি-কক্সবাজার-গুণদুম প্রকল্পের সর্বশেষ অগ্রগতি জানাতে হবে। রেলের মহাপরিচালক বিষয়টি নিশ্চিত করবেন;

৪৫. রেললাইন উপড়ে ফেলার মত ধ্বংসাত্মক কার্যক্রমের বিরুদ্ধে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগক্রমে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা আহ্বান করতে হবে। যোগাযোগ মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিবে।

৪৬. Rehabilitation work of Bridges-এর আওতায় ঢাকা থেকে টংগী পর্যন্ত যে সমস্ত ক্রসিং রয়েছে সে সমস্ত ক্রসিং-এর উপর ব্রীজ নির্মাণ সংক্রান্ত সমীক্ষা সম্পর্কে সর্বশেষ অগ্রগতি জানাতে হবে। বাংলাদেশ রেলওয়ে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিবে;

৪৭. মোটরযান অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ মোতাবেক বিআরটিএ-র পরিচালকমণ্ডলী সরকারী, বেসরকারী সদস্য নিয়োগের বিধিমালা প্রণয়ন করার জন্য যোগাযোগ সচিবকে আহ্বায়ক করে একটি কমিটি গঠিত হবে। কমিটি ১ মাসের মধ্যে খসড়া বিধিমালা স্থায়ী কমিটির নিকট পেশ করবে;

৪৮. অডিট আপত্তির নিষ্পত্তির বিষয়ে সুনির্দিষ্ট মন্তব্য আগামী বৈঠকে উপস্থাপন করতে হবে;

৪৯. সাব-কমিটির মেয়াদ আগামী ৩০শে মে পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়;

৫০. স্থায়ী কমিটির বৈঠকের আলোচনা অনুযায়ী স্থায়ী কমিটির মাননীয় সদস্যের প্রস্তাবিত রাস্তা এডিপিভুক্তির বিষয়ে গৃহীত ব্যবস্থাদি জানাতে হবে। প্রধান প্রকৌশলী সড়ক ও জনপথ এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবেন;

৫১. পিএমপি প্রকল্পের আওতায় ঠিকাদারদের প্রি-কোয়ালিফিকেশনের যাবতীয় বিষয়াদি আগামী বৈঠকে উপস্থাপন করতে হবে। প্রধান প্রকৌশলী সওজ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবেন;

৫২. পার্বতীপুর ও সৈয়দপুরে ওয়াগন মেরামতের কার্যক্রম যাচাই সম্পর্কে সর্বশেষ অগ্রগতি জানাতে হবে। যোগাযোগ মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে ত্বরিত ব্যবস্থা নিবে;

৫৩. নবাবগঞ্জ মহানন্দা সড়কের ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর সেতুতে টোল প্লাজা ও ওয়েট মেশিন স্থাপনের বিষয়টি ত্বরিত সম্পন্ন করতে হবে। প্রধান প্রকৌশলী সড়ক ও জনপথ এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিবেন;

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম বৈঠকে:

৫৪. রাজশাহী-সেনামসজিদ সড়কের কাজ নির্ধারিত নমুনা অনুযায়ী করা হয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখার জন্য মন্ত্রণালয় একটি স্পেশাল মনিটরিং টিম পাঠাবে;

৫৫. সড়ক ও জনপথ বিভাগের অডিট আপত্তিতে উত্থাপিত ভুয়া পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি জারী দেখিয়ে যে সমস্ত টেন্ডার আহ্বান ও কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে, সে সমস্ত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ও কার্যাদেশ যাচাই করে দায়ীদের চিহ্নিত করে একটি প্রতিবেদন পেশ করতে হবে। প্রধান প্রকৌশলী এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবেন।

৫৬. পিএমপি সম্পর্কিত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিবেদন আগামী বৈঠকে উপস্থাপন করতে হবে। যোগাযোগ মন্ত্রণালয় এ ব্যপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবে;

৫৭. সড়ক ও জনপথ বিভাগের নির্মাণ কাজ সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করার জন্য একটি নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে। প্রধান প্রকৌশলী সড়ক ও জনপথ এ বিষয়ে পদক্ষেপ নিবেন;

৫৮. সাব-কমিটির সংশ্লিষ্ট আহ্বায়কগণ যথাশীঘ্র সম্ভব তাদের প্রতিবেদন কমিটিতে উপস্থাপন করবেন;

৫৯. মাননীয় সদস্য এ.কে.এম. ফজলুল হক মিলন উত্থাপিত দরপত্রের কার্যাদেশ বাতিল সংক্রান্ত পত্র জারীর জন্য সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর বিরুদ্ধে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারী করতে হবে। প্রধান প্রকৌশলী সড়ক ও জনপথ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবে;

৬০. মেঘনা-দাউদকান্দি টোলপ্লাজা সম্পর্কে কমিটির কর্মপরিধির ভিত্তিতে সুনির্দিষ্ট সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদন তদন্তকারী কর্মকর্তা ও অতিঃ সচিব (বর্তমানে নির্বাহী পরিচালক, যমুনা সেতু কর্তৃপক্ষ) উপস্থাপন করবে।

৬১. সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযানের অগ্রগতি এবং বর্তমান অবস্থা সম্পর্কিত বিষদ প্রতিবেদন কমিটির নিকট উপস্থাপন করতে হবে। প্রধান প্রকৌশলী এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবেন;

৬২. বাংলাদেশ রেলওয়ের অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযানের অগ্রগতির প্রতিবেদন কমিটির নিকট উপস্থাপন করতে হবে। প্রধান প্রকৌশলী এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবেন;

৬৩. রেলওয়ের রাজস্ব আয় বৃদ্ধির স্বার্থে বিনা টিকিটে যেন কেউ রেল ভ্রমণ করতে না পারে। সে বিষয়ে নিচ্ছিদ্য ব্যবস্থা নিতে হবে। মহাপরিচালক বাংলাদেশ রেলওয়ে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবেন;

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম বৈঠকে:

৬৪. তিনটি সাব-কমিটির কার্যক্রম ১ মাস করে সময় বৃদ্ধি করা হয়; বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (বিআরটিএ) সম্পর্কে পরবর্তী বৈঠকে আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে;

৬৫. ডিটিসিবি'র সকল প্রকল্পের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও মনিটরিং-এর ক্ষমতা প্রকল্প বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর অধীনে রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট আইনটি সংশোধন করতে হবে;

৬৬. ঢাকা শহরে যানজট সৃষ্টিকারী অযান্ত্রিক যানবাহন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলো থেকে পর্যায়ক্রমে তুলে নিতে হবে;

৬৭. ডিটিসিবি'কে গতিশীল করার পাশাপাশি সড়ক ও ফুটপাতের অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদের জন্য দুই প্লাটুন মোবাইল টিম ন্যস্ত করতে হবে;

৬৮. সুষ্ঠ পরিবহন ব্যবস্থার স্বার্থে ট্রাফিকসহ সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানকে ডিটিসিবি'র নির্দেশাবলী মেনে চলার জন্য বোর্ডের আইনে বিধান রাখতে হবে;

নবম বৈঠকে:

৬৯. মরহুম বদরুল হুদা দামালের শোক-সন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের নিকট শোক-প্রস্তাব প্রেরণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

৭০. ট্রাক ওভার লোডিং নিয়ন্ত্রণ করার জন্য অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

৭১. বিআরটিএ-তে সংঘটিত দুর্নীতি এবং এ ব্যাপারে গৃহীত ব্যবস্থাদির উপর বিআরটিএ-এর চেয়ারম্যান কমিটির পরবর্তী বৈঠকে একটি প্রতিবেদন উপস্থাপন করবে;

৭২. জাতীয় মহাসড়ক ও আঞ্চলিক সড়কে করিমন, নসিমন, চাঁদের গাড়ী ও ভটভটি গাড়ী চলাচল বন্ধ করার বিষয়ে যোগাযোগ মন্ত্রণালয় থেকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে একটি আধা সরকারী পত্র প্রেরণ করতে হবে;

৭৩. ১নং সাব-কমিটির মাননীয় আহ্বায়ক কর্তৃক পেশকৃত রিপোর্ট ও সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবেন।

Dhaka University Institutional Repository

১০তম বৈঠকে:

৭৪. বিআরটিসি'র আয়-ব্যয়ের সচিত্র হিসাবের একটি প্রতিবেদন অত্র কমিটিতে সরবরাহ করবে;

৭৫. ঋণের মাধ্যমে ক্রয় করা ট্রাক কিংবা বাসের বিপরিতে কি পরিমাণ আয় হয় এবং কি পরিমাণ টাকা ঋণ পরিশোধে ব্যয় হয় এবং পুরাতন গাড়ীগুলোর মাসিক আয় এবং ব্যয় কত তার একটি প্রতিবেদন পরবর্তী বৈঠকে পেশ করবে;

৭৬. বাংলাদেশ রেলওয়ে সম্পর্কিত একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন আগামী বৈঠকে উপস্থপন করবে;

৭৭. রেলওয়ে কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্প অনুযায়ী খরচের হিসাবের পরিমাণ কি এ বিষয়ে একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন পেশ করতে হবে;

৭৮. দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় প্রকাশিত স্টীল স্লীপার সংক্রান্ত দুর্নীতি বিষয়ক প্রতিবেদন আগামী বৈঠকে পেশ করতে হবে;

১১তম বৈঠকে:

৭৯. নগরবাসীকে জলাবদ্ধতার হাত থেকে রক্ষার্থে আসন্ন বর্ষা মৌসুমের পূর্বেই ক্রমশ প্রোগ্রামের মাধ্যমে ঢাকা শহরের ড্রেন ও শাখা ড্রেনসমূহ পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

৮০. শ্যামগঞ্জ-বিরিশিরি রাস্তাটি সার্ভে করে জরুরী ভিত্তিতে কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে;

৮১. প্রস্তাবিত রাস্তাসমূহ উন্নয়নকল্পে স্থায়ী কমিটি মাননীয় অর্থমন্ত্রীর সাথে সুবিধাজনক সময় সাক্ষাৎ করে অর্থায়নের প্রস্তাব অনুমোদনের প্রস্তাব গ্রহণ করবে;

১২তম বৈঠকে:

৮২. বিগত বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত (খ) তে শ্যামগঞ্জ-বিরিশিরি রাস্তাটির সার্ভে করে-এর পরিবর্তে শ্যামগঞ্জ-বিরিশিরি রাস্তায় অবস্থিত ৪টি পুরাতন বেইলি ব্রীজ, যেমন কোকোয়াখালী ব্রীজ, ভোটের ঘাট ব্রীজ, কলাখালী ব্রীজ ও বালুঘাটা ব্রীজের বর্তমান অবস্থা সার্ভে করে জরুরী ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ, বিষয়টি বিগত বৈঠকের কার্যবিবরণীতে লিপিবদ্ধ হবে;

৮৩. লালমনিরহাট রেল স্টেশনের রিমডেলিং নির্মাণ কাজে ঠিকাদার নিয়োগে অনিয়মের ব্যাপারে মামনীয় স্পীকারের নিকট লিখিত অভিযোগপত্রটির ব্যাপারে মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়েকে আগামী এক মাসের মধ্যে তদন্ত করে কমিটিতে প্রতিবেদন উপস্থাপন করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৮৪. কুড়িগ্রাম জেলার ধরলা সড়ক সেতুর ব্যাপারে উত্থাপিত অভিযোগ এবং আলামিন গ্রুপ কোথায় কোথায় আরো ব্রীজ নির্মাণ করেছে তার প্রতিবেদন সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী কর্তৃক কমিটির পরবর্তী বৈঠকে উপস্থাপিত হবে;

৮৫. রেলওয়ের সুষ্ঠ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পূর্বের চেয়ে আগামী বাজেটে বরাদ্দ বৃদ্ধি এবং সড়ক বিভাগের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তিনটি প্রকল্প পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদনের ব্যাপারে প্রাক বাজেট বৈঠকে সভাপতি প্রস্তাব উত্থাপন করবেন;

৮৬. অলোচ্যসূচী মোতাবেক বাংলাদেশ রেলওয়ের সার্বিক কার্যক্রম, অগ্রগতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং বৈঠকের আলোচ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য বিষয়ে পরবর্তী আলোচনা করা হবে।

১৩তম বৈঠকে:

৮৭. নলকা-হাটিকামরুল সড়কের ক্রটির বিষয়ে উপস্থাপিত কারিগরি প্রতিবেদন সম্পর্কে মন্ত্রণালয়ের সচিব আগামী ৭ (সাত) দিনের মধ্যে সরেজমিনে তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করবেন। তিনি প্রয়োজনে অন্যান্য কর্মকর্তাদের তদন্ত কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করতে পারবেন;

৮৮. নিজস্ব অর্থায়নে সড়ক নির্মাণের অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ন্যাশনাল হাইওয়েগুলোতে ট্যাক্স উত্তোলন বা সড়কবন্ড চালুর জন্য মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা গ্রহণ করবে;

৮৯. শ্যামগঞ্জ-বিরিশিরি রাস্তায় ৪টি পুরাতন বেইলী ব্রীজ, যেমন- ককোয়াখালী ব্রীজ, ভোটেরঘাট ব্রীজ, কলাখালী ব্রীজ, বালুঘাটা ব্রীজ-এর বিষয়ে মন্ত্রণালয় জরুরী ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে;

৯০. রেলওয়ের সুষ্ঠ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পূর্বের চেয়ে আগামী বাজেটে বরাদ্ধ বৃদ্ধি এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের সার্বিক কার্যক্রমে অগ্রগতি ও দীর্ঘ মেয়াদী উন্নয়নের লক্ষ্যে বাস্তব পরিকল্পনা প্রণয়নে জোরালো ভূমিকা রাখার জন্য নিম্লোক্ত ৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি সাব-কমিটি গঠন করা হয়:

ক্রমিক নং	সদস্যগণের নাম	পদবী	নির্বাচনী এলাকা
১।	সৈয়দ মঞ্জুর হোসেন	আহবায়ক	৪৪ নবাবগঞ্জ-২
২।	জনাব আতাউর রহমান খান	সদস্য	নারায়নগঞ্জ-২
৩।	জনাব মোঃ হারুনুর রশিদ (হারুন)	সদস্য	নবাবগঞ্জ-৩
৪।	আলহাজ্ব ডাঃ মোহাম্মাদ আলী	সদস্য	১৬০ ময়মনসিংহের সহিত নেত্রোকোনা।

Dhaka University Institutional Repository

১৪তম বৈঠকে:

৯১. যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের উপরে টিআইবি কর্তৃক অসত্য ও ভিত্তিহীন রিপোর্ট প্রকাশের জন্য টিআইবিকে লিগ্যাল নোটিশ প্রদান এবং তাদের ইয়োলো সাংবাদিকতা বন্ধের লক্ষ্যে একটি বাস্তবসম্মত ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে নিম্নোক্ত মাননীয় সদস্যগণের সমন্বয়ে একটি সাব-কমিটি গঠন করা হয়:

ক্রমিক নং	সদস্যগণের নাম	পদবী	নির্বাচনী এলাকা
১।	সৈয়দ মঞ্জুর হোসেন	আহবায়ক	৪৪ নবাবগঞ্জ-২
২।	এ্যাডভোকেট নাদিম মোস্তফা	সদস্য	৫৫-রাজশাহী-৪
৩।	জনাব মোঃ এ.কে.এম. ফজলুল হক মিলন)	সদস্য	নবাবগঞ্জ-৩

৯২. বিআরটিএ-এর ভলভো ডাবল ডেকার অবশিষ্ট ৯৫টি বাস আনার পূর্বে উক্ত বাস সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান স্থায়ী কমিটির মাননীয় সদস্যদের দ্বারা পরিদর্শনের জন্য মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে;

১৫তম বৈঠকে:

৯৩. বিআরটিসিকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরের লক্ষ্যে বিআরটিসি কর্তৃক উত্থাপিত সুপারিশমালা বাস্তবায়নের ব্যাপারে মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

৯৪. ভলভো গাড়ী ক্রয় করা হলে গাড়ী সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান স্থায়ী কমিটিকে আগামী জুলাই মাসে পরিদর্শনের ব্যাপারে বিআরটিসির চেয়ারম্যান প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

৯৫. বাংলাদেশের পোষাক শিল্পকে পরিকল্পিতভাবে ধ্বংস করার লক্ষ্যে শ্রমিক নয় এমন বহিরাগত কিছু উছৃঙ্খল লোকজনদের দিয়ে যে তাণ্ডবলীলা চালানো হয়েছে সে জন্য সর্বসম্মতিক্রমে একটি নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়;

৯৬. রেলওয়ের ব্রাঞ্চ লাইনকে মেইন লাইনে উন্নীত করা, অন্যান্য যে সমস্ত ছোট লাইন রয়েছে সেগুলোকে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি লাইনগুলোকে দ্রুত গতিতে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যোগাযোগ মন্ত্রণালয় অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

খ. সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন

যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সাব-কমিটির সিদ্ধান্তসমূহঃ

১নং সাব-কমিটিঃ যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ০৬-১১-২০০৩ তারিখে ৩ সদস্য বিশিষ্ট ১নং সাব-কমিটি গঠন করে যমুনা সেতুতে কর্মরত যমুনা রিসোর্ট লিঃ এর কার্যক্রম তদন্ত করার জন্য। যমুনা রিসোর্ট লিঃ এর ব্যবস্থাপকের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। যমুনা সেতু কর্তৃপক্ষ চুক্তির নিরিখে সমূদয় সম্পত্তি যমুনা রিসোর্টকে হস্তান্তর করেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নির্দিষ্ট তারিখে তা হস্তান্তর করা হয়নি। চুক্তির শর্তানুযায়ী জায়গা হস্তান্তর এবং চুক্তির আলোকে উন্নয়নমূলক প্রকল্প গৃহীত হলে দীর্ঘদিনে এলাকার আশানুরূপ উন্নয়ন করা সম্ভব হতো। যমুনা সেতু কর্তৃপক্ষ ও যমুনা রিসোর্ট লিঃ এর মধ্যে অমীমাংসিত বিষয়সমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে গঠিত ২নং সাব-কমিটি যমুনা রিসোর্ট লিঃ এর সাথে বৈঠকে মিলিত হয়ে বকেয়া অর্থ পরিশোধ ও পর্যটন কেন্দ্র প্রকল্প বাস্তবায়নের সুপারিশ করে। সাব-কমিটির সুপারিশসহ প্রতিবেদন মূল কমিটির বৈঠকে উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয় কমিটির সদস্যগণ। তবে সরকারের রাজস্ব ক্ষতি এবং পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলার জন্য সরকারের উদ্দেশ্য বাধাগ্রস্ত হওয়ায় যমুনা সেতু কর্তৃপক্ষকে কোনরূপ দায়ী করা হয়নি বা কোনরূপ পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ করা হয়নি। সিদ্ধান্তটি প্রক্রিয়াধিন রয়েছে।

২নং সাব-কমিটিঃ ২নং সাব-কমিটির তদন্তে জানা যায়, ঢাকা মহানগরে ৩৭০০ অটো রিক্সার বিপরীতে মাত্র ১০,০০০ 4-স্ট্রোক থ্রি হুইলার বেবী টেক্সি চলাচলের অনুমতি দেয় যোগাযোগ মন্ত্রণালয়। পরবর্তী পর্যায়ে মিশুক আমদানীর পরিবর্তে আরো ৩,০০০ বেবী টেক্সি আমদানীর অনুমতি দেয় এবং মোট ১৩,০০০ 4-স্ট্রোক থ্রি হুইলার বেবী টেক্সি চলাচলের অনুমোদন দেয় মন্ত্রণালয়। ফলে সুবিধা বঞ্চিত ২৭,০০০ চালকের জীবন জীবিকা নির্বাহের ক্ষেত্রে চরম অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। কমিটির আলোচনায় আরো জানা যায় মুক্তবাজার নীতিতে কার, ট্রাক, বাস যেভাবে বিক্রি করা হয় সেটা না করে মন্ত্রণালয় দুটি প্রতিষ্ঠানকে বেবী টেক্সি আমদানীর অনুমতি দিলে সমস্যার সৃষ্টি হয় এবং দামে হেরফের হয় এবং প্রায় তিনগুণ বেশী দামে প্রতিষ্ঠান দুটি বেবী টেক্সি সাপ্লাই দেয়। প্রথম পর্যায়ে দাম স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি থাকলেও চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় দাম বেড়ে দ্বিগুণ-তিনগুণ হয়ে যায়। 4-স্ট্রোক থ্রি হুইলার আমদানী, বিক্রয় ও রেজিস্ট্রেশন প্রদান পর্যায়ে অনিয়মসমূহ অনুসন্ধান করলেও কমিটি অনিয়মের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের অর্থদণ্ড বা শাস্তির কোন সুপারিশ করেনি। এবং আমদানী মূল্যের ভিত্তিতে জিএনজি চালিত 4-স্ট্রোক থ্রি হুইলারের বিক্রয় মূল্য নির্ধারণের সঠিকতা যাচাই সম্পর্কে সাব-কমিটি বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ এবং সরকার/জনগণের আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করেনি। সিদ্ধান্তটি প্রক্রিয়াধিন রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সিএনজি গ্যাস স্টেশনের জমি বরাদ্দের বিষয়ে অনিয়ম অনুসন্ধান এবং জমি বরাদ্দের বিষয়ে সরকারের/জনগণের আর্থিক ক্ষতি অনুসন্ধানে জন্য ১৪-০২-২০০৪ তারিখে যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ৩নং সাব-কমিটি গঠন করে। কমিটির ৫নং বৈঠকে জনাব মাহমুদুল হক রুবেলকে আহ্বায়ক করে, সদস্য জনাব আতাউর রহমান খান এবং সদস্য এ্যাডভোকেট মোঃ নাদিম মোস্তফাকে নিয়ে ৩ সদস্য বিশিষ্ট সাব-কমিটি গঠন করা হয়।

সাব-কমিটি সিএনজি গ্যাস স্টেশনের জমি বরাদ্দের বিষয়ে অনিয়ম অনুসন্ধান এবং জমি বরাদ্দের বিষয়ে সরকারের/জনগণের আর্থিক ক্ষতি অনুসন্ধানে জানা যায় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয়ের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সওজ এর জমিতে ১১২টি এবং রেলওয়ের জমিতে ৩০টি জমি বরাদ্দ দেয়া হয়েছে সর্বমোট ১৪২টি স্টেশন করার জন্য। তবে কতটি ফিলিং স্টেশন বরাদ্দ দেয়া হবে সে সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত মন্ত্রণালয়ে গৃহীত হয়নি। সাব-কমিটি কিসের ভিত্তিতে যোগাযোগ ও রেলওয়ের ১৪২টি জমি বরাদ্দ দেয়া হয়েছে তা জানতে চাইলে মন্ত্রণালয়ের অতিঃ সচিব জানান, যে সমস্ত জায়গায় অতিরিক্ত জমি রয়েছে সেখান থেকেই প্রয়োজনীয় জমি দেয়া হয়েছে। তবে ব্যাপক ভিত্তিতে বরাদ্দ দেয়া হয়নি। বরাদ্দ বাতিল সম্পর্কে জানতে চাইলে মন্ত্রণালয় থেকে জানানো হয় অধিকাংশ জমিতে disput থাকায় অনেক জমির মালিক তখন পর্যন্ত জমিতে প্রবেশ করতে পারেনি। বরাদ্দকৃত জমির ক্ষেত্রে অবৈধ উচ্ছেদ কার্যক্রম চলছে। সাব-কমিটি সিএনজি গ্যাস স্টেশনের জন্য রেলওয়ের নিকট কতগুলো এবং সড়ক ভবনের নিকট কতগুলো আবেদন পড়েছিল তা মন্ত্রণালয়ের নিকট জানতে চাওয়া হলে মন্ত্রণালয় থেকে টেলিফোনে কমিটিকে জানানো হয় এ ধরনের কোন রেকর্ড তাদের কাছে নেই। এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য না পাওয়ায় সাব-কমিটির তদন্ত অগ্রসর হতে পারেনি। বিষয়টি প্রক্রিয়াধিন রয়েছে।

রেলওয়ের সুষ্ঠ রক্ষণাবেক্ষণের লক্ষ্যে অর্থ মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়কে রেলের উন্নতির বিষয়ে ওয়াকিবহাল করা এবং তা বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। আগামী বাজেটে বরাদ্দ বৃদ্ধি, জনগুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন প্রকল্প পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত না হওয়া এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের সার্বিক কার্যক্রম, অগ্রগতি ও দীর্ঘ মেয়াদী উন্নয়নের লক্ষ্যে বাস্তব পরিকল্পনা প্রণয়নে মূখ্য ভূমিকা পালনে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব পেশ করার জন্য ২০-০৭-২০০৫ তারিখে যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি কার্যপ্রণালী বিধির ১৯৬(১) বিধি অনুযায়ী ৪ সদস্য বিশিষ্ট ৪নং সাব-কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির ১৩তম বৈঠকে জনাব সৈয়দ মঞ্জুর হোসেনকে আহ্বায়ক করে,

Dhaka University Institutional Repository

জনাব আতাউর রহমান খান (সদস্য), এ্যাডভোকেট মোঃ হারুনুর রশিদ (হারুন) (সদস্য) এবং আলহাজ্ব ডাঃ মোহাম্মদ আলী (সদস্য), নিয়ে ৪ সদস্য বিশিষ্ট সাব-কমিটি গঠন করা হয়। বাংলাদেশ রেলওয়ের ব্রাঞ্চ লাইনকে মেইন লাইনে উন্নীত করা, অন্যান্য যে সমস্ত ছোট লাইন রয়েছে সেগুলোকে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষন করা এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত লাইনগুলোকে দ্রুত গতিতে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যোগাযোগ মন্ত্রণালয় অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। বিষয়টি প্রক্রিয়াধিন রয়েছে।

ট্রান্সপারেন্সী ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) সংবাদপত্রভিত্তিক কিছু তথ্যের ভিত্তিতে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় এমন রিপোর্ট প্রকাশ করায় তা অনুসন্ধান এবং টিআইবিকে নিয়ন্ত্রণসহ যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সুনাম অক্ষুন্ন রাখার জন্য জনমত তৈরী করা, টিআইবিকে ইয়েলো সাংবাদিকতা বন্ধ করার লক্ষ্যে আসল তথ্য অনুসন্ধানের জন্য ০২-১০-২০০৫ তারিখে যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ১৪তম বৈঠকে ৫নং সাব-কমিটি গঠন করে। কমিটির ১৪তম বৈঠকে জনাব সৈয়দ মঞ্জুর হোসেনকে আহ্বায়ক করে, এ্যাডভোকেট মোঃ নাদিম মোস্তফা, সদস্য এবং জনাব মোঃ এ কে এম ফজলুল হক মিলন, সদস্য নিয়ে ৩ সদস্য বিশিষ্ট সাব-কমিটি গঠন করা হয়।

যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি টিআইবি'র অসত্য তথ্যের ভিত্তিতে সংবাদ পরিবেশন করায় তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করে। কমিটি বিষয়টির আসল তথ্য উদ্‌ঘাটনের জন্য টিআইবিকে লিগ্যাল নোটিশ দেয়ার সুপারিশ করে টিআইবিকে ইয়েলো সাংবাদিকতা বন্ধ করার এবং সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে টিআইবির কর্মকাণ্ড পরিচালিত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এই উদ্দেশ্যে টিআইবিকে স্থায়ী কমিটি থেকে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা প্রদান করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। বিষয়টি প্রক্রিয়াধিন রয়েছে।

যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভাগ ও অধিদপ্তরসমূহের কাজের পরিধি ব্যাপক হওয়ায় ঐ সব বিভাগ, অধিদপ্তর ও সংস্থাসমূহকে পর্যবেক্ষণে রাখা বিশদভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আরো কিভাবে গতিশীল করা যায় তার জন্য ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদে যাগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ৫টি সাব-কমিটি গঠন করে এবং বিভিন্ন বিষয় সংক্রান্ত ৯৬টি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এর মধ্যে প্রক্রিয়াধীন সিদ্ধান্তের সংখ্যা ৪০টি এবং অবাস্তবায়িত সিদ্ধান্তের সংখ্যা ৫৬টি। কমিটির পেশকৃত এইসব সিদ্ধান্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত না হলে একদিকে দেশে দুর্নীতি যেমন দেখা যাবে তেমনি দেশবাসী অনেক সুযোগ-সুবিধা থেকেও বঞ্চিত হবে। কমিটি কর্তৃক বিভিন্ন বিষয়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিবর্গ

Dhaka University Institutional Repository

বা প্রকৌশলীদের বিরুদ্ধে তদন্তপূর্বক পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ পেশ করা হলেও বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

অষ্টম পার্লামেন্টের বিভিন্ন কমিটিসমূহের মূল্যায়ন কার্যকারিতা:

কমিটি ব্যবস্থা কার্যকর করার জন্য কমিটিসমূহের অনিয়মিত বৈঠক করার প্রবণতা দূর করতে হবে। কার্যপ্রণালী বিধির ২৪৮ বিধিতে উল্লেখ রয়েছে মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি মাসে অন্ততঃপক্ষে একটি বৈঠকে মিলিত হবে। সপ্তম জাতীয় সংসদে অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ৬০টি বৈঠকের স্থলে মাত্র ২১টি বৈঠকে মিলিত হয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ৬০টি বৈঠকের স্থলে মাত্র ১৫টি বৈঠকে মিলিত হয়। শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ৬০টি বৈঠকের স্থলে মাত্র ৩১টি বৈঠকে মিলিত হয় এবং যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ৬০টি বৈঠকের স্থলে মাত্র ১৫টি বৈঠকে মিলিত হয়। এই অনিয়মিত বৈঠক সংসদীয় কমিটির কার্যকারিতার পক্ষে একটি বড় বাধা।

বিলম্বে কমিটি গঠনও কমিটিসমূহের সিদ্ধান্ত কার্যকর হওয়ার ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করে। অর্থ মন্ত্রণালয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ও যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত এই ৪টি কমিটি জাতীয় সংসদ গঠিত হওয়ার ১ বছর ৮ মাস ১৭ দিন পরে গঠিত হয়। তদুপরি এইসব কমিটিতে কোন কোন সংসদ সদস্য নিয়মিত অনুপস্থিত থাকেন। আবার কোন কোন সদস্য বিরতি দিয়ে দিয়ে অনুপস্থিত থাকেন। কমিটিতে সদস্যদের অনুপস্থিতি কমিটিসমূহ কার্যকর না হওয়ার অন্যতম কারণ হল কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন না করতে পারা।

অষ্টম জাতীয় সংসদে অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ১৪২টি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেও সবগুলো সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ৫৮টি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে কিন্তু বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়েছে মাত্র ২৭টি সিদ্ধান্ত, প্রক্রিয়াধীন রয়েছে ৩১টি। শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ১৪৫টি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে কিন্তু বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়েছে মাত্র ১০২টি সিদ্ধান্ত, ৪৩টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ৯৬টি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে কিন্তু প্রক্রিয়াধীন রয়েছে ৪০টি, অবাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত ৫৬টি।

অষ্টম জাতীয় সংসদে আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ১৪০টি সিদ্ধান্ত আংশিক বাস্তবায়িত এবং ২টি সিদ্ধান্ত অবাস্তবায়িত রয়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ৫৮টি সিদ্ধান্তের মধ্যে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে ৩১টি। যোগাযোগ মন্ত্রণালয়

Dhaka University Institutional Repository

সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ৯৬টি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে কিন্তু প্রক্রিয়াধীন রয়েছে ৪০টি, অবাস্তবায়িত রয়েছে ৫৬টি সিদ্ধান্ত।

অষ্টম জাতীয় সংসদে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং সংস্থার সংশ্লিষ্টতা থাকায় সমন্বয়ের অভাবে মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী এই কমিটিগুলোর অধিকাংশ সিদ্ধান্ত প্রক্রিয়াধীন, বাস্তবায়নাধীন এবং অবাস্তবায়িত রয়ে গেছে।

উপসংহার:

অর্থ মন্ত্রণালয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয় ও যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি বড় ধরনের ঋণ খেলাপী বা শেয়ার মার্কেট জালিয়াতি, টোল আদায়ের ক্ষেত্রে বা অন্য কোন কেলেংকারী বা অনিয়মের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের নিকট থেকে অর্থ আদায়ের ক্ষেত্রে সুপারিশ করা হলেও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের উদাহরণ সমাজে সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়নি। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রাণালী বিধি ২৪৮ বিধিতে মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিগুলোকে প্রদত্ত অধিকাংশ ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে সংসদের উপর ঐ কমিটিগুলোর নির্ভরশীলতার মাত্রা খুবই সামান্য হলেও সংসদে উত্থাপিত বিল শুধুমাত্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণ করা হয়। এছাড়া অন্য কোন বিষয় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণ করা হয় না। সপ্তম জাতীয় সংসদের মত অষ্টম জাতীয় সংসদেও কার্যপ্রণালী বিধির কিছু কিছু দুর্বলতার কারণে সংসদের স্থায়ী কমিটিগুলো যথাযথ কার্যকারিতা প্রদর্শনে ব্যর্থ হয়। আবার কখন কখন সংসদীয় প্রথার বা সংসদীয় নিয়মের অনুপস্থির কারণে প্রয়োজনীয় কার্যকারিতা প্রদর্শনে ব্যর্থ হয়।

অষ্টম জাতীয় সংসদে প্রধান বিরোধী দল আওয়ামীলীগ প্রথম থেকে তেইশশত অধিবেশনের মধ্যে ৬৪ দিনে ৭৪ আর ওয়াকআউট করে। প্রধান বিরোধীদলসহ অন্যান্য রাজনৈতি দল ৬৪ দিনে মোট ৯৫ বার ওয়ার্কআউট করে এবং প্রধান বিরোধী দল আওয়ামীলীগ ৩৭৩ কার্যদিবসের মধ্যে ২২৩ কার্যদিবস সংসদ বর্জন কর এবং মাত্র ১৫০ কার্যদিবস সংসদে উপস্থিত থাকে। কাজেই, রাজনৈতিক দলগুলোকে সংসদ বর্জন পরিহার করে ঐক্যবদ্ধভাবে সংসদীয় গণতন্ত্রকে ফলপ্রসূ করার জন্য তাদের মধ্যে পরমত সহিষ্ণুতা গড়ে তুলতে হবে। অষ্টম জাতীয় সংসদের সংসদীয় কমিটি সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের জন্য কার্যপ্রণালী বিধি সংশোধন করা আবশ্যক বলে অধিকাংশ সংসদ সদস্য মত প্রকাশ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহ (২০০৬-২০০৯): একটি সমীক্ষা

বিএনপি সরকারের মেয়াদ শেষে ২০০৬ সালের অক্টোবরের শেষের দিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান অনুযায়ী কোন দল ক্ষমতা হস্তান্তরের ৯০ দিন পর জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। প্রেসিডেন্ট ইয়াজউদ্দিন আহম্মদকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ এবং দলীয় লোককে অন্যান্য উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগের জন্য রাজনৈতিক দলগুলো একমত হতে পারেনি। ফলে বিক্ষোভ ও সহিংস আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে এবং প্রচুর জনসাধারণ হতাহত হয়। তবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রচেষ্টায় দেশের সব বিরোধী রাজনৈতিক দল এক টেবিলে আলোচনায় বসতে সম্মত হন।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ২০০৬

চতুর্থ তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয় ২০০৬ সালে। প্রথমে ২৯ অক্টোবর বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ এই সরকারের প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। নিয়োগ দেওয়া উপদেষ্টাদের মধ্যে চার জন একমাসের উর্ধে কাজ করার পর রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন আহমেদ এর সাথে মতনৈক্যের অভিযোগ তুলে পদত্যাগ করেন। এরা হলেন ড. আকবর আলি খান, লে.জে. হাসান মশহুদ চৌধুরী, সি. এম. শফি সামী ও সুলতানা কামাল। পরবর্তিতে রাষ্ট্রপতি হিসেবে ইয়াজউদ্দিন আহমেদ আরো চার নতুন উপদেষ্টা নিয়োগ দেন। এরা ছিলেন বেসরকারী সংস্থা আশার প্রধান সফিকুল হক চৌধুরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মইনউদ্দিন আহমেদ, মেজর জেনারেল রুহুল আমিন চৌধুরী ও ড. শোয়েব আহমেদ প্রমুখ।

অধ্যাপক ড. ইয়াজউদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে গঠিত সাবেক তত্ত্বধায়ক সরকারের উপদেষ্টামন্ডলী, ২০০৬

পদ	নাম	প্রাপ্ত মন্ত্রনালয়	সামাজিক অবস্থান
প্রধান উপদেষ্টা	অধ্যাপক ড. ইয়াজউদ্দিন আহমেদ	প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়	বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, সাবেক বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান ও ১৯৯১ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা

Dhaka University Institutional Repository

পদ	নাম	প্রাপ্ত মন্ত্রনালয়	সামাজিক অবস্থান
উপদেষ্টা	বিচারপতি ফজলুল হক	আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক; জাতীয় সংসদ সচিবালয়, ভূমি, পরিবেশ ও বন	আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি, সাংবাদিকদের ষষ্ঠ ওয়েজ বোর্ডের চেয়ারম্যান
উপদেষ্টা	ড. আকবর আলি খান	অর্থ ও পরিকল্পনা, বাণিজ্য, ডাক ও টেলিযোগাযোগ	সাবেক মন্ত্রী পরিষদ সচিব
উপদেষ্টা	লে. জে. (অব.) হাসান মশহুদ চৌধুরী	বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, যোগাযোগ, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক	সাবেক সেনাপ্রধান
উপদেষ্টা	সিএম শফি সামী	কৃষি, সংস্কৃতি, যুব ও ক্রীড়া	সাবেক পররাষ্ট্র সচিব
উপদেষ্টা	আজিজুল হক	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়; নৌপরিবহন, বেসামরিক বিমান ও পর্যটন	পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক
উপদেষ্টা	ধীরাজ কুমার নাথ	মত্স্য ও পশু সম্পদ, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক	সাবেক স্থানীয় সরকার ও স্বাস্থ্য সচিব
উপদেষ্টা	মাহবুবুল আলম	পানি সম্পদ, তথ্য, ধর্ম	দৈনিক ইন্ডিপেন্ডেন্টের সম্পাদক
উপদেষ্টা	ডা. সুফিয়া রহমান	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, শ্রম ও কর্মসংস্থান, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান	পরিচালক জাতীয় হৃদরোগ ইন্সটিটিউট ও হাসপাতাল
উপদেষ্টা	ইয়াসমিন মুরশেদ	মহিলা ও শিশু বিষয়ক, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা, সমাজকল্যাণ	অধ্যক্ষ স্কলাস্টিকা স্কুল
উপদেষ্টা	সুলতানা কামাল	শিল্প, বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, বস্ত্র ও পাট	আইন ও সালিশ কেন্দ্রের নির্বাহী পরিচালক, বিশিষ্ট এনজিও ও মানবাধিকার কর্মী

সূত্রঃ https://bn.wikipedia.org

নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখ ঠিক করা হয় জানুয়ারি ২২, ২০০৭। নতুন উপদেষ্টা পরিষদ বিবাদমান রাজনৈতিক দলগুলোকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করাতে বাধ্য করেন। একপর্যায়ে প্রধান উপদেষ্টাসহ সকল উপদেষ্টা পদত্যাগ করেন। রাষ্ট্রপতি দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেন। ড. ফখরুদ্দীন আহমদকে (বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্ণর) নতুন প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। দশজন নতুন উপদেষ্টা নিয়োগ দিয়ে ড. ফখরুদ্দীন আহমদ নতুন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাজ শুরু করেন এবং সেই সাথে রাষ্ট্রপতি ২২ জানুয়ারির নির্বাচন বাতিল ঘোষণা করেন এবং ২৬ জানুয়ারি রাষ্ট্রপতি এক অধ্যাদেশের মাধ্যমে দেশে সকল রাজনৈতিক কার্যক্রম স্থগিত ঘোষণা করেন।

Dhaka University Institutional Repository

ড. ফখরুদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে গঠিত তত্ত্বধায়ক সরকারের উপদেষ্টামন্ডলী, ২০০৬

পদ	নাম	প্রাপ্ত মন্ত্রনালয়	সামাজিক অবস্থান
প্রধান উপদেষ্টা	ড. ফখরুদ্দীন আহমেদ	ক্যাবিনেট ডিভিশন, সংস্থাপন ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং নির্বাচন কমিশন সচিবালয়	বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্ণর ও পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনের (পিকেএসএফ) ম্যানেজিং ডিরেক্টর
উপদেষ্টা	ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন	তথ্য, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত এবং ভূমি মন্ত্রণালয়	দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি ও সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী
উপদেষ্টা	মির্জা আজিজুল ইসলাম	অর্থ, পরিকল্পনা, বাণিজ্য এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়	সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (এসইসি) এবং সোনালী ব্যাংক পরিচালনা পর্ষদের সাবেক চেয়ারম্যান
উপদেষ্টা	মেজর জেনারেল (অব.) এম এ মতিন	যোগাযোগ, নৌপরিবহন, বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদফতর (ডিজিএফআই) ও বিলুপ্ত দুর্নীতি দমন বুরোর সাবেক মহাপরিচালক
উপদেষ্টা	তপন চৌধুরী	বিদ্যুত্, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	স্কয়ার গ্রুপের ম্যানেজিং ডিরেক্টর
উপদেষ্টা	গীতি আরা সাফিয়া চৌধুরী	শিল্প, বস্ত্র ও পাট, সমাজকল্যাণ এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	নারী উদ্যোক্তা ও ঢাকা ক্লাবের প্রথম মহিলা প্রেসিডেন্ট
উপদেষ্টা	মেজর জেনারেল (অব.) মতিউর রহমান	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, পানি সম্পদ ও ধর্ম মন্ত্রণালয়	আর্মি মেডিকাল কোরের সাবেক অফিসার ও এইডস বিষয়ক জাতীয় স্ট্যান্ডিং কমিটির প্রধান
উপদেষ্টা	আইয়ুব কাদরী	শিক্ষা, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা এবং সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়	সাবেক সচিব
উপদেষ্টা	আনোয়ারুল ইকবাল	এলজিআরডি এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	বাংলাদেশ পুলিশের সাবেক আইজি
উপদেষ্টা	ড. ইফতেখার আহমেদ চৌধুরী	পররাষ্ট্র, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি
উপদেষ্টা	ড. চৌধুরী সাজ্জাদুল করিম	কৃষি, মৎস্য ও পশুসম্পদ এবং পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	পরমাণু শক্তি কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান

সূত্রঃ https://bn.wikipedia.org

Dhaka University Institutional Repository

দুর্নীতি বিরোধী বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে এই তত্ত্বাবধায়ক সরকার । তত্ত্বাবধায়ক সরকার ১৭০ জন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের শীর্ষ নেতাকে ২০০৭ এর আগস্ট পর্যন্ত দুর্নীতির অভিযোগে আটক করে। আওয়ামী লীগ এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল প্রধান দুইটি রাজনৈতিক দলের প্রধান শেখ হাসিনা ও বেগম খালেদা জিয়াকেও দুর্নীতির দায়ে গ্রেফতার করা হয়। নেত্রীদ্বয়ের পরিবারের বিভিন্ন সদস্যকেও দুর্নীতির দায়ে আটক করা হয়। বিএনপি ও আওয়ামীলিগের বিপক্ষে বিভিন্ন সময় দুর্নীতির অভিযোগ থাকায় তত্ত্বাবধায়ক সরকার দেশের স্থিতিশীলতা ও রাজনৈতিক মেরুকরণ কমাতে রাজনৈকি নেতৃবৃন্দকে স্বেচ্ছা নির্বাসনে পাঠাবার চেষ্টা করেন। ২০০৬-এর শেষ দিকে বিক্ষোভের সময় ৪জন ব্যক্তিকে হত্যার দায়ে শেখ হাসিনাকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার অভিযুক্ত করে। সর্বোচ্চ আদালত রায় প্রদাণ করেন। এবং বেগম খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে ২০০৭ সালের সেপ্টেম্বরে করা একটি আপিলে সর্বোচ্চ আদালত মামলা পরিচালনার রায় প্রদান করেন। ২০০৮ এর শেষ দিকে তত্বাবধায়ক সরকার সাধারণ নির্বাচনের ব্যবস্থা করে এবং ডিসেম্বরে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে নির্বাচনে আওয়ামী লীগ তথা মহাজোট দুই তৃতীয়াংশ ভোটে জয় লাভ করে ও ২০০৯-এ সরকার গঠন করে।

ড. ফখরুদ্দীন আহমদ এর নতুন তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিভিন্ন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান যেমন, নির্বাচন কমিশন, জন প্রশাসন কমিশনে সংস্কার করেছেন। ২০০৮ এর ডিসেম্বরের মধ্যে একটি ভাল নির্বাচন পরিচালনা করতে পারার কথা ঘোষণা করেন নির্বাচন কমিশন।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার, ২০০৭-২০০৮

ড. ফখরুদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে গঠিত তত্ত্ববধায়ক সরকারের উপদেষ্টামন্ডলী

পদ	নাম	প্রাপ্ত মন্ত্রনালয়	সামাজিক অবস্থান
প্রধান উপদেষ্টা	ড. ফখরুদ্দীন আহমেদ	ক্যাবিনেট ডিভিশন, সংস্থাপন এবং নির্বাচন কমিশন সচিবালয়	
উপদেষ্টা	মির্জা আজিজুল ইসলাম	অর্থ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	
উপদেষ্টা	মেজর জেনারেল (অবঃ) এম এ মতিন	স্বরাষ্ট্র, নৌপরিবহন, বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	
উপদেষ্টা	ড. ইফতেখার আহমেদ চৌধুরী	পররাষ্ট্র, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	
উপদেষ্টা	আনোয়ারুল ইকবাল	এলজিআরডি, বস্ত্র ও পাট এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	
উপদেষ্টা	ড. চৌধুরী সাজ্জাদুল করিম	কৃষি, মৎস্য ও পশুসম্পদ, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	

Dhaka University Institutional Repository

পদ	নাম	প্রাপ্ত মন্ত্রনালয়	সামাজিক অবস্থান
উপদেষ্টা	ড. এ এম এম শওকত আলী	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়	
উপদেষ্টা	এ এফ হাসান আরিফ	আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ভূমি এবং ধর্ম মন্ত্রণালয়	
উপদেষ্টা	মেজর জেনারেল (অবঃ) গোলাম কাদের	গৃহায়ন ও গণপূর্ত এবং যোগাযোগ মন্ত্রনালয়	
উপদেষ্টা	রাশেদা কে. চৌধুরী	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা, মহিলা ও শিশু বিষয়ক এবং সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়	
উপদেষ্টা	ড. হোসেন জিল্লুর রহমান	শিক্ষা এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	

সূএঃ https://bn.wikipedia.org

২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর দেশে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। মহাজোট এই নির্বাচনে দুই তৃতীয়াংশের বেশী আসন পেয়ে সরকার গঠন করে ৬ জানুয়ারী ২০০৯ সালে। নবম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন বসে ২০০৯ সালের ২৫ জানুয়ারী। মোঃ আবদুল হামিদ (এ্যাডভোকেট) সর্বসম্মতিক্রমে স্পীকার নির্বাচিত হন এবং ডেপুটি স্পীকার নির্বাচিত হন শওকত আলী। শেখ হাসিনা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ নেতা নির্বাচিত হন। সংসদ উপনেতা নির্বাচিত হন সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী। বেগম খালেদা জিয়া জাতীয় সংসদে বিরোধী দলীয় নেতা নির্বাচিত হন।

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম অধ্যায়

তথ্য বিশ্লেষণ, সমন্বিতকরণ

ভূমিকা:

বিজ্ঞান ভিত্তিক গবেষণা পদ্ধতির মাধ্যমে আলোচ্য গবেষণাটিতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এবং গবেষণার লক্ষ্যে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে তৈরী প্রশ্নমালার আলোকে জরিপের এই নমুনাপত্র রাজনীতিবিদগণ, বুদ্ধিজীবী, আমলা, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, শিক্ষক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, সরকারী চাকুরে, বেসরকারী চাকুরে প্রমুখ বিভিন্ন পেশাজীবী, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী, এবং হুইপগণ যারা সপ্তম ও অষ্টম জাতীয় সংসদের মাননীয় সদস্য, কমিটির সদস্য এবং সভাপতি এমন ২০০ জন উত্তরদাতার মতামত জরীপের জন্য সরল দৈবচয়িত নমুনায়ন কৌশল (simple Random Sampling) ব্যবহার করা হয়েছে গবেষণাকর্মটিতে। "বাংলাদেশের সংসদীয় কমিটির কার্যক্রম (১৯৯৬-২০০৯): একটি বিশ্লেষণ" সম্পর্কে সংসদীয় কমিটির কার্যকারিতার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য লাভ এবং প্রাপ্ত তথ্যের গুণগত ও পরিমাণগত দিক বিশ্লেষণ করে তা উপস্থাপন করা হয়েছে বিভিন্ন পাই চার্ট, বার চার্ট এবং লেখচিত্রের মাধ্যমে। তাঁদের দেয়া প্রয়োজনীয় তথ্য এবং পরামর্শ লাভের মধ্য দিয়া গবেষণা সমস্যার অন্তর্নিহিত সমাধান বের হয়ে এসেছে এবং গবেষণাটিকে লক্ষ্যে পৌঁছাতে সাহায্য করেছে।

তথ্য বিশ্লেষণ: সংসদ সদস্যদের মতামত জরীপ:

১। লিঙ্গ

সারণি : ৭.১

লিঙ্গের ভিত্তিতে জাতীয় সংসদ সদস্যদের তালিকা।

জাতীয় সংসদের নাম	পুরুষ	মহিলা	মোট সংখ্যা
সপ্তম জাতীয় সংসদ	৪৮	১২	৬০
অষ্টম জাতীয় সংসদ	৪৫	৩	৪৮
উভয় সংসদ	৮৮	৪	৯২
		মোট =	২০০

Dhaka University Institutional Repository

সাধারণ তথ্যাবলী:

বাংলাদেশের সংসদীয় কমিটির কার্যক্রম (১৯৯৬-২০০৯) এর প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটনের জন্য সপ্তম ও অষ্টম জাতীয় সংসদের সদস্যদের মধ্য হতে ২০০ জন সদস্যের মতামত জরীপের মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়। সপ্তম জাতীয় সংসদের ৬০ জন সংসদ সদস্যের মধ্যে পুরুষ ছিলেন ৪৮ জন এবং মহিলা ছিলেন ১২ জন। অষ্টম জাতীয় সংসদের ৪৮ জন সংসদ সদস্যের মধ্যে পুরুষ ছিলেন ৪৫ জন এবং মহিলা ছিলেন ৩ জন। উভয় সংসদে ৯২ জন সংসদ সদস্যের মধ্যে পুরুষ ছিলেন ৮৮ জন এবং মহিলা ছিলেন ৪ জন।

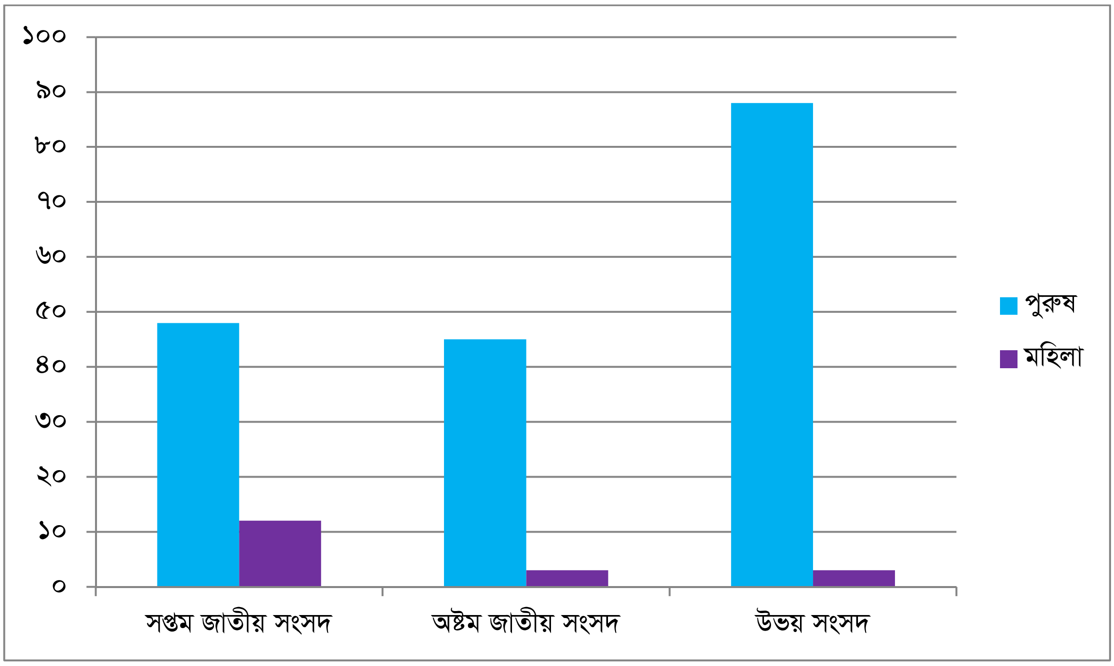

২। জন্ম তারিখ

সারণি : ৭.২

বয়স সীমার ভিত্তিতে সংসদ সদস্যদের তালিকা।

জাতীয় সংসদের নাম	বয়সের উচ্চক্রম		বয়সের নিম্নক্রম (সাল)	
	সাল	বছর	সাল	বছর
সপ্তম জাতীয় সংসদ	১৯২৪	৭২	১৯৬১	৩৫
অষ্টম জাতীয় সংসদ	১৯২৫	৭৬	১৯৭৬	২৫
উভয় সংসদ	১৯২৬	৭৩	১৯৬৬	৩৮

Dhaka University Institutional Repository

৭.২ সারণিতে দেখা যায়, সপ্তম জাতীয় সংসদের সংসদ সদস্যদের বয়সের উচ্চক্রম ১৯২৪ সাল এবং সংসদ সদস্যদের বয়সের নিম্নক্রম ১৯৬১ সাল অর্থাৎ সপ্তম জাতীয় সংসদের সংসদ সদস্যদের বয়স বেশির পক্ষে ৭২ বছর এবং কমের পক্ষে ৩৫ বছর। অপরদিকে অষ্টম জাতীয় সংসদের সংসদ সদস্যদের বয়সের উচ্চক্রম ১৯২৫ সাল এবং নিম্নক্রম ১৯৭৬ সাল অর্থাৎ অষ্টম জাতীয় সংসদের সংসদ সদস্যদের বয়স বেশির পক্ষে ৭৬ বছর এবং কমের পক্ষে ২৫ বছর। উভয় সংসদের সংসদ সদস্যদের বয়সের উচ্চক্রম ১৯২৬ সাল এবং নিম্নক্রম ১৯৬৬ সাল। অর্থাৎ উভয় সংসদে সংসদ সদস্যদের বয়স বেশির পক্ষে ৭৩ বছর এবং কমের পক্ষে ৩৮ বছর।

বয়সের উচ্চক্রম:

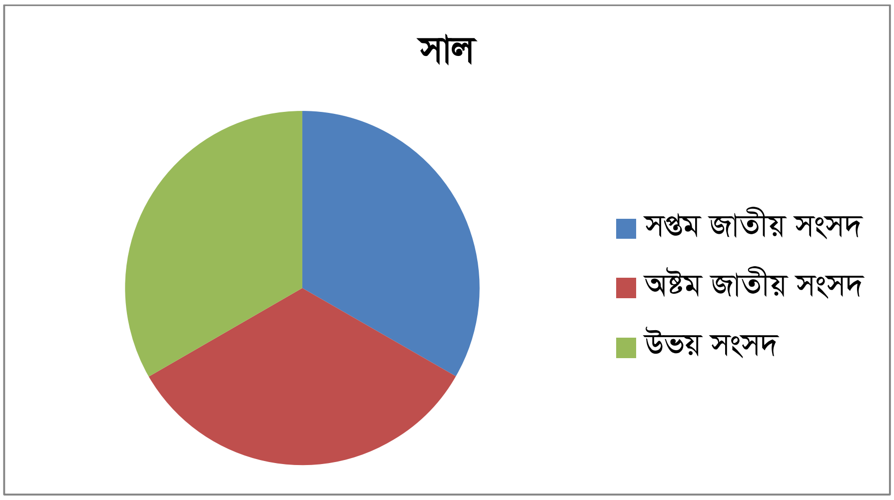

বয়সের নিম্নক্রম:

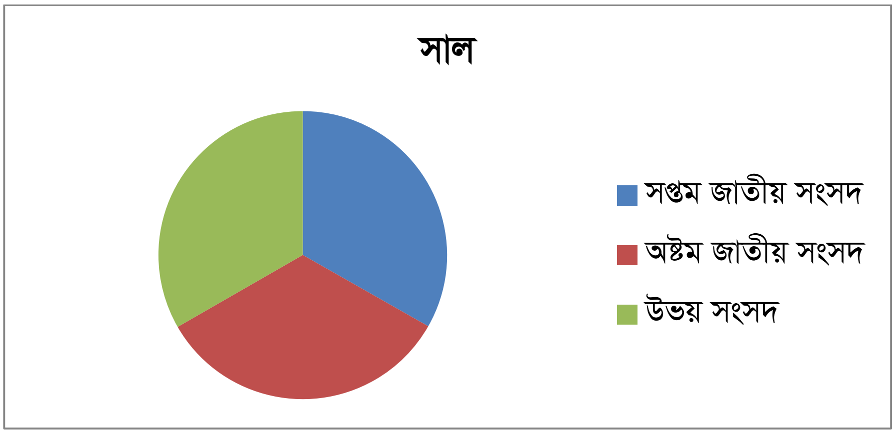

Dhaka University Institutional Repository

৩। শিক্ষাগত যোগ্যতা

সারণি : ৭.৩

শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে সংসদ সদস্যদের তালিকা।

জাতীয় সংসদের নাম	এসএসসি	এইচএসসি	স্নাতক	মাষ্টার্স	ডক্টরেট	মোট সংখ্যা
সপ্তম জাতীয় সংসদ	১	২	২৫	৩০	২	৬০
অষ্টম জাতীয় সংসদ	২	২	২৬	১৪	৪	৪৮
উভয় সংসদ	৪	৫	৫১	২৮	৪	৯২

৭.৩ সারণিতে দেখা যায়, সপ্তম জাতীয় সংসদের সংসদ সদস্যদের মধ্যে ১ জন এসএসসি, ২ জন এইচএসসি, ২৫ জন স্নাতক, ৩০ জন মার্স্টাস এবং ২ জন ডক্টরেট ছিলেন। অষ্টম জাতীয় সংসদের সংসদ সদস্যদের মধ্যে ২ জন এসএসসি, ২ জন এইচএসসি, ২৬ জন স্নাতক, ১৪ জন মার্স্টাস, ৪ জন ডক্টরেট ছিলেন। উভয় সংসদের সদস্যদের মধ্যে ৪ জন এসএসসি, ৫ জন এইচএসসি, ৫১ জন স্নাতক, ২৮ জন মার্স্টাস এবং ৪ জন ডক্টরেট ছিলেন।

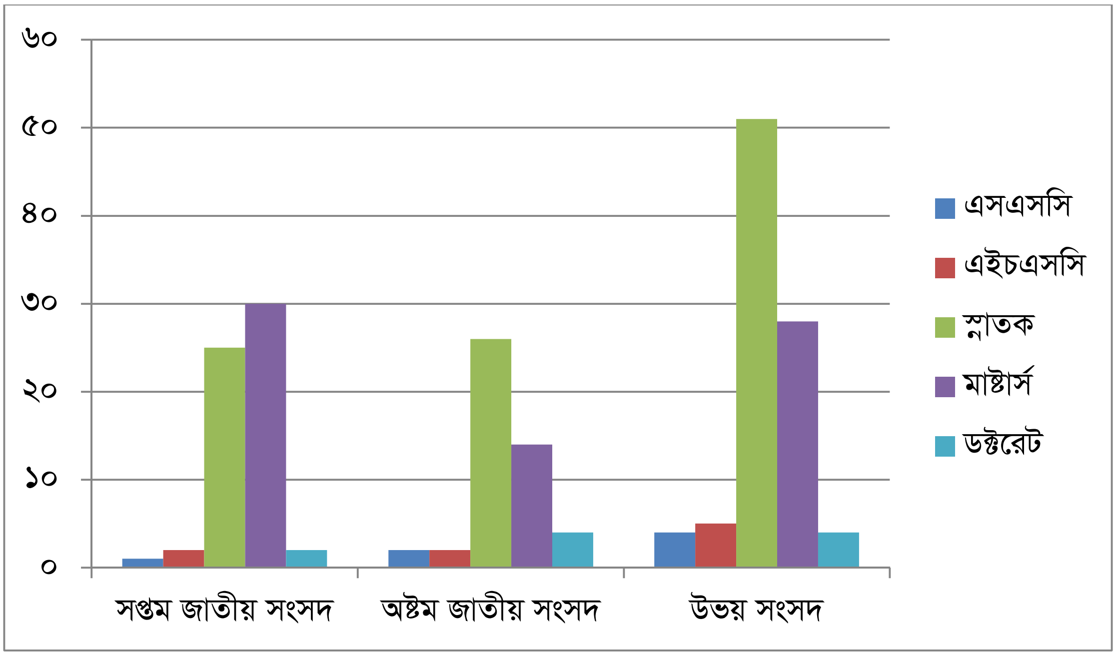

৪। জাতীয় সংসদে আসার পূর্বে পেশা কি ছিল? টিক চিহ্ন (✓) ব্যবহার করুন।

সারণি : ৭.৪

পেশার ভিত্তিতে সংসদ সদস্যদের তালিকা।

জাতীয় সংসদের নাম	সাবেক আমলা	সাবেক সেনাকর্মকর্তা	শিল্পপতি/ ব্যবসায়ী	আইনজীবী	শিক্ষক	কৃষিজীবি	রাজনীতিবিদ	ডাক্তার	সরকারী চাকুরে	বেসরকারী চাকুরে	মোট সংখ্যা
সপ্তম	১	৪	২৩	৯	৬	১	১৬	০	০	০	৬০
অষ্টম	০	৪	২১	৫	২	১৫	১	০	০	০	৪৮
উভয় সংসদ	৪	৩	৩৬	১৭	৮	১	১৭	৫	১	১	৯২

৭.৪ সারণিতে দেখা যায়, সপ্তম জাতীয় সংসদের সংসদ সদস্যদের মধ্যে সাবেক আমলা ১ জন, সাবেক সেনা কর্মকর্তা ৪ জন, শিল্পপতি/ব্যবসায়ী ২৩ জন, আইনজীবী ৯ জন, শিক্ষক ৬ জন, কৃষিজীবি ১ জন, রাজনীতিবিদ ১৬ জন ছিলেন। অষ্টম জাতীয় সংসদের সংসদ সদস্যদের মধ্যে সাবেক সেনা কর্মকর্তা ৪ জন, শিল্পপতি/ব্যবসায়ী ২১ জন, আইনজীবী ৫ জন, শিক্ষক ২ জন, কৃষিজীবি ১৫ জন, রাজনীতিবিদ ১ জন ছিলেন। উভয় জাতীয় সংসদের সদস্যদের মধ্যে সাবেক আমলা ৪ জন, সাবেক সেনা কর্মকর্তা ৩ জন, শিল্পপতি/ব্যবসায়ী ৩৬ জন, আইনজীবী ১৭ জন, শিক্ষক ৮ জন, কৃষিজীবি ১ জন, রাজনীতিবিদ ১৭ জন, ডাক্তার ৫ জন, সরকারী চাকুরে ১ জন, বেসরকারী চাকুরে ১ জন ছিলেন।

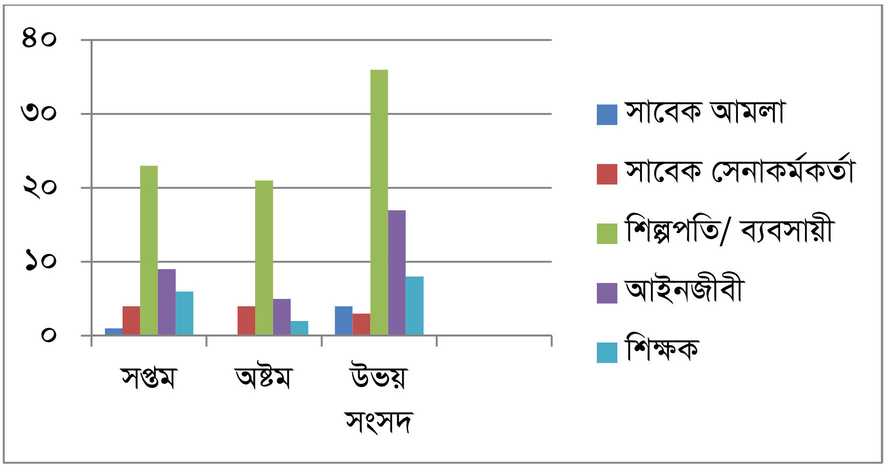

৫। দলীয় ক্ষেত্রে আপনার অবস্থান সম্পর্কে বলুন।

সারণি : ৭.৫

দলীয় ক্ষেত্রে অবস্থান ভিত্তিতে সংসদ সদস্যদের তালিকা।

জাতীয় সংসদের নাম	জেলা কমিটির সদস্য	সেন্ট্রাল কমিটির সদস্য	উভয় কমিটির সদস্য	মোট সংখ্যা
সপ্তম জাতীয় সংসদ	৪০	১৮	০২	৬০
অষ্টম জাতীয় সংসদ	৩৩	১৫	০	৪৮
উভয় সংসদ	৫১	৪১	০	৯২

৭.৫ সারণিতে দেখা যায়, সপ্তম জাতীয় সংসদের সংসদ সদস্যদের মধ্যে ৪০ জন রাজনৈতিক দলের জেলা কমিটির সদস্য, ১৮ জন সেন্ট্রাল কমিটির সদস্য, ২ জন উভয় কমিটির সদস্য। অষ্টম জাতীয় সংসদের সংসদ সদস্যদের মধ্যে ৩৩ জন রাজনৈতিক দলের জেলা কমিটির সদস্য, ১৫ জন সেন্ট্রাল কমিটির সদস্য। উভয় জাতীয় সংসদের সংসদ সদস্যদের মধ্যে ৫১ জন রাজনৈতিক দলের জেলা কমিটির সদস্য, ৪১ জন সেন্ট্রাল কমিটির সদস্য।

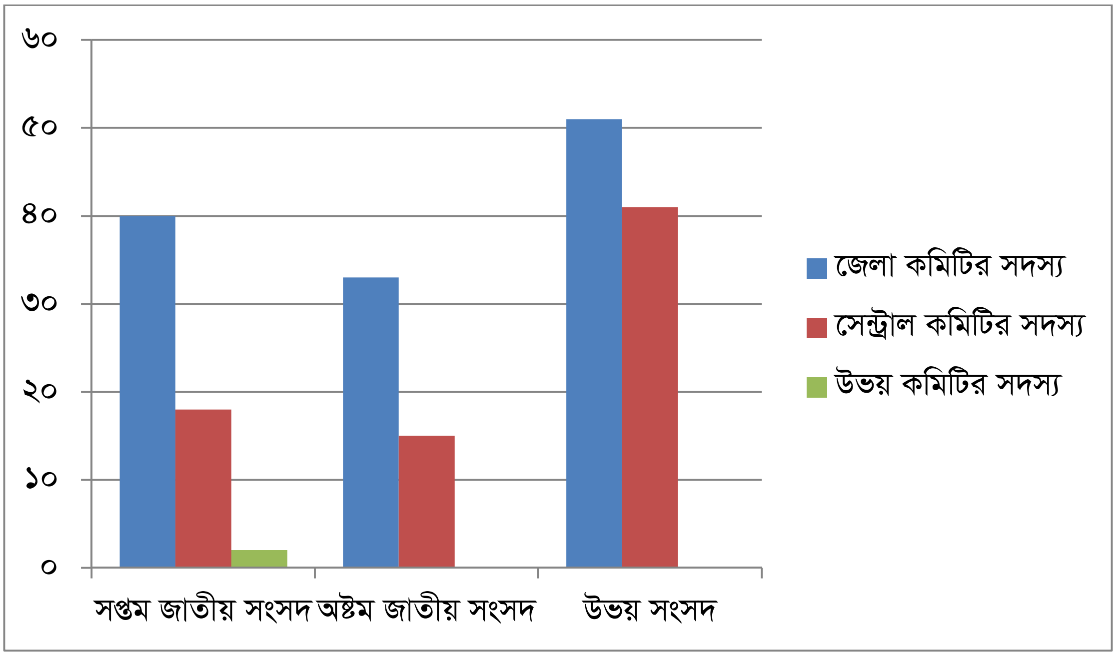

Dhaka University Institutional Repository

৬। সংসদ সদস্যদের ক্ষেত্রে দলীয় সরকারে অবস্থান।

সারণি : ৭.৬

দলীয় সরকারে সংসদ সদস্যদের তালিকা।

জাতীয় সংসদের নাম	মন্ত্রী	প্রতিমন্ত্রী	উপমন্ত্রী	সংসদ সদস্য	মোট সংখ্যা
সপ্তম জাতীয় সংসদ	৮	৬	২	৪৪	৬০
অষ্টম জাতীয় সংসদ	৭	৮	০	৩৩	৪৮
উভয় সংসদ	২১	১৮	০২	৫১	৯২

উত্তরদাতাদের নির্বাচিত সরকারে অবস্থান:

৭.৬ সারণিতে দেখা যায়, সপ্তম জাতীয় সংসদের সংসদ সদস্যদের মধ্যে ৮ জন মন্ত্রী, ৬ জন প্রতিমন্ত্রী, ২ জন উপমন্ত্রী এবং ৪৪ জন সংসদ সদস্য। অষ্টম জাতীয় সংসদের সংসদ সদস্যদের মধ্যে ৭ জন মন্ত্রী, ৮ জন প্রতিমন্ত্রী এবং ৩৩ জন সংসদ সদস্য। উভয় জাতীয় সংসদের সংসদ সদস্যদের মধ্যে ২১ জন মন্ত্রী, ১৮ জন প্রতিমন্ত্রী, ২ উপমন্ত্রী এবং ৫১ জন সংসদ সদস্য।

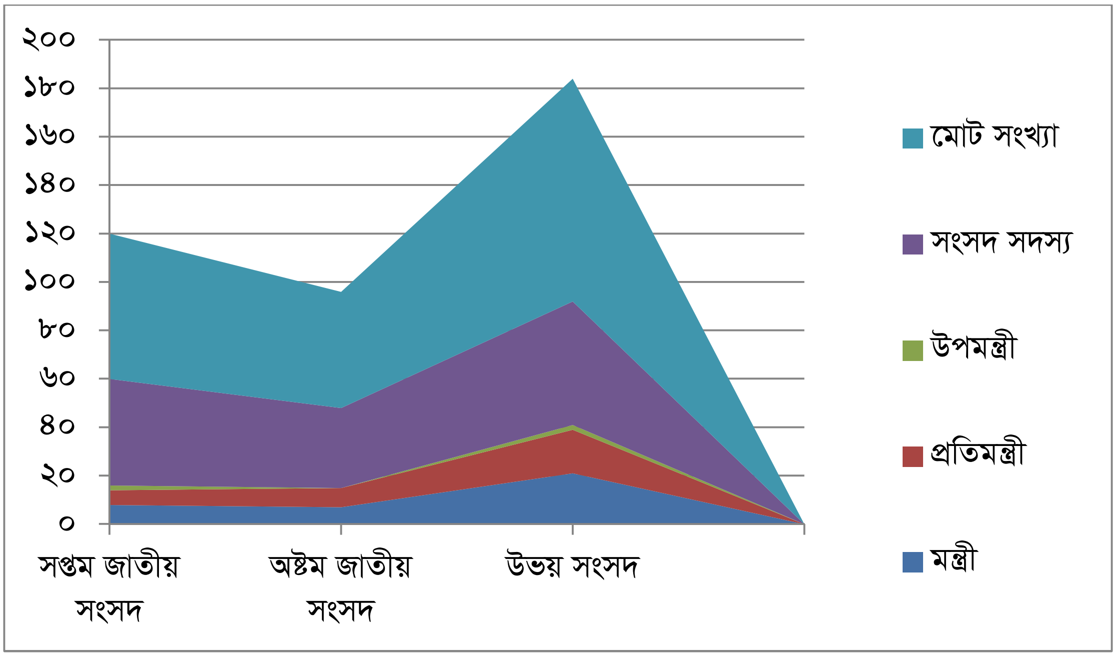

৭। আপনি কোন জাতীয় সংসদের সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন?

সারণি : ৭.৭

নির্বাচনের ভিত্তিতে সংসদ সদস্যদের তালিকা।

জাতীয় সংসদের নাম	নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা	মোট সদস্য সংখ্যা
সপ্তম জাতীয় সংসদ	৬০	২০০
অষ্টম জাতীয় সংসদ	৪৮	
উভয় সংসদে	৯২	

৭.৭ সারণিতে দেখা যায়, সপ্তম জাতীয় সংসদের ১৫২ জন সংসদ সদস্যদের মধ্যে ৬০ জন সদস্য শুধুমাত্র সপ্তম সংসদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। অষ্টম জাতীয় সংসদের সংসদের ১৪০ জন সদস্যদের মধ্যে ৪৮ জন সদস্য শুধুমাত্র অষ্টম সংসদে নির্বাচিত হন। তবে সপ্তম ও অষ্টম সংসদ এই উভয় সংসদে নির্বাচিত হয়েছেন এমন সদস্যের সংখ্যা ৯২ জন।

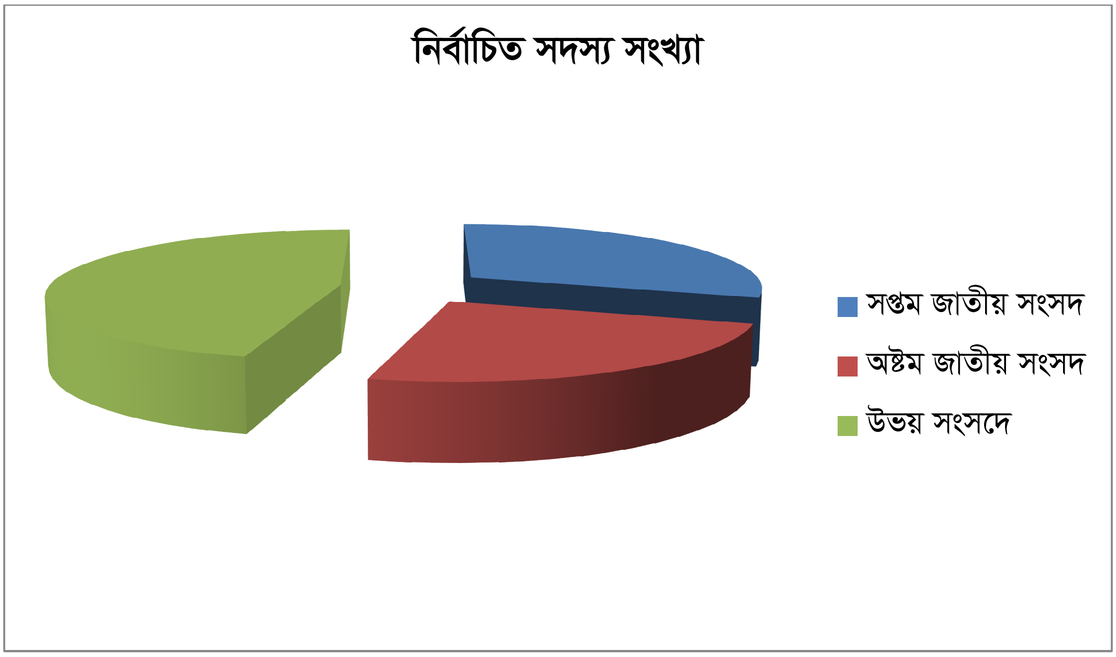

Dhaka University Institutional Repository

৮। সংসদ সদস্যদের ক্ষেত্রে সংসদে তাদের অবস্থান ।

সারণি : ৭.৮

সংসদে অবস্থানের ভিত্তিতে সংসদ সদস্যদের তালিকা।

জাতীয় সংসদের নাম	সংসদ সদস্য	চীপ হুইপ	হুইপ	বিরোধী দলের চীফ হুইপ	মোট সংখ্যা
সপ্তম জাতীয় সংসদ	৫৮	০	২	০	৬০
অষ্টম জাতীয় সংসদ	৪৬	০	২	০	৪৮
উভয় সংসদ	৯০	০	২	০	৯২

৭.৮ সারণিতে দেখা যায়, সপ্তম জাতীয় সংসদে ৫৮ জন সদস্য, ২ জন সরকার দলীয় হুইপ। অষ্টম জাতীয় সংসদে ৪৬ জন সদস্য, ২ জন সরকার দলীয় হুইপ। উভয় সংসদে ৯০ জন সদস্য, ২ জন সরকার দলীয় হুইপ।

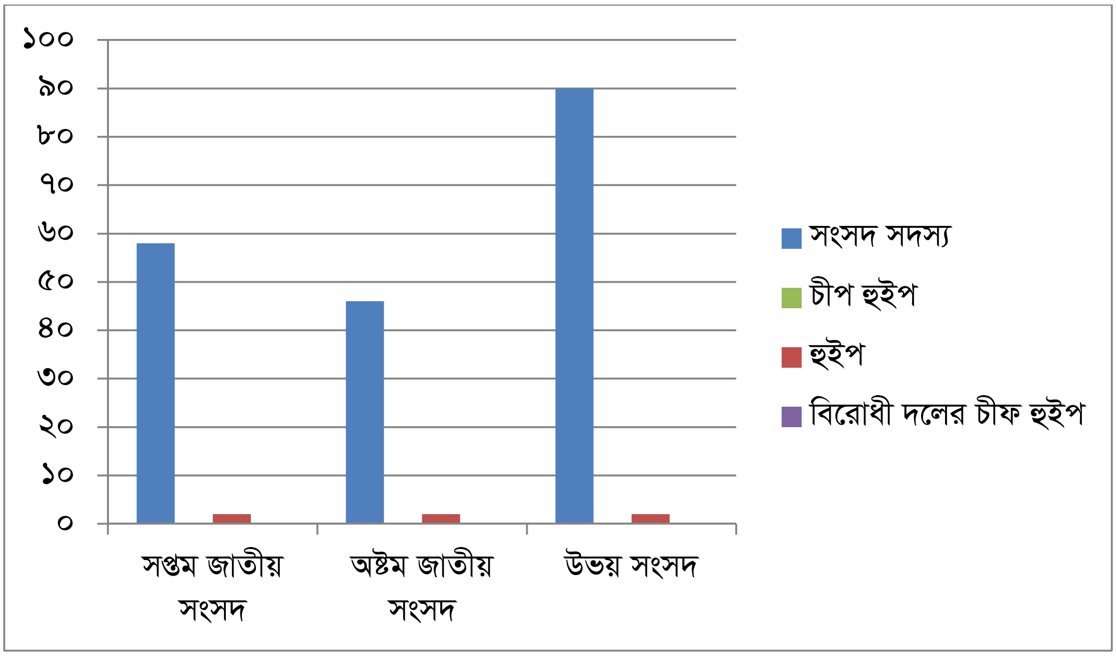

৯। সংসদ সদস্য হিসেবে আপনি কতদিন দায়িত্ব পালন করেছেন?

সারণি : ৭.৯

সংসদে দায়িত্ব পালনের কার্যকালের ভিত্তিতে সংসদ সদস্যদের তালিকা

জাতীয় সংসদের নাম	পাঁচ বছর	পাঁচ বছরের বেশী	মোট সংখ্যা
সপ্তম জাতীয় সংসদ	৩৫	২৫	৬০
অষ্টম জাতীয় সংসদ	২৬	২২	৪৮
উভয় সংসদ	০	৯২	৯২

৭.৯ সারণিতে দেখা যায়, সপ্তম জাতীয় সংসদের সংসদ সদস্যদের মধ্যে পাঁচ বছরের বেশী দায়িত্ব পালন করেছে ২৫ জন এবং পাঁচ বছর দায়িত্ব পালন করেছে ৩৫ জন। অষ্টম জাতীয় সংসদের সংসদ সদস্যদের মধ্যে পাঁচ বছরের বেশী দায়িত্ব পালন করেছে ২২ জন এবং পাঁচ বছর দায়িত্ব পালন করেছে ২৬ জন। উভয় সংসদের সংসদ সদস্যদের মধ্যে পাঁচ বছরের বেশী দায়িত্ব পালন করেছে ৯২ জন।

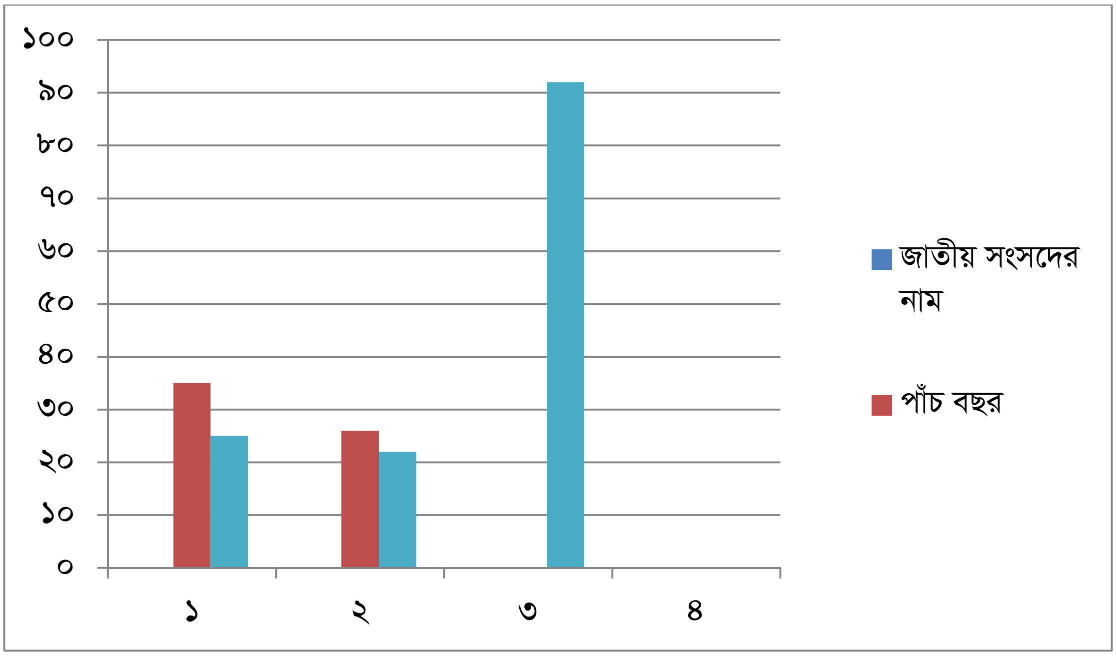

১০। আপনি কি সংসদীয় কমিটির সদস্য না সভাপতি?

সারণি : ৭.১০

সংসদীয় কমিটির সদস্য / সভাপতির ভিত্তিতে সংসদ সদস্যদের তালিকা

জাতীয় সংসদের নাম	সদস্য	সভাপতি	মোট সংখ্যা
সপ্তম জাতীয় সংসদ	৪৪	১৬	৬০
অষ্টম জাতীয় সংসদ	৩৫	১৩	৪৮
উভয় সংসদ	৬৭	২৫	৯২

৭.১০ সারণিতে দেখা যায়, সপ্তম জাতীয় সংসদের সংসদ সদস্যদের মধ্যে ৪৪ জন সংসদীয় কমিটির সদস্য, ১৬ জন সভাপতি। অষ্টম জাতীয় সংসদের সংসদ সদস্যদের মধ্যে ৩৫ জন সংসদীয় কমিটির সদস্য, ১৩ জন সভাপতি। উভয় সংসদের সংসদ সদস্যদের মধ্যে ৬৭ জন সংসদীয় কমিটির সদস্য, ২৫ জন সভাপতি।

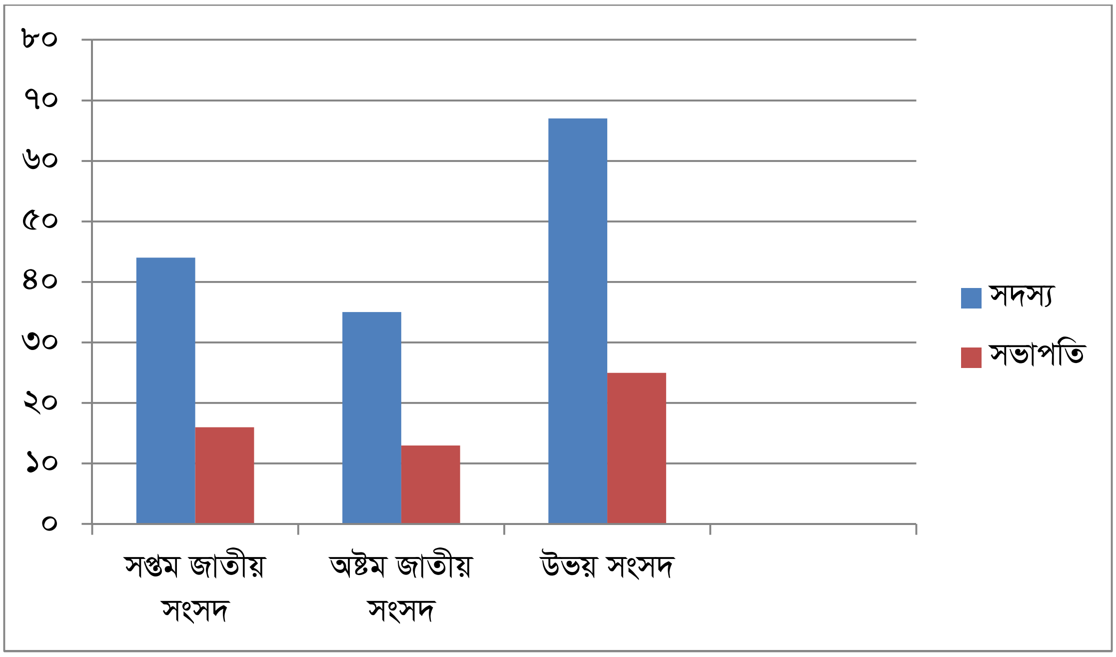

১১। আপনি কয়টি সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে দায়িত্ব পালন করেছেন?

সারণি : ৭.১১

সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে দায়িত্ব পালন সম্পর্কে সংসদ সদস্যদের মতামত।

জাতীয় সংসদের নাম	একটিমাত্র কমিটিতে	একাধিক কমিটিতে	মোট সংখ্যা
সপ্তম জাতীয় সংসদ	২৭	৩৩	৬০
অষ্টম জাতীয় সংসদ	২২	২৬	৪৮
উভয় সংসদ	১৯	৭৩	৯২

৭.১১ সারণিতে দেখা যায়, সপ্তম জাতীয় সংসদের সংসদ সদস্যদের মধ্যে একাধিক কমিটিতে দায়িত্ব পালন করেন ৩৩ জন সদস্য, ২৭ জন সদস্য একটিমাত্র কমিটিতে দায়িত্ব পালন করেন। অপরদিকে অষ্টম জাতীয় সংসদের সংসদ সদস্যদের মধ্যে একাধিক কমিটিতে দায়িত্ব পালন করেন ২৬ জন সদস্য এবং ২২ জন সদস্য একটিমাত্র কমিটিতে দায়িত্ব পালন করেন। উভয় সংসদের সংসদ সদস্যদের মধ্যে একাধিক কমিটিতে দায়িত্ব পালন করেন ৭৩ জন সদস্য, ১৯ জন সদস্য একটিমাত্র কমিটিতে দায়িত্ব পালন করেন।

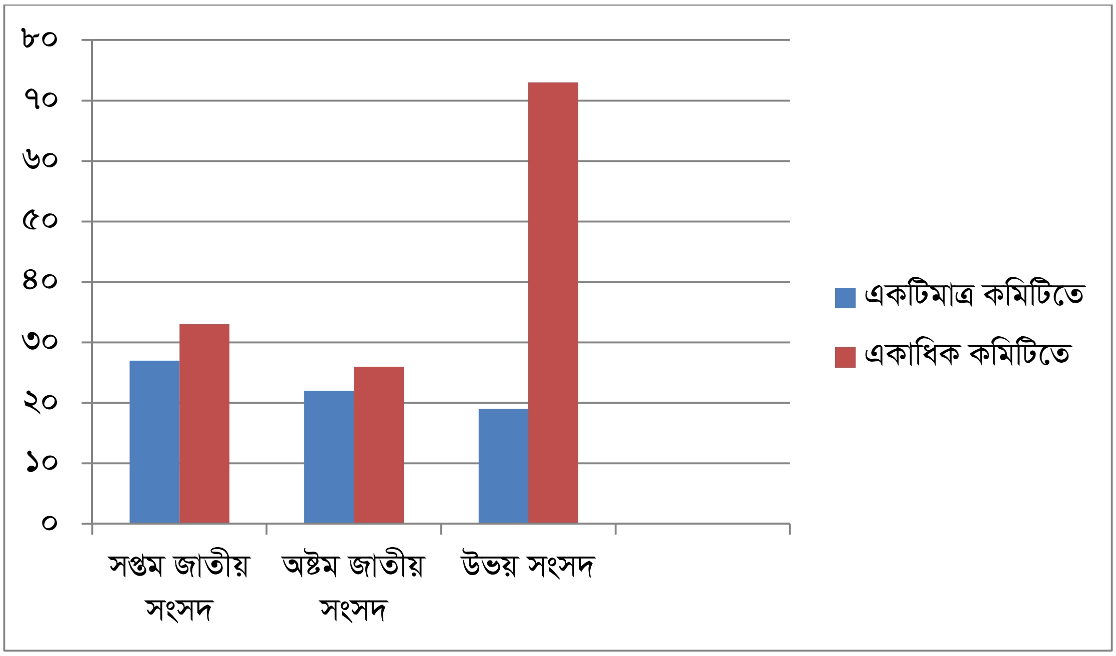

১২। সংসদীয় কমিটির সভা নিয়মিত হয় কিনা?

সারণি : ৭.১২

সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভা নিয়মিত হওয়া সম্পর্কে সংসদ সদস্যদের মতামত।

জাতীয় সংসদের নাম	হ্যাঁ	না	মোট সংখ্যা
সপ্তম জাতীয় সংসদ	৫৮	২	৬০
অষ্টম জাতীয় সংসদ	৪৪	৪	৪৮
উভয় সংসদ	৭৮	১৪	৯২

৭.১২ সারণিতে দেখা যায়, সপ্তম জাতীয় সংসদের সংসদ সদস্যদের মধ্যে সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভা নিয়মিত হয় এ সম্পর্কে হ্যাঁ বলেন ৫৮ জন সদস্য এবং না বলেন ২ জন সদস্য। অষ্টম জাতীয় সংসদের সংসদ সদস্যদের মধ্যে সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভা নিয়মিত হয় এ সম্পর্কে হ্যাঁ বলেন ৪৪ জন সদস্য, না বলেন ৪ জন সদস্য। অপরদিকে উভয় সংসদের সংসদ সদস্যদের মধ্যে সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভা নিয়মিত হয় এ সম্পর্কে হ্যাঁ বলেন ৭৮ জন সদস্য এবং না বলেন ১৪ জন সদস্য।

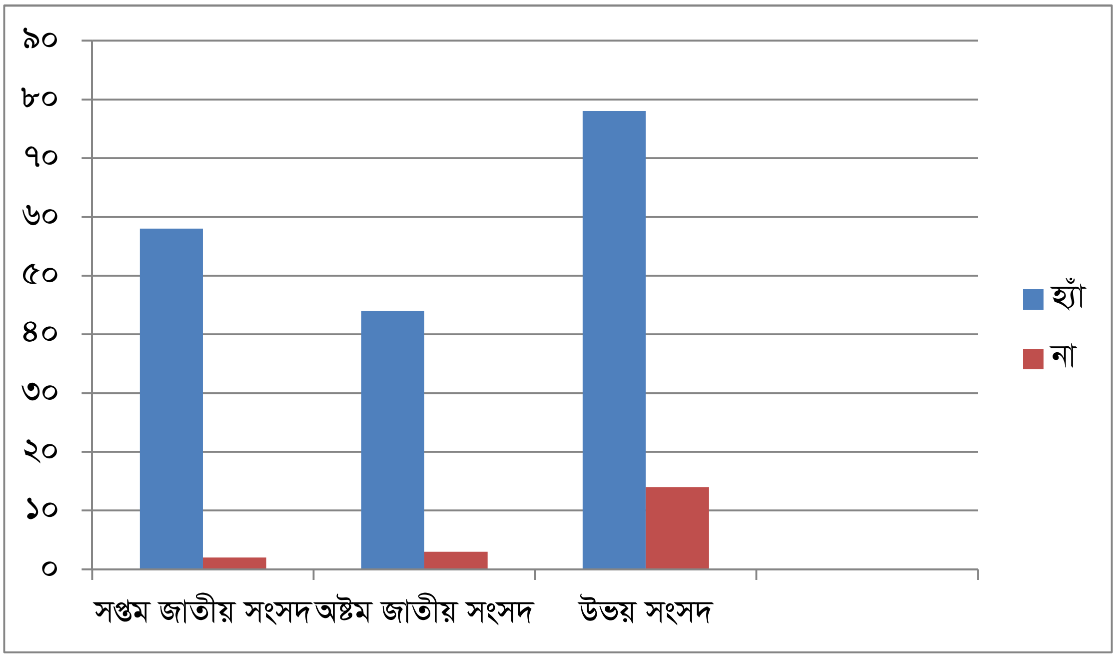

১৩। কমিটির সভায় আপনি কি নিয়মিত উপস্থিত থাকেন?

সারণি : ৭.১৩

কমিটির সভায় নিয়মিত উপস্থিতি হওয়া সম্পর্কে সংসদ সদস্যদের মতামতের তালিকা।

জাতীয় সংসদের নাম	হ্যাঁ	না	মোট সংখ্যা
সপ্তম জাতীয় সংসদ	৫৮	০২	৬০
অষ্টম জাতীয় সংসদ	৪৫	৩	৪৮
উভয় সংসদ	৭৮	১৪	৯২

৭.১৩ সারণিতে দেখা যায়, সপ্তম জাতীয় সংসদের সংসদ সদস্যদের মধ্যে সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভায় নিয়মিত উপস্থিত থাকেন এ সম্পর্কে হ্যাঁ বলেন ৫৮ জন সদস্য এবং না বলেন ০২ জন সদস্য। অষ্টম জাতীয় সংসদের সংসদ সদস্যদের মধ্যে সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভায় নিয়মিত উপস্থিত থাকেন এ সম্পর্কে হ্যাঁ বলেন ৪৫ জন সদস্য, না বলেন ৩ জন সদস্য। উভয় জাতীয় সংসদের সংসদ সদস্যদের মধ্যে সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভায় নিয়মিত উপস্থিত থাকেন এ সম্পর্কে হ্যাঁ বলেন ৭৮ জন সদস্য, না বলেন ১৪ জন সদস্য।

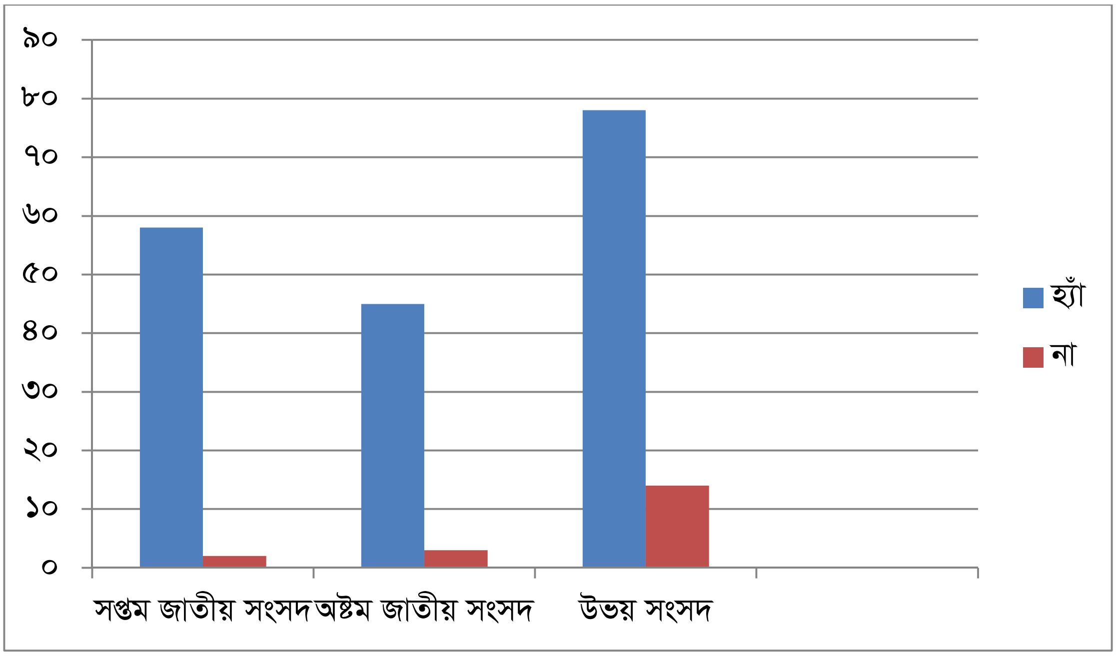

১৪। কমিটির সভাপতি জাতীয় সংসদ কর্তৃক মনোনীত হন সরকারী দল থেকে, বিরোধী দল থেকে, না উভয় দল থেকে?

সারণি : ৭.১৪

কমিটিসমূহের সভাপতির মনোনয়নের তথ্য সম্পর্কিত মতামতের তালিকা।

জাতীয় সংসদের নাম	সরকারী দল	বিরোধী দল	উভয় দল	মোট সংখ্যা
সপ্তম জাতীয় সংসদ	২৫	০	৩৫	৬০
অষ্টম জাতীয় সংসদ	৪৪	০	০৪	৪৮
উভয় সংসদ	৩৫	০	৫৭	৯২

৭.১৪ সারণিতে দেখা যায়, সপ্তম জাতীয় সংসদের সরকারী দল থেকে সভাপতির মনোনয়ন সম্পর্কে বলেছেন ২৫ জন এবং উভয় দল থেকে মনোনয়ন সম্পর্কে বলেছেন ৩৫ জন। অষ্টম জাতীয় সংসদে সরকারী দল থেকে সভাপতির মনোনয়ন সম্পর্কে বলেছেন ৪৪ জন এবং উভয় দল থেকে মনোনয়ন সম্পর্কে বলেছেন ০৪ জন। উভয় সংসদে সরকারী দল থেকে সভাপতির মনোনয়ন সম্পর্কে বলেছেন ৩৫ জন এবং উভয় দল থেকে মনোনয়ন সম্পর্কে বলেছেন ৫৭ জন।

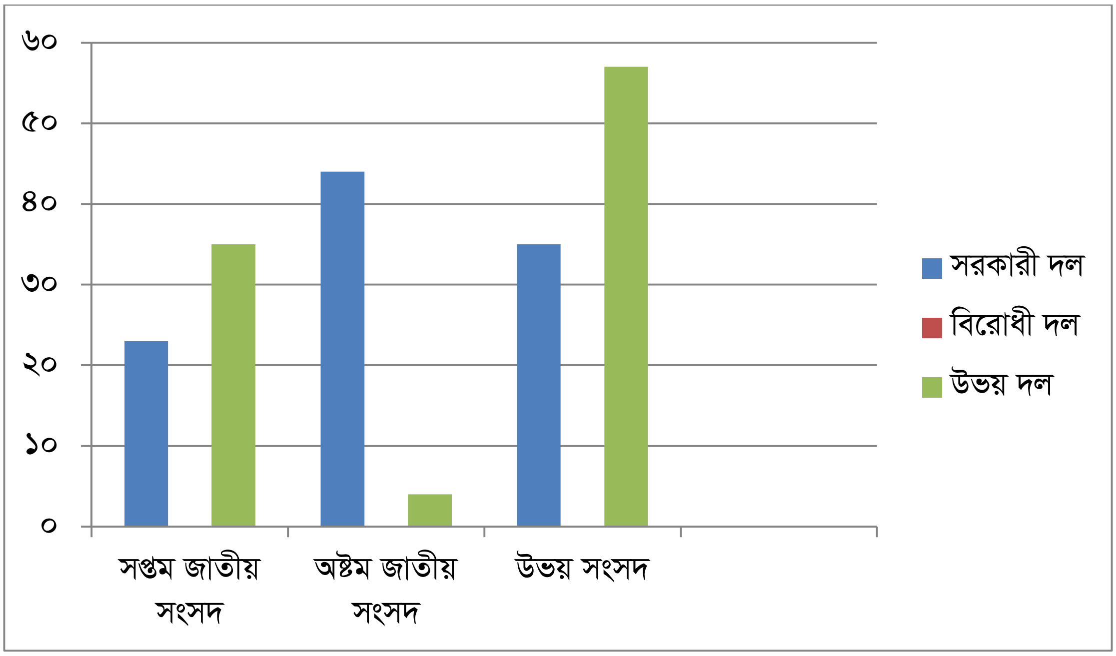

১৫। সংসদীয় কমিটিসমূহে বিরাজমান কার্য-পরিবেশ সম্পর্কে নিম্নলিখিত যে কোন একটি বিষয়ের উপর টিক চিহ্ন দিন।

১. কমিটির সদস্যদের মধ্যে দলীয় কঠোর মনোভাবাপন্ন পরিবেশে আলোচনা অনুষ্ঠান।

২. কমিটিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সদস্যদের মধ্যে সুসম্পর্ক বিরাজমান পরিবেশে আলোচনা অনুষ্ঠান।

৩. কমিটিতে বৈরিতাপূর্ণ পরিবেশে সদস্যদের আলোচনা অনুষ্ঠান।

সারণি : ৭.১৫
কমিটিসমূহের কার্য-পরিবেশ সম্পর্কে সংসদ সদস্যদের মতামতের তালিকা

কাজের পরিবেশ	সপ্তম জাতীয় সংসদ	অষ্টম জাতীয় সংসদ	উভয় সংসদ
১. কমিটির সদস্যদের মধ্যে দলীয় কঠোর মনোভাবাপন্ন পরিবেশে আলোচনা অনুষ্ঠান।	৮	৩	৫
২. কমিটিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সদস্যদের মধ্যে সুসম্পর্ক বিরাজমান পরিবেশে আলোচনা অনুষ্ঠান।	৫১	৪৫	৮৩
৩. কমিটিতে বৈরীতাপূর্ণ পরিবেশে সদস্যদের আলোচনা অনুষ্ঠান।	১	০	৪

৭.১৫ সারণিতে দেখা যায়, সপ্তম, অষ্টম ও উভয় জাতীয় সংসদের সদস্যগণ কমিটিসমূহের কার্য-পরিবেশ সম্পর্কে মতামত প্রদান করেন যথাক্রমে-

১. সংসদীয় কমিটির সদস্যদের মধ্যে দলীয় কঠোর মনোভাবাপন্ন পরিবেশে আলোচনা অনুষ্ঠান সম্পর্কে মতামত প্রদান করেন সপ্তম সংসদে ৮ জন, অষ্টম সংসদে ৩ জন এবং উভয় সংসদে ৫ জন।

২. কমিটিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সদস্যদের মধ্যে সু-সম্পর্ক বিরাজমান পরিবেশে আলোচনা অনুষ্ঠান সম্পর্কে মতামত প্রদান করেন সপ্তম সংসদে ৫১ জন, অষ্টম সংসদে ৪৫ জন এবং উভয় সংসদে ৮৩ জন।

৩. কমিটিতে বৈরিতাপূর্ণ পরিবেশে সদস্যদের আলোচনা অনুষ্ঠান সম্পর্কে মতামত প্রদান করেন সপ্তম সংসদে ১ জন এবং উভয় সংসদে ৪ জন।

Dhaka University Institutional Repository

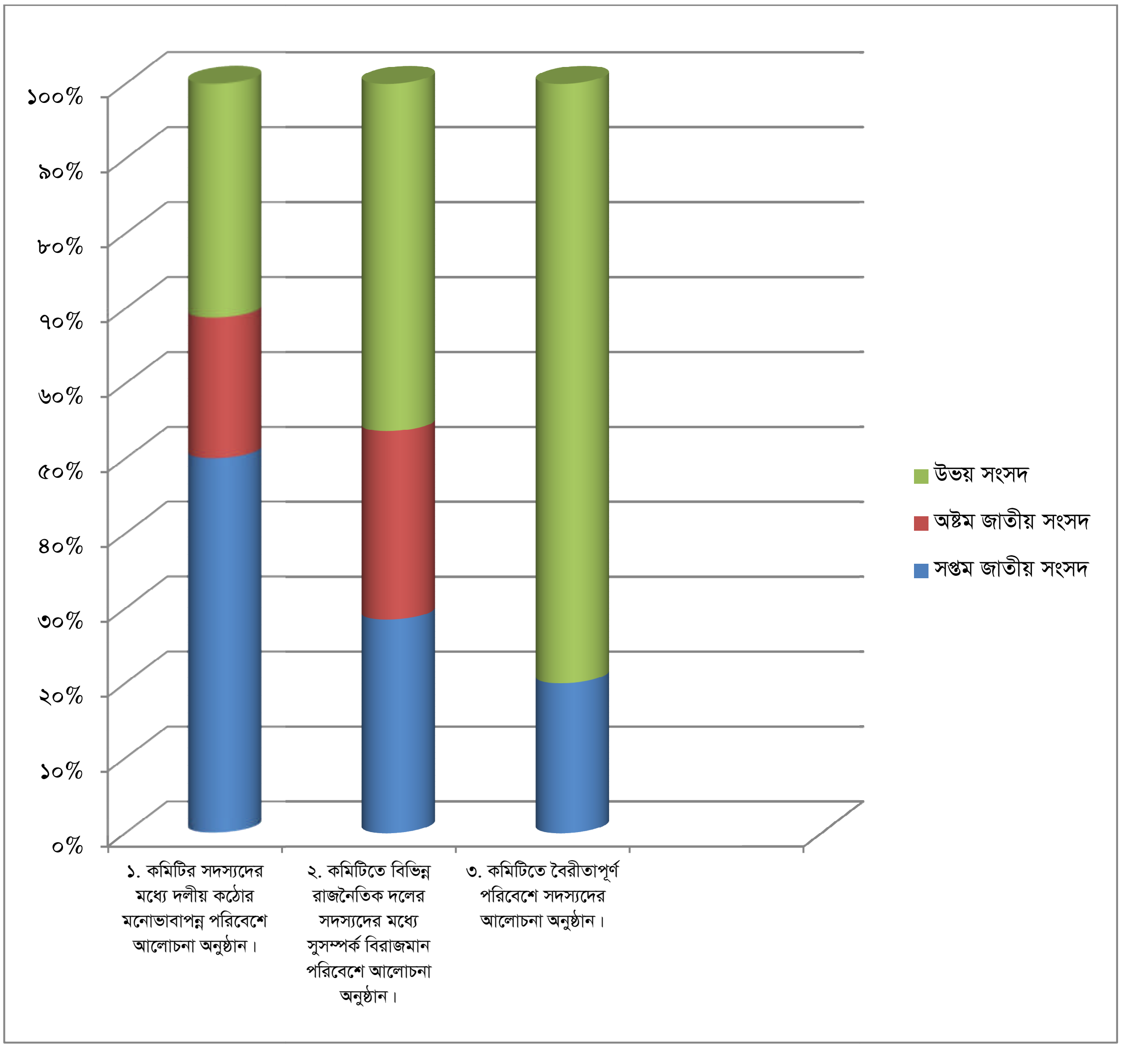
১০০%
৯০%
৮০%
৭০%
৬০%
৫০%
৪০%
৩০%
২০%
১০%
০%
১. কমিটির সদস্যদের মধ্যে দলীয় কঠোর মনোভাবাপন্ন পরিবেশে আলোচনা অনুষ্ঠান।
২. কমিটিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সদস্যদের মধ্যে সুসম্পর্ক বিরাজমান পরিবেশে আলোচনা অনুষ্ঠান।
৩. কমিটিতে বৈরীতাপূর্ণ পরিবেশে সদস্যদের আলোচনা অনুষ্ঠান।
উভয় সংসদ
অষ্টম জাতীয় সংসদ
সপ্তম জাতীয় সংসদ

১৬। কমিটির সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নিচের কোন বিষয়টি কাজ করেছে? তার পাশে টিক(✓) চিহ্ন দিন।

১. কমিটির সদস্যগণের নির্দলীয় মনোভাব পোষণের মধ্য দিয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

২. সরকারী ও বিভিন্ন বিরোধী রাজনৈতিক দলের সদস্যদের ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

৩. বিরোধী দলকে প্রাধান্য না দিয়ে সরকারী দলের স্বেচ্ছাচারিতায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

৪. রাষ্ট্রকে অধিক গুরুত্বদানের মধ্য দিয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

সারণি : ৭.১৬

সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে

বিষয়	সপ্তম জাতীয় সংসদ	অষ্টম জাতীয় সংসদ	উভয় সংসদ
১. কমিটির সদস্যগণের নির্দলীয় মনোভাব পোষণের মধ্য দিয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।	৩	৪	৫
২. সরকারী ও বিভিন্ন বিরোধী রাজনৈতিক দলের সদস্যদের ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।	৫০	৩৯	৭৯
৩. বিরোধী দলকে প্রাধান্য না দিয়ে সরকারী দলের স্বেচ্ছাচারিতায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।	১	৪	২
৪. রাষ্ট্রকে অধিক গুরুত্ব দানের মধ্য দিয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।	৬	১	৬

৭.১৬ সারণিতে দেখা যায়, সপ্তম, অষ্টম ও উভয় সংসদের সদস্যগণ যথাক্রমে-

১. কমিটির সদস্যগনের নির্দলীয় মনোভাব পোষণের মধ্য দিয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে বলে মতামত প্রদান করেন সপ্তম সংসদে ৩ জন, অষ্টম সংসদে ৪ জন এবং উভয় সংসদে ৫ জন।

২. সরকারী ও বিভিন্ন বিরোধী রাজনৈতিক দলের সদস্যদের ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে বলে মতামত প্রদান করেন সপ্তম সংসদে ৫০ জন, অষ্টম সংসদে ৩৯ জন এবং উভয় সংসদে ৭৯ জন।

৩. বিরোধী দলকে প্রাধান্য না দিয়ে সরকারী দলের স্বেচ্ছাচারিতায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে বলে মতামত প্রদান করেন সপ্তম সংসদে ১ জন, অষ্টম সংসদে ৪ জন এবং উভয় সংসদে ২ জন।

Dhaka University Institutional Repository

৪. রাষ্ট্রকে অধিক গুরুত্ব দানের মধ্য দিয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে বলে মতামত প্রদান করেন সপ্তম সংসদে ৬ জন, অষ্টম সংসদে ১ জন এবং উভয় সংসদে ৬ জন।

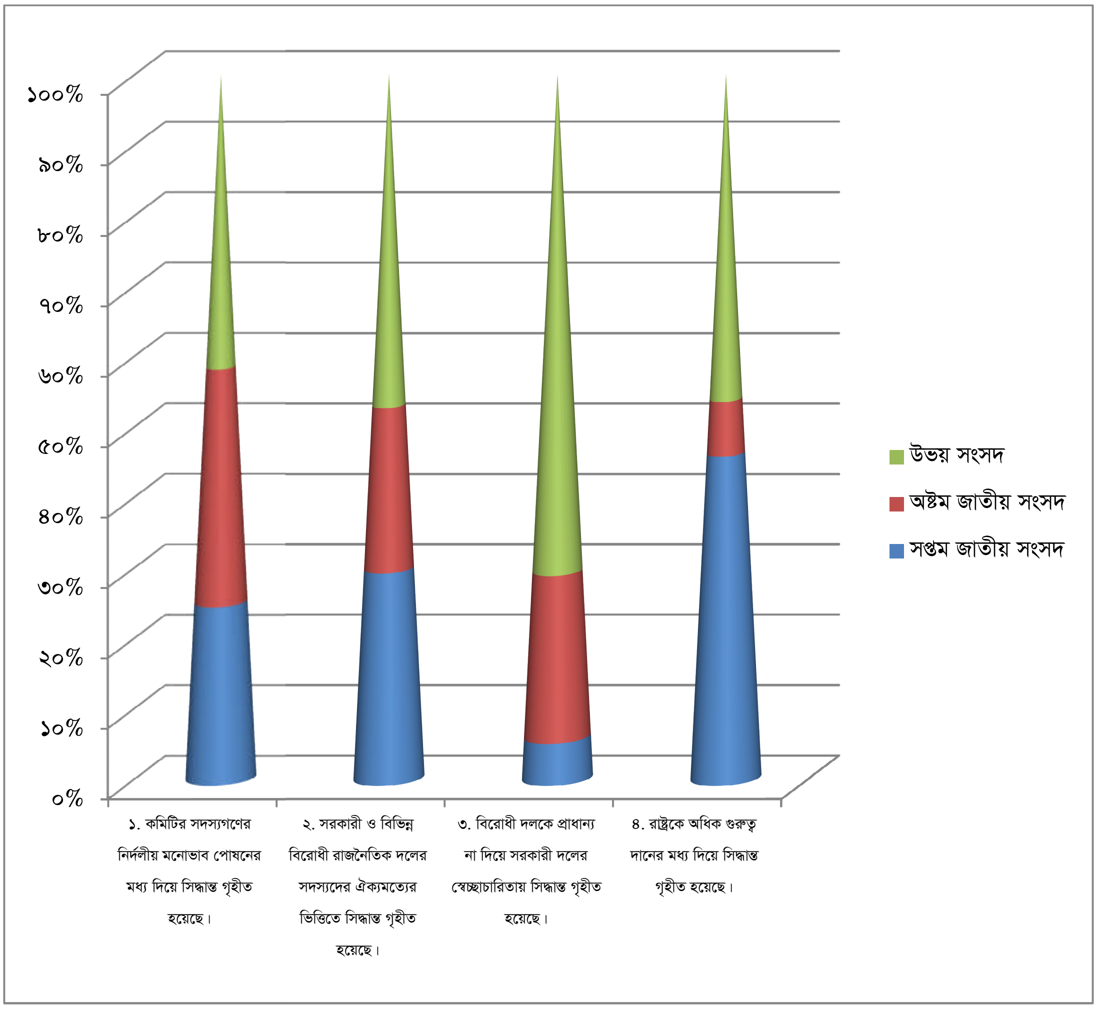

Dhaka University Institutional Repository

১৭। জাতীয় সংসদে বিল পাশের ক্ষেত্রে কমিটিতে কি আলোচনা হয়েছে, না আলোচনা ছাড়াই জাতীয় সংসদে বিল পাশ হয়েছে নিম্নের হ্যাঁ বা না এর উপর টিক চিহ্ন (✓)দিন? হ্যাঁ না

সারণি : ৭.১৭

বিল পাশের ক্ষেত্রে

জাতীয় সংসদের নাম	হ্যাঁ	না	মোট সংখ্যা
সপ্তম জাতীয় সংসদ	৬০	০	৬০
অষ্টম জাতীয় সংসদ	৪৭	১	৪৮
উভয় সংসদ	৯০	২	৯২

৭.১৭ সারণিতে দেখা যায়, সপ্তম জাতীয় সংসদের সংসদ সদস্যদের মধ্যে কমিটিতে বিল পাশের ক্ষেত্রে হ্যাঁ বলেন ৬০ জন সদস্য। অষ্টম জাতীয় কমিটিতে বিল পাশের ক্ষেত্রে হ্যাঁ বলেন ৪৭ জন সদস্য এবং না বলেন ১ জন সদস্য। উভয় সংসদের কমিটিতে বিল পাশের ক্ষেত্রে হ্যাঁ বলেন ৯০ জন সদস্য এবং না বলেন ২ জন সদস্য।

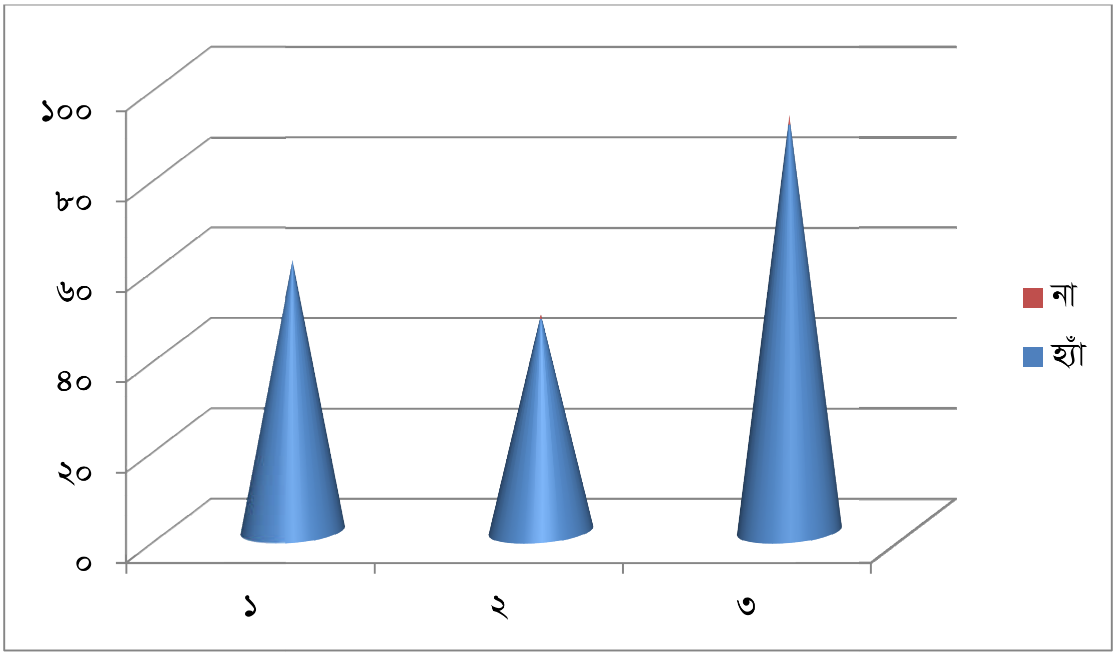

১৮। জাতীয় সংসদের কমিটিতে আপনি কি মুক্তভাবে বক্তব্য রেখেছেন? হ্যাঁ না

সারণি : ৭.১৮

সংসদে মুক্ত বক্তব্যের ক্ষেত্রে

জাতীয় সংসদের নাম	হ্যাঁ	না	মোট সংখ্যা
সপ্তম জাতীয় সংসদ	৬০	০	৬০
অষ্টম জাতীয় সংসদ	৪৮	০	৪৮
উভয় সংসদ	৯২	০	৯২

৭.১৮ সারণিতে দেখা যায়, সপ্তম জাতীয় সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্যদের কমিটির আলোচনায় মুক্ত বক্তব্য রাখার ক্ষেত্রে মতামত প্রদানে হ্যাঁ বলেন ৬০ জন সদস্য। অষ্টম জাতীয় সংসদীয় কমিটির সদস্যদের কমিটিতে আলোচনায় মুক্ত বক্তব্য রাখার ক্ষেত্রে মতামত প্রদানে হ্যাঁ বলেন ৪৮ জন সদস্য। উভয় সংসদের সদস্যদের কমিটিতে আলোচনায় মুক্ত বক্তব্য রাখার ক্ষেত্রে মতামত প্রদানে হ্যাঁ বলেন ৯২ জন সদস্য।

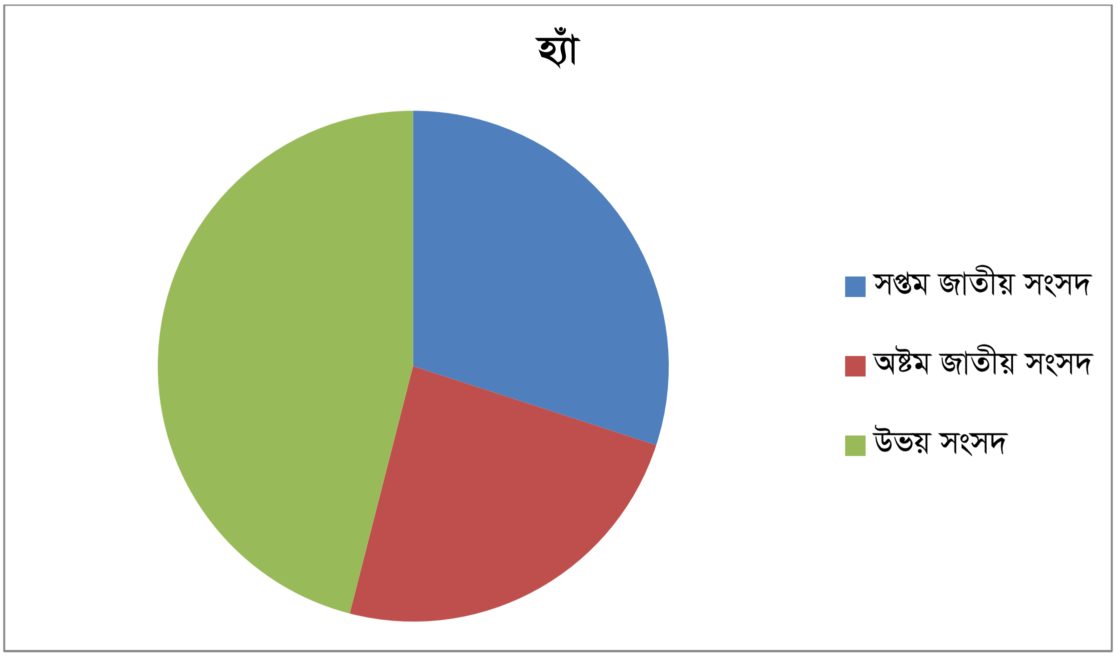

Dhaka University Institutional Repository

১৯। জাতীয় সংসদের কমিটি ব্যবস্থার আলোচনা মুক্ত, ন্যায়ত, না সীমাবদ্ধ?

মুক্ত	ন্যায়ত	সীমাবদ্ধ

সারণি : ৭.১৯

জাতীয় সংসদের কমিটি ব্যবস্থার আলোচনা মুক্ত, ন্যায়ত না সীমাবদ্ধ তা সম্পর্কে সংসদ সদস্যদের মতামতের তালিকা।

জাতীয় সংসদের নাম	মুক্ত	ন্যায়ত	সীমাবদ্ধ	কোন তথ্য নেই	মোট সংখ্যা
সপ্তম জাতীয় সংসদ	৪৩	১৭	০	০	৬০
অষ্টম জাতীয় সংসদ	৩৩	১৫	০	০	৪৮
উভয় সংসদ	৫৭	৩৫	০	০	৯২

৭.১৯ সারণিতে দেখা যায়, সপ্তম জাতীয় সংসদে সংসদীয় কমিটির সদস্যদের কমিটিতে আলোচনায় বক্তব্য রাখার ক্ষেত্রে মতামত প্রদানকে মুক্ত বলেছেন ৪৩ জন সদস্য, ন্যায়ত বলেছেন ১৭ জন সদস্য। অষ্টম জাতীয় সংসদে কমিটিতে আলোচনায় বক্তব্য রাখার ক্ষেত্রে মতামত প্রদানকে মুক্ত বলেছেন ৩৩ জন সদস্য, ন্যায়ত বলেছেন ১৫ জন সদস্য। উভয় সংসদে কমিটির আলোচনাকে মুক্ত বলেছেন ৫৭ জন সদস্য, ন্যায়ত বলেছেন ৩৫ জন সদস্য।

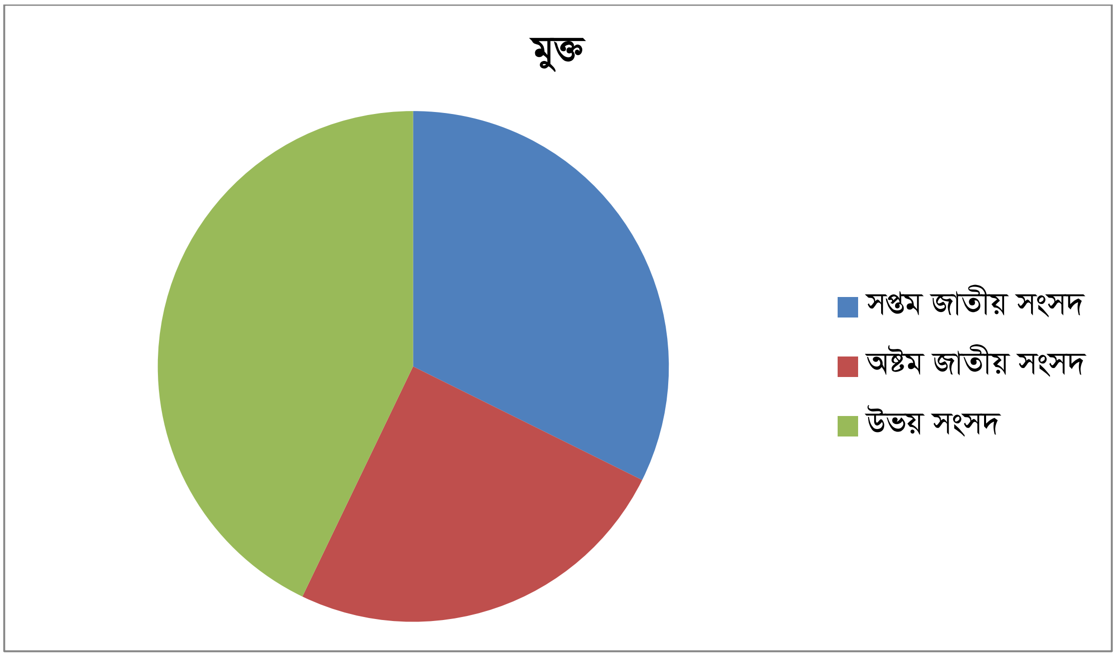

Dhaka University Institutional Repository

২০। আপনি সপ্তাহে / মাসে কত দিন জাতীয় সংসদের লাইব্রেরী ব্যবহার করেন?

সারণি : ৭.২০

লাইব্রেরী ব্যবহারের ক্ষেত্রে সংসদ সদস্যদের মতামতের তালিকা।

জাতীয় সংসদের নাম	সপ্তাহে একবার	সপ্তাহে একাধিকবার	মাসে একবার	মাসে একাধিকবার	মোট সংখ্যা
সপ্তম জাতীয় সংসদ	১৫	৫	৩৫	৫	৬০
অষ্টম জাতীয় সংসদ	৪	২	৩৯	৩	৪৮
উভয় সংসদ	৪	১৫	৫৬	১৭	৯২

৭.২০ সারণিতে দেখা যায়, সপ্তম জাতীয় সংসদের কমিটির সদস্যগণ জাতীয় সংসদের লাইব্রেরী ব্যবহারের ক্ষেত্রে সপ্তাহে একবার ব্যবহার করেন ১৫ জন সদস্য, একাধিকবার ব্যবহার করেন ৫ জন সদস্য, মাসে একবার ব্যবহার করেন ৩৫ জন সদস্য, মাসে একাধিকবার ৫ জন সদস্য। অপরপক্ষে, অষ্টম জাতীয় সংসদে জাতীয় সংসদের লাইব্রেরী ব্যবহার করার ক্ষেত্রে সপ্তাহে একবার ব্যবহার করেন ৪ জন সদস্য এবং সপ্তাহে একাধিকবার ব্যবহার করেন ২ জন সদস্য, মাসে একবার ব্যবহার করেন ৩৯ জন সদস্য এবং মাসে একাধিকবার ব্যবহার করেন ৩ জন সদস্য। উভয় সংসদে জাতীয় সংসদের লাইব্রেরী ব্যবহারের ক্ষেত্রে সপ্তাহে একবার ব্যবহার করেন ৪ জন সদস্য এবং সপ্তাহে একাধিকবার ব্যবহার করেন ১৫ জন সদস্য, মাসে একবার ব্যবহার করেন ৫৬ জন সদস্য এবং মাসে একাধিকবার ব্যবহার করেন ১৭ জন সদস্য।

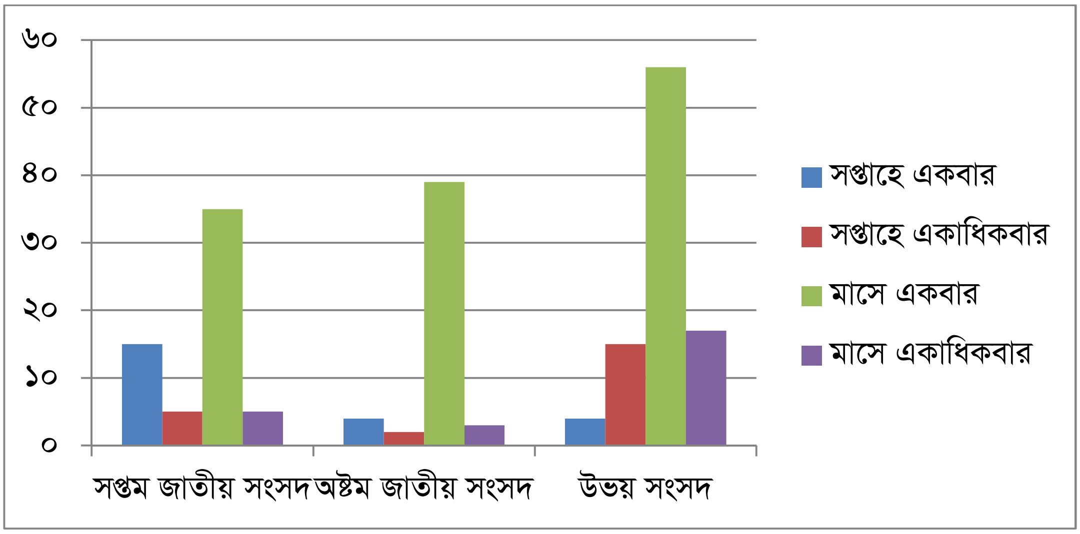

২১। জাতীয় সংসদে লাইব্রেরীতে অবস্থিত গবেষণা ও শিক্ষা ইউনিট কি আপনি কখনও ব্যবহার করেছেন?

সারণি : ৭.২১

জাতীয় সংসদের লাইব্রেরীতে অবস্থিত গবেষণা ও শিক্ষা ইউনিট ব্যবহার সম্পর্কে সংসদ সদস্যদের মতামতের তালিকা

জাতীয় সংসদের নাম	হ্যাঁ	না	মোট সংখ্যা
সপ্তম জাতীয় সংসদ	২৭	৩৩	৬০
অষ্টম জাতীয় সংসদ	১২	৩৬	৪৮
উভয় সংসদ	২৩	৬৯	৯২

৭.২১ সারণিতে দেখা যায়, সপ্তম জাতীয় সংসদের কমিটির সদস্যদের জাতীয় সংসদের সদস্যদের লাইব্রেরীতে অবস্থিত গবেষণা ও শিক্ষা ইউনিট ব্যবহার করার ক্ষেত্রে মতামত প্রদানে হ্যাঁ বলেন ২৭ জন সদস্য, না বলেন ৩৩ জন সদস্য। অষ্টম জাতীয় সংসদে সংসদীয় কমিটির সদস্যদের গবেষণা ও শিক্ষা ইউনিট ব্যবহারের ক্ষেত্রে মতামত প্রদানে হ্যাঁ বলেন ১২ জন সদস্য, না বলেন ৩৬ জন সদস্য। উভয় সংসদের সদস্যদের গবেষণা ও শিক্ষা ইউনিট ব্যবহারের ক্ষেত্রে মতামত প্রদানে হ্যাঁ বলেন ২৩ জন সদস্য, না বলেন ৬৯ জন সদস্য।

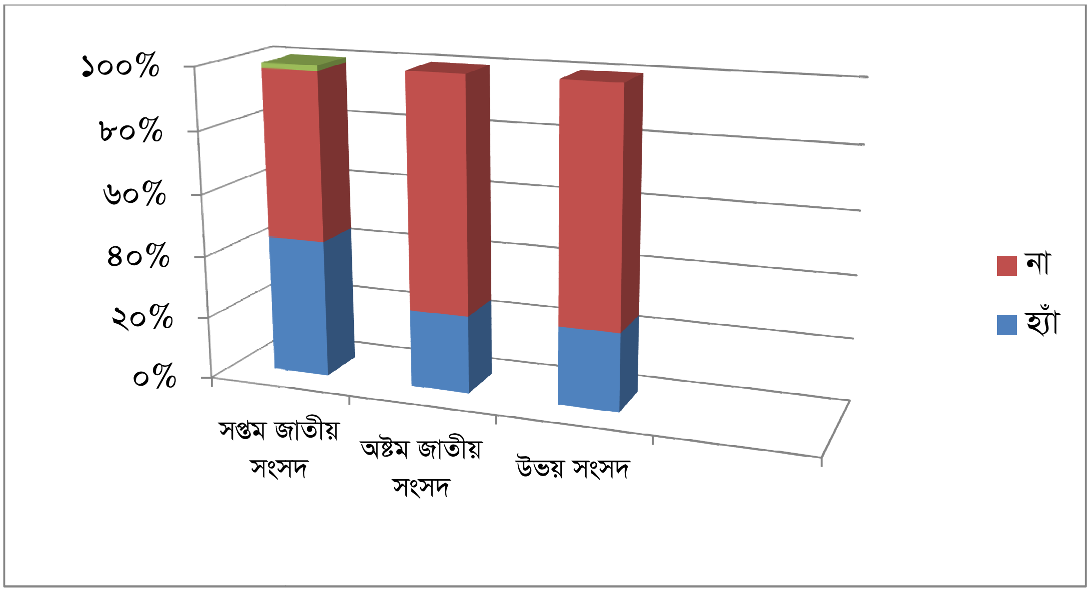

২২। জাতীয় সংসদের কমিটির সদস্য / সভাপতি-এর জন্য কি ধরনের সুযোগ-সুবিধা থাকা উচিত? নিম্নের এক বা একাধিক বিষয়ের উপর টিক চিহ্ন(✓) দিন।

ক) সংসদীয় প্রতিনিধিদল বিনিময় কর্মসূচীর ব্যবস্থা করা।

খ) বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন পার্লামেন্টের সাথে আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আয়োজন করা।

গ) বিদেশ ভ্রমণের ব্যবস্থা রাখা।

ঘ) তথ্যচিত্র দেখানো/নির্বাক চিত্র ইত্যাদি দেখানো।

ঙ) সুষ্ঠ প্রচার মাধ্যমের ব্যবস্থা রাখা।

সারণি : ৭.২২

জাতীয় সংসদের কমিটির সদস্য/সভাপতি-এর জন্য যে ধরনের সুযোগ-সুবিধা থাকা উচিত

মতামত	সপ্তম জাতীয় সংসদ	অষ্টম জাতীয় সংসদ	উভয় সংসদ
ক) সংসদীয় প্রতিনিধিদল বিনিময় কর্মসূচীর ব্যবস্থা করা	৫১	৪০	৭০
খ) বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন পার্লামেন্টের সাথে আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আয়োজন করা	৫৬	৪৩	৭৮
গ) বিদেশ ভ্রমনের ব্যবস্থা রাখা	৪৪	৩২	৬২
ঘ) তথ্যচিত্র দেখানো/নির্বাক চিত্র ইত্যাদি দেখানো	৩৭	১৯	৪৪
ঙ) সুষ্ঠ প্রচার মাধ্যমের ব্যবস্থা রাখা	৩৯	১৫	৪৬

৭.২২ সারণিতে দেখা যায়, সপ্তম, অষ্টম এবং উভয় জাতীয় সংসদের সংসদ সদস্যগণ সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে নিম্নরূপ মতামত দেন-

ক) সংসদীয় প্রতিনিধিদল বিনিময় কর্মসূচীর ব্যবস্থা করা সম্পর্কে যথাক্রমে সপ্তম সংসদে ৫১ জন, অষ্টম সংসদে ৪০ জন এবং উভয় সংসদে ৭০ জন।

খ) বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন পার্লামেন্টের সাথে আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আয়োজন করা সম্পর্কে যথাক্রমে সপ্তম সংসদে ৫৬ জন, অষ্টম সংসদে ৪৩ জন এবং উভয় সংসদে ৭৮ জন।

Dhaka University Institutional Repository

গ) বিদেশ ভ্রমনের ব্যবস্থা রাখা সম্পর্কে যথাক্রমে সপ্তম সংসদে ৪৪ জন, অষ্টম সংসদে ৩২ জন এবং উভয় সংসদে ৬২ জন।

ঘ) তথ্যচিত্র দেখানো / নির্বাক চিত্র ইত্যাদি দেখানো সম্পর্কে যথাক্রমে সপ্তম সংসদে ৩৭ জন, অষ্টম সংসদে ১৯ জন এবং উভয় সংসদে ৪৪ জন।

ঙ) সুষ্ঠ প্রচার মাধ্যমের ব্যবস্থা রাখা সম্পর্কে যথাক্রমে সপ্তম সংসদে ৩৯ জন, অষ্টম সংসদে ১৫ জন এবং উভয় সংসদে ৪৬ জন।

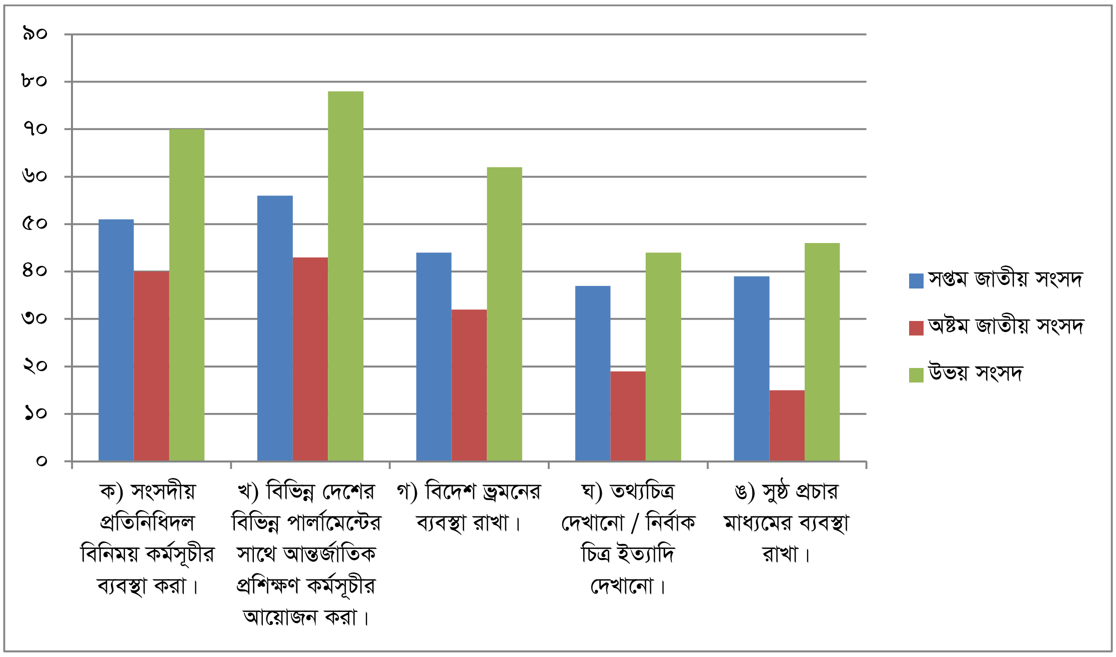

২৩। সংসদীয় কমিটির সদস্যদের মান উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় বলে প্রতীয়মান হয় এমন যে কোন একটি বা একাধিক বিষয়ের উপর টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১। রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব হতে হবে।

২। দ্বায়িত্বশীলতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।

৩। কমপক্ষে গ্রাজুয়েট হতে হবে (তবে ল' গ্রাজুয়েট অধিক গ্রহণযোগ্য)।

সারণি : ৭.২৩

সংসদীয় কমিটির সদস্যদের মান উন্নয়ন সম্পর্কিত মতামতের তালিকা।

মতামত	৭ম জাতীয় সংসদ	৮ম জাতীয় সংসদ	উভয় সংসদ
১। রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব হতে হবে	৪৪	৪২	৮৪
২। দ্বায়িত্বশীলতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে	৩২	৩৭	৬৪
৩। গ্রাজুয়েট হতে হবে (তবে ল' গ্রাজুয়েট অধিক গ্রহণযোগ্য)	১৩	১৪	১৭

৭.২২ সারণিতে দেখা যায়, সপ্তম, অষ্টম এবং উভয় জাতীয় সংসদের কমিটির সদস্যদের মধ্যে-

১। রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব হতে হবে, এ সম্পর্কে মতামত দেন সপ্তম সংসদে ৪৪ জন, অষ্টম সংসদে ৪২ জন এবং উভয় সংসদে ৮৪ জন।

২। দায়িত্বশীলতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে, এ সম্পর্কে মতামত দেন সপ্তম সংসদে ৩২ জন, অষ্টম সংসদে ৩৭ জন এবং উভয় সংসদে ৬৪ জন।

৩। গ্রাজুয়েট হতে হবে, এ সম্পর্কে মতামত দেন সপ্তম সংসদে ১৩ জন, অষ্টম সংসদে ১৪ জন এবং উভয় সংসদে ১৭ জন।

Dhaka University Institutional Repository

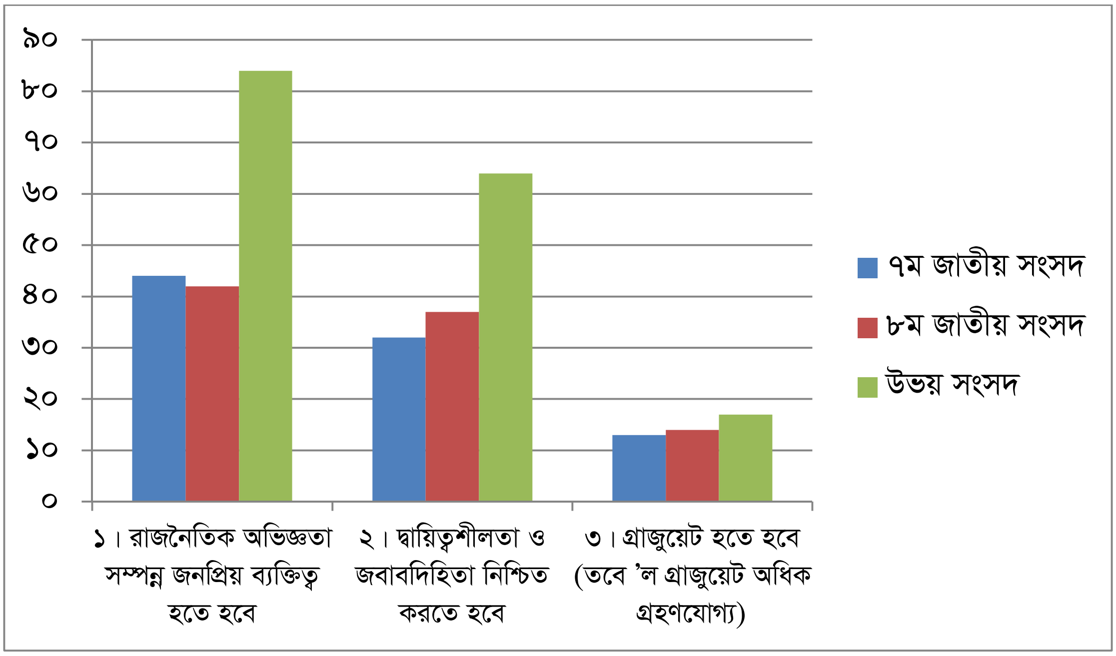

২৪। আপনি কি মনে করেন জাতীয় সংসদের সদস্যদের বিভিন্ন দেশের পার্লামেন্ট পরিদর্শন করা প্রয়োজন?

হ্যাঁ	না

সারণি : ৭.২৪

সংসদের সদস্যদের বিভিন্ন দেশের পার্লামেন্ট পরিদর্শন সম্পর্কে মতামতের তালিকা।

জাতীয় সংসদের নাম	হ্যাঁ	না	মোট সংখ্যা
সপ্তম জাতীয় সংসদ	৬০	০	৬০
অষ্টম জাতীয় সংসদ	৪৮	০	৪৮
উভয় সংসদ	৯২	০	৯২

৭.২৪ সারণিতে দেখা যায়, সপ্তম জাতীয় সংসদে কমিটির সদস্যদের বিভিন্ন দেশের পার্লামেন্ট পরিদর্শন সম্পর্কে মতামত প্রদানে হ্যাঁ বলেন ৬০ জন সদস্য। অষ্টম জাতীয় সংসদে বিভিন্ন দেশের পার্লামেন্ট পরিদর্শন সম্পর্কে মতামত প্রদানে হ্যাঁ বলেন ৪৮ জন সদস্য। উভয় সংসদে বিভিন্ন দেশের পার্লামেন্ট পরিদর্শন সম্পর্কে মতামত প্রদানে হ্যাঁ বলেন ৯২ জন সদস্য।

Dhaka University Institutional Repository

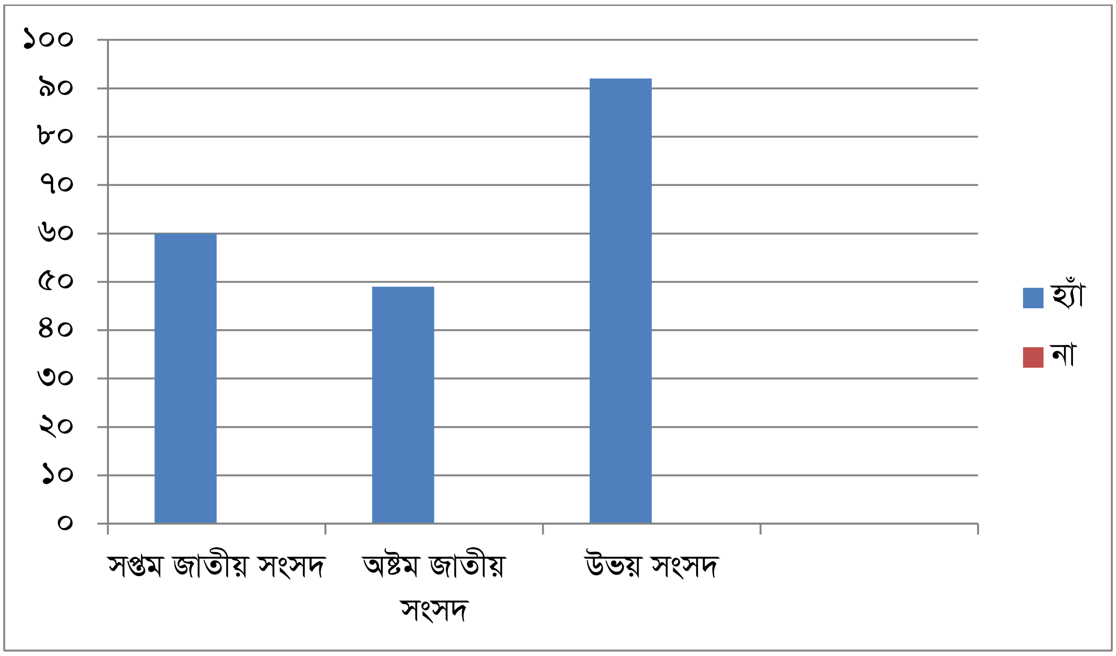

২৫। আপনি কি মনে করেন জাতীয় সংসদের সদস্যদের পার্লামেন্টারী বিষয়ে নিয়মিত ওয়ার্কশপ করা উচিত?

হ্যাঁ না

সারণি : ৭.২৫

সংসদের সদস্যদের পার্লামেন্টারী বিষয়ে নিয়মিত ওয়ার্কশপ করা সম্পর্কিত মতামতের তালিকা।

জাতীয় সংসদের নাম	হ্যাঁ	না	মোট সংখ্যা
সপ্তম জাতীয় সংসদ	৬০	০	৬০
অষ্টম জাতীয় সংসদ	৪৮	০	৪৮
উভয় সংসদ	৯২	০	৯২

৭.২৫ সারণিতে দেখা যায়, সপ্তম জাতীয় সংসদে কমিটির সদস্যদের পার্লামেন্টারী বিষয়ে নিয়মিত ওয়ার্কশপ করা সম্পর্কে মতামত প্রদানে হ্যাঁ বলেন ৬০ জন সদস্য। অষ্টম জাতীয় সংসদে কমিটির সদস্যদের পার্লামেন্টারী বিষয়ে নিয়মিত ওয়ার্কশপ করা সম্পর্কে মতামত প্রদানে হ্যাঁ বলেন ৪৮ জন সদস্য। উভয় সংসদে সদস্যদের পার্লামেন্টারী বিষয়ে নিয়মিত ওয়ার্কশপ করা সম্পর্কে মতামত প্রদানে হ্যাঁ বলেন ৯২ জন সদস্য। কোন সংসদ সদস্য পার্লামেন্টারী বিষয়ে নিয়মিত ওয়ার্কশপ করা সম্পর্কে মতামত প্রদানে না বলেননি।

Dhaka University Institutional Repository

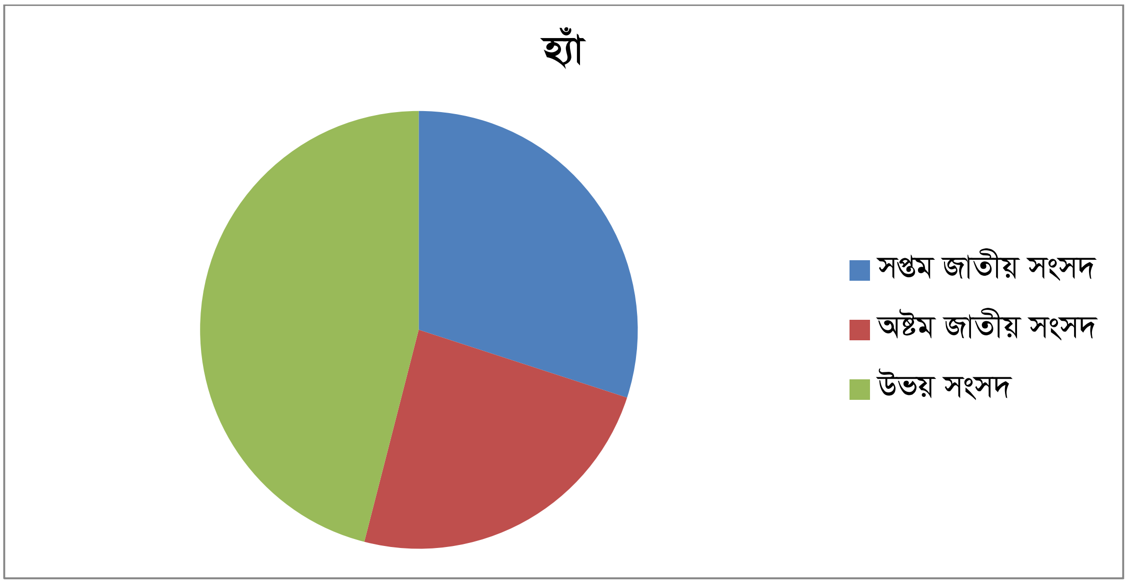

২৬। **সংসদীয় কমিটির তথা সংসদীয় গণতন্ত্রের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে সংসদীয় কমিটির আয়োজিত কর্মশালার (ওয়ার্কশপের) বিষয়বস্তু কি হতে পারে? যে কোন একটি বা একাধিক বিষয়ের উপর টিক চিহ্ন (✓) দিন।**

১) প্রাসঙ্গিক সংসদীয় পদ্ধতি, আইন ও রীতিনীতি সম্পর্কে;

২) বর্তমান রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও সরকার ব্যবস্থা সম্পর্কিত সমস্যা সম্পর্কে;

৩) সংসদীয় কমিটি সংক্রান্ত বিষয় সম্পর্কে;

৪) রাষ্ট্রীয় স্বার্থে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সহনশীলতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ বিষয়ে;

৫) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয় ও চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে;

৬) দেশে সুশাসন নিশ্চিতকরণ কার্যপ্রণালী বিধির প্রয়োগ সম্পর্কে;

৭) সংসদ সদস্যদের স্ব-কার্যক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে;

৮) সংসদে গৃহীত সিদ্ধান্ত ও নীতির বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে।

Dhaka University Institutional Repository

সারণি : ৭.২৬

সংসদীয় কমিটির তথা সংসদীয় গণতন্ত্রের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে সংসদীয় কমিটির আয়োজিত কর্মশালার (ওয়ার্কশপের) বিষয়বস্তু সম্পর্কে সংসদ সদস্যদের মতামতের তালিকা।

আয়োজিত ওয়ার্কশপের বিষয়বস্তু	৭ম জাতীয় সংসদ	৮ম জাতীয় সংসদ	উভয় সংসদ
১) প্রাসঙ্গিক সংসদীয় পদ্ধতি, আইন ও রীতিনীতি সম্পর্কে	৫৫	৪৬	৮৮
২) বর্তমান রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও সরকার ব্যবস্থা সম্পর্কিত সমস্যা সম্পর্কে	৫৫	৪১	৭৭
৩) সংসদীয় কমিটি সংক্রান্ত বিষয় সম্পর্কে	৫৫	৩৫	৭৬
৪) রাষ্ট্রীয় স্বার্থ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সহনশীলতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ বিষয়ে	৪৮	৩৪	৬৬
৫) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয় ও চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে	৪৫	২৭	৬০
৬) দেশে সুশাসন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে	৫১	৩৬	৭২
৭) জাতীয় সংসদ সদস্যদের স্ব-কার্যক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে	৪৫	২৯	৬০
৮) সংসদে গৃহীত সিদ্ধান্ত ও নীতির বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে	৪৯	৩৮	৭৫

৭.২৬ সারণিতে দেখা যায়, সপ্তম, অষ্টম এবং উভয় জাতীয় সংসদের কমিটির সদস্যদের মধ্যে−

১. প্রাসঙ্গিক সংসদীয় পদ্ধতি, আইন ও রীতিনীতি সম্পর্কে মতামত দেন সপ্তম সংসদে ৫৫ জন, অষ্টম সংসদে ৪৬ জন এবং উভয় সংসদে ৮৮ জন।

২. বর্তমান রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও সরকার ব্যবস্থা সম্পর্কিত সমস্যা সম্পর্কে মতামত দেন সপ্তম সংসদে ৫৫ জন, অষ্টম সংসদে ৪১ জন এবং উভয় সংসদে ৭৭ জন।

৩. সংসদীয় কমিটি সংক্রান্ত বিষয় সম্পর্কে মতামত দেন সপ্তম সংসদে ৫৫ জন, অষ্টম সংসদে ৩৫ জন এবং উভয় সংসদে ৭৬ জন।

৪. রাষ্ট্রীয় স্বার্থ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সহনশীলতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ বিষয়ে মতামত দেন সপ্তম সংসদে ৪৮ জন, অষ্টম সংসদে ৩৪ জন এবং উভয় সংসদে ৬৬ জন।

৫. জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয় ও চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে মতামত দেন ৪৫ জন, ২৭ জন এবং ৬০ জন। সপ্তম সংসদে ৪৫ জন, অষ্টম সংসদে ২৭ জন এবং উভয় সংসদে ৬০ জন।

Dhaka University Institutional Repository

৬. দেশে সুশাসন নিশ্চিতকরণে কার্যপ্রণালী বিধির প্রয়োগ সম্পর্কে মতামত দেন সপ্তম সংসদে ৫১ জন, অষ্টম সংসদে ৩৬ জন এবং উভয় সংসদে৭২ জন।

৭. সংসদ সদস্যদের স্ব-কার্যক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মতামত দেন সপ্তম সংসদে ৪৫ জন, অষ্টম সংসদে ২৯ জন এবং উভয় সংসদে ৬০ জন।

৮. সংসদে গৃহীত সিদ্ধান্ত ও নীতির বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে মতামত দেন সপ্তম সংসদে ৪৯ জন, অষ্টম সংসদে ৩৮ জন এবং উভয় সংসদে ৭৫ জন।

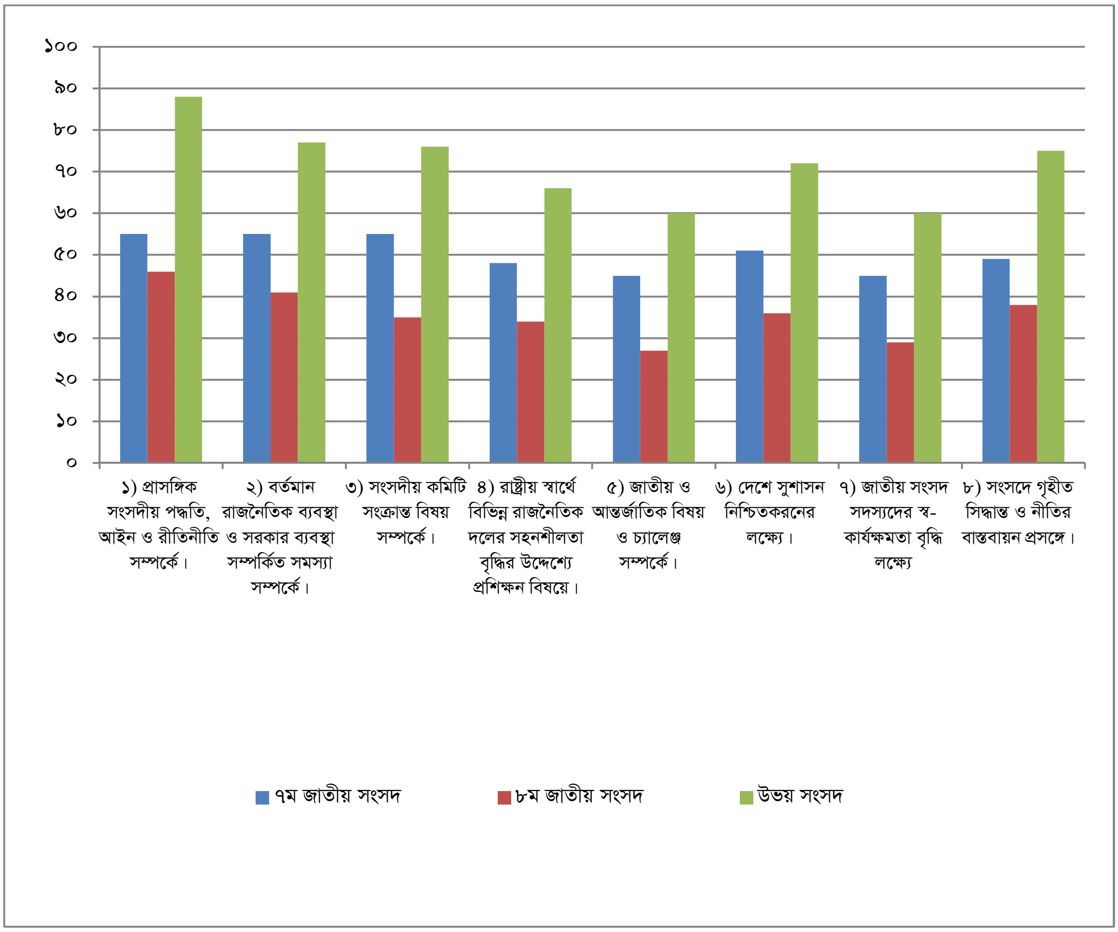

২৭। বিভিন্ন দেশের সাথে সংসদীয় কমিটি তথা সংসদীয় গণতন্ত্র সম্পর্কিত দ্বি-পাক্ষিক ও বহু-পাক্ষিক তথ্য বিনিময় সম্পর্কিত উপায় নির্ধারণের জন্য নিম্নের যে কোন একটি বা একাধিক বিষয়ের উপর টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১. সেমিনার সেম্পোজিয়ামের ব্যবস্থা করা।

২. পণ্ডিত ব্যক্তিদের, রাজনীতিবিদদের রাজনীতি বিশ্লেষকদের অধিবেশনকালীন সময়ে ভিজিট করার জন্য আহবান জানানো প্রয়োজন।

৩. সামাজিক সংলাপের আয়োজন করা।

৪. বিশেষজ্ঞদের সাথে সাপ্তাহিক সম্মেলনের আয়োজন করা।

৫. মিডিয়ার দ্বারা সম্পন্ন করা।

সারণি : ৭.২৭

সংসদীয় কমিটি তথা সংসদীয় গণতন্ত্র সম্পর্কিত দ্বি-পাক্ষিক ও বহু-পাক্ষিক তথ্য বিনিময় সম্পর্কিত উপায় নির্ধারন সম্পর্কে সংসদ সদস্যদের মতামতের তালিকা।

মতামত	সপ্তম জাতীয় সংসদ	অষ্টম জাতীয় সংসদ	উভয় সংসদ
১) সেমিনার সেম্পোজিয়ামের ব্যবস্থা করা	৫৪	৪৭	৮৩
২) পণ্ডিত ব্যক্তিদের, রাজনীতিবিদদের রাজনীতি বিশ্লেষকদের অধিবেশনকালীন সময়ে ভিজিট করার জন্য আহ্বান জানানো	৪৮	৩৬	৭১
৩) সামাজিক সংলাপের আয়োজন করা	৩৮	৩৩	৫৮
৪) বিশেষজ্ঞদের সাথে সাপ্তাহিক সম্মেলনের আয়োজন করা	৪৬	৩৫	৭০
৫) মিডিয়ার দ্বারা সম্পন্ন করা	২৯	৩০	৫৬

৭.২৭ সারণিতে দেখা যায়, সপ্তম, অষ্টম ও উভয় জাতীয় সংসদের সংসদ সদস্যদের মধ্যে-

১. সেমিনার সেম্পোজিয়ামের ব্যবস্থা করা সম্পর্কে মতামত দেন সপ্তম সংসদে ৫৪ জন, অষ্টম সংসদে ৪৭ জন এবং উভয় সংসদে ৮৩ জন।

Dhaka University Institutional Repository

২. পন্ডিত ব্যক্তিদের, রাজনীতিবিদদের রাজনীতি বিশ্লেষকদের অধিবেশনকালীন সময়ে ভিজিট করা প্রয়োজন সম্পর্কে মতামত দেন সপ্তম সংসদে ৪৮ জন, অষ্টম সংসদে ৩৬ জন এবং উভয় সংসদে ৭১ জন।

৩. সামাজিক সংলাপের আয়োজন সম্পর্কে মতামত দেন সপ্তম সংসদে ৩৮ জন, অষ্টম সংসদে ৩৩ জন এবং উভয় সংসদে ৫৮ জন।

৪. বিশেষজ্ঞদের সাথে সাপ্তাহিক সম্মেলন সম্পর্কে মতামত দেন সপ্তম সংসদে ৪৬ জন, অষ্টম সংসদে ৩৫ জন এবং উভয় সংসদে ৭০ জন।

৫. মিডিয়ার দ্বারা সম্পন্ন করা সম্পর্কে মতামত দেন সপ্তম সংসদে ২৯ জন, অষ্টম সংসদে ৩০ জন এবং উভয় সংসদে ৫৬ জন।

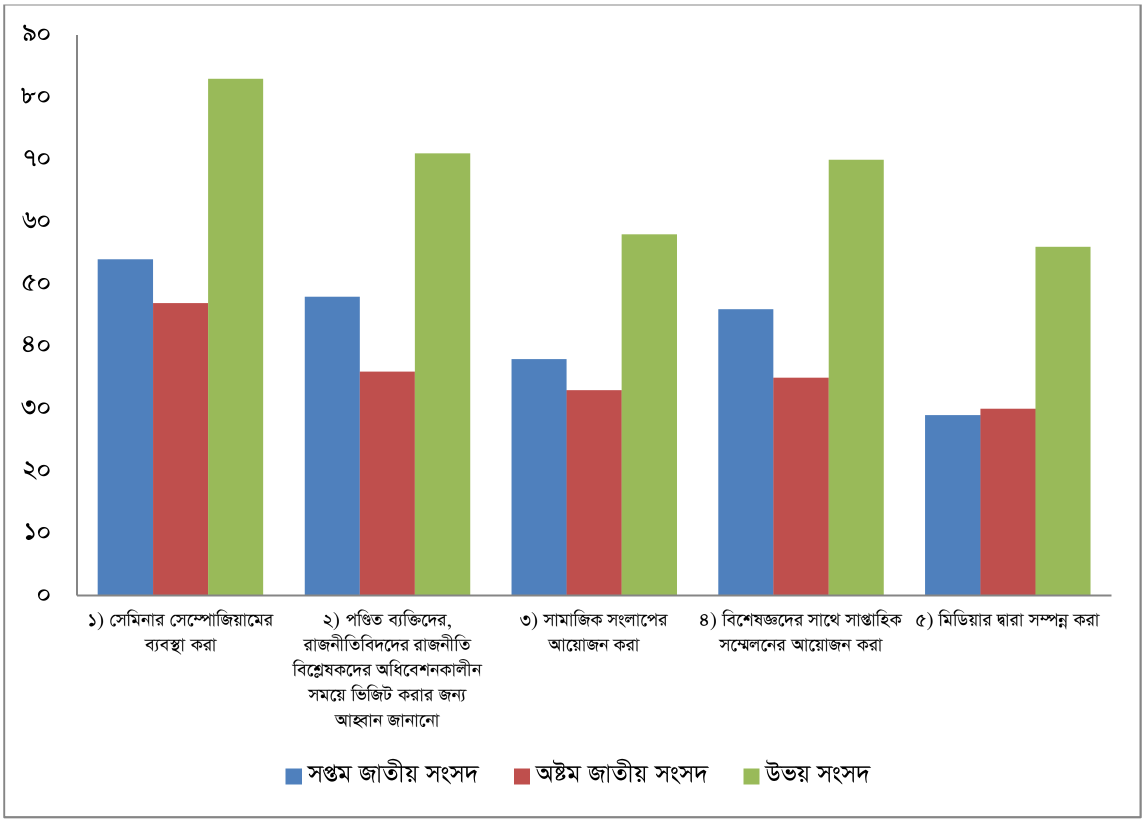

২৮। কর্মশালা থেকে অর্জিত পাঠ বা অভিজ্ঞতাকে কিভাবে আমরা আমাদের রাজনৈতিক পদ্ধতিতে একীভূত করতে পারি? নিম্নের যে কোন একটি বা একাধিক বিষয়ের উপর টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১) রাজনৈতিক প্রক্রিয়া জোরদার করে।

২) কার্যপ্রণালী বিধি অনুসরণ করে।

৩) সংশ্লিষ্ট দলসমূহের সম্মত হওয়ার মাধ্যমে।

৪) আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ খর্ব করে।

৫) কমিটির গৃহীত সুপারিশ (সিদ্ধান্তসমূহ) বাস্তবায়ন করে।

৬) মিডিয়ার দ্বারা সম্পন্ন করে।

সারণি : ৭.২৮

কর্মশালা থেকে অর্জিত পাঠ বা অভিজ্ঞতাকে রাজনৈতিক পদ্ধতিতে একীভূত করার ক্ষেত্রে সংসদ সদস্যদের মতামতের তালিকা।

মতামত	সপ্তম জাতীয় সংসদ	অষ্টম জাতীয় সংসদ	উভয় সংসদ
১) রাজনৈতিক প্রক্রিয়া জোরদার করে	৫৪	৪৫	৮৫
২) কার্যপ্রণালী বিধি অনুসরণ করে	৫২	৩৯	৭১
৩) সংশ্লিষ্ট দলসমূহের সম্মত হওয়ার মাধ্যমে	৪৪	৩০	৬৬
৪) আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ খর্ব করে	৪৮	৪২	৭৯
৫) কমিটির সুপারিশসমূহ (সিদ্ধান্তসমূহ) বাস্তবায়ন করে	৫৮	৪৭	৯০
৬) মিডিয়ার দ্বারা সম্পন্ন করে	৪৪	৩১	৬১

৭.২৮ সারণিতে দেখা যায়, সপ্তম, অষ্টম ও উভয় জাতীয় সংসদের সংসদ সদস্যদের মধ্যে-

১. রাজনৈতিক প্রক্রিয়া জোরদার করে সম্পর্কে মতামত দেন সপ্তম সংসদে ৫৪ জন, অষ্টম সংসদে ৪৫ জন এবং উভয় সংসদে ৮৫ জন।

২. কার্যপ্রণালী বিধি অনুসরণ করা সম্পর্কে মতামত দেন সপ্তম সংসদে ৫২ জন, অষ্টম সংসদে ৩৯ জন এবং উভয় সংসদে ৭১ জন।

৩. সংশ্লিষ্ট দলসমূহের সম্মত হওয়া সম্পর্কে মতামত দেন সপ্তম সংসদে ৪৪ জন, অষ্টম সংসদে ৩০ জন এবং উভয় সংসদে ৬৬ জন।

Dhaka University Institutional Repository

৪. আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ খর্ব করা সম্পর্কে মতামত দেন সপ্তম সংসদে ৪৮ জন, অষ্টম সংসদে ৪২জন এবং উভয় সংসদে ৭৯ জন।

৫. কমিটির গৃহীত সুপারিশসমূহ (সিদ্ধান্তসমূহ) বাস্তবায়ন করে এ সম্পর্কে মতামত দেন সপ্তম সংসদে ৫৮ জন, অষ্টম সংসদে ৪৭ জন এবং উভয় সংসদে ৯০ জন।

৬. মিডিয়ার দ্বারা সম্পন্ন করা সম্পর্কে মতামত দেন সপ্তম সংসদে ৪৪ জন, অষ্টম সংসদে ৩১ জন এবং উভয় সংসদে ৬১ জন।

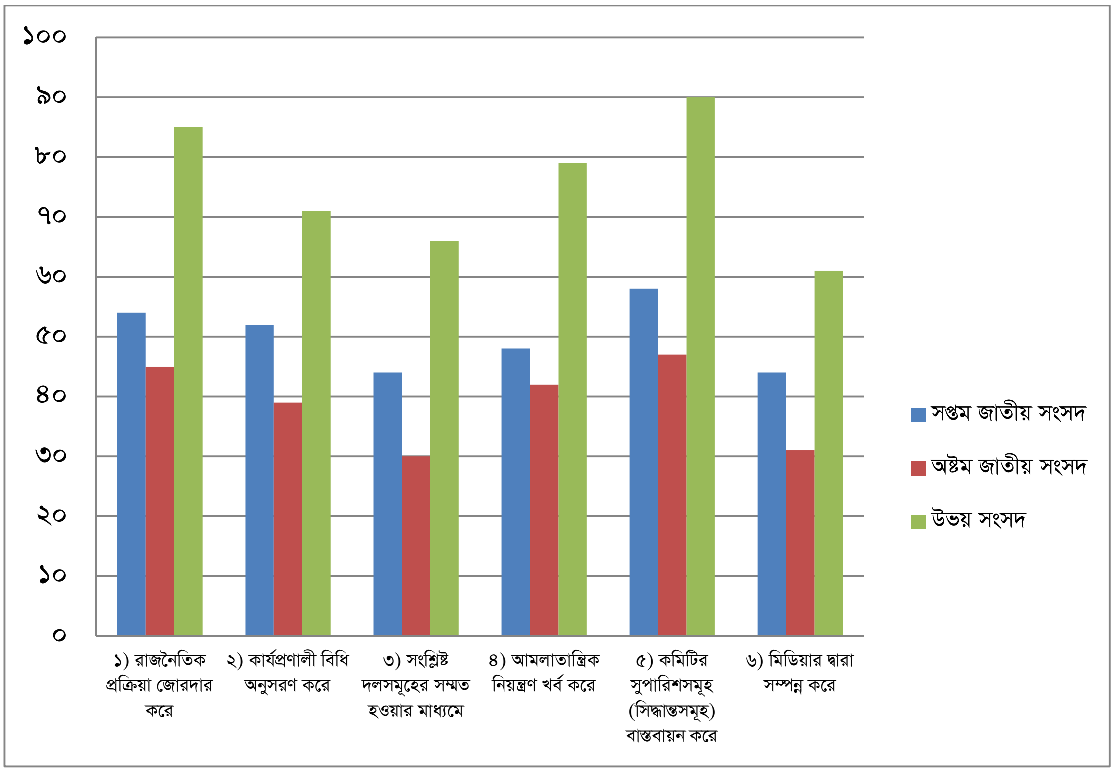

Dhaka University Institutional Repository

নবম অধ্যায়

সুপারিশমালা ও উপসংহার

প্রাপ্ত তথ্যসমূহ:

পৃথিবীর বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দেশ কমিটি ব্যবস্থার মাধ্যমে সুষ্ঠু আইন প্রণয়ন এবং সরকারের জবাবদিহিতা ও দায়িত্বশীলতা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করেছে। প্রকৃত পক্ষে কমিটি ব্যবস্থার জন্য উন্নত বিশ্ব আজ গণতন্ত্রের মজবুত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ব্রিটিশ শাসন আমল থেকে বঙ্গীয় আইনসভায় কমিটি ব্যবস্থার ঐতিহ্য থাকলেও বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের কমিটি ব্যবস্থা কোন কার্যকর ভূমিকা পালনে সক্ষম হয়নি। কমিটি ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা বিদ্যমান রয়েছে। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য হল:

১. জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান ও নতুন জাতীয় সংসদ গঠনের পর পরই কমিটি গঠনের কথা জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধিতে থাকলেও সপ্তম ও অষ্টম কোন সংসদেই কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী জাতীয় সংসদের কমিটি গঠিত হয়নি, বিলম্বে গঠিত হয়েছে।

২. সপ্তম জাতীয় সংসদের মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে সরকারী রাজনৈতিক দল ও বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর সদস্যদের প্রতিনিধিত্ব ৬০% : ৪০% হলেও অষ্টম জাতীয় সংসদে সরকারী রাজনৈতিক দল ও বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর সদস্যদের প্রতিনিধিত্ব হয় ৭০% : ৩০% এবং ৮০% : ২০%হয়। ফলে কমিটিতে বিরোধী দলের সদস্যরা কোন কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারেনি। সপ্তম জাতীয় সংসদে ২টি কমিটির সভাপতির আসন বিরোধী রাজনৈতিক দলের সদস্যদের দেয়া হলেও অষ্টম জাতীয় সংসদে কোন কমিটির সভাপতির আসন বিরোধী রাজনৈতিক দলের সদস্যদের দেয়া হয়নি। তবে সপ্তম ও অষ্টম জাতীয় সংসদে মন্ত্রীর বদলে একজন সরকার দলীয় সদস্যকে সভাপতির পদে নিয়োগ দেয়া হলেও কোন বিরোধী দলের বয়োজ্যেষ্ঠ নেতাকে সভাপতির পদ দেয়া হয়নি।

৩. জাতীয় সংসদে মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি সংসদে রিপোর্ট ও সুপারিশ পেশ করলেও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে তা সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়নে সক্ষম হয়নি। অধিক সময় অতিক্রান্ত হওয়ায় তা আর বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি।

৪. অনেক কমিটির পক্ষে দক্ষ জনশক্তি ও প্রয়োজনীয় ভৌতশক্তির অভাবে সুষ্ঠুভাবে কাজ করা সম্ভব হয়নি। কমিটিকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে এটি একটি বড় বাধা।

Dhaka University Institutional Repository

৫. বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের সংসদীয় স্থায়ী কমিটি নির্দেশের শর্তাদি (টার্মস অব রেফারেন্স) কিংবা বিধি অনুযায়ী যে রিপোর্ট প্রণয়ন ও সংসদে উপস্থাপন করে সে সব রিপোর্ট নিয়ে সংসদে খুব কমই আলোচনা হয়। উত্থাপিত রিপোর্ট নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় না বলে কমিটির অনুসন্ধান, তদন্ত ও রিপোর্ট প্রণয়ন কার্য সম্পর্কে দেশের জনসাধারণ অবগত হতে পারে না। মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির রিপোর্ট সংসদে উত্থাপিত হয়। কিন্তু সংসদে ইহা বিবেচিত হয় না। এর মূলে অলিখিত রীতি প্রচলিত রয়েছে। যেমন, মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির রিপোর্ট সংসদে উত্থাপিত করার অর্থ হলো সংশ্লিষ্ট রিপোর্টটি বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।

৬. মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির পর্যবেক্ষণমূলক কাজ যেমন- আইনের বলবৎকরণ পর্যালোচনা, মন্ত্রণালয়ের কাজ, অনিয়ম, গুরুতর অভিযোগ বা কমিটির আওতাভূক্ত কোন বিষয় তদন্তের মাধ্যমে সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ করে। তবে এই সব কাজে মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিগুলোর ক্ষেত্রে সংসদ থেকে প্রেরিত হয়নি এমন কোন বিষয়ে রিপোর্ট পেশের কোন তাগিদ কার্যপ্রণালী বিধিতে অনুপস্থিত।

৭. রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার অভাবে বাংলাদেশের সংসদীয় স্থায়ী কমিটিসমূহ ধারাবাহিকভাবে কাজ করতে পারেনি তাই কমিটিতে কাজে অভিজ্ঞ পার্লামেন্টারিয়ানের অভাব রয়েছে। অনভিজ্ঞতার কারণে সদস্যদের পক্ষে সরকারী কাজের অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনা তদন্ত এবং এসব অব্যবস্থাপনা রোধ করার জন্য কার্যকরি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেনি।

৮. সংসদীয় কমিটিগুলো বিশেষতঃ মন্ত্রণালয়ের সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি দ্বারা সংসদের রিপোর্ট পেশ করার ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট বিধান না থাকায় সংসদে রিপোর্ট পেশ করার ক্ষেত্রে এসব কমিটির কোন বাধ্যবাধকতা নেই।

৯. মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিসমূহের প্রতিবেদন সংসদে পেশ করা না হলে সংসদীয় কমিটিগুলো নিজ নিজ ক্ষেত্রে কি দায়িত্ব পালন করছে সে বিষয়ে উক্ত কমিটিরসমূহের কাজ সম্পর্কে কোন কিছু জানা যায় না।

১০. সপ্তম ও অষ্টম জাতীয় সংসদে রাজনৈতিক দলগুলো কর্তৃক বার বার ওয়াকআউট, সংসদ বর্জনের দ্বারা রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে অস্থিতিশীল করার কারণে জাতীয় সংসদ এবং তার কমিটি ব্যবস্থার উপর একটি নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। এই নেতিবাচক প্রভাবই মূলতঃ কমিটি ব্যবস্থাকে অকার্যকর করার ক্ষেত্রে কাজ করছে।

Dhaka University Institutional Repository

সুপারিশমালা:

সংসদীয় স্থায়ী কমিটিসমূহকে অধিকতর কার্যকর ও সংসদীয় গণতন্ত্রের উপযোগী করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত সুপারিশসমূহ পেশ করা গেল:

১. প্রকৃতপক্ষে সংসদীয় কমিটি কার্যকর করার বিষয়টি কোন একক বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধনের মধ্যে দিয়ে একে অধিক কার্যকরী করে গড়ে তোলা সম্ভব। বিভিন্ন সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত বিভাগ ও সংস্থাসমূহকে বিষয়সমূহ সময়মত সম্পন্ন করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা। এই জন্য সংসদ সচিবালয়কে কমিটির কার্যক্রমে পেশাগতভাবে অভিজ্ঞ ও প্রশাসনিকভাবে দক্ষ জনবলসমৃদ্ধ একটি সাচিবিক কাঠামো গড়ে তোলা প্রয়োজন।

২. জাতীয় সংসদের কমিটি ব্যবস্থাকে অধিকতর কার্যকর ও সংসদীয় গণতন্ত্রের উপযোগী করে গড়ে তুলতে হলে কার্যপ্রণালী বিধির দূর্বলতাসমূহকে সংশোধন করতে হবে, যেহেতু সংসদীয় কমিটির সুপারিশ ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় আইন কার্যপ্রণালী বিধিতে নেই। মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিসমূহের কার্য সম্পাদনের পদ্ধতি এবং কমিটিসমূহের প্রতিবেদনে বর্ণিত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনার প্রক্রিয়া সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় বিধান কার্যপ্রণালী বিধিতে সংযোজন করে সংসদীয় গণতন্ত্রকে মজবুত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৩. বাংলাদেশের সংসদীয় স্থায়ী কমিটিকে আরো অধিক কার্যকরী করার ক্ষেত্রে শাসন বিভাগের উপর সংসদীয় স্থায়ী কমিটির তদারকি নিশ্চিত করার জন্য বৃটেন ও ভারতের মত বাংলাদেশেও মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ন কমিটিসমূহের প্রধান হিসেবে বিরোধী দলের জ্যৈষ্ঠ্য সংসদ সদস্যদের মনোনীত করা একান্ত প্রয়োজন।

৪. সংসদীয় স্থায়ী কমিটি ব্যবস্থাকে রাজনীতির প্রভাবমুক্ত রাখতে হবে। অন্যথায় সরকারি ও বিরোধী এই উভয় রাজনৈতিক দলের সংকীর্ণ দলীয় দৃষ্টিকোণ ও একগুয়েমি মনোভাব সংসদীয় স্থায়ী কমিটি ব্যবস্থাকে কার্যকর করা ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করবে।

৫. কমিটি ব্যবস্থায় কার্যকর নের্তৃত্ব এবং সভাপতির মধ্যে নিরপেক্ষতা বিদ্যমান থাকলে কমিটি ব্যবস্থা কার্যকর ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৬. সংসদীয় কমিটির সভা নিয়মিত হওয়া প্রয়োজন। কার্যপ্রণালী বিধির ২৪৮ বিধি অনুযায়ী প্রতি মাসে অন্ততঃপক্ষে একটি বৈঠক হওয়া উচিত। জাতীয় সংসদের মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিসমূহের কার্যক্রমকে ফলপ্রসূ করার জন্য কমিটির কার্যপরিধি নির্ধারণ, কার্য সম্পাদনের পরিমাণ নির্ধারণ এবং মাসিক বৈঠকের সংখ্যা নির্ধারণের মাধ্যমে কমিটির কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়ন করা যায়। এবং বৈঠকের কার্যবিবরণী রেকর্ড করা ও সংরক্ষণ করা প্রয়োজন।

৭. জাতীয় সংসদের মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ব্যবস্থার সুপারিশমালা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা মন্ত্রণালয়কে গ্রহণ করতে হবে। এবং সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত একটি বার্ষিক প্রতিবেদনও সংসদে উপস্থাপন করা যেতে পারে।

৮. জাতীয় সংসদের মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি ব্যবস্থার কাজের উপর নির্বাহী বিভাগের হস্তক্ষেপ প্রতিরোধ করতে হবে। অন্যথায় কমিটি ব্যবস্থা কার্যকর হতে পারবে না।

৯. জাতীয় সংসদের অধিবেশনের ন্যায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির বৈঠকও টেলিভিশনে প্রদর্শন করা প্রয়োজন। যদিও ইহা ব্যয় সাপেক্ষ তথাপি-এর সুফল অনেক।

১০. কমিটির সদস্যগণ যাতে কমিটির সভায় নিয়মিত উপস্থিত থাকতে পারে তার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।

১১. সংসদীয় স্থায়ী কমিটিকে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে শুনানী, বৈঠক অনুষ্ঠান, তদন্ত প্রভৃতি ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত লজিষ্টিক সাপোর্ট ও কর্মী-সমর্থক যোগাতে হবে। কমিটির সদস্যদের উচিত কমিটির প্রতি মনোযোগ দেয়া এবং কমিটিকে অধিক সময় প্রদান করা। কমিটির কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সভাপতির ব্যক্তিগত ষ্টাফ ব্যতিত অন্য কোন বিশেষজ্ঞ ও প্রশিক্ষিত জনবল থাকা প্রয়োজন যাতে তা কমিটির নির্ধারিত কার্যক্রমকে আরও ফলপ্রসূ করতে পারে।

১২. জাতীয় সংসদের কমিটির কার্যক্রম পরিচালনা ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা বা গাইড লাইন থাকলে তা কমিটিকে কার্যকরি ভূমিকা পালনে সহায়তা করবে। কিন্তু কমিটি গঠিত হওয়ার পর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কোন রকম গাইড লাইন ছাড়াই কমিটির কাজ পরিচালিত হয়।

১৩. কমিটির কার্যক্রম সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে আর্থিক বরাদ্দ থাকা প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

১৪. জাতীয় সংসদের কমিটিকে আরও অধিক কার্যকর ও ফলপ্রসূ করার জন্য কমিটিসমূহের সভাপতিদের প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদা প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করা যায়।

১৫. জাতীয় সংসদের প্রত্যেকটি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে মহিলা আসনে মনোনীত ন্যূনপক্ষে একজন মহিলা সদস্যকে অন্তর্ভূক্ত করে নারীদের অধিকার সংরক্ষণে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন কাম্য হতে পারে।

১৬. জাতীয় সংসদের মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সুপারিশসমূহ একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার ভিত্তিতে কার্যকর করা এবং পূর্ববর্তী কমিটির অসমাপ্ত কার্যক্রমের সাথে পরবর্তী কমিটির কার্যক্রমের একটি ধারাবাহিকতা ও সমন্বয় স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় বিধান কার্যপ্রণালী বিধিতে সংযোজন করা প্রয়োজন।

১৭. মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ, বাস্তবায়নের জন্য যাবতীয় কার্যক্রম দ্রুত ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য মন্ত্রণালয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন বিভাগের সমন্বয়ে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন শক্তিশালী, স্থায়ী ও মোবাইল বিভাগ গঠন করা প্রয়োজন।

উপসংহারঃ

উল্লেখিত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলে কমিটিসমূহের কার্যকারিতা নিঃসন্দেহে অনেকগুণ বেড়ে যাবে। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে পার্লামেন্ট একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশের সংবিধান ও কার্যপ্রণালী বিধিতে কমিটিসমূহের গঠন, ক্ষমতা ও দায়িত্ব সম্পর্কে সুর্নিদিষ্ট ধারণা দেয়া হয়েছে। সরকারের জবাবদিহিতা সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিসমূহের কার্যকারিতার উপর সংসদীয় গণতান্ত্রিক সরকারের স্থায়িত্ব ও সাফল্য নির্ভর করে। জবাবদিহিতা সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিসমূহের মধ্যে মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিসমূহ উল্লেখযোগ্য। সরকারের জবাবদিহিতা বিষয়ক কমিটিসমূহের কার্যক্রমের সাফল্য ও কার্যকারিতা নির্ভর করে বাংলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতার উপর এবং সংসদীয় কার্যক্রমের সাফল্যের উপর। মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিসমূহ জবাবদিহি প্রক্রিয়ায় নির্বাহী কর্তৃপক্ষের উপর তত্ত্বাবধানমূলক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে থাকে। তবে অত্র গবেষণায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির কার্যক্রম আলোচিত হয়েছে। মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির কাজ হল, সংসদ কর্তৃক উক্ত

Dhaka University Institutional Repository

কমিটিতে প্রেরিত যে কোন বিল পরীক্ষা করা, জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অনুসন্ধান বা তদন্ত করা, মন্ত্রণালয়ের অনিয়ম ও কার্যকলাপ পরীক্ষা করা, সাক্ষীদের হাজিরা নিশ্চিতকরণের ব্যবস্থা নেয়া, দলিলপত্র দাখিল করতে বাধ্য করা এবং কমিটি উপযুক্ত মনে করলে উক্ত কমিটির আওতাধীন যে কোন বিষয় সম্পর্কে পরীক্ষা করে সুপারিশ প্রদান করা। জাতীয় সংসদের মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিসমূহকে সংবিধান ও কার্যপ্রণালী বিধিতে ব্যাপক ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। তবে অন্যান্য দেশের মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিসমূহের চেয়ে বাংলাদেশের মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিসমূহ বেশী ক্ষমতা ভোগ করে থাকে।

জাতীয় সংসদে উত্থাপিত প্রতিটি সরকারি বিলের দ্বিতীয় পাঠের সময় বিলের মূলনীতি জাতীয় সংসদ কর্তৃক গৃহীত হলে বিলটিকে স্থায়ী কমিটিতে পাঠানো হয়। প্রতিটি বিল স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণের সিদ্ধান্ত সপ্তম জাতীয় সংসদ থেকে গ্রহণ করা হয়। কিন্তু অর্থবিল ও নির্দ্দিষ্টকরণ বিল কমিটিতে পাঠানো হয়না। কোরাম ব্যতিত কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হতে পারে না। পরপর দুই বা ততোধিক বৈঠকে কমিটির অনুমতি ব্যতিরেকে যদি কোন সদস্য কমিটিতে অনুপস্থিত থাকেন, তবে উক্ত সদস্যকে কমিটি থেকে পদচ্যুত করার জন্য সংসদে প্রস্তাব আনা হয়। কমিটির বৈঠকে উপস্থিত সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে কমিটির সব বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সদস্যদের সমসংখ্যক ভোট দানের ক্ষেত্রে সভাপতি একটি নির্ণায়ক ভোট দানের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন। জাতীয় সংসদের কমিটিসমূহ তার আওতাভুক্ত কোন বিষয় পরীক্ষা করার জন্য মূলকমিটির ক্ষমতাসম্পন্ন এক বা একাধিক সাব-কমিটি মনোনীত করতে পারে। মূল কমিটির কোন বৈঠকে অনুমোদন লাভ সাপেক্ষে সাব-কমিটির রিপোর্ট মূল কমিটির রিপোর্ট হিসাবে গণ্য হয়ে থাকে। কিন্তু কমিটির সিদ্ধান্ত ও সুপারিশসমূহকে গুরুত্ব দানপূর্বক তা বাস্তবায়নের চেষ্টা করা না হলে, সরকারের জবাবদিহিতা সম্পর্কিত এইসব কমিটি আলোচনা সর্বস্ব কমিটিতে পরিনত হয়। এছাড়া কমিটি বিলম্বে গঠিত হলে, সংসদীয় গনতান্ত্রিক শাসন ব্যাবস্থা স্থায়ী না হলে, কমিটি ব্যবস্থা কার্যকর হয়না। কমিটির কার্যকারিতা নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের উপর নির্ভর করে যেমন–

১. দেশের সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার ঐতিহ্য।

২. নতুন জাতীয় সংসদ গঠনের শুরুতেই কমিটিসমূহ গঠন করা।

৩. সংসদীয় সরকারী দল ও বিরোধী দলের মধ্যে পরমত সহিষ্ণু মনোভাব গড়ে তোলা।

৪. জাতীয় সংসদের কমিটিগুলোতে প্রতিটি দলের সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব প্রদান নিশ্চিত করা।

Dhaka University Institutional Repository

৫. জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় জ্যৈষ্ঠ সংসদ সদস্যকে কমিটির সভাপতি মনোনীত করণের ক্ষেত্রে অলিখিত নিয়ম মেনে চলা।

৬. জাতীয় সংসদের কমিটির সদস্যদের মধ্য হতে যোগ্য, দক্ষ ও প্রজ্ঞাবান সদস্যদের কমিটির সদস্য মনোনীত করা।

কমিটি ব্যবস্থাকে কার্যকর করার জন্য সুষ্ঠ রাজনৈতিক ব্যবস্থা যেমন অপরিহার্য তেমনি প্রয়োজন গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য। কমিটিতে সরকারী দলের সদস্যদের সংখ্যাধিক্য এবং বিরোধী দলীয় সদস্যদের স্বল্পতার কারণে কমিটি ব্যবস্থা কার্যকর হতে পারেনা। যদি সরকারী দল সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করায় কমিটির উপর প্রভাব বিস্তার করে তবে কমিটি তার নিরপেক্ষতা হারায় । অপরদিকে অল্পসংখ্যক বিরোধী দলীয় সদস্য কমিটিতে থাকায় কমিটি ব্যবস্থা নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ে। এইরূপ অবস্থায় কমিটি ব্যবস্থা কার্যকর হতে পারেনা। তবে কমিটির সদস্যগণ কর্মঠ, উদ্যমী, অভিজ্ঞ ও দায়িত্বশীল হলে কমিটি কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। এইজন্য সদস্য মনোনয়নের সময় অভিজ্ঞ, প্রজ্ঞাবান ও বয়োজ্যৈষ্ঠ সদস্যদের মনোনীত করা প্রয়োজন।

কমিটির কার্যকর ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে দেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা যথাযথ ভূমিকা পালন করে থাকে। এজন্য সরকারী রাজনৈতিক দল ও বিরোধী দলকে পরমত সুহিষ্ণুতা অর্জন করতে হবে এবং সংসদীয় রীতিনীতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে বাংলাদেশে সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের পর থেকে অষ্টম জাতীয় সংসদ পর্যন্ত বাংলাদেশে সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকলেও রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে কাঙ্খিত সমঝোতা সৃষ্টি হয়নি। রাজনৈতিক নের্তৃত্ব সংসদীয় রীতিনীতি বিকাশের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জনে ব্যর্থ হয়। কমিটিকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে সরকারী ও বিরোধী রাজনৈতিক দলের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসের যে অভাব পরিলক্ষিত হয় তা অনাকাঙ্খিত।

প্রকৃত পক্ষে কমিটি ব্যবস্থার জন্য উন্নত বিশ্বে গণতন্ত্র মজবুত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের হাউজ অফ কমন্স এর ন্যায় কানাডীয় হাউজ অফ কমন্স, অস্ট্রেলীয় হাউজ অফ রিপ্রেজেন্টেটিভ, ভারতীয় লোকসভা এবং বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে স্থায়ী কমিটি (Standing Committee) এবং বাছাই কমিটি (Select Committee) কার্যকর রয়েছে। তবে ব্রিটিশ

Dhaka University Institutional Repository

পার্লামেন্টের কমিটির নামকরণে সম্পূর্ণ বিপরীত রূপ দেখা যায়। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে স্থায়ী কমিটি (Standing Committee) কে বাছাই কমিটি (Select Committee) হিসেবে এবং বাছাই কমিটি (Select Committee) কে স্থায়ী কমিটি (Standing Committee) কমিটি হিসেবে গণ্য করা হয়। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের হাউজ অফ কমন্সে বিলসমূহের পূর্ণাঙ্গ পরীক্ষণের জন্য এডহক ভিত্তিতে Standing Committee নিয়োগ করা হয় এবং বিল পাশের পর এই কমিটির বিলুপ্তি ঘটে কিন্তু Select Committee পার্লামেন্টের পূর্ণ মেয়াদ পর্যন্ত কাজ করে।

বৃটেনের কমিটি ব্যবস্থায় লক্ষণীয় বৈশিষ্ট হলো এর পক্ষপাতহীনতা এবং কমিটি গঠনে জৈষ্ঠ্যতার নীতি মেনে চলা। কমিটি অব সিলেকশন স্ট্যান্ডিং কমিটি গঠনের ক্ষেত্রেও একই নীতি মেনে চলে এবং রাজনৈতিক দলগুলোর হুইপদের অন্তর্ভুক্ত করার উপর জোর দেয়া হয়। মার্কিন কমিটি ব্যবস্থা আইন পরিষদের ওয়ার্কশপ, যেখানে রাষ্ট্রীয়নীতিসমূহ বিতর্কিত হয় এবং আইন বিভাগীয় কাজের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করে। যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসনাল কমিটিগুলোর গুরুত্ব অনেক বেশি হওয়ায় প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন মার্কিন সরকারকে কংগ্রেসের স্ট্যান্ডিং কমিটি চেয়ারম্যানগণের সরকার হিসাবে এবং কংগ্রেসেনাল কমিটিগুলোকে ‘ক্ষুদে আইনসভা’ হিসেবে অবিহিত করেছিলেন। মার্কিন কমিটিগুলো স্থায়ীভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়। দেশের অর্থ, নিরাপত্তা, কৃষি, বৈদেশিক সম্পর্ক ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের দায়িত্ব এই কমিটিগুলোর উপর দেয়া হয়। বৃটেনের মত মার্কিন কমিটি ব্যবস্থায়ও জৈষ্ঠ্যতার নীতি মেনে চলা হয়। কাজেই, উন্নত বিশ্বের কমিটি ব্যবস্থাকে অনুকরণ করা হলে, কমিটির সুপারিশসমূহকে যথাযথভাবে গুরুত্ব দেয়া হলে এবং বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা সম্ভব হলে কমিটিসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর কমিটিতে পরিণত হবে। জাতির বৃহত্তর স্বার্থে কমিটির ধারাবাহিক স্থায়িত্ব নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কার্যপ্রণালী বিধিতে সুস্পষ্ট বিধান উল্লেখপূর্বক সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা থাকলে কমিটিসমূহে তার কার্যক্রমের সীমাবদ্ধতা অতিক্রমে সফল হবে এবং কার্যকর হবে বাংলাদেশের সংসদীয় কমিটির কার্যক্রম।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

১। গ্রন্থাবলীঃ

Ahmed, Emajuddin *Military Rule and the Myth of Democracy*. Dhaka: UPL, 1988.

Ahmed, Emajuddin. ed. *Bangladesh Politics.* Dhaka: CSS, 1980.

Ahmed, Emajuddin. *Bureaucratic Politics in Segmented Economic Growth: Bangladesh and Pakistan.* Dhaka: UPL, 1980.

Ahmed, Emajuddin and Kalam, Abul. eds. *Bangladesh South Asia and the World,* Academic Publishers, Dhaka 1992.

Ahmed, Moudud. *Bangladesh: Era of Sheikh Mujibur Rahman.* Dhaka: UPL, 1983.

Ahmed, Moudud. *Democracy and the Challenge of Development: A Study of Politics and Military Interventions in Bangladesh.* Dhaka: UPL, 1995.

Ahmed, Moudud. *Bangladesh: Constitutional Quest for Autonomy,* Dhaka: UPL, 1976.

Ahmad, Kamruddin. A *Socio-Political History of Bengal and the Birth of Bangladesh.* Dhaka: Inside Library, 1975.

All, Tariq. *Pakistan Military Rule or People's Powers!* Dacca: Vikas Publications, 1970.

Ali, S.M. *After the Dark Night Problems of Sheikh Miijibur Rahman.* Delhi: Thomson press, 1973.

Ahmad, Mushtaq. *Government and Politics in Pakistan.* Karachi: Space Publishers, 1970.

Almond, Gabriel A and J.S. Coleman. eds. *The politics of the Developing Areas,* Princeton: Princeton University press, 1960.

Almond, Gabriel A and B. Powell. *Comparative Politics.* Toronto: Little Brown and Company, 1966.

Ameller, Michel, *Parliaments.* London: Cassell and Company Limited, 1966.

Ahmed, Abul Mansur. *End of Betrayal and Restoration of Lahore Resolution.* Dhaka: Khoshroz Kitab Mahal, 1975.

Ahmed, Nizam, *Non-Party Caretaker Government in Bangladesh Experience and Prospect, Dhaka: The University Press Limited, February, 2004.*

Dhaka University Institutional Repository

Bhuiyan, Abdul Wadud. *Emergence of Bangladesh and the Role of Awami League.* Dhaka: The University press Limited, 1982.

Briers, P.M. Sir Herbert Williams. Harold Nicolson, V. Samuel, H. Malson. *Papers on Parliament.* London: The Hansard Society, 1949.

Choudhuri, Sirajul Islam, ed. *The History of Bangladesh.* Vol. I, Vol H & Vol. III. Dhaka: Asiatic Society, 1993.

Choudhury, Dilara. *Constitutional Development in Bangladesh.* Dhaka: UPL, 1994.

Curtis, Michael. *Comparative Government and Politics.* New York: Harper and Row Publishers, 1978.

Dahl, Robert A. *Democracy and hs Critics.* New Haven: Yale University Press, 1989.

Dhal, Robert A. ed. *Political Opposition in Modern Democracies.* New Haven: Yale University Press, 1968.

Finer, Herman. *The Theory and Practice of Modern Government.* London: Methuen & Co. Ltd., 1954.

English Local Government. London: Methuen and Co. Ltd., 1946.

Finer, S.E. *Comparative Government.* London: Penguin, 1974.

Garner, J.W. *Political Science and Government.* Calcutta: World Press, 1951.

Griffith, J.A.G. and Michael Ryle. *Parliament: Functions, Practice and Procedures*. London: Sweet and Maxwell, 1989.

Hakim, Mohammad A. *Bangladesh Politics: The Shahabuddin Interreghum.* Dhaka: UPL, 1993.

Harun, Shamsul Huda. *Parliamentary Behavior in a Multi-National State (1947-58).* Dhaka: The Asiatic Society of Bangladesh, 1984.

Hasanuzzaman, Al Masud. *Role of Opposition in Bangladesh Politics.* Dhaka: UPL, 1998.

Hasanuzzaman, Al Masud. ed. *Bangladesh: Crisis of Political Development.* Dhaka: Jahangir Nagar University, Dept. of Govt. and Politics, 1988.

Hasnat, Abul. *The Ugliest Genocide in History*. Dacca: Muktahara, 1974.

Hossain, Golam. *General Zia and the BNP Political Transformation of a Military Regime.* Dhaka: UPL, 1988.

Hossain, Golam. *Civil Military Relation in Bangladesh: A Comparative Study*. Dhaka: Academic Publishers, 1991.

Dhaka University Institutional Repository

Husain, Dr. Syed Anwar, *Bangladesh between Pas and Present,* Dhaka: Ekushey Bangla Prokashon, February, 2015.

Islam, M. Nazrul, *Consolidating Ashian Democracy,* Dhaka: NPL, October, 2003

Islam, M. Nazrul, *Parliamentary Committee in Pakistan and Bangladesh: A Comparative Analysis,* International Islamic University, Islamabad, July, 2011.

Islam, Syed Serajul. *Bangladesh: State arid Economic Strategy*. Dhaka: UPL, 1988.

Jahan, Rounaq. *Pakistan: Failure in National Integration.* New York: Columbia University Press, 1972.

Jahan, Rounaq. *Bangladesh Politics: Problem and Issues.* Dacca: University Press, 1980

Jennings, Sir Ivor. *Cabinet Government.* London: The University Press, 1961.

Jones, W.H. Morris. *Parliamment in India.* London: Longman, 1957.

Jennings, William Ivor. *Cabinet Government.* Cambridge: Cambridge University Press, 1951.

Kamal, Justice Mustafa. *Bangladesh Constitution: Trends and Issues.* Dhaka: University of Dhaka, 1994.

Kaul, M.N, and S.L, Shakder. *Practice and Procedure of Parliament.* Delhi, 1968.

Leeds, John D. *The Committee System of the United States of Congress.* London: Macdonald & Evans Ltd., 1967.

Laski, Harold J. *A Grammar of Politics.* London: George Alien and Unwin Ltd., 1970.

Maniruzzaman, Talukder. *Bangladesh Revolution and Its Aftermath.* Dhaka: UPL, 1988.

Maniruzzaman, Talukder, *Politics and Security of Bangladesh.* Dhaka: UPL, 1994.

Maniruzzaman, Talukder, *Radical Politics and the Emergence of Bangladesh.* Dacca ; Bangladesh Books International limited, 1975.

Maniruzzaman, Talukcler. *The Politics of Development, Group Interest and Political Change: Studies of Pakistan and Bangladesh.* New Delhi: South Asian Publications, 1982.

Muhith, A.M.A. *Bangladesh Emergence of a Nation.* Dhaka: UPL, 1992.

Dhaka University Institutional Repository

Majumdar, B.B. *Principles of Political Science and Government.* Calcutta: Mondon Brothers and Co., 1964.

Pye, L.W and Sidney Verba. *Political Culture and Political Development.* Princeton: Princeton University Press, 1965.

Quader, G.M., *Miseries of Misconceived Democracy,* Dhaka: April, 2013.

Rahim, Muhammad Abdur. *The Muslim Society and Politics in Bengal.* Dacca: University of Dacca, 1973.

Rahman, Sheikh Mujibur. *Six Points-our Demand for Survival.* Dacca, 1966.

Rahman, Sheikh Mujibur. *Our Right to Live.* Dacca: Pioneer Press, 1966.

Rashiduzzaman, M. *A Study of Government and Politics.* Dacca: The University Press, 1967.

Rahim, Mohammad Abdur. *The Muslim Society and Politics in Bengal (1757-1947).* Dacca: University of Dacca, 1973.

Rahman, M. Shamsur. *The Administrative Elite in Bangladesh.* New Delhi: Manak Publications Pvt. Ltd., 1994.

Sheely, Mizanur Rahman. *Emergence of A Nation in Multi-Polar World: Bangladesh.* Dacca: UPL, 1979.

Silk and Walters. *How Parliament Works.* England: Penguine Works Ltd., 1996.

Strong, C.F. *Modern Political Constituting.* London: Sidgwick and Jacksen, 1972.

Taylor, Eric. *The House of Commons at Work.* London: Hant Burnnard and W Ltd., 1967.

Umar, Badruddin. *Politics and Society in Bangladesh.* Dhaka: Subarna, 1987.

Wheare, K.C. *Modern Constitutions.* London: Oxford University Press, 1967.

Wheare, K. C. *Legislatures.* London: Oxford University Press, 1963.

Willough by W. F. *Government of Modern States.* New York, 1936.

Ziring, Lawrence. *Bangladesh From Mujib to Ershad: An Intrepretive Study.* Dhaka: UPL, 1994.

আহমদ, এমাজউদ্দীন। *সমাজ ও রাজনীত জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক*, করিম বুক কর্পোরেশন, ঢাকা: জানুয়ারী, ১৯৯৩।

আহমদ, এমাজউদ্দীন। *বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের পুনঃপ্রবর্তন*। প্রাসঙ্গিক চিন্তাভাবনা। ঢাকা: করিম বুক কর্পোরেশন, ১৯৮৮।

Dhaka University Institutional Repository

আহমদ, এমাজউদ্দীন। *গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৪।

আহমদ, এমাজউদ্দীন। *বাংলাদেশ: সমাজ এবং রাজনীতির চালচিত্র*, ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউস, ফেব্রুয়ারী, ২০০০।

আহমদ, এমাজউদ্দীন। সম্পাদিত, *জিয়ার রাজনৈতিক দর্শন ও আদর্শ*। ঢাকা: মৌল প্রকাশনী, ২০০০।

আহমদ, আবুল মনসুর। *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, ঢাকা: খোশরোজ কিতাব মহল, ১৯৯৫

রহমান, বিচারপতি লতিফুর। *তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দিনগুলি ও আমার কথা*, ঢাকা: লি লেমিনেটরস, জুলাই, ২০০২।

রহমান, এ.এস.এম আতীকুর; শওকতুজ্জামান। সৈয়দ, *সমাজ গবেষণা পদ্ধতি*, ঢাকা: নিউ এজ পাবলিকেশন, জুলাই, ২০০০।

রেহমান, তারেক শামসুর। (সম্পাদিত), *বাংলাদেশ রাষ্ট্র ও রাজনীতি*, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০০।

আলম, মো. শাহ। *বাংলাদেশের সাংবিধানিক ইতিহাস ও সংবিধানের সহজ পাঠ*, আইন অনুষদ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৬।

আহমদ, মওদুদ। *বাংলাদেশ: স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা*। ঢাকা: ইউপিএল, ১৯৯২।

আহসান, সৈয়দ আলী। *আমাদের আত্মপরিচয় এবং বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ।* ঢাকা: বাড পাবলিকেশন্স ১৯৯৬।

আহমদ, সালাহ্উদ্দীন। *বাংলাদেশ, অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ*। ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০০।

আলম, জগলুল। *বাংলাদেশে বামপন্থী রাজনীতির গতিধারা ১৯৮৪-৮৯*। ঢাকা: প্রকৃত প্রকাশনী, বইমেলা, ১৯৯০।

আহমদ, মওদুদ। *বাংলাদেশ: স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা*। অনু. জগলুল আলম। ঢাকা: ইউপিএল, ১৯৯২।

আনিসুজ্জামান। *একুশের প্রবন্ধ*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫।

আনিসুজ্জামান, সম্পা। *প্রসঙ্গ: জাতীয়তাবাদ ও সংস্কৃতি*। ঢাকা: নওরোজ সাহিত্য সংসদ, ১৯৯৩।

কাদের, জি.এম। *বাংলাদেশে গণতন্ত্র*, ঢাকা: ভাষামুখ, সেপ্টেম্বর, ২০১৩।

ইয়াসমিন, রাকিবা। *বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রে সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থার ভূমিকা (১৯৭২-৯৬): একটি পর্যালোচনা*, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, সেপ্টেম্বর, ২০০২।

ইসলাম, মেজর রফিকুল। *স্বৈরশাসনের নয় বছর।* ঢাকা: ইউপিএল, ১৯৯১।

ইসলাম, মেজর রফিকুল। *একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ।* ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৩।

উল্লাহ, আহমদ। সম্পা.। *পঞ্চম জাতীয় সংসদ প্রামাণ্য গ্রন্থ*। ঢাকা: সুচয়ন প্রকাশনী, ১৯৯২।

Dhaka University Institutional Repository

উমর, বদরুদ্দীন। *পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, খণ্ড ১ ও ২,* ঢাকা: মওলা ব্রাদার্স, ১৯৭০।

উজ্জামান, হাসান। *নব প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের সংসদীয় ব্যবস্থা*, অক্ষর, ঢাকা: আগষ্ট ১৯৯২।

উমর, বদরুদ্দীন। *পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*। তৃতীয় খণ্ড। ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ১৯৮৫।

উমর, বদরুদ্দীন। *বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কয়েকটি দিক।* ঢাকা: মুক্তধারা, ১৯৮৫।

উমর, বদরুদ্দীন। *ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গ কতিপয় দলিল। ১ম খণ্ড।* বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪।

উমর, বদরুদ্দীন। *বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক স্বৈরতন্ত্র।* ঢাকা: সুবর্ণ প্রকাশনী, ১৯৯৪।

উমর, বদরুদ্দীন। *বাংলাদেশে সমাজতন্ত্রের চেতনা ও মতাদর্শিক বিকাশ।* ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিডেট, ১৯৯১।

উমর, বদরুদ্দীন। *ধর্ম নিরপেক্ষতা ও বাংলাদেশ ঐক্যমত্যের ইতিহাস অনুসন্ধান।* ঢাকা: পল্লব পাবলিশার্স, ফেব্রুয়ারী, ১৯৯২।

উমর, বদরুদ্দীন। *আওয়ামী লীগ ও বাকশাল: ১৯৭২-৭৫*। সিলেট: বাংলাদেশ প্রকাশনী, ১৯৮০।

উমর, বদরুদ্দীন । *নব প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের সংসদীয় ব্যবস্থা।* ঢাকা: অক্ষর, ১৯৯২।

উমর, বদরুদ্দীন। *১৫ই আগস্টের সামরিক অভ্যুত্থান, মুজিব হত্যাকাণ্ড ও ধারাবাহিকতা।* ঢাকা: অংকুর প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৪।

জাহাঙ্গীর, মুহাম্মদ। সম্পাদিত, *গণতন্ত্র*। ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৫।

নুন, এ কে এ ফিরোজ। সম্পাদিত, *আমার রাজনীতির রূপরেখা*, ঢাকা: মুস্তাফিজুর রহমান, ১৯৮৯।

নুন, এ কে এ ফিরোজ। সম্পাদিত, *জিয়া কেন জনপ্রিয়*, ঢাকা: কাকলী প্রকাশনী, ১৯৯১।

নূর, আবদুন। *স্বাধীনতার ঘোষণা ও বাংলাদেশ*, ঢাকা: মুভমেন্ট ফর প্রেস ফ্রিডম এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক ফোরাম, ১৯৯০।

ফিরোজ, জালাল। *পার্লামেন্টারি শব্দকোষ*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৮।

ফিরোজ, জালাল। *পার্লামেন্ট কিভাবে কাজ করে, বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা*, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, জুলাই ২০০৩

রেহমান, তারেক শামসুর, *বাংলাদেশ রাষ্ট্র ও রাজনীতি*, সম্পাদিত, উত্তরন, ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা, ২০০০।

ভূঁইয়া, মোহাম্মদ আব্দুল ওদুদ। *বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন*, ঢাকা: আজিজিয়া বুক ডিপো, ২০০০।

মিয়া, ওয়াজেদ এম.এ। *বাংলাদেশের বিভিন্ন সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান*, স্বরবর্ণ প্রিন্টার্স, ঢাকা: ফেব্রুয়ারী ১৯৯৬।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলা, খন্দকার মনজুর-এ। *বাংলাদেশের পঞ্চম জাতীয় সংসদ, ৯১ এ্যালবাম*, ঢাকা: তথ্যসেবা, ১৯৯১।

তালুকদার, মনিরুউজ্জামান। *বাংলাদেশের রাজনীতি সংকট ও বিশ্লেষণ*, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, ঢাকা: মার্চ, ২০০১।

মামুন, মুনতাসীর ও রায়, জয়ন্ত কুমার। *বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম*, ঢাকা: অবসর প্রকাশনী, বইমেলা, ১৯৯৫।

মামুন, মুনতাসীর ও রায়, জয়ন্ত কুমার। *প্রশাসনের অন্দরমহল বাংলাদেশ*, দিব্য প্রকাশ, ঢাকা: ১ জানুয়ারী ১৯৮৭।

মিয়া, খন্দকার আব্দুল হক। *সংসদীয় রীতি ও পদ্ধতি*। অপ্রকাশিত গ্রন্থ।

রহমান, বিচারপতি লতিফুর। *তত্ত্বাবধধায়ক সরকারের দিনগুলি ও আমার কথা*, দি লেমিনেটরস, ঢাকা, জুলাই, ২০০২।

রশীদ, শেখ আব্দুর। যুগ পরিক্রমায় বাংলাদেশের সংবিধান। ঢাকা: সিটি প্রকাশনী, ১৯৯৮।

রশীদ, আমিনুর। সম্পাদিত, *প্রামাণ্য সংসদ*, ঢাকা: তথ্যসেবা প্রকাশিত, ১৯৯৭।

রহমান, হাসান হাফিজুর। সম্পাদিত, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, দলিলপত্র*, দ্বিতীয় খণ্ড, ঢাকা: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮২।

রহমান, হাসান হাফিজুর। সম্পা, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, দলিলপত্র*। তৃতীয় খণ্ড। ঢাকা: তথ্য মন্ত্রণালয়, ১৯৮২।

শফিক, মাহমুদ। *বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক বিপর্যয়*। ঢাকা: বর্ণ বীনা প্রকাশনী, ১৯৯৫।

সাইয়িদ, আবু। *বাংলাদেশের স্বাধীনতা: যুদ্ধের আড়ালে যুদ্ধ*। ঢাকা: মো. শরীফ আহমেদ, ১৯৮৯।

সাইয়িদ, আবু। *বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড: ফ্যাক্টস্ এন্ড ডকুমেন্টস*, ঢাকা: জ্ঞানকোষ, ১৯৯৬।

সুলতান, আমিনুর রহমান। *গণতান্ত্রিক সরকারের অগণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ও বিরোধী দলের পদত্যাগ*, ঢাকা: সময় প্রকাশন, ১৯৯৫।

হক, আবুল ফজল। *বাংলাদেশের রাজনীতি সংঘাত ও পরিবর্তন*, রাজশাহী: রাজশাহী বিদ্যালয়, পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনা বোর্ড, ১৯৯৪।

হক, আবুল ফজল। *রাজনীতি, সংঘাত ও পরিবর্তন*, রাজশাহী: রাজশাহী বিদ্যালয়, পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনা বোর্ড, ১৯৯৮।

হক, আবুল ফজল। *বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি*, রংপুর: টাউন স্টোর্স, ১৯৯৮।

হায়দার, আবুল কাশেম ও সোহেল মাহমুদ। *বাংলাদেশের উন্নয়নের ইতিহাস*, ঢাকা: প্যানোরমা পাবলিকেশন্স, ১৯৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

হালিম, মো. আব্দুল। *সংবিধান, সাংবিধানিক আইন ও রাজনীতি: বাংলাদেশ প্রসঙ্গ, বৃটিশ শাসন ব্যবস্থা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাসঙ্গিক বিষয়সহ*, ঢাকা: রিকো প্রিন্টার্স, ১৯৯৭।

হাশিম, আবুল। *আমার জীবন ও বিভাগপূর্ব বাংলাদেশের রাজনীতি*, অনু. সাহাবুদ্দীন মহম্মদ আলী, ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্থান, ১৯৮৭।

হোসেন, আমজাদ। *বাংলাদেশের রাজনীতি ও রাজনৈতিক দল*, ঢাকা: কবির আহমেদ, ১৯৯৬।

হোসেন, গোলাম। সম্পাদিত, *বাংলাদেশ সরকার ও রাজনীতি*, ঢাকা: একাডেমিক পাবলিশার্স, ১৯৯২।

হোসেন, সৈয়দ আনোয়ার। *বাংলাদেশ ১৯৯৬: রাজনীতি ও পররাষ্ট্রনীতি*। ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৭।

মিয়া, খোন্দকার আবদুল হক। *সংসদীয় রীতি ও পদ্ধতি*, জুন, ২০০১।

২। প্রবন্ধাবলী:

Ahmed, Nizam. "Committees in Bangladesh Parliament". *Legislative Studies*. Vol. I, Number 13, 1998.

"Reforming the Parliament in Bangladesh Constraints and Political Dilemmas". *Commonwealth and Comparative Politics.* Vol. 1, Number 36. Frankcass and Co. Ltd., London, 1998.

Parliamentary Committee and Parliamentary government in Bangladesh, Taylor & Francis Ltd., 2001.

Haque, Khondoker Abdul, "*Parliamentary Committee systems, Bangladesh Jatio Sangsad Institute Of Parliamentary Studies,* "Conference Report, Dhaka, 27-28 May 1999.

Haque, Khondoker Abdul. *"Parliamentary Committees in Bangladesh. Congressional Studies.* Volume 2, No. 1, 1994.

Bhuyan, M. Sayefullah, *Political Culture In Bangladesh*, Social Science Review.The Dhaka university studies part –D, Volume vIII, june & December 1991 Nos.1&2.

Parveen, Khundker Nadira, *Leadership Crisis in The Third World: The Case of Bangladesh*, Social Science Review.The Dhaka university studies part–D, Volume vIII, june & December 1991 Nos.1&2.

Aziz, M.A. *"Determinants of Bangladesh's Relations with the World". Endevor*. April, 1989.

Ahmad, Emajuddin. "The Six-point Programme: Its Class Basis". *The Dhaka University Studies.* Part A. Vol. XXX. June, 1979.

Dhaka University Institutional Repository

Akanda, S.A. "The National Language Issue: Potent Force for Transforming East Pakistan Nationalism into Bengali Nationalism". *The Journal of the Institute of Bangladesh Studies.* Vol. 4, No. 4, 1976.

Bhuyan, Sayefullah and Arun Kumar Goswami. "The June 1996 Parliamentary Election in Bangladesh: A Review". *A Journal of Faculty of Social Sciences.* University of Dhaka (SSR) . Vol. XV, No. 2. December, 1998.

Banu, U.A.B. Razia Aktar, *The Fall of Sheikh Mujib Regime: An Analysis*". *Indian Political Science Review.* Vol. 15, No. 4, January, 1981.

Hasanuzzaman, Al Masud. "*Jatiya Sangsads (Legislature) in Bangladesh: An Overview*". *Asian Studies, The Journal of the Department of Government and Politics.* J.U. No. 18, June, 1999.

——. "*Paliamentary Committee System in Bangladesh". Regional Studies.* Vol. XIII, No. 1, Islamabad, Winter, 1994-95.

Islam, Syed Serajul, "*Bangladesh in 1986: Entering a New Phase".* Asian Survey. February, 1987.

Islam, M. Nazrul, *Problems of National Building in Developing Countries: The Case of Malaysia.* University of Dhaka, December, 1988.

Jones, Morris. *"Bangladesh in 1972: Nation - Building in a New State".* Asian Survey. Vol. XIII, No. 2, February, 1973.

Jahan, Rounaq. *"Bangladesh in 1973: Management of Factional Politics".* Asian Survey. Vol. XIV, No. 2, February, 1974.

The Parliament of Bangladesh, *Representation and Accountability, CPD-CMI Working Paper-2,* Rounaq Jahan, Inge Amundsen, Professor Rounaq Jahan is a Distinguished Fellow at the Centre for policy Dialogue (CPD), Bangladesh. Dr. Inge Amundsen is a Senior Researcher at the Chr. Michelsen Institute (CMI), Norway. April, 2012, Centre for Policy Dialogue

Maniruzzaman, Talukder. "*Bangladesh in 1975: The Fall of the Mujib Regime and Its Aftermath".* Asian Survey, Vol. 16, No. 2. February, 1976.

Rahman, Md. Ataur, "*Bangladesh in 1983: A Turning Point for the Military".* Asian Survey. February, 1984.

Rashiduzzaman, M. "*Bangladesh in 1977: Dilemmas of the Military Rules*". Asian Survey. Vol. XVHI, No. 2, February, 1978.

Rashiduzzaman, M. "*Changing Political Patterns in Bangladesh Internal Constraints and External Fears".* Asian Survey. Vol. XVII, No. 9, September, 1977.

Dhaka University Institutional Repository

Uddin Kamal S. "*Ballot Boycott: Opposition Won't Take Part in Elections*". *Far Eastern Economic Review*. February 1, 1996.

আমিন, মো. নূরুল। *এরশাদ বিরোধী গণআন্দোলন: একটি পর্যালোচনা।* রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমিতি পত্রিকা। রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমিতি। ঢাকা, ১৯৯১।

আহম্মদ, এমাজউদ্দিন, *বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক সরকারের রূপ,* ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ফেব্রুয়ারী, ২০০৬।

আহম্মদ, এমাজউদ্দিন, *সমাজ ও রাজনীতি জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক।*

আহম্মদ, এমাজউদ্দিন, *গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ।*

আহম্মেদ, রফিক, *গণতন্ত্রের রাজনীতি, গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ,* ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ফেব্রুয়ারী, ২০০৬।

আহমেদ, কামাল উদ্দিন, *সংসদীয় গণতন্ত্রে বিরোধীদলের ভূমিকা,* ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ফেব্রুয়ারী, ২০০৬।

আখতার, মুহাম্মদ ইয়াহইয়া, *গণতন্ত্রের জনপ্রিয়তা কি হুমকির মুখে?,* ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ফেব্রুয়ারী, ২০০৬।

আলম, মোঃ শামছুল, *বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলের ক্রমবিকাশ,* ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৮।

আলী, মোহাম্মদ, *বাংলাদেশের সাংবিধানিক বিবর্তন,* ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৮।

আনিসুজ্জামান, মোহাম্মদ, *সচিব সূত্রঃ রাজনীতি ও প্রশাসনের নিরন্তরতা,* ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৮।

উজ্জামান, হাসান, *১৯৭৩ সালের সাধারণ নির্বাচন: একটি বিশ্লেষণ।* সরকার ও রাজনীতি বিভাগ। ৭ মে, ১৯৭৯।

বাংলাদেশের প্রাশ্চাত্য গণতন্ত্র প্রসঙ্গে, দি জার্নাল অব পলিটিক্যাল সায়েন্স, ঢাকা: সেমিনার, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, নম্বর ১, ইস্যু ১, ১৯৮৪।

নব প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের সংসদীয় ব্যবস্থা।

উল্লাহ্, মাহ্বুব, *বাংলাদেশে গণতন্ত্রের সঙ্কট ও সম্ভাবনা,* ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ফেব্রুয়ারী, ২০০৬।

কামাল, বিচারপতি মোস্তফা, *গণতন্ত্র, সাংবিধানিকতা ও সমঝোতা,* ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ফেব্রুয়ারী, ২০০৬।

কবীর, সৈয়দ আলী, *সংসদীয় গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া,* ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ফেব্রুয়ারী, ২০০৬।

করিম, সরদার ফজলুল, *গণতন্ত্র এবং সহনশীলতা,* ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ফেব্রুয়ারী, ২০০৬।

ভূঁইয়া, মাহমুদুল হক, *বাংলাদেশে জাতীয় সংসদে সরকারী হিসাব কমিটির ভূমিকা: একটি পর্যালোচনা,* ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৮।

Dhaka University Institutional Repository

মুহাম্মদ, আনু, *গণতন্ত্র, সংবিধান ও অর্থনীতি: বাংলাদেশের ২৫ বছর,* ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৮।

চৌধুরী, সিরাজুল ইসলাম, *গণতন্ত্রের ইতরবিশেষ,* ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ফেব্রুয়ারী, ২০০৬।

ছফা, আহমদ, *বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক স্বেচ্ছাচার,* ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ফেব্রুয়ারী, ২০০৬।

জাহাঙ্গীর, মুহাম্মদ (সম্পাদিত), *গণতন্ত্র,* ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ফেব্রুয়ারী, ২০০৬।

জাহাঙ্গীর, মুহাম্মদ গণতন্ত্র ও গণমাধ্যম, গণতন্ত্র, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ফেব্রুয়ারী, ২০০৬।

রহমান, তারেক এম টি, *সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রসঙ্গ, বাংলাদেশ রাজনীতির ২৫ বছর।* ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৮।

রহমান, তারেক এম টি। *জবাবদিহিমূলক ও স্বচ্ছ প্রশাসন নিশ্চিতকরণে সংসদীয় কমিটি ব্যবস্থা: বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে একটি পর্যবেক্ষণ। সামাজিক বিজ্ঞান জার্নাল।* সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৬।

রহমান, মাহবুবুর, *সংসদীয় গণতন্ত্র ও সরকারের দায়িত্বশীলতা,* ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ফেব্রুয়ারী, ২০০৬।

রহমান, আতাউর, *উন্নয়ন ও গণতন্ত্রায়ন: ২৫ বছরের মূল্যায়ন,* ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৮।

রেহমান, তারেক শামসুর, *উন্নয়নশীল বিশ্বের গণতন্ত্র: একটি মূল্যায়ন,* ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ফেব্রুয়ারী, ২০০৬।

বাংলাদেশ রাজনীতির ২৫ বছর, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৮।

রেহমান, শফিক, *গণতন্ত্রের জন্য,* ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ফেব্রুয়ারী, ২০০৬।

রনো, হায়দার আকবর খান, *শ্রেণী ও গণতন্ত্র,* ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ফেব্রুয়ারী, ২০০৬।

পঁচিশ বছরের বাম রাজনীতি, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৮।

সোলায়মান, মোহাম্মদ, *বাংলাদেশের রাজনীতির ২০ বছর,* সাপ্তাহিক রোববার, ১৯৯১।

রাজনৈতিক কাঠামোর অবক্ষয় ও বৈধতার সংকট: এরশাদের শাসনকাল। রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমিতি পত্রিকা। রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমিতি, চট্টগ্রাম, ১৯৯৩।

মনিরুজ্জামান, তালুকদার, *বাংলাদেশে গণতন্ত্রের বর্তমান সংকট: একটি বিশ্লেষণ,* ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ফেব্রুয়ারী, ২০০৬।

মনিরুজ্জামান, তালুকদার, *বাংলাদেশের রাজনীতি সংকট ও বিশ্লেষণ,* বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ, চট্টগ্রাম-ঢাকা।

হোসেন, সৈয়দ আনোয়ার, বাংলাদেশে গণতন্ত্রচর্চা: প্রাতিষ্ঠানিক রূপ, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ফেব্রুয়ারী, ২০০৬।

বাংলাদেশের রাজনীতি: প্রেক্ষাপট, প্রকৃতি ও প্রতিফলন, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৮।

Dhaka University Institutional Repository

হোসেন, শওকত আরা, *গণতন্ত্র ও বাংলাদেশ*, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ফেব্রুয়ারী, ২০০৬।

হক, আবু ফজল, *বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের কিছু সমস্যা ও সম্ভাবনা*, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৮।

হাসানউজ্জামান, আল মাসুদ হাসান, *বাংলাদেশে কমিটি ব্যবস্থা*, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ফেব্রুয়ারী, ২০০৬।

গণতন্ত্র, নিত্যদিনের গণভোট, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ফেব্রুয়ারী, ২০০৬।

৩। সরকারি প্রকাশনা, দলিলপত্র ও প্রতিবেদন:

Bangladesh Election Commission. *Report on the First General Election to Parliament in Bangladesh, 1973.* Dhaka: Government Press, 1973.

Bangladesh Election Commission. *Report on parliamentary Election, 1979.* Dhaka: Government Press, 1982.

Bangladesh Election Commission. *Report on the Third Parliamentary Election, 1986.* Dhaka: Government Press, 1986.

Bangladesh Election Commission. *Report on the Fourth Parliamentary Election, 1988.* Dhaka: Government Press, 1988.

Bangladesh Election Commission. *Report of the Fifth Parliamentary Election, 1991.* Dhaka: Government Press, 1991.

Bangladesh Election Commission. *Report on the Sixth Parliamentary Election, 1996.* Dhaka: Government Press, 1996.

Bangladesh Election Commission. *Statistical report on 7th Jatiya Shangshad Election, 1996.* Dhaka: Government Press, 1996.

Bangladesh Election Commission. *Statistical report on 8th Parliament Election, 2001.* Dhaka: Government Press, 2001.

Parliamentary Committee System, Bangladesh Jatiya Sangsad, Institute of Parliamentary Studies, Conference Report, Dhaka, 27-28 May, 1999.

আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান (১৯৯৬ সালের ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত সংশোধিত), ঢাকা: বাংলাদেশ সরকারি প্রেস।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, অক্টোবর, ২০১১।

বাংলাদেশ গণপরিষদ, বিতর্ক। খণ্ড-১, সংখ্যা ১-২, এপ্রিল ১৯৭২; খণ্ড-২, সংখ্যা ১-১৯, অক্টোবর-নভেম্বর, ১৯৭২। ঢাকা: বাংলাদেশ সরকারি প্রেস।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যবাহের সারাংশ, ১৯৭৩-১৯৮২; ১৯৮৬-১৯৮৮, ঢাকা: বাংলাদেশ সরকারি প্রেস।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, বিতর্ক, ১৯৭৩-২০০৬। ঢাকা: বাংলাদেশ সরকারি প্রেস।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি, ১৯৭৩, ১৯৮৬, ১৯৯১, ১৯৯২, ১৯৯৭, ২০০৭, ঢাকা: বাংলাদেশ সরকারি প্রেস।

সি এ সি সংসদীয় সমীক্ষা-৩, নভেম্বর ১৯৯৫।

পঞ্চম জাতীয় সংসদের সরকারী প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির প্রতিবেদন।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ বিতর্ক, খণ্ড-১, সংখ্যা-২, ৭ এপ্রিল, ১৯৯১।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ বিতর্ক, খণ্ড-১, সংখ্যা-১০, ২৪ এপ্রিল, ১৯৯১।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ বিতর্ক, খণ্ড-২, সংখ্যা-১৬, ০৮ জুলাই, ১৯৯১।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ বিতর্ক, খণ্ড-২, সংখ্যা-২১, ১৫ জুলাই, ১৯৯১।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ বিতর্ক, খণ্ড-২, সংখ্যা-২৮, ২৫ জুলাই, ১৯৯১।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ বিতর্ক, খণ্ড-২, সংখ্যা-৩৩, ০১ আগষ্ট, ১৯৯১।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ বিতর্ক, খণ্ড-২, সংখ্যা-৩৯, ০৮ আগষ্ট, ১৯৯১।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ বিতর্ক, খণ্ড-২, সংখ্যা-৪৩, ১৪ আগষ্ট, ১৯৯১।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ বিতর্ক, খণ্ড-৩, সংখ্যা-০৫, ২৩ অক্টোবর, ১৯৯১।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ বিতর্ক, খণ্ড-৩, সংখ্যা-০৭, ২৭ অক্টোবর, ১৯৯১।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ বিতর্ক, খণ্ড-৩, সংখ্যা-০৮, ২৮ অক্টোবর, ১৯৯১।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ বিতর্ক, খণ্ড-৩, সংখ্যা-১২, ০৩ নভেম্বর, ১৯৯১।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ বিতর্ক, খণ্ড-৩, সংখ্যা-১৪, ০৫ নভেম্বর, ১৯৯১।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ বিতর্ক, খণ্ড-৪, সংখ্যা-০১, ০৪ জানুয়ারী, ১৯৯২।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ বিতর্ক, খণ্ড-৮, সংখ্যা-৩২, ১১ মার্চ, ১৯৯৩।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ বিতর্ক, খণ্ড-১০, সংখ্যা-২৯, ১৩ জুলাই, ১৯৯৩।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ বিতর্ক, খণ্ড-১২, সংখ্যা-১৩, ০৭ ডিসেম্বর, ১৯৯৩।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ বিতর্ক, খণ্ড-১২, সংখ্যা-১৪, ০৮ ডিসেম্বর, ১৯৯৩।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ বিতর্ক, খণ্ড-১৩, সংখ্যা-১০, ২২ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৪।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ বিতর্ক, খণ্ড-১৭, সংখ্যা-১২, ২৭ নভেম্বর, ১৯৯৪।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, পঞ্চম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের (০৫-০৪-১৯৯১ হতে ১৫-০৫-১৯৯১) কার্যবাহের সারাংশ

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, পঞ্চম জাতীয় সংসদের দ্বিতীয় অধিবেশনের (১১-০৬-১৯৯১ হতে ১৪-০৮-১৯৯১) কার্যবাহের সারাংশ

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, পঞ্চম জাতীয় সংসদের তৃতীয় অধিবেশনের (১২-১০-১৯৯১ হতে ০৫-১১-১৯৯১) পর্যন্ত কার্যবাহের সারাংশ

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, পঞ্চম জাতীয় সংসদের চতুর্থ অধিবেশনের (০৪-০১-১৯৯২ হতে ১৮-০২-১৯৯২) কার্যবাহের সারাংশ

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, পঞ্চম জাতীয় সংসদের ষষ্ঠ অধিবেশনের (১৮-০৬-১৯৯২ হতে ১৩-০৮-১৯৯২) কার্যবাহের সারাংশ

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, পঞ্চম জাতীয় সংসদের অষ্টম অধিবেশনের (০৩-০১-১৯৯৩ হতে ১১-০৩-১৯৯৩) কার্যবাহের সারাংশ

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, পঞ্চম জাতীয় সংসদের দশম অধিবেশনের (০৬-০৬-১৯৯৩ হতে ১৫-০৭-১৯৯৩) কার্যবাহের সারাংশ

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, পঞ্চম জাতীয় সংসদের দ্বাদশ অধিবেশনের (২১-১১-১৯৯৩ হতে ০৮-১২-১৯৯৩) কার্যবাহের সারাংশ

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, পঞ্চম জাতীয় সংসদের ত্রয়োদশ অধিবেশনের (০৫-০২-১৯৯৪ হতে ০৭-০৩-১৯৯৪) কার্যবাহের সারাংশ

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, পঞ্চম জাতীয় সংসদের সপ্তদশ অধিবেশনের (১২-১১-১৯৯৪ হতে ০৮-১২-১৯৯৪) কার্যবাহের সারাংশ

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, পঞ্চম জাতীয় সংসদের অষ্টাদশ অধিবেশনের (২৩-০১-১৯৯৫ হতে ২৩-০২-১৯৯৫) কার্যবাহের সারাংশ

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, পঞ্চম জাতীয় সংসদের ঊনিশ অধিবেশনের (১২-১১-১৯৯৫ হতে ০৮-১২-১৯৯৫) কার্যবাহের সারাংশ।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, পঞ্চম জাতীয় সংসদের বিশতম অধিবেশনের (১২-১১-১৯৯৫ হতে ০৮-১২-১৯৯৫) কার্যবাহের সারাংশ।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, পঞ্চম জাতীয় সংসদের একুশতম অধিবেশনের (১২-১১-১৯৯৫ হতে ০৮-১২-১৯৯৫) কার্যবাহের সারাংশ।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, পঞ্চম জাতীয় সংসদের বাইশতম অধিবেশনের (১২-১১-১৯৯৫ হতে ০৮-১২-১৯৯৫) কার্যবাহের সারাংশ।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়। বুলেটিন-২, রবিবার, ৭ এপ্রিল, ১৯৯১।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ বিতর্ক, খণ্ড-১, সংখ্যা-৫, মঙ্গলবার ২৩ জুলাই, ১৯৯৬।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ বিতর্ক, খণ্ড-১, সংখ্যা-৬, বুধবার ২৪ জুলাই, ১৯৯৬।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ বিতর্ক, খণ্ড-১, সংখ্যা-৯, বুধবার ২৯ জুলাই, ১৯৯৬।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ বিতর্ক, খণ্ড-২, সংখ্যা-৮, মঙ্গলবার ১৯ নভেম্বর, ১৯৯৬।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ বিতর্ক, খণ্ড-২, সংখ্যা-৯, বুধবার ২০ নভেম্বর, ১৯৯৬।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ বিতর্ক, খণ্ড-৩, সংখ্যা-১৪, মঙ্গলবার, ১৮ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৭।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ বিতর্ক, খণ্ড-৩, সংখ্যা-১৫, বুধবার, ১৯ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৭।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ বিতর্ক, খণ্ড-৩, সংখ্যা-২৪, মঙ্গলবার, ০৪ মার্চ, ১৯৯৭।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ বিতর্ক, খণ্ড-৭, সংখ্যা-৭, রবিবার, ১৬ নভেম্বর, ১৯৯৭।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ বিতর্ক, খণ্ড-৮, সংখ্যা-৫৩, মঙ্গলবার, ১২, ১৯৯৮।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ বিতর্ক, খণ্ড-৯, সংখ্যা-৮, শনিবার, ২০ জুন, ১৯৯৮।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ বিতর্ক, খণ্ড-৯, সংখ্যা-১৯, বুধবার, ০৮ জুলাই, ১৯৯৮।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ বিতর্ক, খণ্ড-১২, সংখ্যা-২০, বুধবার, ১৪ মার্চ, ১৯৯৯।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ বিতর্ক, খণ্ড-১৪, সংখ্যা-৫, বুধবার, ০৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, সপ্তম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের (১৪-০৭-১৯৯৬ হতে ০২-০৯-১৯৯৬) কার্যবাহের সারাংশ।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, সপ্তম জাতীয় সংসদের দ্বিতীয় অধিবেশনের (০১-১১-১৯৯৬ হতে ২০-১১-১৯৯৬) কার্যবাহের সারাংশ।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, সপ্তম জাতীয় সংসদের তৃতীয় অধিবেশনের (১৫-০১-১৯৯৭ হতে ১৩-০৩-১৯৯৭) কার্যবাহের সারাংশ।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, সপ্তম জাতীয় সংসদের চতুর্থ অধিবেশনের (১০-০৫-১৯৯৭ হতে ১৫-০৫-১৯৯৭) কার্যবাহের সারাংশ।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, সপ্তম জাতীয় সংসদের পঞ্চম অধিবেশনের (১০-০৬-১৯৯৭ হতে ১০-০৭-১৯৯৭) কার্যবাহের সারাংশ।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, সপ্তম জাতীয় সংসদের ষষ্ঠ অধিবেশনের (৩০-০৮-১৯৯৭ হতে ০৪-০৯-১৯৯৭) কার্যবাহের সারাংশ।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, সপ্তম জাতীয় সংসদের সপ্তম অধিবেশনের (০২-১১-১৯৯৭ হতে ১৬-১১-১৯৯৭) কার্যবাহের সারাংশ।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, সপ্তম জাতীয় সংসদের অষ্টম অধিবেশনের (১৪-০১-১৯৯৮ হতে ১৩-০৫-১৯৯৮) কার্যবাহের সারাংশ।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, সপ্তম জাতীয় সংসদের নবম অধিবেশনের (১০-০৬-১৯৯৮ হতে ০৯-০৭-১৯৯৮) কার্যবাহের সারাংশ।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, সপ্তম জাতীয় সংসদের দশম অধিবেশনের (০৭-০৯-১৯৯৮ হতে ০৮-০৯-১৯৯৮) কার্যবাহের সারাংশ।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, সপ্তম জাতীয় সংসদের একাদশ অধিবেশনের (০৫-১১-১৯৯৮ হতে ২৬-১১-১৯৯৮) কার্যবাহের সারাংশ।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, সপ্তম জাতীয় সংসদের দ্বাদশ অধিবেশনের (২৫-১১-১৯৯৯ হতে ০৭-০৪-১৯৯৯) কার্যবাহের সারাংশ।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, সপ্তম জাতীয় সংসদের ত্রয়োদশ অধিবেশনের (০৬-০৬-১৯৯৯ হতে ০৮-০৭-১৯৯৯) কার্যবাহের সারাংশ।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, সপ্তম জাতীয় সংসদের চর্তুদশ অধিবেশনের (২৯-০৮-১৯৯৯ হতে ০৯-০৯-১৯৯৯) কার্যবাহের সারাংশ।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, সপ্তম জাতীয় সংসদের পঞ্চদশ অধিবেশনের (০১-১১-১৯৯৯ হতে ০৯-১১-১৯৯৯) কার্যবাহের সারাংশ।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, সপ্তম জাতীয় সংসদের ষষ্ঠদশ অধিবেশনের (০১-০১-২০০০ হতে ৩০-০১-২০০০) কার্যবাহের সারাংশ।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, সপ্তম জাতীয় সংসদের সপ্তদশ অধিবেশনের (২৮-০৩-২০০০ হতে ০৬-০৪-২০০০) কার্যবাহের সারাংশ।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, সপ্তম জাতীয় সংসদের অষ্টদশ অধিবেশনের (০৫-০৬-২০০০ হতে ০৯-০৭-২০০০) কার্যবাহের সারাংশ।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, সপ্তম জাতীয় সংসদের ঊনবিংশ অধিবেশনের (০৬-০৯-২০০০ হতে ১৪-০৯-২০০০) কার্যবাহের সারাংশ।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, সপ্তম জাতীয় সংসদের বিংশ অধিবেশনের (০৯-১১-২০০০ হতে ২৩-১১-২০০০) কার্যবাহের সারাংশ।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, সপ্তম জাতীয় সংসদের একবিংশ অধিবেশনের (১১-০১-২০০১ হতে ৩১-০১-২০০১) কার্যবাহের সারাংশ।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, সপ্তম জাতীয় সংসদের বাইশতম অধিবেশনের (২৯-০৩-২০০১ হতে ১২-০৪-২০০১) কার্যবাহের সারাংশ।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, সপ্তম জাতীয় সংসদের তেইশতম অধিবেশনের (০৬-০৬-২০০১ হতে ১৩-০৭-২০০১) কার্যবাহের সারাংশ।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, সপ্তম জাতীয় সংসদের অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির প্রতিবেদন, জুন, ২০০১

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, সপ্তম জাতীয় সংসদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির প্রতিবেদন, জুলাই, ২০০১

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, সপ্তম জাতীয় সংসদের শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির প্রতিবেদন, জুলাই, ২০০১

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, সপ্তম জাতীয় সংসদের যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির প্রতিবেদন, জুলাই, ২০০১

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, সপ্তম জাতীয় সংসদের সরকারী প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত কমিটির প্রতিবেদন, ২৬ জুন, ২০০১।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধি, ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০০১

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ বিতর্ক, খণ্ড-১, সংখ্যা-২, ০৪ নভেম্বর, ২০০১।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ বিতর্ক, খণ্ড-১, সংখ্যা-৩, ০৫ নভেম্বর, ২০০১।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ বিতর্ক, খণ্ড-১, সংখ্যা-১৮, ২৯ নভেম্বর, ২০০১।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ বিতর্ক, খণ্ড-৭, সংখ্যা-৩, ১২ মে, ২০০৩।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ বিতর্ক, খণ্ড-৮, সংখ্যা-২৫, ১৫ জুলাই, ২০০৩।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, অষ্টম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের (২৮-১০-২০০১ হতে ০২-১২-২০০১) কার্যবাহের সারাংশ।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, অষ্টম জাতীয় সংসদের দ্বিতীয় অধিবেশনের (৩১-০১-২০০২ হতে ১০-০৪-২০০২) কার্যবাহের সারাংশ।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, অষ্টম জাতীয় সংসদের তৃতীয় অধিবেশনের (০৪-০৬-২০০২ হতে ১৫-০৭-২০০২) কার্যবাহের সারাংশ।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, অষ্টম জাতীয় সংসদের চতুর্থ অধিবেশনের (১২-০৯-২০০২ হতে ১৭-০৯-২০০২) কার্যবাহের সারাংশ।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, অষ্টম জাতীয় সংসদের পঞ্চম অধিবেশনের (১৪-১১-২০০২ হতে ২৭-১১-২০০২) কার্যবাহের সারাংশ।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, অষ্টম জাতীয় সংসদের ষষ্ঠ অধিবেশনের (২৬-০১-২০০৩ হতে ১১-০৩-২০০৩) কার্যবাহের সারাংশ।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, অষ্টম জাতীয় সংসদের সপ্তম অধিবেশনের (০৮-০৫-২০০৩ হতে ১৩-০৫-২০০৩) কার্যবাহের সারাংশ।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, অষ্টম জাতীয় সংসদের অষ্টম অধিবেশনের (১০-০৬-২০০৩ হতে ১৫-০৭-২০০৩) কার্যবাহের সারাংশ।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, অষ্টম জাতীয় সংসদের নবম অধিবেশনের (১১-০৯-২০০৩ হতে ১৮-০৯-২০০৩) কার্যবাহের সারাংশ।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, অষ্টম জাতীয় সংসদের দশম অধিবেশনের (১৬-১১-২০০৩ হতে ১৯-১১-২০০৩) কার্যবাহের সারাংশ।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, অষ্টম জাতীয় সংসদের একাদশ অধিবেশনের (১৮-০১-২০০৪ হতে ১৭-০৫-২০০৪) কার্যবাহের সারাংশ।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, অষ্টম জাতীয় সংসদের দ্বাদশ অধিবেশনের (০৯-০৬-২০০৪ হতে ১৪-০৭-২০০৪) কার্যবাহের সারাংশ।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, অষ্টম জাতীয় সংসদের ত্রয়োদশ অধিবেশনের (১২-০৯-২০০৪ হতে ১৬-০৯-২০০৪) কার্যবাহের সারাংশ।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, অষ্টম জাতীয় সংসদের চর্তুদশ অধিবেশনের (২৮-১০-২০০৪ হতে ০২-১২-২০০৪) কার্যবাহের সারাংশ।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, অষ্টম জাতীয় সংসদের পঞ্চদশ অধিবেশনের (৩১-০১-২০০৫ হতে ১৫-০৩-২০০৫) কার্যবাহের সারাংশ।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, অষ্টম জাতীয় সংসদের ষষ্ঠদশ অধিবেশনের (১২-০৫-২০০৫ হতে ১৭-০৫-২০০৫) কার্যবাহের সারাংশ।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, অষ্টম জাতীয় সংসদের সপ্তদশ অধিবেশনের (০৭-০৬-২০০৫ হতে ১০-০৭-২০০৫) কার্যবাহের সারাংশ।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, অষ্টম জাতীয় সংসদের অষ্টাদশ অধিবেশনের (০৮-০৯-২০০৫ হতে ২১-০৯-২০০৫) কার্যবাহের সারাংশ।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, অষ্টম জাতীয় সংসদের ঊনবিংশ অধিবেশনের (২০-১১-২০০৫ হতে ২৪-১১-২০০৫) কার্যবাহের সারাংশ।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, অষ্টম জাতীয় সংসদের বিংশতম অধিবেশনের (২৩-০১-২০০৬ হতে ২৮-০২-২০০৬) কার্যবাহের সারাংশ।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, অষ্টম জাতীয় সংসদের একুশতম অধিবেশনের (২৭-০৪-২০০৬ হতে ০৯-০৫-২০০৬) কার্যবাহের সারাংশ।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, অষ্টম জাতীয় সংসদের বাইশতম অধিবেশনের (০৭-০৬-২০০৬ হতে ১২-০৭-২০০৬) কার্যবাহের সারাংশ।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়, অষ্টম জাতীয় সংসদের অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির রিপোর্ট, জুলাই, ২০০৬।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়, অষ্টম জাতীয় সংসদের বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির রিপোর্ট, সেপ্টেম্বর, ২০০৬।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়, অষ্টম জাতীয় সংসদের শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির রিপোর্ট, জুন, ২০০৬।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়, অষ্টম জাতীয় সংসদের যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির প্রথম রিপোর্ট, জুন, ২০০৬।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, অষ্টম জাতীয় সংসদের সরকারী প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত কমিটির প্রতিবেদন, ২০০৬।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সদস্যদের জীবন বৃত্তান্ত। ঢাকা: বাংলাদেশ সরকারি প্রেস, ১৯৭৫।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সদস্যদের জীবন বৃত্তান্ত। ঢাকা: বাংলাদেশ সরকারি প্রেস, ১৯৯১।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সদস্যদের জীবন বৃত্তান্ত। ঢাকা: বাংলাদেশ সরকারি প্রেস, ১৯৯৬।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সদস্যদের জীবন বৃত্তান্ত। ঢাকা: বাংলাদেশ সরকারি প্রেস, ২০০১।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সদস্যদের জীবন বৃত্তান্ত। ঢাকা: বাংলাদেশ সরকারি প্রেস, ২০০৮।

৪। সংবাদপত্র:

দৈনিক সংবাদ, ঢাকা। (১৯৭৫-১৯৯০ এর বিভিন্ন সংখ্যা)

দৈনিক সংবাদ, ঢাকা। (১৯৯৬-২০০১ এর বিভিন্ন সংখ্যা)

দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা। (১৯৭৫-১৯৯০ এর বিভিন্ন সংখ্যা)

দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা। (১৯৯৬-২০০১ এর বিভিন্ন সংখ্যা)

দৈনিক প্রথম-আলো, ঢাকা। (১৯৯৬-২০০১ এর বিভিন্ন সংখ্যা)

৫। অপ্রকাশিত এম.ফিল অভিসন্দর্ভ:

আহমেদ, মোঃ সুলতান। পঞ্চম জাতীয় সংসদের ভূমিকা ও কার্যকারিতা: (১৯৯১-১৯৯৬) প্রেক্ষিত বাংলাদেশ। অপ্রকাশিত এম.ফিল. অভিসন্দর্ভ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

পারভিন, আইরিন। বাংলাদেশে সংসদীয় ব্যবস্থা: এর বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ। অপ্রকাশিত এম.ফিল. অভিসন্দর্ভ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০১।

ওয়াহিদুজ্জামান, এস, এম। খালেদা জিয়ার শাসনামলে বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন: একটি পর্যালোচনা। অপ্রকাশিত এম.ফিল. অভিসন্দর্ভ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

দত্ত, সত্যজিৎ। নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন: পরিপ্রেক্ষিত ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন - ২০০২। অপ্রকাশিত এম.ফিল. অভিসন্দর্ভ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

৬। অপ্রকাশিত পিএইচ.ডি অসিন্দর্ভ:

ইসলাম, সৈয়দ আতিকুল। বাংলাদেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কার্যক্রম ১৯৯৬ এবং ২০০১: একটি বিশ্লেষণ। অপ্রকাশিত পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ২০১১।

ইসলাম, মোহাম্মাদ নুরুল। বাংলাদেশের সংসদীয় সরকার ও বাকশাল: একটি রজিনৈতিক বিশ্লেষণ। অপ্রকাশিত পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

আউয়াল, মোঃ আবদুল। বাংলাদেশের রাজনীতি এবং সামরিক শাসন (১৯৭৫-১৯৯০): একটি রাজনৈতিক বিশ্লেষণ। অপ্রকাশিত পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা। ডিসেম্বর ২০০৮।

রহমান, আজিজুর। পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি: একটি আর্থ সামাজিক বিশ্লেষণ অপ্রকাশিত পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা। জানুয়ারী, ২০১২।

৭। ওয়েবসাইট:

http://www.ec.org.bd

http://www.parliament.gov.bd

http:// www.cabinet.gov.bd

http://www.mof.gov.bd

http://www.moind.gov.bd

http://www.most.gov.bd

http://www.rthd.gov.bd

https://bn.wikipedia.org

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-১

সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১২জুন, ১৯৯৬ এ অংশ গ্রহণকারী বিভিন্ন রাজনৈতিক দল/জোট/স্বতন্ত্র প্রার্থীদের সংখ্যা প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা, প্রাপ্ত ভোটের শতকরা হার, প্রাপ্ত আসন সংখ্যা ইত্যাদি বিবরণী নিম্নে উল্লেখ করা হইলঃ

ক্রমিক নং	রাজনৈতিক দল/জোট/স্বতন্ত্র	মনোনীত প্রার্থীর সংখ্যা	মনোনীত সকল প্রার্থী কর্তৃক প্রাপ্ত ভোট	প্রাপ্ত ভোটের শতকরা হার	প্রাপ্ত আসন সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫	৬
১	বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ	৩০০	১,৫৮,৮২,৭৯২	৩৭.৪৪৩৩%	১৪৬
২	বাংলাদেশ বাস্তুহারা পরিষদ	১	১০৫	০.০০০০২%	০
৩	বাংলাদেশ বেকার সমাজ	৩	৫৪৮	০.০০০১৩%	০
৪	বাংরাদেশ গণআজাদী লীগ	৩	১,৬৮৩	০.০০৪০%	০
৫	বাংলাদেশ হিন্দু লীগ	২	৫৭০	০.০০১৩%	০
৬	বাংলাদেশ ইসলামী বিপ্লবী পরিষদ	১	২৯	০.০০০১%	০
৭	বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রট	২৩	২৩,৬৯৬	০.০৫৫৯%	০
৮	বাংলাদেশ ইসলামী পার্টি	১	১৩২	০.০০০৩%	০
৯	বাংলাদেশ জনতা পার্টি	১১	৩,৩৬৪	০.০০৭৯%	০
১০	বাংলাদেশ জাতীয় অগ্রগতি পার্টি	১	১৩১	০.০০০৩%	০
১১	বাংলাদেশ জাতীয় লীগ (সুবহান)	২	৪১৮	০.০০১০%	০
১২	বাংলাদেশ জাতীয়বাদী আওয়ামী লীগ (মোস)	৩	১১,১৯০	০.০২৬৪%	০
১৩	বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন	৪৬	১৮,৩৯৭	০.০৪৩৪%	০
১৪	বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক জনতা পার্টি	১	২৯৪	০.০০০৭%	০
১৫	বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক মুক্তি আন্দোলন	২	১৮৯	০.০০০৪%	০
১৬	বাংলাদেশ কৃষক রাজ ইসলামী পার্টি (এফ.হক)	১	৩৩	০.০০০১%	০
১৭	বাংলাদেশ মানবাধিকার দল	১	২০	০.০০০০%	০
১৮	বাংলাদেশ মেহেনতী ফ্রন্ট	১	১৭৩	০.০০০৪%	০
১৯	বাংলাদেশ মুসলীম লীগ (জমির আলী)	২১	৪,৫৮০	০.০১০৮%	০
২০	বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ ভাষানী)	২৩	৫,৯৪৮	০.০১৪০%	০
২১	বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ)	১৩	৩,৬২০	০.০০৮৫%	০
২২	বাংলাদেশ ন্যাশনাল কংগ্রেস	২	৯৯	০.০০০২%	০
২৩	বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টি	৩০০	১,৪২,৫৫,৯৮৬	৩৩.৬০৮১%	১১৬
২৪	বাংলাদেশ পিপলস লীগ	১	২১৩	০.০০০৫%	০
২৫	বাংলাদেশ পিপলস পার্টি	২	৫৫৮	০.০০১৩%	০
২৬	বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (মাহাবুব)	৬	৬,৭৯১	০.০১৬০%	০
২৭	বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক সামসদ (দর্শন)	১	২০৯	০.০০০৫%	০
২৮	বাংলাদেশ সাম্যবাদী দল (মার্কস লেলিন)	৪	১,১৪৮	০.০০২৭%	০

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	রাজনৈতিক দল/জোট/স্বতন্ত্র	মনোনীত প্রার্থীর সংখ্যা	মনোনীত সকল প্রার্থী কর্তৃক প্রাপ্ত ভোট	প্রাপ্ত ভোটের শতকরা হার	প্রাপ্ত আসন সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫	৬
২৯	বাংলাদেশ সর্বহারা পার্টি	১	২৪৮	০.০০০৬%	০
৩০	বাংলাদেশ তাফসিল জাতীয় ফেডারেশন (এস.কে. মান্নান)	২	৫৩৭	০.০০১৩%	০
৩১	বাংলাদেশ তফসিলী ফেডারেশন (সুধীর)	১	১৫০	০.০০০৪%	০
৩২	বাংলাদেশ তানজিমূল মুসলীমিন	১	৮১	০.০০০২%	০
৩৩	বাংলাদেশ ভাষানী আদর্শ বাস্তবায়ন পার্টি	১	১০৭	০.০০০৩%	০
৩৪	বাংলাদেশ ওয়াকার্স পার্টি	৩৪	৫৬,৪০৪	০.১৩৩০%	০
৩৫	বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি	৩৬	৪৮,৫৪৯	০.১১৪৫%	০
৩৬	বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (খালেকুজ্জামান)	৩১	১০,২৩৪	০.০২৪১%	০
৩৭	ভাষানী ফ্রন্ট	১	৪৫	০. ০০০১%	০
৩৮	কমিউনিস্ট কেন্দ্র	২	৮৮৮	০.০০২১%	০
৩৯	ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক এন্ড পার্টি	১১	৩,৬০৫	.০০৮৫%	০
৪০	দেশ প্রেম পার্টি	১	৫৩২	০.০০১৩%	০
৪১	ফ্রিডম পার্টি	৫৪	৩৮,৯৭৪	০.০৯১৯%	০
৪২	গণতান্ত্রিক পার্টি	৩	৪,১১৪	০.০০৭৯%	০
৪৩	গণফ্রম	১০৪	৫৪,২৫০	০.১২৭৯%	০
৪৪	গণ ঐক্য ফ্রন্ট (গফ্ফর)	১	১৮৬	০.০০০৪%	০
৪৫	গণতান্ত্রিক সর্বহারা পার্টি	৫	৫০৫	০.০০১২%	০
৪৬	হক কাতার মঞ্চ	১	১,৩৪০	০.০০৩২%	০
৪৭	ইসলামী আল জিহাদ দল	১	২৮৮	০.০০০৭%	
৪৮	ইসলামী ঐক্য জোট	১৬৬	৪,৬১,৫১৭	১.০৮৮০%	১
৫৯	ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন	২০	১১,১৫৯	০.০২৬৩%	০
৫০	ইসলামী দল বাংলাদেশ (সাইফুর)	১	২২১	০.০০০৫%	০
৫১	জাকের পার্টি	২৪১	১,৬৭,৫৯৭	০.৩৯৫১%	০
৫২	জামায়াত-ই-ইসলামী বাংলাদেশ	৩০০	৩৬,৫৩,০১৩	৮.৬১১৯%	৩
৫৩	যামায়াতে ইসলাম বাংলাদেশ	৮	৪৫,৫৮৫	০.১০৭৫%	০
৫৪	জন দল	৫	৩৯৫	০.০০০৯%	০
৫৫	জাতীয় বিপ্লবী ফ্রন্ট	১	৬৩১	০.০০১৫%	০
৫৬	জাতীয় দারিদ্র পার্টি	২	২৪৪	০.০০০৬%	০
৫৭	জাতীয় জনতা পার্টি (নুরুল ইসলাম)	১১	২,৯৮৬	০.০০৭০%	০
৫৮	জাতীয় জনতা পার্টি (শেখ আসাদ)	১৯	২,৩৯৫	০.০০৫৬%	০
৫৯	জাতীয় পার্টি	২৯৩	৬৯,৫৪,৯৮১	১৬.৩৯৬২%	৩২
৬০	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (ইনু)	৩০	৫০,৯৪৪	০.১২০১%	০
৬১	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (মহিউদ্দিন)	১	৩৯৩	০.০০০৯%	০

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমিক নং	রাজনৈতিক দল/জোট/স্বতন্ত্র	মনোনীত প্রার্থীর সংখ্যা	মনোনীত সকল প্রার্থী কর্তৃক প্রাপ্ত ভোট	প্রাপ্ত ভোটের শতকরা হার	প্রাপ্ত আসন সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫	৬
৬২	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (রব)	৬৭	৯৭,৯১৬	০.২৩০৮%	১
৬৩	জাতীয় সেবা দল	১	৩৬৫	০.০০০৯%	০
৬৪	ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ ভাষানী) (মুস্তফা)	২	১৩৮	০.০০০৩%	০
৬৫	ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক পার্টি	৬	৩৫৩	০.০০০৮%	০
৬৬	ন্যাশনাল পেট্রিয়টিক পার্টি	১	৩১	০.০০০১%	০
৬৭	ঐক্য প্রকৃয়া	১	১১২	০.০০০৩%	০
৬৮	পিপ্‌লস মুসলীম লীগ	১	১৪০	০.০০০৩%	০
৬৯	প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক শক্তি	১	১৩৪	০.০০০৩%	০
৭০	প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী দল (নুরু এম মাওলা)	৮	১,৫১৫	০.০০৩৬%	০
৭১	কুরান সুন্না বাস্তবায়ন পার্টি	১	৮২	০.০০০২%	০
৭২	কুরান দর্শন সংস্থা বাংলাদেশ	১	১৩৭	০.০০০৩%	০
৭৩	সাত দলীয় জোট (মিরপুর)	২	৬০২	০.০০১৪%	০
৭৪	সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদ	৯	৪০,৮০৩	০.০৯৬২%	০
৭৫	সম্মিলিত বাংলাদেশ আন্দোলন	১০	২৭,০৮৩	০.০৬৩৮%	০
৭৬	সমৃদ্ধ বাংলাদেশ ব্যবসায়ী সম্প্রদায়	১	৪৮	০.০০০১%	০
৭৭	সোস্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি	৭	১,৯৩৮	০.০০৪৬%	০
৭৮	শ্রমজীবি ঐক্য ফ্রন্ট	১	২২৯	০.০০০৫%	০
৭৯	শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল	৩	৯৬৪	০.০০২৩%	০
৮০	তাহেরিক ওলামায়ে বাংলাদেশ	১	২৯	০.০০০১%	০
৮১	ইউনাইটেড পিপ্‌লস পার্টি	১	২৬	০.০০০১%	০
৮২	স্বতন্ত্র	২৮৪	৪,৪৯,৬১৮	১.০৬০০%	১
	মোট =	**২৫৭৪**	**৪,২৪,১৮,২৭৪**	**১০০%**	**৩০০**

সূত্রঃ বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, ১২ জুন, ১৯৯৬ইং

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-২

অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ২০০১ সালের ১ অক্টোবর নির্বাচনে অংশ গ্রহণকারী বিভিন্ন রাজনৈতিক দল/জোট/স্বতন্ত্র মনোনীত প্রার্থীদের সংখ্যা, প্রাপ্ত আসন সংখ্যা, মনোনীত প্রার্থী কর্তৃক প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা, প্রাপ্ত ভোটের শতকরা হার, ইত্যাদি বিবরণী নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

ক্রঃ নং	রাজনৈতিক দল/জোট/স্বতন্ত্র	দলের প্রতীক	মনোনীত প্রার্থীর সংখ্যা	প্রাপ্ত আসন সংখ্যা	মনোনীত সকল প্রার্থী কর্তৃক প্রাপ্ত ভোট	প্রাপ্ত ভোটের শতকরা হার
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	ধানের শীষ	২৫২	১৯৩	২,২৮,৩৩,৯৭৮	৪০.৯৭
২	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	নৌকা	৩০০	৬২	২,২৩,৬৫,৫১৬	৪০.১৩
৩	ইসলামী জাতীয় ঐক্য ফ্রন্ট	লাঙ্গল	২৮১	১৪	৪০,৩৮,৪৫৩	৭.২৫
৪	জামায়াত-ই-ইসলামী বাংলাদেশ	দাঁড়ি পাল্লা	৩১	১৭	২৩,৮৫,৩৬১	৪.২৮
৫	বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি (এন-এফ)	ধানের শীষ (এন-এফ)	১১	৪	৬,২১,৭৭২	১.১২
৬	ইসলামী ঐক্য জোট	ধানের শীষ (মিনার)	৭	২	৩,৭৬,৩৪৩	০.৬৮
৭	কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ	গামছা	৩৯	১	২,৬১,৩৪৪	০.৪৭
৮	জাতীয় পার্টি (মঞ্জু)	বাই সাইকেল	১৪০	১	২,৪৩,৬১৭	০.৪৪
৯	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল	মশাল	৭৬	০	১,১৯,৩৮২	০.২১
১০	বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি	সিকল	৬৪	০	৫৬,৯৯১	০.১০
১১	বাংলাদেশ ওয়াকার্স পার্টি	হাতুর	৩২	০	৪০,৪৮৪	০.০৭
১২	বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট	মোমবাতি	১৮	০	৩০,৭৬১	০.০৬
১৩	বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ-খালেকুজ্জামান)	তালা	৩৭	০	২১,১৬৪	০.০৪
১৪	জামায়াতে ওলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ	খেজুর গাছ	১	০	১৯,২৫৬	০.০৩
১৫	বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন	বট গাছ	৩০	০	১৩,৪৭২	০.০২
১৬	গণ ফোরাম	উদিয়মান সূর্য	১৭	০	৮,৪৯৪	০.০২
১৭	বাংলাদেশ শাসনতন্ত্র আন্দোলন	হাত পাখা	৩	০	৫,৯৪৪	০.০১
১৮	লিবারেল পার্টি বাংলাদেশ	বাইথা (Baitha)	৭	০	৩,৯৭৬	০.০১
১৯	ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ)	কুড়ে ঘর	৩	০	৩,৮০১	০.০১
২০	বাংলাদেশ প্রোগ্রেসিভ পার্টি (বিপিপি)	দোয়াত কলম	২০	০	৩,৭৩৪	০.০১
২১	গণতান্ত্রিক পার্টি	কবুতর	১১	০	৩,১৯০	০.০১
২২	বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (মাহবুব)	রিক্সা	৬	০	২,৩০৮	০.০০
২৩	বাংলাদেশ জনতা পার্টি	বাস	২	০	১,৭০৩	০.০০
২৪	বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক মুক্তি আন্দোলন	মোরগ	৮	০	১,২৪৮	০.০০
২৫	জাকের পার্টি	গোলাপ ফুল	৪	০	১,১৮১	০.০০
২৬	বাংলাদেশ পিপলস্ কংগ্রেস	টেলিভিশন	৬	০	১,১৫৫	০.০০

Dhaka University Institutional Repository

ক্রঃ নং	রাজনৈতিক দল/জোট/স্বতন্ত্র	দলের প্রতীক	মনোনীত প্রার্থীর সংখ্যা	প্রাপ্ত আসন সংখ্যা	মনোনীত সকল প্রার্থী কর্তৃক প্রাপ্ত ভোট	প্রাপ্ত ভোটের শতকরা হার
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
২৭	কমিউনিস্ট কেন্দ্র	চাবী	১	০	১,০৪২	০.০০
২৮	বাংলাদেশ সাম্যবাদী দল (মার্ক্স লেনিন)	চেয়ার	৩	০	৯৭২	০.০০
২৯	বাংলাদেশ হিন্দু লীগ	কন্‌চসেল (Conchshel)	১	০	৯২২	০.০০
৩০	বাংলাদেশ গণ আজাদী লীগ (সামাদ)	ঢেঁকি	৩	০	৭৮০	০.০০
৩১	জাতীয় জনতা পার্টি (এ্যাড. নুরুল ইসলাম খান)	মই	৪	০	৬৫৭	০.০০
৩২	বাংলাদেশ মুসলীম লীগ (জামির আলী)	হারিকেন	৫	০	৫৮২	০.০০
৩৩	ন্যাশনাল পাট্রিয়টিক পার্টি	উড়োজাহাজ	১	০	৫৫১	০.০০
৩৪	ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ-ভাষানী)	ওয়াকিং স্টিক	২	০	৪৪২	০.০০
৩৫	বাংলাদেশ জাতীয় তাঁতী দল	চর্কা	১	০	৪৪১	০.০০
৩৬	সমৃদ্ধ বাংলাদেশ আন্দোলন	মাছ	৫	০	৪২৯	০.০০
৩৭	শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল	ছাতা	১	০	৩৯১	০.০০
৩৮	বাংলাদেশ পিপলস্ পার্টি (বিপিপি)	রকেট	১	০	৩৮২	০.০০
৩৯	দেশ প্রেম পার্টি	একতারা	৩	০	৩৬৬	০.০০
৪০	ডেমোক্রেটিক রিপাবলিকান পার্টি	ময়ূর	১	০	৩৬৪	০.০০
৪১	বাংলাদেশ মানবাধিকার দল (বামাদ)	আনারস	১	০	২৩৭	০.০০
৪২	বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক জনতা পার্টি	বই	১	০	১৯৭	০.০০
৪৩	লিবারেল ডেমোক্রেসট পার্টি	হাত (পাঞ্জা)	১	০	১৭০	০.০০
৪৪	কুরান দর্শন সংস্থা বাংলাদেশ	নঙ্গর	১	০	১৬১	০.০০
৪৫	জাতীয় জনতা পার্টি (শেখ আশাদ)	হরিণ	১	০	১৪৮	০.০০
৪৬	প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক শক্তি (প্রগস)	কোদাল	১	০	১৩৬	০.০০
৪৭	সামা-সামাজ গণতান্ত্রিক পার্টি	অট্টলিকা	১	০	১৩১	০.০০
৪৮	ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ-ভাষানী মুসতাক)	উট	১	০	৭৯	০.০০
৪৯	কুরান এন্ড সুন্নাহ বাস্তবায়ন পার্টি	আপেল	১	০	৭৭	০.০০
৫০	ভাষাণী ফ্রন্ট	প্রদীপ	১	০	৭৬	০.০০
৫১	বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ	মাইক	২	০	৫৯	০.০০
৫২	বাংলাদেশ ভাষানী আদর্শ বাস্তবায়ন পরিষদ	হাঁস	১	০	৫৮	০.০০
৫৩	বাংলাদেশ সর্বহারা পার্টি	চাকা	১	০	৪৪	০.০০
৫৪	জাতীয় জনতা পার্টি (হাফিজুর)	গরু	১	০	৩০	০.০০
	স্বতন্ত্র	-	৪৮৬	৬	২২,৬২,০৭৩	৪.০৬
		মোট =	**১৯৩৯**	**৩০০**	**৫,৫৭,৩৬,৬২৫**	**১০০**

Source: *Bangladesh Election Commission: Statiscal Report, 8th Jatiyo sangsad Election 2001.*

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৩

প্রশ্নাবলী

গবেষণার শিরোনাম: **বাংলাদেশের সাংসদীয় কমিটির কার্যক্রম (১৯৯৬-২০০৯) একটি বিশ্লেষণ**
[Working of the Parliamentary Committees in Bangladesh (1996-2009): An Analysis]

আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্ন্তগত রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের একজন ছাত্রী ও পিএইচডি গবেষক। আমার গবেষণার কাজ আরও সমৃদ্ধশালী করার জন্য আপনার অভিজ্ঞতার আলোকে কিছু তথ্য পেতে চাচ্ছি। সংসদীয় কমিটির কার্যকারিতার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় তথ্য পাবার ক্ষেত্রে এই জরিপের নমুনাপত্র মাননীয় সংসদ সদস্য, রাজনীতিবিশারদ, বুদ্ধিজীবি, আমলা, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, শিক্ষক এবং অন্যান্য পেশাজীবিদের মধ্যে পরিচালিত হবে।

[তথ্যের কোন অংশে ব্যক্তিগত নাম কখনও ব্যবহার হবে না। সকল তথ্য ও তত্ত্বের গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে।
[আপনার সহযোগিতার জন্য সশ্রদ্ধ অনুরোধ করছি]

শূন্যস্থান পূরণ করুন এবং যথাযথ ঘরে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

সাক্ষাতের তারিখ: ..../......../২০১৫

ব্যক্তিগত তথ্যাবলী:

১। **নাম:** ....

২। **জন্ম তারিখ:**... **লিঙ্গ:** পুরুষ ☐ | মহিলা ☐

৩। **শিক্ষাগত যোগ্যতা:** এসএসসি ☐ | এইচএসসি ☐ | ডিগ্রী ☐ | মাষ্টার্স ☐ | ডক্টরেট ☐

৪। জাতীয় সংসদে আসার পূর্বে আপনার পেশা কি ছিল? *[টিক চিহ্ন (✓) ব্যবহার করুন]*

রাজনীতিবিদ ☐ | সাবেক সেনা কর্মকর্তা ☐ | শিক্ষক ☐ | ব্যবসায়ী/ শিল্পপতি ☐
আইনজীবী ☐ | সরকারী চাকুরে ☐ | বেসরকারি চাকুরে ☐ | সাবেক আমলা ☐
কৃষিজীবী ☐ | ডাক্তার ☐ ইঞ্জিনিয়ার ☐ | অন্যান্য..........................

রাজনৈতিক তথ্যাবলী: *[টিক চিহ্ন (✓) ব্যবহার করুন]*

৫। **জাতীয় সংসদে কমিটি ব্যবস্থায় কর্মরত থাকা কালীন আপনার দলীয় অবস্থান কি ছিল?**

জেলা কমিটির সদস্য ☐ | কেন্দ্রিয় কমিটির সদস্য ☐ | স্থায়ী কমিটির সদস্য ☐

৬। **সংসদ সদস্যদের ক্ষেত্রে দলীয় সরকারে অবস্থান:**

মন্ত্রী ☐ | প্রতিমন্ত্রী ☐ | উপমন্ত্রী ☐

Dhaka University Institutional Repository

<u>**সংসদ সংক্রান্ত তথ্যাবলী:**</u> *[টিক চিহ্ন (✓) ব্যবহার করুন]*

৭। **আপনি কোন জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হন?**

৭ম সংসদ ☐ | ৮ম সংসদ ☐ | উভয় সংসদ ☐

৮। **সংসদ সদস্যদের ক্ষেত্রে সংসদে তাদের অবস্থান:**

সংসদ সদস্য ☐ | চীফ হুইপ ☐ | সরকারী দলের হুইপ ☐

বিরোধীদলের চীফ হইপ ☐ | বিরোধীদলের হুইপ ☐

৯। **সংসদ সদস্য হিসেবে আপনি কতদিন দায়িত্ব পালন করেছেন?**

পাঁচ বছর ☐ | পাঁচ বছরের বেশী ☐

<u>**কমিটি সংক্রান্ত তথ্যাবলী:**</u> *[টিক চিহ্ন (✓) ব্যবহার করুন]*

১০। **আপনি সংসদীয় কমিটির সদস্য না সভাপতি?** সদস্য ☐ | সভাপতি ☐

১১। **আপনি কয়টি সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে দায়িত্ব পালন করেছেন?**

একটিমাত্র কমিটিতে ☐ | একাধিক কমিটিতে ☐

১২। **সংসদীয় কমিটির সভা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয় কিনা?** হ্যাঁ ☐ | না ☐

১৩। **কমিটির সভায় আপনি কি নিয়মিত উপস্থিত থাকেন?** হ্যাঁ ☐ | না ☐

১৪। **কমিটির সভাপতি জাতীয় সংসদ কর্তৃক মনোনীত সরকারী দল থেকে, বিরোধী দল থেকে না উভয় দল থেকে?**

সরকারী দল ☐ | বিরোধী দল ☐ | উভয় দল ☐

১৫। **কমিটিসমূহে বিরাজমান কার্য-পরিবেশ সম্পর্কে নিম্নলিখিত যে কোন একটি বিষয়ের উপর টিক চিহ্ন (✓) দিন।**

ক) কমিটির সদস্যদের মধ্যে দলীয় কঠোর মনোভাবাপন্ন পরিবেশে আলোচনা অনুষ্ঠান ☐

খ) কমিটিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সদস্যদের মধ্যে সুসম্পর্ক বিরাজমান পরিবেশে আলোচনা অনুষ্ঠান ☐

গ) কমিটিতে বৈরীতাপূর্ণ পরিবেশে সদস্যদের আলোচনা অনুষ্ঠান ☐

১৬। **কমিটির সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নিচের কোন বিষয়টি কাজ করেছে?**

ক) কমিটির সদস্যগণের দলীয় মনোভাব পোষণের মধ্য দিয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে ☐

খ) সরকারী ও বিভিন্ন বিরোধী রাজনৈতিক দলের সদস্যদের ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে ☐

গ) বিরোধী দলকে প্রাধান্য না দিয়ে সরকারী দলের স্বেচ্ছাচারিতায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে ☐

ঘ) রাষ্ট্রকে অধিক গুরুত্বদানের মধ্য দিয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে ☐

ঙ) কমিটির সদস্যগণের নির্দলীয় মনোভাব পোষণের মধ্য দিয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে ☐

Dhaka University Institutional Repository

১৭। **জাতীয় সংসদে বিল পাশের ক্ষেত্রে কমিটিতে কি আলোচনা হয়েছে? না আলোচনা ছাড়াই জাতীয় সংসদে বিল পাশ হয়েছে?** হ্যাঁ ☐ | না ☐

১৮। **জাতীয় সংসদের কমিটিতে আপনি কি বক্তব্য মুক্তভাবে রেখেছেন?** হ্যাঁ ☐ | না ☐

১৯। **জাতীয় সংসদের কমিটি ব্যবস্থার আলোচনা মুক্ত, ন্যায়ত না সীমাবদ্ধ?**

মুক্ত ☐ | ন্যায়ত ☐ | সীমাবদ্ধ ☐

২০। **আপনি সপ্তাহে কত দিন জাতীয় সংসদের লাইব্রেরী ব্যবহার করেন?**

সপ্তাহে একবার ☐ | সপ্তাহে একাধিকবার ☐ | মাসে একবার ☐ | মাসে একাধিকবার ☐

২১। **জাতীয় সংসদের লাইব্রেরীতে অবস্থিত গবেষণা ও শিক্ষা ইউনিট কি আপনি কখনও ব্যবহার করেছেন?** হ্যাঁ ☐ | না ☐

২২। **আপনার মতে কমিটির সদস্য/সভাপতি এর জন্য কি কি সুযোগ-সুবিধা থাকা উচিত? নিম্নের এক বা একাধিক বিষয়ের উপর টিক চিহ্ন (✓) দিন।**

ক) সংসদীয় প্রতিনিধিদল বিনিময় কর্মসূচীর ব্যবস্থা করা ☐
খ) বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন পার্লামেন্টের সাথে আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আয়োজন করা ☐
গ) বিদেশ ভ্রমণের ব্যবস্থা রাখা ☐
ঘ) তথ্যচিত্র দেখানো/নির্বাক চিত্র ইত্যাদি দেখানো ☐
ঙ) সুষ্ঠ প্রচার মাধ্যমের ব্যবস্থা রাখা ☐

২৩। **সংসদীয় কমিটির সদস্যদের মান উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় বলে প্রতীয়মান হয় এমন যে কোন একটি বা একাধিক বিষয়ের উপর টিক চিহ্ন (✓) দিন।**

ক) রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব হতে হবে ☐
খ) দায়িত্বশীলতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে ☐
গ) কমপক্ষে গ্রাজুয়েট হতে হবে (ল' গ্রাজুয়েট প্রেফারাবল) ☐

২৪। **আপনি কি মনে করেন জাতীয় সংসদের সদস্যদের বিভিন্ন দেশের পার্লামেন্ট পরিদর্শন করা প্রয়োজন?** হ্যাঁ ☐ | না ☐

২৫। **আপনি কি মনে করেন জাতীয় সংসদের সদস্যদের পার্লামেন্টারী বিষয়ে নিয়মিত ওয়ার্কশপ করা উচিত?** হ্যাঁ ☐ | না ☐

২৬। **সংসদীয় কমিটির/সংসদীয় গণতন্ত্রের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে আয়োজিত কর্মশালার (ওয়ার্কশপের) বিষয়বস্তু কি হতে পারে? যে কোন একটি বা একাধিক বিষয়ের উপর টিক চিহ্ন (✓) দিন।**

ক) প্রাসঙ্গিক সংসদীয় পদ্ধতি, আইন ও রীতিনীতি সম্পর্কে ☐
খ) বর্তমান রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও সরকার ব্যবস্থা সম্পর্কিত সমস্যা সম্পর্কে ☐
গ) সংসদীয় কমিটি সংক্রান্ত বিষয় সম্পর্কে ☐
ঘ) রাষ্ট্রীয় স্বার্থে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সহনশীলতা বৃদ্ধি উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ বিষয়ে ☐

Dhaka University Institutional Repository

ঙ) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয় ও চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে ☐
চ) দেশে সুশাসন নিশ্চিতকরণে আইনের প্রয়োগ সম্পর্কে ☐
ছ) সংসদ সদস্যদের স্ব-কার্যক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ☐
জ) সংসদে গৃহীত সিদ্ধান্ত ও নীতির বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে ☐

২৭। **বিভিন্ন দেশের সাথে সংসদীয় কমিটি তথা সংসদীয় গণতন্ত্র সম্পর্কিত দ্বি-পাক্ষিক ও বহু-পাক্ষিক তথ্য বিনিময় সম্পর্কিত উপায় নির্ধারণের জন্য নিম্নের যে কোন একটি বা একাধিক বিষয়ের উপর টিক চিহ্ন (✓) দিন।**

ক) সেমিনার সিম্পোজিয়ামের ব্যবস্থা করা ☐
খ) পণ্ডিত ব্যক্তিদের, রাজনীতিবিদদের, রাজনীতি বিশ্লেষকদের অধিবেশনকালীন সময়ে আহ্বান জানানো প্রয়োজন ☐
গ) সামাজিক সংলাপের আয়োজন ☐
ঘ) বিশেষজ্ঞদের সাথে মতবিনিময় ☐
ঙ) মিডিয়ার দ্বারা সম্পন্ন করতে হবে ☐

২৮। **কর্মশালা থেকে অর্জিত পাঠ বা অভিজ্ঞতাকে কিভাবে আমরা আমাদের রাজনৈতিক পদ্ধতিতে একীভূত করতে পারি? নিম্নের যে কোন একটি বা একাধিক বিষয়ের উপর টিক চিহ্ন (✓) দিন।**

ক) রাজনৈতিক প্রক্রিয়া জোরদার করে ☐
খ) কার্যপ্রণালী বিধি অনুসরণ করে ☐
গ) সংশ্লিষ্ট দলসমূহের সম্মত হওয়ার মাধ্যমে ☐
ঘ) আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ খর্ব করে ☐
ঙ) কার্য-কৌশল ও একত্রিকরণ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ☐
চ) প্রস্তাবনার (সিদ্ধান্তসমূহের) বাস্তবায়ন করে ☐
ছ) মিডিয়ার দ্বারা সম্পন্ন করতে হবে ☐

আপনার সদয় সহযোগিতার জন্য অশেষ ধন্যবাদ।

শাহ্নাজ পারভীন
পিএইচ,ডি গবেষক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository